চলে নীল শাড়ি

॥ এ ক ॥

'কী মশাই, কান নেই ?'

'কী বললেন ?'

'বলছি শুনতে পান না ?'

'শুনতে না পেলে আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি কী করে ?' সুখেন্দু কাছিয়ে এল।

'তবে এত যে হর্ন দিচ্ছি কানে ঢুকছে না কেন ?' গাড়ির ভিতরের লোক— লোক বলতে ঐ একজনই— মুখিয়ে উঠল।

'হর্ন দেবার দরকার কী !' সুখেন্দু এল আরেকটু এগিয়ে।

'দরকার কী ?' গাড়ির লোক হতভম্ব হয়ে গেল। দিনের আলোয় স্পষ্ট পথের উপর দাঁড়িয়ে এমন অসম্ভব কথা কেউ বলতে পারে ভাবা যায় না। রুখে উঠল, 'আপনি গাড়ির সামনে এসে পড়বেন হর্ন দেব না ?'

'না।' ক্রুদ্ধকণ্ঠে সুখেন্দু বললে, 'আমি সামনে পড়েছি, না, আপনিই আমার পিছু নিয়েছেন ? পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না বেরিয়ে ? সমুখ থেকে আমাকে সরিয়ে রাস্তা করবার কী দরকার !'

'সমুখ থেকে না সরালে চাপা পড়তেন, পিষে যেতেন, হাড়-মাস এক হয়ে যেত।'

'দিন না চাপা। একবার দেখুন না চাপা দিয়ে। দেখুন না কার হাড়-মাস এক হয়।' লোক জমছে আশপাশ থেকে। তাদের লক্ষ্য করল সুখেন্দু: 'এমনিতে ত্রিভুবন আমার শত্রু, কিন্তু আপনার গাড়ির তলায় ফেলুন না আমাকে একবার, নিমেষে বসুধৈব কুটুম্বকং হয়ে যাবে। সবাই বিনা ডাকে লড়তে আসবে আমার হয়ে। আপনারা একজন ছাতু আরেকজন ছাই হয়ে যাবেন।'

'কী হয়ে যাব ?' গাড়ির আরোহী-ড্রাইভার মুখ খিঁচিয়ে উঠল।

'আপনার গাড়ি ছাই আর আপনি ছাতু হয়ে যাবেন।'

'আর আপনি?'

'আমি আর নতুন কী হব? চাকার তলায় আছি চাকার তলায়ই থাকব। চিড়েচ্যাপ্টা আছি না হয় মুগুরিচ্যাপ্টা হব। তাই, যা বলছি, হর্নটা একটু কম বাজাবেন। পিছন থেকে এসে হঠাৎ পিলে চমকিয়ে দেবেন না।'

বেঁচে গেছে, তার জন্যে কোথায় কৃতজ্ঞতা জানাবে, তা নয়, উলটে উপদেশ ঝাড়ছে। তেরিয়া হয়ে উঠল আরোহী : 'কেন, ফুটপাত নেই? ফুটপাত দিয়ে চলতে পারেন না?'

'না, পারি না।' প্রায় আস্তিন গুটোয় সুখেন্দু। 'ফুটপাত দিয়ে না চললে কী করতে পারেন আপনি?'

এ কী পাগলের মতো কথা! কী করতে পারি! মূঢ়ের মতো এক পলক তাকিয়ে রইল আরোহী।

'কিছুই করতে পারেন না।' সুখেন্দু গাড়ির সামনেকার দরজাটা চেপে ধরল : 'এমন কোনো আইন নেই যে পথচারীকে ফুটপাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে, নাবতে পারবে না রাস্তায়। কী, আছে? পথচারীর জন্যে ছুটোই খোলা আছে, ফুটপাতও, রাস্তাও। আর আপনার জন্যে? আপনার জন্যে শুধু রাস্তা। আপনার অধিকার অল্প, সংকুচিত। কী, ঠিক বলছি না? না কি আসবেন ফুটপাতে? আসুন না! চালান না গাড়ি। দেখুন না চালিয়ে।'

'কিন্তু রাস্তা তো আমার।' হুমকে উঠল লোকটা।

'আমার-আপনার ছু-জনের। আপনার একার নয়। কিন্তু রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বেরুলে ভাবখানা এমন হয় যেন শুধু রাস্তা নয় সমস্ত ধরাখানাই আপনার, গাড়িওয়ালার। যারা পথে নেমেছে, রাস্তা পার হচ্ছে, বা সামনে এসে পড়েছে, সবাইকে মনে হয় ন্যুইসেন্স, আবর্জনা। মুখ দিয়ে এসেও পড়ে, স্টুপিড, বাংলায় আরো ঘন করে, শালা!'

'যার গাড়ি তাকেও যেতে দেবেন তো ?'

'দেব, কিন্তু অগ্রাধিকারী হিসেবে নয়। আগে মানুষ, পরে গাড়ি।' আরো একটু ব্যাখ্যা জুড়ল সুখেন্দু : 'মানুষ যে রাস্তায় চলেছে সে গাড়ির দয়ায় নয়, গাড়ি যে রাস্তায় চলেছে সে মানুষের দয়ায়।'

'মানুষের দয়ায় ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একদিন একটা মানতে-হবার প্রসেশান বার করি না, দেখি না কেমন গাড়ি চালান।'

'কিন্তু তাই বলে রাস্তায় বেরিয়ে ক্যাবলার মতো হাঁটবেন ?' হুইল ধরা লোকটা মুখিয়ে উঠল।

'একশো বার হাঁটব।' তর্জন করে উঠল সুখেন্দু : 'ক্যাবলার মতো হাঁটাটা আইনের চোখে অপরাধ নয়। কিন্তু আপনি একবার ক্যাবলার মতো গাড়ি চালিয়ে দেখুন না ! দেখুন না আইন আপনাকে কোথায় নিয়ে যায়। কোন্ শ্রীঘর !'

'ক্যাবলা ? কে ক্যাবলা বলে ?' জনতা এগিয়ে এল।

'উইথড্র করুন।' দাবি করল একজন।

'শুধু উইথড্র করলে হবে না। ক্যাবলার বদলে অন্য শব্দ, ভদ্র শব্দ ব্যবহার করতে হবে।' আরেকজন আওয়াজ তুলল।

গাড়ির চালক-মালিক ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। আমতা-আমতা করে বললে, 'হ্যাঁ, বলছি, উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটাটা ভালো নয়।'

'ওরে বাবা ! উদ্‌ভ্রান্ত !' জনতার মধ্য থেকে তৃতীয় বিস্ফোরণ হল : 'এ যে বোম্বশেল।'

'কেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটছি গাড়িতে বসে আপনি বুঝবেন কী ! আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও এমনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটতেন, সম্ভ্রান্তের মতো বসে থাকতে পারতেন না।'

'যাও যাও।' গাড়িতে স্টার্ট দিল মালিক-চালক।

কিন্তু যায় কী করে ? দু-পাশে ও সামনে জনকল্লোল।

'আপনি আমার মতো আসুন পথে নেমে আর আমাকে দিন ওই হুইল, দেখুন আপনি উদ্‌ভ্রান্ত হন কিনা, আর আমিও হতে পারি কিনা সম্ভ্রান্ত।'

'হ্যাঁ, তাই চাই, তাই দেখতে চাই আমরা। জায়গা বদল করুন।' শোর তুলল জনতা।

'হ্যাঁ, জায়গা বদল।'

কেউ-কেউ ফোড়ন দিলে : 'হাওয়া-বদল।'

কে চাপা পড়ল, বেঁচে আছে না সাবাড় হয়ে গেছে, হাসপাতালে গেল, না কি অ্যাম্বুলেন্সই হাসপাতালে, নানা গোলমালে বাড়তে লাগল জনতা।

গাড়ির লোক প্রমাদ গুনল। খানিকক্ষণ স্থির চোখে তাকাল সুখেন্দুর দিকে। পর মুহূর্তেই উথলে উঠল : 'আরে, তুমি শুভেন্দু না?'

প্রায় কান ঘেঁষে গিয়েছে। কে তুমি বাছাধন! সুখেন্দুও তীক্ষ্ণ নিরীক্ষণ করল। এ যে সেই মনসিজবাবু। লাফিয়ে উঠল তক্ষুনি : 'আরে, মাস্টারমশাই না?'

আর কথা নেই। পলকের মধ্যে মাস্টারমশাই গাড়ির দরজা খুলে সুখেন্দুকে গাড়ির মধ্যে তুলে নিল।

আর কথা নেই। জনতা পরিষ্কার হয়ে গেল।

'সম্ভ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত দু-ভাই চললেন একসঙ্গে।' জনতার থেকে কে একজন মন্তব্য করল।

'দু-ভাই নয়। গুরু-শিষ্য।'

গাড়ির মধ্যেই প্রণাম করবার ভঙ্গি করল সুখেন্দু। বললে, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু নামে একটু ভুল করেছেন। আমার নাম শুভেন্দু নয়, সুখেন্দু।'

মনসিজ হেসে উঠল। বললে, 'তেমনি তোমারও একটু ভুল হয়েছে। আমি আর মাস্টার-টাস্টার নই, আমি এখন কনট্র্যাক্টর। আর

এ কন্ট্র্যাক্টর মানে জানো তো ? সংকোচক নয়, বিস্ফারক— মানে, যে বাড়ে, যে ফোলে—'

'মানে যে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়।' সাহস পেয়ে বললে সুখেন্দু।

'ঠিক বলেছ।' হুইলের বাঁ হাত ছেড়ে দিয়ে সুখেন্দুর কাঁধ চাপড়ে দিল মনসিজ : 'জীবন পাওয়াই বড়ো হবার জন্যে। আর বড়ো হওয়া মানেই বেড়ে ওঠা, ফুলে ওঠা। জ্বলজ্বল করা। আর কিসে মানুষ বাড়ে-ফোলে ? জ্বলজ্বল করে কিসে ?'

'টাকায়।' জবাবটা সুখেন্দুর জিভের ডগাতেই বসে ছিল, ছিটকে পড়ল।

'ঠিক বলেছ। সুতরাং টাকাই একমাত্র অন্বেষিতব্য।' মনসিজ হাসল : 'কথাটা ঠিক বললাম কিনা কে জানে। পড়াশোনা অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।'

'কথাটা কঠিন হল। সোজা করে বলা যায় না ?'

'তুমি দেখ না চেষ্টা করে।'

'আমি বলি কি— খোঁজ্য।'

'চমৎকার বলেছ। জীবনে টাকাই একমাত্র খোঁজ্য। ভোজ্যের সঙ্গে চমৎকার মেলে কথাটা। আর সন্দেহ কী, ভোজের জন্যেই তো খোঁজ।' সশব্দে হেসে উঠল মনসিজ।

'ইস্কুলে কিন্তু আরেকরকম বলতেন।'

'ও তো পুঁথির ইস্কুল। জীবনের ইস্কুল অন্যরকম বলাচ্ছে। টাকা স্বর্গঃ টাকা ধর্মঃ টাকা হি পরমং তপঃ, টাকায়াং প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।'

'তার মানে টাকাই পিতা।'

'মহাপিতা।' এক হাত কপালে ঠেকাল ঠিকেদার : 'ন গতি বিদ্যতে নাথ ত্বমেকং শরণং প্রভো। আর মা যদি বলতে চাও, বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। তা, তুমি কেমন আছ ?'

'খুব খারাপ।'

'কেন, চাকরিবাকরি নেই?'

'আছে একটা।'

'কী চাকরি?'

'কহতব্য নয়। অন্তত গাড়িতে বসে।'

'আহা, আমাকে বলতে দোষ কী।'

কিছু একটা কুচুটে-কুটিল আশা করেছিল বুঝি মনসিজ, ঠাণ্ডা জল ঢালল সুখেন্দু, বললে, 'সামান্য কেরানিগিরি। দোষ বলতে, মাইনেটা যাচ্ছেতাই।'

'ঘুষঘুষে জ্বরটর আছে?'

মূঢ়ের মতো তাকাল সুখেন্দু : 'না, ঘুষঘুষে জ্বর হতে যাবে কেন?'

'বলি ঘুষ-টুষ খাও?'

'না, ছিঃ— খেলে ধরা পড়ব না?' পেছিয়ে যেতে চাইল সুখেন্দু।

'পাগল! যার যা প্রাপ্য তাকে তা না দিলেই হ্যাঙ্গাম। যেমন দেবতা তেমনি নৈবিছ্যি। যার সন্দেশ প্রাপ্য তাকে শুধু এলাচদানা দিলেই বিপদ। দিয়ে-থুয়ে খাও, আর গোঁফে দাও তাও।'

'আপনি একথা বলছেন?' অবাক হবার চেষ্টা করল সুখেন্দু।

'শোনো, আমারও এক গুরু ছিলেন। তাঁর মটো হচ্ছে, উপস্থিত কিছুকেই ত্যাগ করা নয়। বাগে পেলেই তাক করবে। তাই তাক করতে-করতে একেবারে ঘটোৎকচ হয়েছেন!'

'খুব মোটা বুঝি?' হাসতে চেষ্টা করল সুখেন্দু।

'তোমার মাথা মোটা। ঘট-ঘট যিনি উৎকোচ নেন তিনিই ঘটোৎ-কচ। পদটা নিপাতনে সিদ্ধ। নিপাতন মানে অধঃপতন। তার মানে অধঃপতনে সিদ্ধ।'

'আমার ওখানে ঘট কোথায়?'

'কিছু না থাক, আঙুল তো আছে। আঙুল বাঁকা করে ঘি তোলো।

ঘি থাকতেও যে ঘি না তোলে সে মূর্খ, সে ঘিলুহীন। যার যত বক্রতা তারই তত যোগ্যতা আজকাল।'

'আশ্চর্য!'

'মোটেই আশ্চর্য নয়। বুঝেসুঝে যে চলেছে মুখ বুজে আর সেই ফাঁকে-ফাঁকে নিজে গুছিয়ে নিচ্ছে— সেই-ই তো কাজের জাদুকর, সেই-ই তো প্রশংসার্হ। নইলে শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের কসরৎ করে লাভ নেই। নিশ্বাসের খাটুনি পোষায় না।'

'আমার কিছু হবে না।' হাল ছাড়ার মতো বললে সুখেন্দু।

'কেন, তোমাদের প্রমোশন নেই?'

'আছে। কিন্তু তা সব খাতিরের ব্যাপার। উপরওয়ালার মর্জি।'

'সবচেয়ে বড়ো যে উপরওয়ালা সে-ই খাতির চায় আর আমরা তো অধস্তন অধম মানুষ।'

'ভগবানের কথা বলছেন?'

'একটা কথা সংসারে চালু আছে বলেই বলছি। তুমি মানো-টানো নাকি?'

বিজ্ঞ-বিজ্ঞ মুখ করে হাসল সুখেন্দু: 'যার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না তাকে বিজ্ঞানী বুদ্ধিমান মানুষে মানে কী করে? যারা দুর্বল, ভীরু, সবসময়েই যারা নিজেদের অসহায় ভাবছে তাদেরই ভাবালুতার ফল ঐ ভগবান।'

'তাহলে কী মানো?'

'বেঁচে থাকা মানি।'

'একটু কম বললে। শুধু বেঁচে থাকা নয়। সুখে বেঁচে থাকা। তোমার নামেই তো তুমি তার ইঙ্গিত বহন করছ। সুখেন্দু। ইন্দু মানেই পূর্ণেন্দু। তাই সুখেন্দু মানে পরিপূর্ণ সুখ। "অল্প লইয়া থাকি"-টাকি নয়— ওসব চলে না এ-যুগে।'

'আপনি কিন্তু গোড়ায় আমাকে শুভেন্দু বলেছিলেন—'

'আরে, সুখই তো একমাত্র শুভ। যখন কাউকে বলি তোমার শুভ হোক, আসলে এই কথাই বলতে চাই যে তুমি সুখী হও। তুমি সৎ হও সাধু হও শুদ্ধ হও— এসব বলি না। কিংবা তুমি দুঃখে শোকে দগ্ধ হয়ে নির্মল হও বিনম্র হও প্রশান্ত হও— এসবও আমাদের কল্পনার বাইরে। স্রেফ তোমার সুখ হোক। টাকা হোক।'

'টাকা?'

'সুখ মানেই টাকা। সুতরাং—' ঘাড়টা সুখেন্দুর দিকে একটু ঝুঁকিয়ে দিল মনসিজ। দেবে আর নেবে মিলিবে মেলাবে। উপর-ওয়ালাকে যদি খুশি রাখতে পারো তবেই ভাগ্য উপুড়হস্ত। স্বর্গের শূন্যোদর যে ভগবান সে মানুষ-মোষ পাঁঠা-বলি তো বটেই, সামান্য পত্র পুষ্প ফল জলও গ্রহণ করে। তেমনি মর্তের বৃকোদর যে নজরানা নেবে না এ অকল্পনীয়। যথাযোগ্য নৈবিদ্যি পেলে তুষ্ট হয় না এমন দেবতা তো কই দেখিনি এখনো। সুতরাং বাজনা বুঝে খাজনা জোগাও। যারা তা না জোগায়, ভুল করে। ধরা পড়ে, তছনছ হয়ে যায়। খাজনা ঠিকমতো দিতে পারলে সমস্ত মাঠ-ময়দান তোমার। চরে বেড়াও, চষে বেড়াও কেউ কিছু বলতে আসবে না।'

সুখেন্দু বললে, 'আমি এখানে নামব। ঐ গলির মধ্যে আমার বাসা।' একটা কানা, বোবা গলি দেখিয়ে দিল হাত দিয়ে : 'এই দু-পা। আসবেন একবার?'

'বিয়ে-থা করেছ?' হঠাৎ জিগ্যেস করল ঠিকেদার।

'হ্যাঁ, সে কাজ হয়ে গিয়েছে। আজ বারো বছর জ্বলছি।' গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সুখেন্দু বললে।

'জ্বলুনির ফুসকুড়ি ক'টা?'

'দুটো। একটা ছেলে ন-দশ আর একটা মেয়ে পাঁচ-ছ। আর হয়নি।'

'তাহলে তো বেশ প্ল্যানড ফ্যামিলি। তোমাকে মেডেল দেওয়া

উচিত। কিংবা অন্তত একটা খেতাব। ছন্দভূষণ বা ওই ধরনের কিছু। বেশ ব্যবধান রেখে সন্তান লাভ করেছ—'

'বন্ধভূষণ হতে পারলে বরং লাভ ছিল। আসবেন ?'

'আমাকে নিয়ে গিয়ে লাভ কী! আমি তো আর তোমার উপর-ওয়ালা নই।' গাড়িতে স্টার্ট দিল মনসিজ।

তক্ষুনি আবার মুখ বাড়াল। বললে, 'উচ্চাশা চাই, উচ্চাশা। ইস্কুলে থাকতেও তোমাদের একথা বলেছি। আর শুধু বলিনি, নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। উচ্চাশার প্রকোপে পড়ে ছেড়ে দিয়েছি মাস্টারি। তোমার সঙ্গে এত কথা যে খোলাখুলি বলতে পারছি, এত স্পষ্ট করে, এত প্রবল কণ্ঠে, তার কারণ আমি আর মাস্টার নই। উচ্চাশার মানে উচ্চের জন্যে আশা। উচ্চাশাই জীবনের একমাত্র আর্জ— দি ডিভাইন আর্জ।'

মনসিজ বেরিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

বিকেলে আপিস থেকে ফিরছিল সুখেন্দু, একটু আগে-আগেই ফির-ছিল। ক্লান্ত, অন্যমনস্ক ছিল বোধহয়। কানের কাছে হর্নটা বাজলেও শুনতে পায়নি।

একটা দুর্ঘটনা থেকে বড়োজোর বেঁচে গিয়েছে। আরেকটু হলে দলা পাকিয়ে শেষ হয়ে যেত নির্ঘাৎ।

শেষ হয়ে গেলে কী সর্বনাশ না-জানি হত সংসারের। সংসারের মানে যমুনার। যমুনার মানে আবার অনুপের আর ঝুমকির।

শেষ হয়ে গেলে সর্বনাশেরও শেষ হয়ে যেত। এমন কি মন্দ হত তাহলে? সমস্ত ব্যর্থতার অপনোদন হত। নিরসন হত সমস্ত মালিন্যের। তখন কে বা যমুনা, কে বা তার ছেলেমেয়ে।

কিন্তু, কই না, শেষ হয়নি। সে তেমনি খাড়া আছে, টিকে আছে। সে শেষ হবার জন্যে নয়। সে জীবনকে ভোগ করবার জন্যে। গোড়ায় হর্ন সে শোনেনি বটে কিন্তু মনসিজের শেষ কথা তার কানে বাজছে —জীবনই পরানন্দ, জীবনই পরম প্রেমাস্পদ। নতুন কথা নয়, কিন্তু নতুন করে শুনল।

বাড়ির দিকে এগুলো সুখেন্দু।

তিনখানা ঘরের দোতলার ছোট ফ্ল্যাটটা তার মুখস্থ— বিশেষত এই সন্ধ্যা হয়-হয় সময়টায় যখন সে বাড়ি ফেরে। উনুনে আগুন দেওয়া হয়ে গিয়েছে, ধোঁয়াগুলো যাই-যাই করেও যায়নি, আনাচে-কানাচে উঁকিঝুঁকি মারছে। ঝুমকি আশপাশের সমবয়সিনীদের নিয়ে ছাদে গেছে, খেলার মাঠে অনুপ তখনো বাড়িভোলা। শুধু একা-একা ঘুরঘুর করে খুঁটিনাটি কাজ করে যাচ্ছে যমুনা, স্বামীর জন্যে সেবার আলপনা আঁকছে। কিংবা কাজছুট চুপচাপ বসে আছে তক্তপোশে, জানলার কাছটিতে, কিন্তু পথ না দেখে দেখছে হয়তো তার হাতের

রেখা। বিকেলের গা-ধোয়া হয়নি, পরনের শাড়িটা ময়লা, জমিটা শাদা বলেই ময়লাটা বেশি চোখচাওয়া। কতদিন একটা রঙিন শাড়ি পরে না যমুনা। বাক্সে দু-একখানা কোন্ না আছে। আজ পরতে বলবে, পরাবে জোর করে। বুড়ো হয়েছে এ অপযশ আর করতে দেবে না। সিনেমার টিকেট কিনে এনেছে সুখেন্দু।

মাঝে-সাঝে এই একটু যা সিনেমায় যাওয়া, কালে-ভদ্রে, ক্বচিৎ-কদাচিৎ। তা ওভারটাইম পেলে কে যায় আর ঐ ছায়াশিকারে? তখন সামান্য ঐ বাইরের মুক্তিটুকুও যমুনার কাছে অস্বীকৃত। একটা অপদার্থ জড়পিণ্ডের মতো সে তখনও চুপচাপ পড়ে থাকে ঘরের মধ্যে। প্রতিবাদ নেই তিরস্কার নেই আকাঙ্ক্ষা নেই জিজ্ঞাসা নেই— সে এক অখণ্ড ঔদাস্য। এমনি ঠাণ্ডা পাথর হয়ে থাক, আপত্তি কী, কিন্তু একটু রাগবে না, কাঁদবে না, জিনিসপত্র ছুঁড়বে না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার ভয় দেখাবে না, খালি মেঝের উপর শোবে না উপুড় হয়ে— এই বা কেমন-তরো? সবসময়ে মাথা পেতে মেনে নেবে হুকুম-জুলুম, জল কাত বললেও ঘাড় কাত করবে, এ নিষ্প্রাণ নিশ্চলতা অসহ্য। কিন্তু সেই বাধ্যতা ও নম্রতার স্তূপে আঘাত করবার তোমার জায়গা কোথায়?

'আমার ওভারটাইম না করলেই নয়, কিন্তু তাই বলে সারা বিকেল-সন্ধে তুমি ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবে এ কেউ বলে না।' এক-এক দিন তর্জন করে সুখেন্দু।

'কী করব তবে?' শান্ত চোখ তুলে তাকায় যমুনা।

'কী করবে মানে? বাইরে বেরুবে।'

'একা?' ভাবতেই যেন হাঁপিয়ে উঠল যমুনা।

'কেন, একা-একা বেরোয় না মেয়েরা?'

'বেরিয়ে কোথায় যাব?' ললিত নম্রতায় প্রশ্ন করল যমুনা।

'একটা গন্তব্য স্থান ঠিক করে তবে বেরুতে হবে এ কুসংস্কার। এমনি ঘুরবে রাস্তায়।'

'শেষকালে পথ হারিয়ে ফেলি আর কি।'

'ফেললেই বা।' কণ্ঠস্বর দরাজ করল সুখেন্দু : 'জলে না নামলে কেউ সাঁতার শেখে না। পথ না হারালে পায়ও না পথ।'

'শেষকালে রাত করে বাড়ি ফিরে এসে দেখ আমি ঘরে নেই।' ম্লান রেখায় হাসল যমুনা : 'সে এক মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে তুমি পড়ো।'

'মহৎ উত্তেজনার মধ্যে পড়ি। এমন একটাও কিছু ঘটে না?' নিঃস্বের মতো মুখ করে সুখেন্দু : 'সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। সেই নিশ্ছিদ্র একঘেয়েমি।'

'আহা, বেশ বলেছ। আর ছেলেমেয়ে দুটোর কী দশা! তাদের তখন কান্নার উত্তেজনা। সেটা সামলাবে কী করে?' একটু বা বুঝি অভিমান মেশায় যমুনা : 'তোমার উত্তেজনাটা তাহলে মারা পড়ে।'

'কিন্তু পথ না হারাও, ছাদে তো একটু যেতে পারো?' কথার পথটা পালটে নেয় সুখেন্দু : 'সিঁড়িটা তো তোমার চেনা।'

'ছাদে— ছাদে যাব কেন?'

'এই একটু হাওয়া খেতে। দিন-রাত ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকো এটা ঠিক নয়।'

'তোমার করুণার হাওয়াটুকু যদি থাকে তাহলেই যথেষ্ট।'

'না, না, তুমি বুঝছ না। তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'মোটেই খারাপ হচ্ছে না।' হাসিমুখে নিজের দিকে তাকায় যমুনা : 'ঝুমকির পরে একটু মোটা হতে শুরু করেছিলাম, সেটা থেমেছে। কিংবা বলতে পারো, একটু রোগা হয়েছি। বড়োলোক হলে বলতে পারতাম স্লিমিং করছি। বড়োলোক যখন নই তখন স্লিম না বলে রোগাই বলতে হবে। কিন্তু তুমি বলো, আগের চেয়ে সুন্দর হইনি?'

'সে-সৌন্দর্য দেখে কে?'

'আহা, সে-সৌন্দর্য দেখাতে আমাকে ছাদে উঠতে হবে?' হেসে কুটপাট হয় যমুনা।

'তুমি ভীষণ সেকেলে।' একটু বা আহত হয় সুখেন্দু : 'তুমি কি আর রূপ দেখাতে ছাদে উঠছ? তুমি উঠছ স্বাস্থ্যের অজুহাতে। এজমালি ছাদের তুমিও অধিকারী সেই দাবিতে। যদি অন্য ফ্ল্যাটের দু-পাঁচটা লোক তোমাকে দেখে ফেলে, কিছুটা বা উচ্ছ্বসিতও হয়, তুমি গ্রাহ্য করবে না। সুন্দর মুখ তো দেখবার জন্যেই—'

'তা দেখুক। কিন্তু যখন সংস্কৃতির ঠেলায় সিনেমার গান গেয়ে উঠবে? নিচের রককে নিয়ে আসবে ছাদের উপর?'

'এ তোমার বাড়াবাড়ি।'

'বেশ তো, তুমিও চলো না ছাদে।'

'আমি যাই কী করে? আমার তো ওভারটাইম।' আবার মোড় ঘুরল সুখেন্দু : 'বেশ, ছাদে না হয় পার্কেও তো যেতে পারো। পার্কটা তো আর বেপাড়ায় নয়। গলিটা পেরিয়েই নাক-বরাবর রাস্তা। সেদিকে তো আর পথ হারাবার ভয় নেই।'

'ওরে বাবাঃ, একবার সেবার গিয়েছিলাম না তোমার সঙ্গে? পুজোর সময়, ঠাকুর দেখতে? মনে নেই তোমার?'

কবে আবার কী মনে করে রাখবার ঘটনা ঘটেছিল পার্কে, সুখেন্দু চট করে মনে করতে পারছে না। বা, ইচ্ছে করেই করছে না।

'সেই যে গো— প্যাণ্ডেলের কাছাকাছি যেতেই দুটো রাস্তা হয়ে গেছে, একটা পুরুষদের, আরেকটা মেয়েদের— আর আমাকে তুমি মেয়েদের রাস্তায় ঢুকিয়ে দিলে, ভিড়ের মধ্যে তোমাকে আর দেখতে পেলাম না। দু-চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। ঠাকুর আর দেখব কী, দু-চোখে খালি অন্ধকার দেখছি।' সেই অন্ধকার-দেখা আতঙ্কিত চোখের চেহারা করল যমুনা : 'বুক খালি ঢিপঢিপ করছে। মুখের মধ্যে জিভটাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না।'

'এত ভয়!' অনুকম্পার চোখে তাকাল সুখেন্দু।

'ভয় হবে না তো কি তখন ফুর্তি হবে?'

'বেশ তো, আমাকে না পাও, নিজেই সোজা বাড়ি চলে যাও। বাড়ি তো আর ধাপধাড়া গোবিন্দপুর নয়।'

'কিন্তু ভলানটিয়াররা যেতে দিলে তো! তারা তখন আমায় ধরেছে। বলে, এখানে বসুন, অস্থির হবেন না, আপনার স্বামীকে বার করছি।'

'বসলে?'

'না বসে উপায় কী! বাড়ি চলে গেলেও তো দ্বিগুণ ভাবনা, তুমি না-জানি কী ভাবছ, কত না-জানি খুঁজছ পাগলের মতো। আর অনুপ তখন ছোট, ও-ও না-জানি কত কাঁদছে।'

'কতক্ষণ বসলে?'

'বসেও কি শান্তি আছে? ভলানটিয়ার না গঙ্গার ঘাটের গুণ্ডা— তা কে বলবে? নইলে কে আমার স্বামী, নাম জানল না, ধাম জানল না, খুঁজে আনতে গেল?'

'নাম জানতে চাইলে মুখে বলতে নাকি? সুখ আর ইন্দু শব্দ দুটো পাশাপাশি বেরুত মুখ দিয়ে?'

'কেন, ও দুটো শব্দ কি আমি জানি না? আমি গরিব বলে আমার সুখ কি কিছু কম, না, আমার কপালে চাঁদ টি' দেয়নি কোনোদিন? তাছাড়া বিপদে নিয়ম নেই, সংস্কার নেই, অনায়াসে বলতে পারতাম—'

'তা বেশ, গল্পটা শেষ করো, তোমার সুখেন্দু এল?'

'শেষের আগেই তো যত যন্ত্রণা। উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছি আর একটা-একটা করে লোক এসে আমাকে দেখে যাচ্ছে। ভাবখানা, সবারই যেন স্ত্রী খোয়া গিয়েছে, কিম্বা গেলেও যেতে পারে, আর দেখছে আমিই সেই মনোনীত মহিলা কিনা। কী নিদারুণ স্পর্ধা।'

'মানে স্বামী-স্বামী চোখে দেখছে। আর তুমি, তুমি দেখছ না?'

'না।'

'না?'

'না, আমি শুধু তোমার কণ্ঠস্বরের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছি।'

'তবে কেউ যদি আমার কণ্ঠস্বর নকল করে বলত, ওঠো, চলো, তাহলেই তুমি উঠতে, চলতে তার সঙ্গে ?'

'আমাকে ওভাবে ঠকায় এমন কারু সাধ্য নেই। আমার ভয় ছিল অন্য রকম।'

'কী-রকম ?'

'যদি কেউ হঠাৎ জোর ফলিয়ে বসে— গায়ের জোর।'

'গায়ের জোর ?'

'হ্যাঁ, যদি কেউ সবলে দাবি করে বসে, এ আমার স্ত্রী।' পাথরের মতো কঠিন মুখ করল যমুনা : 'আর আমার শত কান্নাকাটি শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও যদি আমাকে ভলানটিয়ারদের সাহায্যে— ভলানটিয়ার না গঙ্গার ঘাটের গুণ্ডা কে জানে— জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে চম্পট দেয়—'

হাসল সুখেন্দু : 'তুমি যদি খুব বেশি চেঁচাও, হাত-পা ছোঁড়, তাহলে অত লোকের ভিড়ের মধ্যে সেটা হয়তো সম্ভব হয় না— কিন্তু—' ঢোঁক গিলল সুখেন্দু।

'সে-ও তো আমার আরেক ভয়। হাত-পা ছোঁড়া দূরের কথা, আমি হয়তো তেমন করে আর্তস্বরে চেঁচাতেও পারব না। আমাকে সহজেই হয়তো তুলে নিয়ে যেতে পারবে।'

'কে জানে, হয়তো ও-রকম সময় আপনা থেকেই কিছু ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি এসে যায়, কিন্তু তুমি যদি বুদ্ধি করে কোনো গোলমাল না বাধিয়ে শাঁসালো লোক বেছে নিয়ে তার গাড়িতে গিয়ে গুটিগুটি উঠতে পারো, যেতে পারো তার সঙ্গে— তাহলে—'

'তাহলে কী ?' ঘাড় বাঁকা করে শক্ত হয়ে দাঁড়াল যমুনা।

'তাহলে—' মাথা চুলকোলো সুখেন্দু : 'আমার কিছু সুরাহা হয়। সংসার সচ্ছল হয়ে ওঠে।'

'কী করে ?'

'ঐ অপহারকের কাছ থেকে মোটা হাতে কিছু খেসারত আদায় করে নিতে পারি।' অসংকোচে বলল সুখেন্দু।

'তার মানে তুমি বলতে চাও আমি সজ্ঞানে, স্বামী না জেনে, ঐ অচেনা লোকটার গাড়িতে গিয়ে উঠব?'

'উঠলেই বা। একটা খেলা বই তো কিছু নয়। মুহূর্তের চালাকি।'

'চালাকি? লোকটা আমাকে তার গাড়িতে করে নিয়ে যাবে? আমি তাই দেব নিয়ে যেতে?'

'ও-রকম তো অনেকে দেয় নিয়ে যেতে। দিব্যি গাড়িতে ওঠে। গঙ্গায়-ময়দানে হাওয়া খায়।'

'কী ভীষণ!' ভিতরে ভিতরে থরথর করে কাঁপতে লাগল যমুনা।

'মোটেই ভীষণ নয়। তোমার গল্প তৈরি— তুমি বলবে বাড়িতে স্বামী-পুত্রের কাছে পৌঁছে দেবে বলে পরোপকারী সেজে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল লোকটা। তুমি নিরীহ গৃহস্থবধূ, বাইরের ঘোরপ্যাঁচ জানো না, সরল বিশ্বাসে তার গাড়িতে উঠে বসেছ। কিন্তু কতদূর যেতে লোকটা যখন রক্তেমাংসে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে চাইল—'

'বোলো না, বোলো না, তোমার গল্পটা আরো, আরো কঠিন।' দু-হাত দিয়ে দু-কান চাপা দিল যমুনা।

'মোটেই না। আমার গল্পটা আগাগোড়া সোজা। একতাল মাখনের মতো মোলায়েম। কিংবা বলতে পারো, জলবৎ তরলং, মিছরির শরবত।'

'আগাগোড়া?'

'শোনোই না আমার গল্পটা, দেখ না কোথাও এতটুকু খিঁচ আছে কিনা। লোকটার যখন গাড়ি আছে তখন নিশ্চয়ই শাঁসালো। তোমার নির্বাচনে ভুল হয়নি। তোমার আবেদন শুনে লোকটা বুঝল এ এক নতুন আমদানি কলকাতায়, স্বামী হারিয়ে স্বামীর খোঁজ করতে সাহায্য চাওয়া স্ত্রী। এমনিতে লোকটা হয়তো উৎসাহিত হত না, কিন্তু তোমার মুখ দেখেছে কি মজে গিয়েছে। বুকের সমস্ত রক্ত তোলপাড় করে

উঠেছে, এমন লোকেরও স্বামী হারায়! মুহূর্তে মন স্থির করে, কিংবা অস্থির করে, এগিয়ে এসেছে তোমার কাছে— চলুন, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি গাড়ি করে—'

'আর আমি অমনি সুড়সুড় করে তার গাড়িতে গিয়ে উঠলাম?'

'সেই তো তোমার চালাকি। আসলে, প্রকাশ্যে তোমার ভাব তুমি বিশ্বাস করেছ লোকটাকে। ও-রকম বিশ্বাস করে অনেকেই তো অপরিচিতের সঙ্গ নেয়। তাই তোমার কাণ্ডটা অপরাধের মতো দেখাবে না। খানিক দূর এগিয়ে, লোকটা যখন নিশ্চিন্ত হবে তুমি তার করতলে, তখন তুমি হঠাৎ চিৎকার করতে শুরু করবে, বাঁচান, বাঁচান, এই লোকটা আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে পালিয়ে—'

'তুমি এসব সোজা বলছ?'

'একেবারে ডাল-ভাত। তোমার চিৎকারে চারপাশ থেকে লোক জমতে শুরু করবে, গাড়ি আটকে দেবে। পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করবে লোকটাকে। জামিন না দিয়ে রেখে দেবে হাজতে।'

'আর আমাকে?'

'তোমার একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে তোমাকে ছেড়ে দেবে, পৌঁছে দেবে আমার কাছে।'

'তারপর কেস হবে? আমাকে যেতে হবে কোর্টে?'

'না, না, এইখানেই তো মজা,' চোখের তীক্ষ্ণ কোণের মধ্যে দিয়ে সুখেন্দু তাকাল: 'লোকটা তখন স্বভাবতই আমাকে খুঁজবে, মামলা মিটিয়ে নিতে চাইবে। মুফৎ একটা মওকা মিলে যাবে আমার। নির্বিঘ্নে হাজার দু-হাজার এসে যাবে সিন্দুকে।'

'সিন্দুকে!' ঝলসে উঠল যমুনা: 'আমাকে দিয়ে তুমি সিন্দুক বানাতে চাও?'

'ওটা একটা অতিশয়োক্তি করেছিলাম। তুমি যদি এই অভাজনের ঘরে ছোট্ট একটি লক্ষ্মীর ঝাঁপিও হও তাহলেই আমি কৃতার্থ।'

'তার মানে তুমি আমাকে দিয়ে রোজগার করতে চাও?'

'আহা অমন করে বলছ কেন? ঈশ্বর না করুন, যদি তুমি গাড়ি চাপা পড়তে, ধরো ঐ লোকটারই গাড়ি— তুমি গাড়ির উপরে না থেকে গাড়ির চাকার তলায় থাকতে— তোমার হাত-পা ভাঙত, তাহলেও কি লোকটার কাছ থেকে খেসারত পেতাম না? তবে সেটাও কি তোমাকে দিয়েই রোজগার করা হত না?'

'কিসের সঙ্গে কিসে!' অস্ফুটে ধিক্কার উচ্চারণ করল যমুনা।

'কিসের সঙ্গে কিসে! আমারও সেই কথা।' সুখেন্দু বুঝি বা পিচ্ছিল রেখায় হাসল : 'বরং গাড়ি চাপা পড়লেই বেশি যন্ত্রণা হত, স্থায়ী ড্যামেজ হত হাত-পায়ের। আর ওটাতে তোমার কী হত? কিচ্ছু হত না। গায়ে ফোস্কা পড়ত না, আঁচড় লাগত না এতটুকু। একগাছি সুতোও ছিঁড়ত না তোমার সতীত্বের। মাঝখান থেকে আমার কিছু উপার্জন হত। সংসারের সুসার হত।'

গুম হয়ে বসে রইল যমুনা।

'যাক, ও যা হয়নি, হবে না, তা নিয়ে রোদন করে কী হবে।' সুখেন্দু হালকা হতে চাইল : 'এখন তো আর পুজোর ভিড় নেই, এমনি একটু ঘুরে এসো না, পার্কে। শরীরটাকে একটু খোলা হাওয়া দেয়া দরকার।'

'তুমিও চলো না। দু-জনে ঘুরে আসি।' যমুনা ঝলমল করে উঠল।

'আমার তো ওভারটাইম।'

'যেদিন ওভারটাইম থাকবে না, সেদিন যাব।'

'আমার সঙ্গে গেলে আর লাভ কী।'

'লাভ নেই কেন? তোমার সঙ্গে গেলে কি হাওয়া কম বইবে?'

'সুন্দর বলেছ। সত্যিই হাওয়া কম বইবে।' সুখেন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'তখন সবাই তোমাকে আমার স্ত্রী বলে ভাববে।'

'কেন, আমি কি তোমার স্ত্রী নই?'

'সেইটেই তো ট্র্যাজেডি। গোবরে পদ্মফুল ফুটলে গোবরের মর্যাদা বাড়ে না, পদ্মফুলেরও দাম কমে। তখন গোবর আর পদ্ম ছুটোকেই লোকে গাল দেয়।'

'বা, ওদের কী দোষ?'

'গোবরকে গাল দেয়, তোর এমন কী স্পর্ধা যে তুই অমন পদ্মকে বুকে ধরিস। আর পদ্মকে গাল দেয়, এত রূপসী তুই, তুই আর ফোটবার জায়গা পেলিনে? আমাকে বলবে তুই একটা হতদরিদ্র কেরানি, অমন সুন্দরী স্ত্রী তুই কোন্ সাহসে ঘরে তুললি? আর তোমাকে বলবে তুই অমন একটা রূপের ডালি মেয়ে, গলায় মালা দিতে আর লোক খুঁজে পেলি না?'

'আর যদি একা-একা যাই?'

'তাহলে তোমার অনেক ঐশ্বর্য। অনেক ধনরত্ন। তুমি তখন প্রায় ইন্দ্রসভার উর্বশীর সমতুল। তোমার তখন পরিচয়ের কোনো বৃন্তও নেই, বন্ধনও নেই। তুমি তখন মা-ও নও, বউও নও। তুমি শুধু এক নির্মল সম্ভাবনা।'

'কী যে বলো কিছু বুঝতে পারি না।'

'আমিও বুঝতে পারি না কী করে যে থাকতে পারো এই একটা ছোট ঘরে ছোট পরিচয়ে আবদ্ধ হয়ে। যদি বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারতে, দেখতে তোমার জীবনের কত জানলা কত দিকে খুলে গেছে। খোলা জানলা দিয়ে আসছে কত রঙিন নিমন্ত্রণ।'

'তোমার মতে ঐ একটু পার্কে বেড়াতে যাওয়াই বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো?'

'শনৈঃ পন্থা। আস্তে-আস্তে। শেষকালে পার্ক থেকে এগোতে-এগোতে মাঠে। মাঠ থেকে দূর-দিগন্তে।'

'তার মানে আর বাড়ি ফিরব না বলতে চাও? চলে যাব? মিলিয়ে যাব?'

'বা, একেবারে তুমি চলে গেলে আমার লাভ কী! একেবারে চলে গেলে তো আমার ব্যবসাই লালবাতি জ্বালল।' সুখেন্দু আবার সেই ক্রুর হাসি হাসল: 'আমি লালবাতি জ্বেলে লাল হতে চাই না। আমি তোমাকে জ্বেলে উজ্জ্বল হতে চাই।'

'তাহলে আমাকে তুমি যোগ্য করোনি কেন?' করুণ-করুণ মুখ করল যমুনা: 'কেন আমাকে পড়তে দাওনি আরো?'

'ও যা গেছে তা গেছে। অতীতকে আর মেরামত করা যাবে না—'

'আমার তখন ষোল-সতেরো বছর বয়েস, ক্লাস টেনে পড়ি, রবীন্দ্র-জয়ন্তীর জলসাতে আমাকে নাচতে দেখলে আর অমনি খেপে গেলে আমাকে বিয়ে করবে। অমন করে কি কেউ খেপে? একটা কচি মেয়ের মাথা খায়? তাকে ম্যাট্রিকটাও পাস করতে দেয় না?'

'বিয়ের পর তো দিয়েছিলে প্রাইভেটে।'

'সে শুধু নিজের গোঁয়ে। তোমার কাছে কোনো সাহায্যই পাইনি। একটা মাস্টার পর্যন্ত রাখোনি। এ অবস্থায় কেউ পাস করতে পারে? আমিও পারলাম না। ফেল করলাম। তারপর পড়ার উৎসাহ নিবে গেল। তুমি বললে, বিয়ের জন্যে পড়া, বিয়েই যখন হয়ে গেল তখন আর পড়ে কে? যেটুকু যে পড়েছিল, বিয়ের পরে তা সে নিশ্চিন্ত হয়ে ভোলে। আমিও তাই ভুললাম।'

'কিন্তু সেই জলসাতে কী সুন্দর নেচেছিলে বলো তো? একটা প্লে-তে কী অভিনয়ও করেছিলে মনে হচ্ছে—'

'সেই লাইনটাও বাঁচিয়ে রাখলে না। রাখতে দিলে না।' চোখ প্রায় ছলছল করে উঠল যমুনার: 'নইলে ঐ লাইনেই হয়তো কত শাইন করতে পারতাম।'

'তখন আমি নিজে নাচছি, তোমাকে নাচাব কী! তখন আমার হাতে কত পয়সা।' অতীতের দিকে তাকাল সুখেন্দু: 'বাবা মারা

গেছেন, ব্যাঙ্কে নগদ টাকা বিশেষ না রাখলেও বাড়ি রেখে গেছেন একখানা। কী নির্ভয়ে ছিলাম, মাথার উপরে আচ্ছাদন আছে। বি-এ পাস করে বেকার বসে আছি, দাদাদের উপরে খাচ্ছি, গায়ে ফুলের ঘা-টুকুও লাগছে না। এমনি সময় হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কিছুতেই আর চোখ ফেরাতে পারলাম না, মর্মের মধ্যে মর্মর হয়ে গেঁথে রইলে।'

'তারপর থেকে আমাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে শুরু করলে, আমার ইস্কুলের আসা-যাওয়ার পথেও তোমাকে দেখতে লাগলাম। জানো, তখন যা উৎপাত চালিয়েছিলে ইচ্ছে করলে তোমাকে সিধে পাঠাতে পারতাম শ্রীঘরে—' যমুনা চোখে ঝিলিক দিল।

'তার বদলে শ্রী হয়ে আমারই ঘরে এসে উঠলে।'

'কী আর করা, তখন, সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে যে একটু আমারও ভালো লেগে গিয়েছিল—'

'একটু মাত্র?'

'মেয়েদের একটুই তো এক-সমুদ্র।'

'আর পুরুষের?'

'এক গণ্ডূষেই সমুদ্র শেষ।'

'কিন্তু তুমি যে সমুদ্র তার শেষ নেই।'

'রাখো,' আগের কথারই জের টানল যমুনা: 'মামাবাড়িতে মানুষ হচ্ছিলাম বলে তাঁরাও ঝামেলা বাড়াতে চাইলেন না। কে একটা ছেলে দিনে-অদিনে বিরক্ত করে বলে মামার কাছে নালিশ করতেই তিনি তোমাকে পাকড়াও করলেন, নাম-ধাম জাত-গোত্র সব জেনে নিয়ে সরাসরি জিগ্যেস করলেন— বিয়ে করবে? তুমিও ওস্তাদ ছেলে, বিনা বাক্যব্যয়ে বলে বসলে, এক্ষুনি।'

'তখন তোমাকে পেতে আরো অনেক কিছুই অসম্ভব করতে পারতাম, বিয়েটা তো সবচেয়ে তুচ্ছ।'

'তখন লোভ—একমাত্র লোভই তোমাকে উত্তেজিত করে রেখেছিল—'

'তার মানে?' কুটিল চোখে তাকাল সুখেন্দু।

'তার মানে, তখন তুমি ভালোবাসার ধার ধারোনি।'

'রাখো, ঐ লোভই তো ভালোবাসা।'

'লোভই ভালোবাসা?'

'যে-ভালোবাসা পেতে চায় না সে ভালোবাসাই নয়, সে নির্বীর্যের আপোষ। আমার ভালোবাসা পেতে চায়, ধরতে চায়, আঁকড়াতে চায়, ছুঁয়ে ছেনে দলে পিষে নিঃশেষে নিঙড়ে নিতে চায়।'

'সে কাকে?' দুষ্টু-দুষ্টু চোখে মিষ্টি-মিষ্টি হাসল যমুনা।

'শুধু তোমাকে নয়, সমস্ত জীবনকে। ত্যাগ করে ভোগ—সে আমার নয়, বলতে পারো ভোগ করে ত্যাগ, ভোগ করে ত্যাগ, ভোগ করে ত্যাগ—ক্রমশই এক শৃঙ্গ থেকে লাফিয়ে আরেক শৃঙ্গে ওঠা। আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না বলেই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থাকা। ভগবান আছে কি নেই তা একমাত্র ভগবানই বলতে পারে, কিন্তু যারা ভগবানকে ভালোবাসে তাদের কোনোদিনই নিবৃত্তি নেই, কোথাও টানতে পারেনি সমাপ্তির রেখা। আর সে ভালোবাসা পাবার জন্যে ভালোবাসা। আর সে পাওয়া শুধু অন্তরে পাওয়া নয়, শরীরে পাওয়া, স্থূলে পাওয়া—'

'সন্ন্যাসী হয়ে খেয়ে-দেয়ে-ঘুমিয়ে নাদুস-নুদুস হওয়া।' কথার গুমোটটাকে হাসির হাওয়ায় হালকা করতে চাইল যমুনা।

'ভগবান যদি অনন্ত সুখ হয়, তবে বলতে পারো,' উদ্বেল স্বরে বললে সুখেন্দু: 'আমিও ভগবানে বিশ্বাসী, কেননা আমার অনন্ত সুখেরই লালসা। প্রতি পদক্ষেপে আমার আরো-র অভিলাষ।'

'শেষে হয়তো দেখবে সুখের সন্ধানেই সুখ নেই-'

'রাখো ওসব ছেঁদো কথা। শেষে যা বোঝবার তা আগেই বুঝি কেন?'

'শুধু জিনিসে, শুধু উপকরণে সুখ ?' মুখস্থের মতো বললে যমুনা।

'নিশ্চয়। নইলে পৃথিবীতে এত জিনিস কেন, উপকরণ কেন ? কেন এত আরামের স্তূপ, এত সম্ভোগের সম্ভার ? তুমি পায়ে হেঁটে যাবে যদি ট্রেন থাকে ? তোমার ট্রেনে ওঠবার লোভ হবে না ? আর থার্ড ক্লাসের ভিড় ছেড়ে ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় ? এবং এয়ারকণ্ডিশণ্ড পেলে সেই আরামের খনিতে ? আর অহরহই দেখছ জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে, যৌবন জুড়িয়ে যাচ্ছে, তাই যদি প্লেনে উঠতে পাও, কে নেয় তবে আর ট্রেন ? আগে ভোগ তো করতে দাও, পরে বোলো ত্যাগের কথা। আগে তো আলিঙ্গন করতে দাও, পরে বোলো মোচনের কথা। সুখের সন্ধানেই যে সুখ নেই এটুকু জানবার জন্যেই তো দেবে আগে সুখ খুঁজতে—'

'সবই তো পেয়েছিলে একদিন—'

'সবই ? শুধু ঐটুকুই আমার সব ?' সুখেন্দু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল।

'কেন, তোমার প্রার্থিতাকে পেলে, পেলে এক রাজ্যের টাকা।'

'তোমার রাজ্য সম্বন্ধে কী মহৎ ধারণা। সামান্য পনেরো-ষোল হাজার টাকাকে তুমি রাজ্য বলো ?'

'অন্তত একখানা তালুক তো বটে। আমাদের দু-জনের পক্ষে তাই বা কম কী ছিল !' যমুনার স্বরে একটু বুঝি অনুশোচনার সুর লাগল।

'তোমার মামা যেমন উদার তেমনি যদি সবাই হত !'

'মামার উদার হতে বাধা কী! দায়িত্বের বোঝা যত শিগগির নামানো যায় কাঁধ থেকে। তার পরে খোঁজাখুঁজি নেই, ঢোঁড়াচুঁড়ি নেই, মেয়েকে একজিবিশনে দাঁড় করানো নেই, হাতের কাছে একেবারে সাধা পাত্র এসে হাজির। সবচেয়ে বড় আসান বরপণ লাগল না—'

'আচ্ছা, বিয়ের আগে তোমার মত নিয়েছিল ?'

'তা মুখোমুখি জিগ্যেস করে নেয়নি বটে কিন্তু আমার যদি সায় না

থাকত, আমি যদি বেঁকে বসতাম, তাহলে এ মামা কেন, শকুনিমামা এলেও এঁটে উঠত না—'

'তুমি এতদূরও বেঁকতে পার নাকি? কিন্তু কী দেখে, কী বুঝে তুমি আমার প্রতি অনুকূল হতে গেলে? আমি তো তোমাকে খালি বিরক্তই করেছি—'

'কিন্তু আবিষ্কার করলাম বিরক্তির উত্তরে বিরক্তি আসছে না, অনুরক্তি আসছে।'

'তেমনি একটু অনুরক্তি যদি দাদাদের মধ্যে আসত।'

'কী করে আসবে! তোমরা পাঁচ ভাই, তুমি সর্বকনিষ্ঠ। তোমার উপরের ছু-ভাই অবিবাহিত থাকবে, তুমি লাফ দিয়ে বিয়ে করতে গেলে, ওদের কারু মত না নিয়ে নিজে পাত্রী বাছলে, তাঁদের অভি-ভাবকত্বকে অস্বীকার করলে— কী করে তাঁরা তোমার প্রতি অনুরাগী হন। সাধারণ অঙ্কের নিয়মেই তাঁরা তোমাকে বউ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বললেন। সাধারণ অঙ্কের নিয়মেই তুমি বাড়ির পার্টিশন চাইলে। আর তাঁরা তোমাকে তোমার অংশের টাকাটা ধরে দিতে চাইলেন—'

'সেই সুযোগে দাদারা আমাকে পরিষ্কার ঠকালেন। নইলে তুমি মনে করো অত বড় বাড়ির দাম মোটে আশি হাজার?'

'তুমি তো ভাবলে রাজকন্যার সঙ্গে গোটা একটা রাজত্ব নিয়ে বেরিয়ে এলে—'

'সেই রকম ভাবই একটা করেছিলাম বটে। জয়ীর ভাব— আর তুমি আমার জয়লক্ষ্মী।'

'ভালো পাড়ায় বড় দেখে একটা ফ্ল্যাট নিলে, আর সমস্ত টাকাটা—'

'সমস্ত টাকা দিয়ে ব্যবসা করলাম।'

'আমার দিকে ফিরেও তাকালে না।'

'ফিরেও তাকালাম না? সেকি! ফিরে তাকিয়েছিলাম বৈকি।'

'সেকি ! কবে ?'

'যখন একে-একে তোমার গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নিলাম।'

'আহা, তখন তুমি ধারে ডুবেছ, মহাজন তোমাকে ধরে প্রায় জেলে নিয়ে যায়, দেব না গয়না ? গয়না তবে আছে কী করতে ?'

'কত স্বপ্ন দেখেছিলাম, বড়র স্বপ্ন, আরোর স্বপ্ন। সব জলে গেল, ভস্মে গেল।'

'কিছুই জলে-ভস্মে যায়নি। যায় না।' আশ্বাসের সুরে বললে যমুনা।

'কোনো বদখেয়াল করিনি, সাধু ব্যবসাতেই ঢাললাম টাকাটা। কয়েক বছরেই কর্পূরের মতো উবে গেল। আরোর মধ্যে বাড়ল ঋণ, হতাশা, আত্মগ্লানি—'

'আর কিছু হয়তো অভিজ্ঞতা। বিনয়, নম্রতা, ঈশ্বরবিশ্বাস।' দৃঢ়তার ভঙ্গি করে বললে যমুনা।

'গাঁজা, স্রেফ গাঁজা। ওসব কিছুই বাড়েনি। ঋণ যা জমেছিল শেষ পর্যন্ত শোধ করে দিয়েছি। আর, হ্যাঁ, অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারো বটে। অতীতের ভুলের উপরেই তো ভবিষ্যতের ইমারত। সে নতুন ইমারত আমি আবার তুলব, যমুনা।'

'তুলবে ?'

'আমি আবার উঠে দাঁড়াব।'

'দাঁড়াবে ? সত্যি ?' ঝলমল করতে লাগল যমুনা।

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, কিছুই জলে-ভস্মে যায় না। সব জমা থাকে। আমি আবার ব্যবসা করব।'

'ব্যবসা করবে ?' নিমেষে নিবে গেল যমুনা।

'নইলে ভাবছ এই একশো সাতানব্বুই টাকার মাইনেতে আটকে থাকব চিরকাল ? আটকে থাকব এই তিনপায়রার-খোপ ঘিঞ্জি ফ্ল্যাটে, এই অল্পবিত্তদের ক্ষুদ্র মনের পরিবেশে ? তখন ব্যবসায় সর্বস্বান্ত হবার পর আর না-হয় কোনো পথ ছিল না, দাদাদের বন্ধ-দরজা বন্ধই রইল,

যা-হোক একটা চাকরিতে গিয়ে ঢুকলাম, সামঞ্জস্য রেখে নিলাম এই কৃপণ ফ্ল্যাট, কিন্তু সমস্ত জীবন এইখানে এইভাবে ক্ষয় করে যাব এমন দাসখত ভাগ্যের দরবারে লিখে আসিনি। এবার তুমি আমার হাত ধরবে—'

'আমি? আমি হাত ধরব?' নিজের হাতের মুঠি আর আঙুল-গুলোর দিকে অলক্ষিতে একবার তাকাল যমুনা : 'আমার হাতে কী শক্তি!'

'যখন ডোবে তখন সামনে দিয়ে ভেসে যেতে দেখলে খড়কুটোকেও আশ্রয় করে। তুমি জলভাসা খড়কুটো নও, তুমি জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা শক্তিমান গাছ। তাই এবার, আবার, তোমার দিকে ফিরে তাকাব।'

'আমার— আমার আর কী আছে?' নিখুঁত ভয় ও বিস্ময়ের ভাব মুখে ফোটাল যমুনা : 'যে সামান্য কখানা গয়না ছিল তা তো কবেই তোমাকে দিয়ে দিয়েছি।'

'সেসব গয়না শতগুণ হয়ে ফিরে আসবে। আর তুমি— তুমিও ফিরে আসবে।'

'আমি? বা, আমি তো আছিই।' এক-পা এগুলো যমুনা : 'আমি আবার ফিরে আসব কী!'

'হ্যাঁ, তুমিও ফিরে আসবে। ফিরে আসবে তোমার সেই নাচে গানে অভিনয়ে।'

খিলখিল করে হেসে উঠল যমুনা : 'তার মানে বলতে চাও আমি আবার নাচব গাইব অভিনয় করব?'

'হ্যাঁ, করবে।' যমুনার একটা হাত চেপে ধরল সুখেন্দু : 'তুমি আমার সহধর্মিণী না?'

'এতদিন তাই তো জেনে এসেছি।'

'এবার তুমি সহকর্মিণী হবে।'

'সে আবার কী কথা!' দুষ্টুমিভরা চোখে হাসল যমুনা : 'তোমার

সংসারে তো সহকর্মিণী হয়েই আছি। রান্নার পর্যন্ত একটা লোক নেই। ঠিকে ঝি কাজ করে তাতে সিকি কাজও ওঠে না। সমস্ত দিন-রাত একা হাতে জাঁতা ঘুরিয়ে চলেছি— তোমার তো শুধু ক'টা টাকা এনে দিয়েই খালাস—'

'আহা-হা, সে সহকর্মের কথা কে বলছে? এবার তুমি ব্যবসাতে আমার সহকর্মিণী হবে। এবারের ব্যবসার মূলধন টাকা নয়, মূলধন তোমার রূপ, তোমার চোখ, তোমার মুখশ্রী, তোমার দেহবল্লরীর লালিত্য, তোমার সুন্দর কণ্ঠস্বর—'

'বিয়ের এক যুগ পরে তুমি আমাকে একথা বলছ?'

'তার আগে যে বলবার সুযোগ হয়নি। তখন খালি নিজের দিকে তাকিয়েছি, বিশ্বাস রেখেছি নিজের শক্তির, নিজের বুদ্ধির উপর। ভালো করে তাকাইওনি তোমার দিকে, আর, আর সকলে বিদগ্ধ চোখে তাকাক তারও ব্যবস্থা করিনি।'

'বিদগ্ধ চোখে মানে?' প্রায় দগ্ধ-করা চোখে তাকাল যমুনা।

'বিদগ্ধ চোখে মানে বিমুগ্ধ চোখে। বিদগ্ধেরাই তো গুণ বোঝে, মুগ্ধ হতে জানে।' সুখেন্দু এবার নিজের দৃষ্টিতে স্নেহাঞ্জন মাখাল : 'বিয়ের পরে তোমাকে একটা নাচগানের স্কুলে ভর্তি করে দিলাম না— দিলে আজ শক্ত-পোক্ত হয়ে মেয়ে-ইস্কুলেও অন্তত নাচ শেখাতে পারতে। আজকাল বাংলাদেশের সর্বাঙ্গে সংস্কৃতি— মাঠে-ছাদে রোয়াকে-ফুট-পাতে, আড্ডায়-আখড়ায়, আপিসে-কাছারিতে— অন্দরে-বন্দরে— আর, সংস্কৃতি মানেই ঘুঙুর আর হার্মোনিয়ম আর নাটক আর আলোক-সম্পাত। আর ব্যাঙের ছাতার মতো এত সব নাট্যসংস্থা গড়ে উঠছে যে এতদিনে কোথাও না কোথাও কায়েমি আসন পেয়ে যেতে এবং সেখান থেকে রবারস্ট্যাম্প পেয়ে এতদিনে, কে জানে, হয়তো উঠে আসতে রঙ্গমঞ্চে কিংবা রুপোলি পর্দায়। যা হয়নি তা হয়নি। কিন্তু অনেক বাস্ মিস্ করলেও শেষ বাস্ এখনো আছে। সেটা চলে যায়নি।

সেটা আর ছেড়ে দেব না। সেটা ঠিক ধরব।'

স্বামীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে যমুনা বললে, 'তার মানে তুমি আমাকে নাচাবে?'

'দেখতেই পাচ্ছ নাচ গান থিয়েটারেরই জয়-জয়কার আজকাল। ওখানেই বেশি পয়সা, বেশি খাতির, বেশি ফুর্তি।'

'আমি নাচের জানি কী। কতদিন ছেড়ে দিয়েছি। ভুলে গিয়েছি সব।'

'সব আবার শিখবে, শিখে নেবে। যে একবার সাঁতার শেখে সে ভোলে না। জলে নামলেই সে ভাসতে পারে, ছুঁড়তে পারে হাত-পা। তেমনি যে নাচ শিখেছে তাকে ছন্দ আর ধ্বনির মধ্যে ফেলে দিলেই সে দেহে আনতে পারে লাস্য, ভঙ্গির তরঙ্গ। তাছাড়া তুমি তো শুধু অঙ্গভঙ্গিই মুখস্থ করনি, তোমার অন্তরে রীতিমতো নৃত্য ছিল, আনন্দ ছিল। তাই তোমাকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি রপ্ত করে নিতে পারবে। এখন এই বোধহয় দারিদ্র্য-মোচনের একমাত্র পথ, একমাত্র অস্ত্র। আর সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পথ, শালীন অস্ত্র।'

'আমি একটা বুড়ি, আমি নাচব?' হতভম্বের মতো মুখ করল যমুনা।

'মোটেই তুমি বুড়ি নও, তুমি বড়জোর ছাব্বিশ। তোমার চেহারায় এখনো লালিত্য, এখনো যৌবনে কুণ্ঠা জাগেনি এতটুকু। গ্রীক ভাস্করের স্বপ্ন এখনো মাখানো আছে তোমার শরীরে। তুমি এখনো ভাঙোনি, ঝুলে পড়োনি, কোঁচকাওনি এতটুকু। তোমাকে ফের বিয়ের সভায় কনের পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়া চলে।'

'কী তুমি বলছ পাগলের মতো!'

'আর যদি কোথাও ত্রুটি ঘটে থাকে, মেক-আপ— মেক-আপ দিয়েই তা মেরামত করে নেয়া যাবে। আজকাল সমস্তই মেক-আপ।

সমস্ত জগৎ-সংসারই মেক-আপ। চুনকাম করা সভ্যতা। তাই চুনকামে আর দোষ কী। প্রসাধনে সংশোধনে তোমাকে একেবারে দেবীর মতো দেখাবে— দেবী ভেনাসের মতো।'

'আমি সন্তানের মা না?' যমুনার কণ্ঠ প্রায় আর্তনাদের মতো শোনাল। 'মা হয়ে ধেইধেই করব আমি?'

'শিল্পের খাতিরে, বৈদগ্ধ্যের খাতিরে, ধরা যাক বা ব্যবসার খাতিরে, কত সন্তানের মা আজ নাচছে স্টেজে। আর কৌমার্যের প্রসাধন নিয়ে যারা নাচছে তারাও বা কেউ-কেউ মা কিনা তা কে জানে। এর মধ্যে বিঘ্নটা কোথায়? তুমি শারীরিক অসুবিধের কথা বলছ? তা তো হাসপাতালে গিয়ে অপারেশন করে নিলেই চুকে যায়।'

'অপারেশান?' একসঙ্গে দু-হাত মাথায় তুলে দিল যমুনা।

'আজকাল তো ফ্যামিলি প্ল্যানিং হচ্ছে, যোগ্যক্ষেত্রে অপারেশন তো প্রশংসনীয়। আমাদের একটি ছেলে একটি মেয়ে— আদর্শ সংসার। আর আমাদের সন্তানের দরকার নেই। সুতরাং যদি তেমন হয়, ডাক্তারের, সরকারি ক্লিনিকের শরণ নেব। একটা অবাঞ্ছিত সন্তানের চেয়ে অর্থে-যশে সমৃদ্ধ সুখে-স্বাস্থ্যে উচ্ছল কেরিয়ারের অনেক দাম।'

'তোমার নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়েছে।'

'খারাপ হতে যাচ্ছিল, পথের একটা আভাস খুঁজে পেয়ে অনেকটা আরাম পাচ্ছি আজকাল।' গাঢ় চোখে তাকাল আবার সুখেন্দু: 'তুমি যদি মনে করো তুমি এখন একস্তূপ ভাঙা ইট, সেই ইটের মধ্যে থেকেই উদ্ধার করব তোমার শিল্পপ্রতিভা। তোমার গুণ আছে অথচ তা খাটানো হবে না, কাজে লাগানো হবে না, এ হতেই পারে না। বাক্সে ধনরত্ন থাকতে গরিব হয়ে থাকব, ধুলোকাদা গায়ে মাখব, লোকে অনুকম্পা করবে, সমীহ করবে না— এ অসহ্য। একবার দেখি না চেষ্টা করে। বাজারে গিয়ে বসি না বেসাতি নিয়ে। লোকেরা সাজিয়ে-বাজিয়ে দেখুক না যাচাই করে। যদি দাম না দেয়, বাতিল করে দেয়,

ফিরে আসতে বাধা কী। কিন্তু যদি কিছু দাম দিয়ে বসে, যদি কিছু স্বীকৃতি পাওয়া যায়, তার সুবিধে নেব না কেন? কেউ বলতে পারে না কোন্ পাহাড়ের অতলে কী নদীর উৎস লুকিয়ে আছে। সুতরাং তুমি প্রস্তুত হও—'

'কী, রাঁচি যেতে? টিকিট কাটা হয়েছে?'

কথাটা গায়েও মাখল না সুখেন্দু। বললে, 'নাচের ইস্কুলে ভর্তি হতে।'

'ডুগডুগির অর্ডার দিয়েছ? আর সেসব কুর্তা-টুপির? লাঠি-দড়ির? কী না কী নাম ছিল সে দুটোর— এবার নাম হবে সুখেন্দু আর যমুনা।'

'তুমি আমার নাম নিলে যে বড়?' সুখেন্দু চমকাবার ভান করল।

'ঠাকুর-দেবতার নাম নিলে দোষ কী?'

'সুখেন্দু ঠাকুর-দেবতার নাম?'

'আহা, তুমি স্বামী, তুমি আমার ঠাকুর-দেবতা তো। আর নিত্যি যেখানে তোমার সেবা হচ্ছে সেটা তো মন্দির। মন্দিরে বসে ঠাকুর-দেবতার নাম করলে অপরাধ নেই।'

'তুমি ঠাট্টা করছ?'

'না, ঠাট্টা কিসের? একটা বংশদণ্ডকে ইক্ষুদণ্ড করতে চাইছ এত বড় কৃতিত্বের চেষ্টাকে কি ঠাট্টা করতে পারি?'

'বংশদণ্ডকে বংশী করতে চাইছি। কিংবা বলতে পারো,' গম্ভীর হল সুখেন্দু: 'বাঁশির রন্ধ্রগুলি অনভ্যাসের কাদায় বুজে গেছে, সেগুলোকে ঘষে-মেজে মুক্ত করে দিতে চাইছি। শুধু অনভ্যাসের নয়, কুসংস্কারের কাদা। শোনো—' চলে যাচ্ছিল যমুনা। বাধা দিল সুখেন্দু: 'প্রথমেই নাচের ইস্কুলে যেতে না চাও নাট্যসংস্থায় চলো।'

'সেখানে কী?'

'সেখানে গিয়ে ট্রায়াল দাও তোমার কণ্ঠস্বরের, তোমার অভিনয়-

শক্তির, সেটা হয়তো আরো সোজা হবে। আর এত বহুবেশী সব প্রতিষ্ঠান, একটা-না-একটায় নিশ্চয়ই মনোনীত হবে। মোটা টাকা আয় করতে পারবে অনায়াসে।'

'মানে এবার আর নাচব না, উড়ব না, এবার শুধু নামব।' ভ্রূকুটি করল যমুনা।

গূঢ়ার্থটা বুঝেও বুঝল না সুখেন্দু। বললে, 'আর একবার কোথাও নামলে, দেখবে পাদপ্রদীপের আলো কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তোমাকে নিয়ে লোফালুফি কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। অতিথি হয়ে ঢুকে ক্রমে-ক্রমে থাকিয়ে বাসিন্দে হবে।'

'অতিথি মানে ?'

'অতিথি মানে অ্যামেচার। অ্যামেচার থেকে ক্রমে-ক্রমে প্রফেশ্যানাল হবে।'

'তার মানে ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুব।'

'ফাল হবে কিন্তু বেরুবে কেন ? রঙ্গভূমিই কর্ষণ করবে।'

'আমাকে হিরোয়িনের পার্ট দেবে তো ?' শরীরে গর্বের ঢেউ তুলল যমুনা।

'নিশ্চয়ই দেবে।'

'হিরোয়িন মানে বলতে চাচ্ছি প্রেমিকার পার্ট—'

'নিশ্চয়ই। প্রেম ছাড়া নাটক নেই। প্রেমই একমাত্র হিরোয়িজম। হিরোয়িন মানেই প্রেমিকা।'

'কিন্তু তুমি সহ্য করতে পারবে যখন দেখবে স্টেজে ঢলা-ঢলা গলায় অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম করছি। পারবে ?'

'স্টেজে তো। ঘরে তো নয়। কেন পারব না ?'

'যদি সেই প্রেমিকপ্রবর অঙ্গ স্পর্শ করে ?'

'যদি অভিনয়ের নির্দেশে করতে হয়, করবে। তাতে বিচলিত হবার আছে কী !'

'যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় ? মানে যদি ওভারঅ্যাকটিং করে ?'

'স্টেজে ওভারঅ্যাকটিং তো পারমিসিব্‌ল।'

'আর যদি সেই ওভারঅ্যাকটিংকে আমিও প্রশ্রয় দিয়ে ফেলি ?'

সুখেন্দু দমল না এতটুকু : 'তা তো দিতেই হবে। ওভারঅ্যাকটিং-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমাকেও ওভারঅ্যাকটিং করতে হবে বৈকি। নইলে সিনটা ফ্লপ করবে নির্ঘাৎ। অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেকেও মারতে হয় মাঝে মাঝে।'

'কিন্তু পারবে সইতে ?

'স্টেজে লিবার্টিজ আর কতটা নিতে পারবে ? প্রত্যক্ষ লোক সব তাকিয়ে আছে না ? তাছাড়া আজকাল ও ধরনের রোম্যান্টিক নাটক চলে না, নেয় না লোকে। আজকাল গ্রামের গরিবদের নিয়ে, কৃষকদের নিয়ে, শ্রমিকদের নিয়েই নাটক বেশি।'

'সেখানে যে আবার বাস্তব করে দেখাবার চেষ্টা।'

'বাস্তব করে দেখাবে না তো অলীক অমূলক দেখাবে ? কৃষাণীর মুখে শহুরে ভাষা, পোশাকি ভাষা দেবে ?'

'তেমনি গায়ে জামাও দেবে না। খেঁটে শাড়িতে খাটো আঁচল টানবে। শোনো, একমাত্র যে-পার্টে আমাকে মানায় তা হচ্ছে এই—' কোণের থেকে ঝাঁটাগাছটা তুলে নিল যমুনা, কোমরে আঁচল গুঁজে ঝাঁট দিতে লাগল : 'আর আমার রঙ্গমঞ্চ হচ্ছে সংসার—'

'তুমি গুণ থাকতে তার সদ্ব্যবহার করবে না, সংসারের আয় বাড়াবার ক্ষমতা থাকতেও তার চেষ্টা করবে না, এ অন্যায়। যে শুনবে সেই ধিক্কার দেবে।' পায়চারি করতে লাগল সুখেন্দু।

'বেশ তো, পড়বার বন্দোবস্ত করে দাও, দেখি আরেকবার চেষ্টা করে।' সোজা হয়ে দাঁড়াল যমুনা।

'সে অনেক দূরের রাস্তা। আর তার গন্তব্য কী ? বড়জোর মাস্টারি। নয়তো টিমটিমে কেরানিগিরি। আর তাতে ক'টাকা রোজগার ? আর

এই নৃত্যনাট্যের লাইন? কার সঙ্গে কার তুলনা! ডোবা আর সমুদ্র।'
চলতে-চলতে হঠাৎ ঘুরে গিয়ে যমুনার খুব কাছে এসে দাঁড়াল সুখেন্দু: 'গুণের না করো রূপের তো অনুশীলন করতে পারো।'

'এই যে করছি। এই যে কালিঝুলি মাখছি ঠোঁটে-গালে।'

'তুমি যে কত সুন্দর তা কাউকে দেখাতে পর্যন্ত পারলাম না।'

'কাউকে মানে?'

'বাইরের লোককে।'

'বাইরের লোককে দেখাবার জন্যে রূপ?'

'তাছাড়া আবার কী!' সুখেন্দু আবার পায়চারি করতে লাগল: 'কবিতা পড়াবার জন্যে, গান শোনাবার জন্যে, নাটক প্লে করবার জন্যে, তেমনি রূপ দেখাবার জন্যে।'

'একা তোমাকে দেখিয়ে হচ্ছে না?'

'না, রোজগার হচ্ছে না। যদি গান গাইতে তাহলে কি আমাকে একা শুনিয়ে হত? যদি গল্প-কবিতা লিখতে তাহলে কি শুধু আমি পাঠক হলেই খুশি হতে?'

'রূপ দেখাবার জন্যে করতে হবে কী?'

'বাইরে বেরুতে হবে।'

'কোথায়?'

'যত্র-তত্র। রাস্তায় পার্কে মার্কেটে মাঠে অলিতে-গলিতে।'

'নিরুদ্দেশে?'

'হ্যাঁ, কতকটা প্রায় তাই।'

'একা-একা?'

'সম্পূর্ণ।'

'লাভ?'

'যদি দৈবাৎ কোনো সিনেমা ডিরেক্টরের নজরে পড়ে যাও। সিনেমা ডিরেক্টররা এমনি অলিতে-গলিতে দোকানে-বাজারে ঘুরে

বেড়ায় নতুন মুখের সন্ধানে। ছেলেধরা শুনেছ, এরা হিরোধরা। যদি তোমার চোখমুখ তোমার শ্রী তোমার দৈর্ঘ্য কারু চোখে পড়ে যায়, হয়তো ভীষণ আকৃষ্ট বোধ করবে, ফলো করবে বাড়ি পর্যন্ত, আর কে জানে, হয়তো তক্ষুনি, চক্ষের পলকে, মোটা টাকার কনট্র্যাক্ট করে ফেলবে।'

'তক্ষুনি ? চক্ষের পলকে ?' বাঁকা করে বললে যমুনা।

'হ্যাঁ, যারা উঁচুদরের ডিরেক্টর, তারা দেরি করে না। লোহা গরম থাকতে-থাকতেই হাতুড়ির ঘা বসায়। আগেই চেহারা পরে অন্য সব। আগে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারী।'

'তুমি স্বপ্ন-পাগল !' মায়া-ভরা চোখে তাকাল বুঝি যমুনা।

'ঠিক বলেছ এতক্ষণে। আমি স্বপ্ন-পাগল। আমার বড়লোক হবার স্বপ্ন, বিখ্যাত হবার স্বপ্ন।'

'আমার গৌরবেই তুমি গর্বিত ?'

'হ্যাঁ, আমি ঐ বিখ্যাত অভিনেত্রীর স্বামী এই কি কম সম্পদের কথা ?'

'কিন্তু আমি যদি বিখ্যাত হয়ে তোমাকে কলা দেখাই ?'

'দেখালে দেখাবে, তবু তুমি বিখ্যাত হও। আমি তাই দেখি। একটা গুণবতী মেয়ে তার প্রাপ্য বিকাশ পেল না, একটা তলোয়ার খাপে থেকে-থেকেই ভোঁতা হয়ে গেল, মর্চে ফেলল সর্বাঙ্গে, এ আর আমি দেখতে পারি না।'

'তার জন্যে অলি-গলি না ঘুরে সোজা ফিল্ম কোম্পানিতে গিয়ে অ্যাপ্লাই করলেই হয়।'

'হয়। কিন্তু তাতে অ্যাপ্লিক্যান্টের তত দাম থাকে না। এলিমেণ্ট অব সারপ্রাইজটা থাকে না কিনা। মানে "আবিষ্কার" হয় না। রেস্তও তাই কম জোটে।'

'রেস্তর কথা জানি না, কিন্তু আবেদনের পরে যদি প্রার্থিনী

মনোনীত হয়, তাহলেও বিজ্ঞাপনের খাতিরে তাকে অনায়াসে, যেহেতু সে নতুন, "আবিষ্কার" বলে চালানো যায়। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে এক সুন্দরী কেরানি বধূ ফুচকা কিনে খাচ্ছিল, বা ছাদে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিল বা গঙ্গার ঘাটে বসে চন্দন মাখাচ্ছিল কপালে— এমন সময় ডিরেক্টর অমুক আর ক্যামেরাম্যান তমুক তাকে আবিষ্কার করে বসল। এ-রকম ধরনের বিজ্ঞাপন খুব চালানো যায়। নইলে কোথায় অলি-গলি ঘোরা আর কোথায় বা ডিরেক্টরের নেকনজর— যোগাযোগ কল্পনার কথা।'

'ঠিক বলেছ।' ঘুরে দাঁড়াল সুখেন্দু। 'বেশ, তবে তাই চলো ফটো-গ্রাফারের দোকানে।'

'সেখানে কী?' থমকে দাঁড়াল যমুনা।

'তোমার ছবি তোলাব।'

'আমার ছবি? আমার তো শুধু একখানা ফটোই তোলা হবে জীবনে। আর তা তুলবে—'

'কে?'

'শ্মশান-ফটোগ্রাফার।'

'সেটা আর "জীবনে" কী করে হল? চলো একখানা জীবনের ফটোই তুলে আনি।'

'কী হবে সে-ফটো দিয়ে?' ভয়-ছোঁওয়া চোখে তাকাল যমুনা।

'তোমাকে এখন বলব না।'

'তাহলে আমি যাবও না ফটোর দোকানে। বেরুবই না বাড়ি ছেড়ে। বলো।'

'বলি।' নিজেকে অসহায় লাগল সুখেন্দুর: 'এতক্ষণ ধরে এত সব কথা যা নিয়ে তাই। একটা নতুন ফিল্ম কোম্পানি তাদের বইয়ের জন্যে একখানি নতুন মুখ— অনাস্বাদিত মুখ চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—'

'অনাস্বাদিত মুখ মানে?'

'মানে ফিল্মে যাকে কখনো আস্বাদ করা হয়নি।' সুখেন্দু জানলার দিকে মুখ করল : 'সেখানে তোমার ফটো সহ আবেদনপত্র পাঠাব। আমার বন্ধু চঞ্চল সে-কোম্পানিতে আছে। সে তোমাকে জানে।'

'আমাকে জানে? কী করে জানে?' চোখে-মুখে আগুন হয়ে উঠল যমুনা।

'তোমার বিয়ের আগে তোমাকে সে দেখেছে। দেখেছে মানে জলসা-জয়ন্তীতে দেখেছে। এবং, আশ্চর্য, মনে করে রেখেছে। খুব পসিবিলিটি ছিল মেয়েটির, বিয়ে হয়ে গিয়েছে নাকি, আক্ষেপ করছিল সেদিন। কিন্তু আমারই যে সে বউ এটাই সে জানে না।—'

'বিয়েতে নেমন্তন্ন করোনি বুঝি?'

'দাদাদের অমতে বিয়ে, কোনোরকমে নমো-নমো করে দায় সারা।

'তখন নমো-নমো এখন নামো-নামো।'

'তাই তোমার ছবি পেলে ও তোমাকে চিনতে পারবে, ভীষণ কৌতূহলী হবে। খোঁজ করতে এসে অবাক হয়ে যাবে। এলিমেণ্ট অব সারপ্রাইজটাই কাজ দেবে নিদারুণ। সুতরাং, চলো, শাড়িটা বদলে নাও। তোমার রঙিন শাড়ি নেই? যা আছে তাই পরে চলো। কত শাড়ি হবে এর পর—'

'তুমি একা যাও। তোমার চঞ্চলকে এক কথায় অচল করে দিয়ে এসো।'

'এক কথায়?'

'হ্যাঁ, এক কথায়।'

'কী কথা?'

'অসম্ভব।'

এই নিয়ে তুমুল হয়ে গেল সেদিন। বকাবকি, ঝকাঝকি, গালা-গালি। কিন্তু কিছুতেই রাজি হল না যমুনা। যেমন বেঁকেছে তেমনি বেঁকেই রইল।

'তুমি কোনোদিন আমার কথার অবাধ্য হওনি।' আপোষের স্বর আনতে চাইল সুখেন্দু : 'আজ হঠাৎ কেন এমন বিমুখ হবে?'

'আদেশের একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত। তুমি যদি এখন বলো—'

'আমি যা বলছি তা সম্পূর্ণ বৈধ, ভদ্র, সম্মানার্হ।'

'সমস্তটাই রুচির প্রশ্ন। ভদ্রতা বা সম্মানের মাপকাঠির প্রশ্ন। যা আমার রুচিতে বাধছে, তুমি বা তারই আদেশ করবে কেন?'

এইখানে শুরু হল আবার বচসা, আবার কটূক্তি— কলুষ-প্রবাহ।

শেষে এবার করুণ স্বর বের করল সুখেন্দু : 'তোমার কি অবস্থা ভালো করতে ইচ্ছে করে না?'

'কার না করে?'

'তবে?'

'প্রত্যেক উদ্দেশ্যসাধনের একটা রীতি আছে পদ্ধতি আছে। এবং তা নিয়ে মানুষের মতভেদ আছে রুচিভেদ আছে—'

'শোনো, প্লিজ, একটা চান্স নাও, চান্স দাও। যদি অনুপযুক্ত বলে বাতিল হয়ে যাও, ফিরে আসব। যেমন ছিলাম তেমনি থাকব। কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি ধরো, বাতিল না হও—'

'যদি বাতিল হই অপমানিত লাগবে। আর যদি বাতিল না হই তা হলে সর্বস্বান্ত লাগবে।' যমুনা ঝাঁট দিতে শুরু করল।

'তাহলে কিছুতেই তুমি রাজি নও?'

'না।'

'দাঁড়াও। তোমাকে আমি কী শিক্ষা দিই দেখবে।' বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সুখেন্দু।

ভয়ে যমুনার মুখ পাংশু হয়ে গেল।

দরজায় কী-রকম ভাবে কড়া নাড়লে সুখেন্দুকে বুঝতে হবে

তেমন করে আজ নাড়ল না সুখেন্দু। কড়াই নাড়ল না একেবারে। পরিবর্তে, দরজায় হাতের শব্দ করল।

নিশ্চয় অপরিচিত হস্তার্পণ ভেবে যমুনা ভয় পাবে। দরজা খুলে দিতে রাজি হবে না।

কে না জানে কত অবাঞ্ছিত লোক ছলনা করে দরজা খুলিয়ে ঘরে ঢোকে। তারপর কত দুষ্কীর্তি করে যায়। এমনকি খুন করতে পর্যন্ত ভড়কায় না। লুণ্ঠন করবার সম্পত্তি বিত্তের আকারে না থাক অন্য আকারে কোন্ না কিছু আছে। তারই জন্যে একক নারীর সংসারে খুব জাগ্রত যমুনা।

কতদিন যমুনা সুখেন্দুকে বলেছে মিস্ত্রি ডেকে দরজায় একটা ফাঁক করে দিতে, যাতে সেই ফাঁকে চোখ রেখে যমুনা নিশ্চিন্ত হতে পারে দরজার বাইরে আহ্বায়ক কোন্ ব্যক্তি।

সুখেন্দু বলেছে, 'বাড়িওলা রাজি হবে না।'

'আহা, এতে আবার বাড়িওলা কী। নিজেই তুমি পারো একটা ফুটো করে দিতে।'

'দরজায় ফুটো দেখলে বাড়িওলা নোটিশ দেবে উচ্ছেদের। কেন, তোমার এত ভয় কিসের ? কে আসবে ?'

'তেমন যদি কেউ আসে তো ইঙ্গিতেই খুলে দেব।' কণ্ঠস্বর সুখেন্দু বাঁকা করেছিল বলেই যমুনা অমন করে বললে। 'কিন্তু ঠকিয়ে, পরিচয় ভাঁড়িয়ে, কণ্ঠস্বর নকল করে মন্দ লোকও তো ঢুকতে পারে। বলতে পারে আমি ধোপা, দুধওয়ালা, কয়লাওয়ালা, জমাদার, কি ইলেকট্রিক মিস্ত্রি— তারপর দরজা খুলে দিতেই দেখি নাকের উপরে ক্লোরোফর্মের রুমাল—'

'আমি এলেও গর্তের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে যাচাই করে নেবে নাকি ?'

'নিলামই বা। নইলে কেউ যদি তোমার গলার স্বর নকল করে

সুগম্ভীরে বলে, "আমি", তাহলেই কি আমি সন্তুষ্ট হব? না, হওয়া উচিত? খুলে দেখব, চোর, ডাকাত, কুলাঙ্গার। তখন, বিপর্যয়ের পর, তুমিই বলবে শুধু একটিমাত্র "আমি"-কেই স্বামী বলে বোঝা ঠিক হয়নি। আরো নির্ভুল নির্দেশের প্রতীক্ষা করা উচিত ছিল।'

তারপর ঠিক হল সুখেন্দু হলে কড়ায় দু-বার দৃঢ় আওয়াজ করবে। এর ব্যতিক্রম হলেই বুঝতে হবে সুখেন্দু নয়। তখন, কণ্ঠস্বরে নিঃসংশয় না হতে পারলে বিস্তারিত জেরা করতে বসবে। জেরায় লোকটা টিকলেই তবে তাকে খুলে দেবে দরজা।

যে-জানলাটা বাইরের দিকে আছে তা দিয়ে আওয়াজ বেরুলেও দেখা যায় না সিঁড়ি। আর পায়ের শব্দেই কি লোক চেনা সম্ভব? খবরের কাগজ আর চিঠি নাহয় বাইরে লেটার-বাক্সে ফেলে বা গুঁজে দেওয়া চলে কিন্তু পোস্টাপিসের পিওন দেখে যে দরজা খুলে দু-পা এগিয়ে যাওয়া যায় না সেইটেই বিশ্রী। অবিশ্যি কেউ নেই তাকে চিঠি লেখবার, তবু পিওন দেখলেই মনে হয় এই বুঝি কোনো অভাবনীয়ের সংবাদ চলে এল তার হাতের মুঠোয়। আসবে না, তা ঠিক। তবু আসবে না জানলেও অভাবনীয়ের সম্ভাবনা চলে যায় না পৃথিবী থেকে।

বিপরীত শব্দ তুলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুখেন্দু।

অনেকক্ষণ সাড়া নেই। আবার দরজায় করাঘাত।

'কে?' ভিতর থেকে ভীত গলায় প্রতিধ্বনি উঠল।

একি! এ অনুপের গলা না? অনুপ এখন, এমন সময়, বাড়িতে? ও খেলতে যায়নি? না কি ফিরে এসেছে এরই মধ্যে?

সুখেন্দু এবার ঠিকঠাক দুটো শব্দ করল কড়া নেড়ে।

আর মুহূর্তে খুলে গেল দরজা।

বিছানায়, মোটা সুজনি গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে যমুনা। বললে, 'ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিলে বুঝি?'

'কিন্তু এ দেখছি তুমিই ভয় পাইয়ে দিলে।' সুখেন্দু এগিয়ে এল, 'কী হয়েছে?'

'জ্বর।'

'জ্বর? কই তোমার তো জ্বর-টর হয় না!' মুখ-চোখ অন্ধকার করল সুখেন্দু।

'তুমি খুব আমার রূপের প্রশংসা করেছিলে না, জ্বর এবার তাই ঝরিয়ে দিতে এসেছে। তোমার কী সুন্দর আলো-ঝলমল স্বাস্থ্য, বলেছিলে না? এবার তাই অট্টহাস্য করবার আয়োজন করছে হাড়-পাঁজরারা। আর কোনোদিন বলবে না থিয়েটার-সিনেমার কথা।'

'বা, আমি যে তোমার জন্যে সিনেমার টিকিট কিনে এনেছিলাম। তোমাকে দেখাতাম তোমাদের দলের সেই নীলিমা চক্র কেমন প্রথম নেমেই হিট করেছে। আর ও-ও তো বিবাহিত, সন্তানের মা—'

'ভাগ্যিস জ্বর হয়েছিল, দেখতে হল না।' আর্তমুখে করুণ করে হাসল যমুনা। 'তাছাড়া জ্বর না হলেই বা কী। ছোট দুটো ছেলে-মেয়ের কাছে বাড়ির ভার দিয়ে যেতামই বা কী করে।'

'না, না, আমরা দু-জনে ঘর-দোর বন্ধ করে অনায়াসে থাকতে পারতাম।' অনুপ, ন'-দশ বছর বয়েস, ঠিক বললে বুক ফুলিয়ে : 'বড়-জোর সাড়ে-আটটা পর্যন্ত তো!'

কিন্তু ঝুমকির তাতে সায় নেই। সে নাকে কেঁদে বললে, 'আমি সিনেমায় যাব বাবা।'

'যদি যেতে হয় সবাই একসঙ্গে হয়ে যেতে হয়, বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে।' বললে যমুনা, 'বাচ্চা দুটোকে নিরভিভাবক বাড়িতে ফেলে রেখে যাওয়াটা মোটেই নিরাপদ নয়।'

'এই ফিল্মে বাচ্চারা যাবে কী! এটা যে ফর অ্যাডাল্টস ওনলি।'

'সেকি, নীলিমা চক্র জন্মেই অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, অ্যাডালটারেটেড হয়ে গেছে।'

'শোনো, আমার জন্যে সিনেমার টিকেট আর কোনোদিন কিনো না। ওসব আমার ভালো লাগে না দেখতে।'

'সে না-হয় পরের কথা। কিন্তু আজকের টিকিটের কী হবে ?'

'দেখতেই তো পাচ্ছো আমার জ্বর। তুমি আর কোনো বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে যাও। নয়তো বাড়তি টিকিটটা বেচে দিয়ো কাউকে। হিট পিকচার যখন আর যখন নীলিমা চক্রের কাণ্ড, বেচতে বেগ পেতে হবে না।'

'কিন্তু রান্নার কী ব্যবস্থা করলে ?'

'এখনো করিনি। তবে জ্বর-গায়েই যা-হোক করব। মাথাটা একটু ছাড়ে কিনা তাই শুয়ে আছি চুপচাপ।'

'বেশ, চুপচাপই থাকো। আমি চলি। আমার রান্নার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি বাইরে থেকেই খেয়ে আসতে পারব।' বন্ধ দরজার দিকে এগুলো সুখেন্দু।

'বাইরে যা-তা খেয়ো না। সব অ্যাডালটারেটেড—' ক্ষীণকণ্ঠে বাধা দিতে চাইলে যমুনা।

'আজকাল সুস্থ জিনিসে স্বাদ নেই। ভেজালেই বেশি তার।' দ্বিধা করল না সুখেন্দু, দরজা খুলে সটান বেরিয়ে গেল।

॥ তিন ॥

পরদিন আপিসে যেতে দেরি হয়ে গেল সুখেন্দুর। হাজিরা-বইয়ের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখল বই খোদ সাহেবের ঘরে। কেন কার কত দেরি হল নিজ-মুখে সাহেবকে কৈফিয়ৎ দিয়ে সই করোগে যাও।

সুখেন্দুই বুঝি শেষাগত। ডিপার্টমেণ্টের কর্তা নবাঙ্কুর মুখার্জি, বছর পঞ্চাশ বয়েস, চোখ তুলে চাইল সুখেন্দুর দিকে।

'দেরি হল কেন?'

'দেরি হয়ে গেল।'

'তার কারণ একটা থাকবে তো?'

'কারণ আছে নিশ্চয়ই।'

'কী কারণ?'

সুখেন্দু স্পষ্ট বললে, 'আমার স্ত্রীর অসুখ।'

'খুব ওরিজিন্যাল হতে চাইলেন।' নবাঙ্কুর স্বর একটু বাঁকা করল: 'আর সব লেট-কামাররা বললে, বাস-ট্রামের ভিড়— সেটা আপনার মনঃপুত হল না। কী করে হবে? এত দেরি হয়ে গেছে যে ও কৈফিয়ৎ চলবে না। তাই যা মুখে এলো বলে দিলেন।'

'যা মুখে এল তাই বলে দিলাম? আমার স্ত্রীর অসুখ নয়? স্ত্রীর অসুখ বলে আমাকেই ছুটো ফুটিয়ে নিতে হল, ছেলেমেয়েদের নাইয়ে খাইয়ে ইস্কুলে পাঠাতে হল— তাই দেরি না হয়ে যায় কোথায়? একা বাড়িতে স্ত্রীর পথ্যেরও ব্যবস্থা করা দরকার—'

'সব বাজে কথা।'

'বাজে কথা?' প্রায় মেজাজ দেখাল সুখেন্দু।

'মিথ্যে কথা।' নবাঙ্কুর সরোষে গর্জে উঠল।

'আপনি আমাকে মিথ্যেবাদী বলছেন?' কী করছে বুঝতে না পেরে নবাঙ্কুরের টেবিলের দিকে দু-পা এগিয়ে এল সুখেন্দু।

'আমার যা ইমপ্রেশান হচ্ছে তাই বলছি।' ক্রুদ্ধ চোখে আগুন ছুঁড়ল নবাঙ্কুর। 'একশো বার বলব। কার সঙ্গে আপনি কথা কইছেন আপনার খেয়াল আছে?'

'নিশ্চয় আছে। যে আমাকে অকারণে মিথ্যেবাদী বলছে তার সঙ্গে কথা বলছি।' কথায় কথা বাড়ে, বলে ফেলল সুখেন্দু।

'ইনসাবর্ডিনেট!'

'আর আপনি? আপনি অটোক্র্যাট।' যা মুখে এল ছুঁড়ে মারল সুখেন্দু।

সুখেন্দু কি চাকরিটা খোয়াবে নাকি? আশেপাশের ঘর থেকে নানা জাতের কেরানিরা ভিড় করল বারান্দায়।

তা সুখেন্দু কী করবে! তার মেজাজ এমনিতেই তিরিক্ষি হয়ে আছে। একে অনটন তায় স্ত্রীর বিমুখতা! এখন আবার অসুখ!

'আপনার স্ত্রীর যে অসুখ প্রমাণ করতে পারেন?' নবাঙ্কুর গম্ভীর হল।

'নিশ্চয়ই পারি।' কথায় আর এতটুকু বিনয় নেই সুখেন্দুর।

'মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে পারেন?'

'কাল বিকেলে সবে জ্বর হয়েছে, এখুনি ডাক্তার দেখানো হয়নি। গরিবের সংসারে অত তাড়াতাড়ি ডাক্তার আসে না। তিন দিন দেখি। তিন দিনে যদি না কমে তখন ডাক্তারের কথা ভাবা যাবে।'

'এই আবার চালাকি!' ব্যঙ্গের হাসি হাসল নবাঙ্কুর।

'ডাক্তার আসেনি তবু তাকে মিথ্যে ফি দিয়ে, তার মানে, ঘুষ দিয়ে, তার থেকে সার্টিফিকেট আদায় করব, সেটা চালাকি হবে না?'

সুখেন্দুর শার্টের হাতা দুটো গুটোনো। সেদিকে চোখ ফিরিয়ে নবাঙ্কুর বললে, 'একেবারে যে আস্তিন গুটিয়ে কথা বলছেন? কোনো অফিস-ডিকোরাম নেই?'

'অফিস-ডিকোরাম আপনার কাছ থেকে শিখতে হবে? কিছু

যাচাই-বাছাই নেই, ফট করে এক অধস্তন কর্মচারীকে মিথ্যেবাদী বলে বসলেন ? এটাই বা কোন্ ধরনের সম্ভ্রান্ততা ? আর জামার আস্তিন কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে গুটিয়েছি ? ও তো এখানে আসবার আগের থেকেই গুটোনো।'

'সেইটেই বা কোন্ শিষ্টাচার ? সুপিরিয়র অফিসরের ঘরে ঢোকবার আগে শার্টের হাতা নামিয়ে দিয়ে বোতাম আঁটতে পারেন না ?'

'কী করে নামাব, স্যার ? এই দেখুন— শার্টের গুটোনো হাতা দুটো,' একের পর আর, নামাতে লাগল সুখেন্দু। 'এই দেখুন, শতচ্ছিন্ন। ছেঁড়া-ফাড়া সেলাই-করা দারিদ্র্যের দাগগুলো রাখব না লুকিয়ে ? সেই লুকিয়ে রাখাটাই তো মধ্যবিত্ত সমাজের ট্র্যাজিডি।'

'বক্তৃতা ঝাড়বেন না।' নবাঙ্কুর ফোঁস করে উঠল : 'এটা রাস্তার চৌমাথা নয়।'

'জানি। এটা হিংস্র শ্বাপদদের গুহা। বিত্ত আর শক্তির প্রাবল্যে হিংস্র। যেহেতু গরিব সেহেতু সে মিথ্যেবাদী হবে, যেহেতু সে নিকৃষ্ট সেহেতু সে হাতা-গুটোনো ডাকাত, এ যারা ভাবতে পারে এ জায়গায় তাদেরই বসবাস।'

'বেশ, আপনি যাচাই করতে দেবেন ?'

'যে, আমার স্ত্রী অসুস্থ কিনা। নিশ্চয়ই দেব।' ভালোমন্দ বিবেচনা না করে উত্তেজনার বশে বলে ফেলল সুখেন্দু। 'বেশ, আপনি লোক পাঠান। না, ডাক্তার পাঠাতে হবে না। যে কেউই যাবে, দেখে আসতে পারবে আমার স্ত্রীর জ্বর হয়েছে, সে শয্যাশায়ী।'

'ধীরেশবাবু!' রাগের মাথায় কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ককে ডাকল নবাঙ্কুর। কাছে আসতেই বললে, 'এ ভদ্দরলোকের বাড়ি যান। সঠিক জেনে আসুন এঁর স্ত্রী সত্যি অসুস্থ কিনা।'

ধীরেশ হতবুদ্ধির মতো তাকাল। একান্তসচিব হয়ে সে নবাঙ্কুরের

জন্যে অনেক খোঁজ-তালাস করেছে, কিন্তু কেউ অসুস্থ কিনা এ-ধরনের অনুসন্ধানে কখনো বেরোয়নি।

'যে আজ্ঞে।' তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত ধীরেশ।

'আর শুনুন।' ডাকল নবাঙ্কুর। 'একটা ফাইল-শিট দিয়ে যান। ভদ্দরলোকের বিরুদ্ধে প্রসিডিং ড্র-আপ করতে হবে।'

'আমি যদি মিথ্যেবাদী প্রমাণ না হই তবু প্রসিডিং হবে আমার বিরুদ্ধে?'

'কী হয় না হয় আমি বুঝব।' নবাঙ্কুর অন্যদিকে তাকাল।

'এ ঘোরতর অন্যায়।'

'শো-কজ-এর পিটিশনে তাই বলবেন। মিথ্যেবাদী আপনি সাব্যস্ত হোন বা না হোন, আপনার ঔদ্ধত্য আর অশিষ্টতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।'

'আপনি আমাকে গালাগাল দেবেন আর আমি মুখ বুজে সহ্য করব?'

কথা আর গায়ে নিল না নবাঙ্কুর, ধীরেশের উদ্দেশে বললে, 'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন। উনি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, তাই উপায়ান্তর নেই। আহারাদির পর ভদ্রমহিলা যদি দিবানিদ্রায় শয্যা নেন তাহলে তিনি সত্যি সুস্থ না অসুস্থ নির্ণয় করা যাবে না।'

ধীরেশ বেরুচ্ছে, সুখেন্দু পিছু নিতে চাইল।

'একি, আপনি সঙ্গে যাবেন নাকি?' ধীরেশ দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমি না গেলে বাড়ি চিনিয়ে দেবে কে?' সুখেন্দু আপত্তি করল।

'আমি জেনে নিয়েছি আপনার ঠিকানা। আমি নিজেই খুঁজে বার করতে পারব।'

'সে কী কথা! আমার স্ত্রী এখন বাড়িতে একা।'

'তাতে কী!'

'তাতে কী মানে ? আপনি আমার বাড়িতে গিয়ে আমার একা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন ?'

'দেখা করলে দোষ কী ! একা স্ত্রী তবে বাড়িতে রেখেছেন কেন ?' ধীরেশ সরল চোখে হাসল : 'আমি জানিয়ে যাচ্ছি বলে তো বাধা দিতে আসছেন। কত লোক তো আপনার অনুপস্থিতিতে ইতিমধ্যে যেতেও পারে আপনার বাড়ি। ন্যায্য বৈধ সাংসারিক কাজেই যেতে পারে—' সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল ধীরেশ।

'না, আপনি পারবেন না যেতে। আমার স্ত্রীকে বিরক্ত, বিব্রত করবার আপনার কোনো অধিকার নেই।' সিঁড়িতে অনুসরণ করল সুখেন্দু।

'যাব আমি ঠিকই। পা আমার, পথ আমার, আমাকে কেউ পারবে না ঠেকাতে। দেখা করবেন কি না-করবেন সে অধিকার আপনার স্ত্রীর। যদি বিরক্ত বা বিব্রত বোধ করেন, দেখা করবেন না, খুলবেন না দরজা।'

'খুলবেন না দরজা ?'

'কী করে খুলবেন !' ধীরেশ ব্যঙ্গের হাসি হাসল : 'গিয়ে হয়তো দেখব বাইরে থেকে দরজায় তালা বন্ধ। আপনার স্ত্রীর গল্প, স্ত্রীর অসুখ হওয়ার গল্প সমস্তই বানানো।'

'বানানো ?'

'নয়তো ভয় পাচ্ছেন কেন ? একটা ফিরিওয়ালাও তো এই সময়ে আপনার বাড়ি, আপনার স্ত্রীর কাছে যেতে পারে। আর, স্বামীরা আপিসে বেরিয়ে গেলেই তো ফিরিওয়ালাদের বাজার। গিয়ে হয়তো বুঝব আপনার স্ত্রীই নেই, নয়তো অন্যত্র আছেন। আপনার স্ত্রীকে ডাকবার বা তাঁর সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনই হবে না। বাইরে থেকেই আমার এনকোয়ারি শেষ হবে। যাব আর আসব, মাঝখানে শুধু একটি বন্ধ তালার প্রহসন—'

'আমার স্ত্রী নেই বলতে চান?' —সুখেন্দু ভঙ্গিটা দৃঢ় করল : 'চলুন, আমি যাবই আপনার সঙ্গে।'

'কেন আপনি যেতে চাচ্ছেন বুঝতে পাচ্ছি।' ধীরেশ আবার সূক্ষ্ম করে হাসল : 'যদি আপনার স্ত্রী থাকেন, এবং এখন মনে হচ্ছে আছেন, আপনি তাকে রুগী সাজিয়ে রাখবেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবেন না। তবে আমার যাওয়া বৃথা। আমি গিয়ে সাহেবকে তাই বলি।'

'কী বলবেন?'

'সুখেন্দুবাবু আমাকে এনকোয়ারি করতে দিল না। তখন সাহেব তাঁর সিদ্ধান্ত করবেন। দুয়ে-দুয়ে চার করবেন।'

'কিন্তু আপনি যে যাবেন আপনাকে বন্ধ দরজা খুলে দেবে কে?'

'তার মানে?'

'তার মানে, আমার স্ত্রী শয্যাশায়ী রুগ্ন, সে ছাড়া বাড়িতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই—'

ধূর্ত চোখে আবার হাসল ধীরেশ। 'আপনি গিয়ে দরজায় ধাক্কা মারলে কে খুলে দিত? আপনার বেলায় যে খুলে দেবে আমার বেলায়ও সে খুলে দেবে। অবিশ্যি খুলে দেওয়া না-দেওয়া ভিতরের লোকের স্বাধীনতা। না খুললেও ভিতর থেকে শব্দ তো কিছু হবে। কিছু কথা, নয়তো কোনো প্রশ্ন, কিংবা কোনো প্রতিবাদ। আর হয়তো তার থেকেই বোঝা যাবে ব্যাপারটার কী চেহারা।'

'না, যাবে না। শুধু স্বর শুনেই সুস্থ-অসুস্থ ঠাহর করা যায় না। দরজায় ধাক্কা শুনে আমার স্ত্রী যদি ভেতর থেকে ধমকে ওঠেন, আপনি বুঝতে পারবেন তাঁর জ্বর হয়নি?' সুখেন্দু তেরিয়া হয়ে উঠল।

'আমি বুঝতে পারছি আপনার কোথায় অসুবিধে।' ধীরেশ নেমে এসেছে নিচে। 'আসলে আপনার স্ত্রী মোটেই অসুস্থ নন। পাছে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে জেনে আসি যে তিনি ভালো আছেন,

বহাল তবিয়তে আছেন তাহলে আপনি মিথ্যেটা ঢাকবার আর সুযোগ পান না—'

'বটে ?' খেপে গেল সুখেন্দু : 'তবে যান মশাই যান, একা-একাই যান। আমি আপনার নামে ক্রিমিন্যাল ট্রেসপাসের কেস করব।'

'শুনুন মশাই—' অসহায় চোখে আর-আর কেরানিদের দিকে তাকাল ধীরেশ। আশেপাশে যারা ছিল তারা এগিয়ে এসে সুখেন্দুকে বোঝাল, ওতে এত আপত্তি করবার কী আছে ? ধীরেশবাবু শত হলেও তো আপিসেরই লোক। সে এমন কিছু নিশ্চয়ই করবে না যাতে তোমার স্ত্রীর অসম্মান হয়। তাছাড়া এ চ্যালেঞ্জ তুমিই দিয়েছ। তুমিই বলেছ লোক পাঠিয়ে যাচাই করতে। এখন পিছু হটলে লোকে স্বভাবতই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করবে। করলে অন্যায় হবে না। তুমিই মিথ্যেবাদী বনবে।

'এর মধ্যে ক্রিমিন্যাল ট্রেসপাসের কথা ওঠে কী করে ?' ধীরেশ অসহায়ের মতো মুখ করল : 'আমি তো অনুমতি নিয়ে যাচ্ছি। আমি তো ঘরের মধ্যে ঢুকছি না, দরজার কড়া নাড়ছি মাত্র।'

'না, না, আপনি যান।' অন্য কেরানিরা ব্যাপারটা মোলায়েম করে দিতে চাইল।

'কিন্তু আমি গেলে ক্ষতি হত কী ?' সুখেন্দু জনতার কাছে আবেদন করল।

'না, তুমি যাবে কেন ? তুমি গেলেই নানা সন্দেহের কথা উঠবে। তুমি কথা উঠতে দেবে কেন ? ধীরেশবাবু যাচ্ছে, যাক, জেনে আসুক। ঈশ্বর না করুন, তুমি যদি আপিসে হঠাৎ ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়, তখন তোমার বাড়িতে তোমার স্ত্রীকে এমনি ভাবেই তো হয় ধীরেশ-বাবু নয় পরেশবাবু কেউ গিয়ে খবর দেবে—'

কে আরেকজন সুখেন্দুকে আড়ালে টেনে নিল। বললে, 'ধীরেশবাবু শত হলেও আমাদেরই লোক। কাক হয়ে কি আর সে

কাকের মাংস খাবে? যেমন করে হোক বাঁচিয়ে দেবে তোমাকে। যাচ্ছে, যেতে দাও, এতে তোমার ভালোই হবে।'

'শুনুন, শুনুন—' পিছন থেকে ধীরেশকে ডাকতে লাগল সুখেন্দু।

ধীরেশ ফিরতে সুখেন্দু বললে, 'শুনুন, যখন যাচ্ছেন, দরজায় দমাদম ধাক্কা মারবেন না।'

'ভাববেন না। সে-কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে।'

'শুনুন। যা বলি। দরজার কড়াটা দু-বার শুধু নাড়বেন।'

'শুধু দু-বার?'

'হ্যাঁ, ঐটেই দরজা খোলাবার মন্ত্র। খুট আর খট, শুধু দুটো শব্দ। ঐটেই আমার সংসারের চিচিং ফাঁক।' শিখিয়ে দিল সুখেন্দু। এবং, একটু বুঝি-বা হাসল গোপনে।

কী-রকম যেন অদ্ভুত লাগল সুখেন্দুকে। এত প্রতিবাদ, উড়ে গেল নিমেষে। বরং যেন একটু আগ্রহেরই ভাব দেখাল। কী করে কোথা দিয়ে যেতে হয় দিয়ে দিল নির্দেশ।

হ্যাঁ, মন্দ কী, ধীরেশ তাকে দেখুক, দেখে যাক। যা রিপোর্ট দেবার দিক। অত ভয়ে-ভয়ে কোটরের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবার কোনো মানে হয় না। বেরিয়ে আসুক যমুনা। বিপদের সামনে রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গিটা একটু আয়ত্ত করুক। চেহারায় একবার ঝিলিক দিক। লোকে দেখুক, চিনুক।

যমুনার এমন কোনো অসুখ নয় যে উঠে দরজা খুলে দাঁড়াতে পারে না সোজা হয়ে।

যেমন বলা খুট আর খট, দু-বার কড়া নাড়ল ধীরেশ।

ভিতরে যমুনা জাগা। পরিচিত শব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। 'এই অসময়ে এলে যে? আমার জন্যে ভাবনা, না, নিজের শরীর খারাপ?' খোলা চুলে আগোছাল কাপড়ে নেমে পড়ল তক্তাপোশ

থেকে। সুখেন্দু যখন এসেছে তখন সযত্নে সুবিন্যস্ত হবার তাড়া নেই। স্খলিত পায়ে এগুলো দরজার দিকে। আঁচলের প্রান্তটা লুটোতে লুটোতে চলল।

দরজা খুলে দিয়েই চক্ষুস্থির যমুনার। দু-পা পিছিয়ে গেল। এ কে! এ কী অসম্ভব!

বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল ধীরেশ। একটা শুকনো মামুলি নমস্কার করতে পর্যন্ত ভুলে গেল। ভুলে গেল কথা কইতে। বুঝি-বা পলক ফেলতে।

তাড়াতাড়ি ঝরে-পড়া আঁচলটা বুকের উপর ভুর করে তুলে নিল যমুনা। আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল : 'কে আপনি? কী চাই এখানে?'

তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল ধীরেশ। এমনতরোটা দেখবে কখনো ভাবেনি। কী আশ্চর্য বড়ো-বড়ো চোখ! মুখশ্রী আলো করা। সারা গা থেকে যেন তেজ উথলে পড়ছে।

বিহ্বলের মতো হয়ে গেল ধীরেশ। অনেক পরে কথা খুঁজে পেল মুখে। বললে, 'আমি সুখেন্দুবাবুর আপিসের লোক, সেই আপিস থেকে আসছি—'

কিন্তু সাধ্য নেই আর এক পা এগোয়, দরজার চৌকাঠটা অতিক্রম করে। তবে যে যমুনা ভাবছিল একটা ছদ্মবেশী আততায়ী এসেছে তা ঠিক নয়। ক্রূর মতলব যদি লোকটার হবে তবে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে কেন? আর কতক্ষণ দাঁড়াবে?

'দেখুন, আপনার জ্বর। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। ক্ষমা করবেন। নমস্কার।'

ধীরেশ দ্রুত পায়ে পালিয়ে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করে দিল যমুনা।

কিন্তু কে এই রহস্যময় লোক? আপিস থেকে এসেছে তো কোনো সংবাদ দেয় না কেন? কেন ভয় পেয়ে চলে যায়? দরজা খোলাবার

সহজতম কৌশলটাই বা জানল কী করে? কে শেখাল? তবে কি সুখেন্দুরই কিছু হয়েছে? আপিসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে? যা নিত্যি ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আছে, অভাবের মধ্যে আছে, অসুস্থ হয়ে পড়তে দোষ কী। নিশ্চয়ই এত বেশি কাতর হয়েছে যে বাড়িতে নিয়ে আসা যাচ্ছে না। তাই হন্তদন্ত হয়ে লোকটা এসেছিল খবর দিতে। তাই ওই নিরাপদ সংকেতধ্বনিটা শিখিয়ে দিয়েছে সুখেন্দু। জ্বর দেখে লোকটার মায়া হল। খবরটা ভাঙল না শেষ পর্যন্ত!

বুকটা হুহু করে উঠল যমুনার। দোতলার ফ্ল্যাট, নিজেই দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে নামল নিচে। রাস্তার এদিক-ওদিক তাকাল ব্যাকুল হয়ে। কাউকে দেখা গেল না।

না, না, মন বলছে, কিছু হয়নি, সুখেন্দুর কিছু পারে না হতে। যমুনা এমন কিছু করেনি যার জন্যে এমন কোনো চরম দুঃখের আবির্ভাব হতে পারে। সংসারে তার জিনিস-পত্র কম, ঘরদোর অল্প, কষ্ট-ক্লান্তি বেশি— সেটা কি তার দুঃখের চেহারা? দুঃখ তো সে বিষণ্ণ হয় না কেন, কেন মিইয়ে থাকে না? কেন সে হাসে? কেন সে নির্মল আনন্দের ফোয়ারা হয়ে থাকে? কেন সে এখনো আশা করে সুখ পায়? ঘুম ভেঙে যাবার পরেও কেন সে স্বপ্ন দেখে?

তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে দরজা দিল যমুনা। শুয়ে পড়ল। কান খাড়া করে রাখল আবার যদি শব্দ হয়।

'আপনার জন্যে কান খাড়া করে আছি।' কামরাতে ঢুকতেই ধীরেশকে জিগ্যেস করলে নবাঙ্কুর। 'গিয়েছিলেন? কী দেখলেন?'

'জ্বর দেখলাম। নির্ঘাৎ জ্বর।'

কেমন যেন অভিভূতের মতো বলছে। চোখ তুলে তাকাল নবাঙ্কুর। 'নির্ঘাৎ জ্বর? কেমন করে বুঝলেন?'

'এক পলক দেখলেই বোঝা যায়।'

'যায় না। কপালে হাত রেখেছিলেন?' ডান চোখটা একটু ছোট করল নবাঙ্কুর।

'সাধ্য কি কেউ কপালে হাত রাখে। যে রাখতে যাবে তার হাত পুড়ে যাবে।'

'এত জ্বর!'

'এত!' গোপনসচিব যখন, এইখানে ধীরেশ গলা নামাল। কিসে সাহেবের আগ্রহ সে ছাড়া বেশি আর কে জানে? একান্তে বললে, 'কী বলব স্যার, ভারি ডিসেন্ট দেখতে।'

'কী বললেন, ডিসেন্ট?' চিবুকের ভাঁজে লুকিয়ে-লুকিয়ে হাসল নবাঙ্কুর, 'আপনার বিশেষণের শব্দসম্পদ বড় কম, ধীরেশবাবু।'

'খুবই কম।' সায় দিল ধীরেশ: 'নইলে বলতাম দেখতে ঠিক দেবী প্রতিমার মতো।'

'আচ্ছা, সুখেন্দুবাবুকে ডাকুন।'

সুখেন্দু এলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নবাঙ্কুর দু-হাতে তার ডান হাতটা চেপে ধরল। বললে, 'আপনি আমাকে মার্জনা করবেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, অনুতপ্ত, আপনাকে অকারণে রূঢ় কথা বলেছি। সত্যি আপনার স্ত্রী অসুস্থ, ধীরেশবাবু স্বচক্ষে দেখে এসেছেন—'

'আমিও বিশেষ ভদ্র ব্যবহার করিনি, আমার ভাষাও—'

'না, না, আপনার কোনো দোষ নেই। অমন স্ত্রী যদি অসুস্থ হয় তাহলে একটু আপসেট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তা আমি বলি কী— এক কাজ করুন। ক'দিন ক্যাজুয়েল লিভ নিন। স্ত্রীকে আনয়্যাটেণ্ডেড একা-একা বাড়িতে ফেলে আসাটা ঠিক নয়।'

'ক্যাজুয়েল লিভ আর পাওনা নেই, স্যার।' কানের পিঠ চুলকোলো সুখেন্দু।

'তা আপনাকে আমি একস্ট্রা ক'দিন করিয়ে দিচ্ছি, ফর স্পেশ্যাল রিজনস্।'

'লিভ লাগবে না। তিন দিনেই সেরে যাবে আশা করি। সিম্পল ইনফ্লুয়েঞ্জা।' যেন একটু লজ্জিতই হল সুখেন্দু।

'ইনফ্লুয়েঞ্জা? সিম্পল? আপনি বলেন কী! ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে নিমুনিয়ায় দাঁড়িয়ে যেতে পারে। আর সিম্পল যদিও হয়, যদি জ্বর তিন দিনেও ছাড়ে, শরীর চাঙ্গা হতে আরো তিন সপ্তাহ, ইফ নট মোর। না, না, আপনি ছুটি নিন, কমপ্লিট রেস্ট দিন বেচারীকে, অন্তত তিন দিন, গোড়ার তিন দিন—'

'আমি বলি কি, একটু দেরি করে আসা আর একটু সকাল-সকাল বাড়ি ফেরা— এটুকুর যদি অনুমতি পাই তাহলেই চলে। লিভের দরকার হবে না!'

'না, না, ওসব ইর্‌রেগুলারিটির চেয়ে অনেস্ট লিভ অনেক ভালো। মুফৎ ছুটি পেয়ে গেলে কার আবার অরুচি হয়?'

'ছুটি নিয়ে লাভ কী! কাজ জমে। নিজের কাজ আবার নিজেকেই করতে হয়।'

'কত আপনারা কাজ করেন, কাজ ভালোবাসেন! বাসি কাজের জন্য কত আপনাদের মমতা!'

'আসল কথাটা কী জানেন?' এদিক-ওদিক তাকাল সুখেন্দু। 'অকাজে ছুটি নিলে বাড়ির মধ্যে বসে থাকতে হয়, সেইটেই ডিপ্রেসিং।' যেন অন্তরঙ্গতার সমতল ভূমিতে এসে দাঁড়াল সুখেন্দু।

'বা, এ আপনার অকাজ কোথায়? এ তো আপনার রুগ্ন স্ত্রীকে সেবা করবার জন্যে ছুটি। তার পাশটিতে সর্বক্ষণ থাকবার জন্যে।'

'সাংঘাতিক কথা।'

'কেন, সাংঘাতিক কেন?'

'স্ত্রীর কাছাকাছি থাকাই মানে সব সময় শুধু নালিশ শোনা, চাই-চাই নাই-নাই শোনা। তাই যত দূরে থাকা যায় ততই শান্তি।'

'অসন্তুষ্ট স্ত্রী।' গুনগুন করে কথাটা উচ্চারণ করল নবাঙ্কুর।

'এর জন্যে তাকে দোষই বা দিই কী করে? যা ক্ষুদ্র আয় তা দিয়ে তার কী অভিযোগ মেটাব? কী স্বাচ্ছন্দ্য দেব তাকে? কী তুষ্টি-পুষ্টি? মেজাজ তিরিক্ষি হবে না তো কী! কেন ঘ্যানঘ্যান করবে না?'

'আচ্ছা আমি দেখব।' কাজে মন দিলে নবাঙ্কুর।

কী দেখবে তা কে বলবে।

'আচ্ছা আসুন। ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিন।' চলে যাচ্ছিল সুখেন্দু, নবাঙ্কুর ডাকল। বললে, 'অফিসে ক্লার্কদের একটা ডিসট্রেস ফাণ্ড আছে না? তার থেকে এই কুড়িটা টাকা নিন। যদি ওষুধপথ্যের দরকার হয় কিনে দিন, কিংবা অন্য কিছু এসেনসিয়েল—' ব্যাগ থেকে দু-খানা দশ টাকার নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল সুখেন্দুর দিকে।

'না স্যার, না স্যার, সেকি স্যার—' মুখে বলছে বটে সুখেন্দু কিন্তু হাতও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

'এতে আপনার কুণ্ঠার কারণ কী! এ তো আমি দিচ্ছি না, আপনাদের ফাণ্ড দিচ্ছে—'

'তার জন্যে ফর্ম্যাল দরখাস্ত করতে হয়, কমিটির স্যাংশন লাগে—'

'রাখুন যত সব লাল ফিতের কাণ্ড। আগে ফাঁসিটা তো দিয়ে দিন পরে বিচার করা যাবে। টাকাটা তো আগে কাজে লাগান, পরে দেখা যাবে দরখাস্ত।' নোট দু-খানা সুখেন্দুর শিথিল হাতের মধ্যে গুঁজে দিল নবাঙ্কুর।

অকারণে কর্কশ হয়েছিল বলে এখন বুঝি অনুতপ্ত হয়েছে, নইলে কেন এই সীমাছাড়া সৃষ্টিছাড়া বদান্যতা? কী রিপোর্ট দিয়েছে ধীরেশ তা কে জানে। অন্তত এটা তো সাব্যস্ত হয়েছে যে সুখেন্দু গরিব হোক, অপদস্থ হোক, মিথ্যেবাদী নয়। টাকা ও প্রতাপের জোরে মানুষ ভাবে সেই একমাত্র বোদ্ধা, তাই সুখেন্দুর কথাটা বিশ্বাস করতে চায়নি, কিন্তু যখন দেখল সত্য-মিথ্যে কারুরই একচেটে নয়, তখন চাইল ক্ষতিপূরণ করতে। ছুটিতে ছুটি, টাকাতে টাকা— দুই-ই মঞ্জুর করে বসল।

ফাইল-শিটের আর দরকার হবে না বোধহয়। প্রসিডিং কী করে লিখতে হয় সেই মুসাবিদা ভুলে গিয়েছে নবাঙ্কুর।

একেবারে এতটা করবার কী হয়েছিল ? ক্ষমা চেয়েছিল তাই-ই তো যথেষ্ট। ক্ষমাই বা চায় কে ? তলস্থ অফিসর, এমনি একটু 'সরি' বললেই তো চলে যেত। এত অজস্র হবার হেতু কী।

তবু তো শুধু শুনেছে, এখনো চোখে দেখেনি যমুনাকে।

কী করে দেখে! কী করে দেখাই! আর যদি না-ই দেখাবে, না-ই বিকোবে, তবে রূপের এ ঢলঢল পসরা নিয়ে সে করবে কী।

টাকা পকেটে ফেলে জয়ীর মতো পথ চলতে লাগল সুখেন্দু। একটা ফুরফুরে গন্ধওয়ালা রেস্টোর‍্যান্টের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অনেকদিন পর ভালোমন্দ খেলো প্লেট ভরে, খেলো পেট ভরে। বিবেক দংশন করতে এসেছিল, তার মুখে থাপ্পড় মারল। যমুনার তো জ্বর, তার এসব খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর অনুপ আর ঝুমকি, ওরা ছেলেমানুষ, ওরা কি এসব হজম করতে পারবে ? টাকা তো আছে আরো, তা দিয়ে ওদের একদিন দেব না-হয় রাবড়ি কিনে। নয়তো আইস-ক্রিম। নয়তো কাঠি-বরফ। যা ওরা চায়।

বাড়ি ফিরতেই যমুনা বললে, 'জানো, দুপুরে একটা লোক এসেছিল।'

শুনেও শুনছে না এমনি ভাব করল সুখেন্দু। গায়ের জামাকাপড় ছাড়তে লাগল। যেন কত লোক এন্তার আসে এমনি ঔদাস্য দেখাল।

'লোকটা বললে তোমার আপিস থেকে এসেছে।' সরল মুখ করল যমুনা।

'আপিস থেকে এসেছে!' এবার একটু না চমকালে শোভন হয় না। তাই গলায় বিস্ময়ের টান এনে সুখেন্দু বললে, 'কে লোকটা ? বললে কী ?'

'কিছু বললে না। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেল।'

'চলে গেল? কেমন দেখতে বলো তো লোকটা?'

ভাসা-ভাসা বর্ণনা দিল যমুনা।

'তেমন তো কেউ নেই আমাদের আপিসে। নিশ্চয় কোনো কুলোক এসেছিল ছল করে। কিন্তু দরজা খুললে কী বলে?'

'তোমায় কী বলব, ঠিক তোমার মতন সংকেত করল। খুট আর খট। ভেবেছিলাম তুমি এসেছ বুঝি।'

'কী সর্বনাশ! এই সংকেতটা বাইরে চালু হল কী করে?'

'চালু না হাতি! আন্দাজে, অ্যাকসিডেণ্টলি, দুটো শব্দ করে বসে-ছিল—'

'আর তুমি এলোমেলো হয়েই ছুটলে, খুলে দিলে দরজা?'

'তাছাড়া আর কী! আমি তো জানি তুমি।' আনন্দে চোখ নাচাল যমুনা।

'দরজা খোলা পেয়ে লোকটা কি করল?'

'নিদ্রাহারার মতো তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।' যমুনার চোখও এখন নিষ্পলক।

'একসঙ্গে এত রূপ বোধহয় আর দেখেনি।' সুখেন্দু তার নিজের চোখেও নেশা আনল।

'রূপ না ভূতের পিণ্ডি! বাসি উনুনের ছাই।' ঠোঁট উলটোলো যমুনা।

'সে যার চোখ সে জানে। লোকটা কী করল? এগুলো? চৌকাঠ ডিঙোল?'

'পাগল না আর কিছু! আমার জ্বর হলে কী হবে, আমি ওৎ-পাতা পশুর মতো নখে-দাঁতে প্রস্তুত ছিলাম। লোকটা একটু আক্রমণের ভাব বা ভঙ্গি করত, অমনি তার উপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তাম,

টুঁটি ছিঁড়ে দিতাম দাঁত দিয়ে—'

'কী সর্বনাশ! মূর্তি দেখে লোকটা তাই নিশ্চয় ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।'

'পত্রপাঠ পালিয়ে গেল। কিন্তু অবাক হচ্ছি লোকটা যদি চোর-ডাকাত বা পাজি-বদমাশই হবে তবে একটা কোনো ইশারাও করবে না, শুধু হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে?'

'নিশ্চয়ই বাড়ি ভুল করেছিল। আসলে লোকটা ভালো।'

'বা, তোমার নাম বললে, তোমার আপিসের নাম বললে— ভুলই বা বলি কী করে?'

'যাক, লোকটা যখন ভেগেছে তখন ও নিয়ে ভাবনা না করলেও চলবে।' সুখেন্দু লঘু হতে চাইল: 'আসল ভয় হচ্ছে তোমার ঐ ঝাঁপানো।'

'ঝাঁপানো?'

'কী করে চিচিং-ফাঁকের মন্ত্রটা ফাঁস হয়ে গেল কে বলবে? এখন প্রায়ই যদি তুই শব্দে কড়া বাজে আর তুমি যদি স্বামী বিবেচনা করে দরজা খুলে দাও আর অভ্যাগতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো, তাহলে কেউ-কেউ তোমাকে ব্যাঘ্রসুন্দরী বলে মনে নাও করতে পারে।'

'হ্যাঁ, সংকেতটা এবার বদলাও।'

'আর তোমারটাও।'

'আমার আবার কী সংকেত?'

'ঐ ঝাঁপানো-ঝাঁপানো ভাব।' সুখেন্দু বা একটু অভিযোগের সুরে বললে, 'সব মানুষই আর বাঘ নয়।'

॥ চার ॥

প্রায় রোজই খোঁজ নিয়েছে নবাঙ্কুর, সুখেন্দুর স্ত্রী কেমন আছে। এবং সুখেন্দু যখন খবর দিল যে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে তখন একদিন নবাঙ্কুর বললে, 'দেখুন আপনার সঙ্গে সেই যে দুর্ব্যবহার করেছিলাম তার দরুন মনে এখনো অস্বস্তি অনুভব করছি।'

'সে তো কবেকার পুরোনো কথা।' সুখেন্দু হাসিতে মুখ কোমল করে তুলল।

'তা হোক, অনুতাপটা নিত্যিই নতুন লাগছে। দেখুন, শত হলেও আমিও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করি, আপনার দুঃখটা আমার বোঝা উচিত ছিল। যে-চেয়ারটায় বসেছি না, সেই চেয়ারটারই দোষ। মাঝে-মাঝে ওটা লাফায়, দাপাদাপি করে।'

'সবই আসন আর বসন, স্যার।' সুখেন্দুও দার্শনিক হবার চেষ্টা করল: 'নইলে রক্তে আর চোখের জলে সব মানুষই সমান।'

'দেখুন, আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত এখনো হয়নি। তাই বলি কি, আপনি সস্ত্রীক একদিন আসুন আমাদের বাড়ি, চা খাবেন।' নবাঙ্কুর উদার ভঙ্গিতে তার চেয়ারে শরীর ঢেলে দিল।

'কী যে বলেন, স্যার! আমরা কি আপনাদের সঙ্গে একত্র বসে চা খাবার যোগ্য?' হাত কচলাতে লাগল সুখেন্দু।

'রাখুন। চা চিনি দুধ জল আগুন সর্বত্র সমান, শুধু পেয়ালার তারতম্য।'

'না স্যার, বস্তুতেও কিছু তফাৎ আছে।' বিনয়ে ঘাড় নোয়াল সুখেন্দু।

'বস্তুতে?'

'মানে চা-এ। আপনারা উচ্চশিক্ষিত আর আমরা হেঁজিপেঁজি। আপনারা লিফ— পাতা, আর আমরা ডাস্ট—ধুলো।'

'রাখুন ওসব সূক্ষ্ম হিসেব। তৈরি হয়ে যাবার পর সব চা-ই চা। আর শিক্ষার উচ্চতা শুধু পুঁথিপত্রে নয়, শিক্ষার উচ্চতা চরিত্রে।' কাজের মধ্যে চোখ ডোবাল নবাঙ্কুর। নতমুখেই বললে, 'তাহলে আসছে শনিবার বিকেলে আসবেন আমাদের বাড়ি। মাইণ্ড, দু-জনে আসবেন কিন্তু, যুগলে। কি, গাড়ি পাঠিয়ে দেব ?' শেষের কথাটায় চোখ তুলল নবাঙ্কুর।

'কী যে বলেন, স্যার। এমনিই যেতে পারব আমরা।'

চলে যাচ্ছিল সুখেন্দু, ডাকল নবাঙ্কুর। বললে, 'মিসেসকে বলবেন, ওঁকে মিট করতে পারলে আমার স্ত্রী বিশেষ খুশি হবেন। আর শুনুন—'

সুখেন্দু অপ্রতিভের মতো মুখ করল : 'আমাদের আবার মিসেস !'

'তবে কী ?' ছড়ানো ভঙ্গিটা সংস্কৃত করে টেবিলের দিকে এগিয়ে এল নবাঙ্কুর : 'তবে কী বলব ? শ্রীমতী ?'

'আমাদের শুধু স্ত্রী। এককথায় ইস্ত্রি।'

'না, না, শ্রীমতী। শ্রীমতীই বেশ ডিসেণ্ট।' নবাঙ্কুরের হঠাৎ ধীরেশের কথা মনে পড়ে গেল, মনের কথা মনেই চেপে রেখে শুধোল : 'কী, বলুন, বাড়ি গিয়ে শ্রীমতীকে আলাদা বলতে হবে ? যদি তাই হয় তো বলুন, আজ ছুটির পর নিজেই গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসি।'

সুখেন্দুর একবার মনে হল ও-পক্ষের শ্রীমতীর নেমন্তন্ন এ-পক্ষের শ্রীমতীকে দিয়ে করানোই তো সামাজিক। কিন্তু মুখে বললে, 'কী যে বলেন, স্যার, তার ঠিক নেই।'

'আপনার থ্রু দিয়ে বললে হবে তো ? দেখুন—'

'সবই তো আমার থ্রু দিয়ে।' প্রায় চোখে চোখ রেখে হাসল সুখেন্দু।

কামরা থেকে বাইরে আসতেই ধীরেশ পাকড়াও করল সুখেন্দুকে,

'এ যে মশাই তাজ্জব ব্যাপার। একেবারে ক্যাবিনেটের ইনার সার্কেলে ঢুকে পড়লেন! একেবারে বাড়িতে চা খাবার নেমন্তন্ন!'

'আপনি হাত দেখতে জানেন? দেখুন তো হাতটা।' সুখেন্দু হাত বাড়িয়ে ধরল: 'দেখুন তো শুধু চায়েই শেষ, না, তার পরেও কিছু আছে?'

'হাত দেখব কী মশাই? আপনার কপালেই দেখতে পাচ্ছি। চা-এ আরম্ভ। শেষ হয় চাঁদে।' ধীরেশ গোপনের রাজা, চোখ দুটো একটু গোপন করল।

'চাঁদ ধরতে পাব মশাই? উঠতে পাব উন্নতির চূড়ায়?'

'তারই তো সিঁড়ি পাতা হল। নইলে এসব আর কী!' এবার ভুরুজোড়া গোপন করতে চাইল ধীরেশ। বললে, 'এখন সিঁড়িতে পা ফেলে-ফেলে উঠতে জানা চাই। কথায় আছে না, সিঁড়ি, তুমি কার, যে যায় তার। সিঁড়ি পাতা থাকলেও অনেকে উঠতে পারে না, পা পিছলে পড়ে যায়। উঠতে জানা চাই, ধাপের পর ধাপ— শুধু উঠতে জানা।'

বাড়িতে এসে সানন্দে সাড়ম্বরে সব বললে সুখেন্দু। যা নয় তাও বললে।

'কে যে সেদিন দরজা খুলিয়ে কী দেখে গেল—বোধহয় সে ছদ্ম-বেশী দেবদূত—' সুখেন্দুর মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: 'সেই থেকে আমাদের সৌভাগ্যের দরজাও শুরু হল খুলতে—'

'কী দেখে গেল?' যেন ভয় পেল যমুনা।

'দেখে গেল সমুদ্রের অতলে লক্ষ্মী বন্দী হয়ে আছে— আমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী।'

'তোমার মুণ্ডু।'

'আমার মুণ্ডু হোক ক্ষতি নেই কিন্তু তোমার মুখখানি যে দেখাতে

পারব এতেই আমি খুশি।'

নিটোল গম্ভীর হল যমুনা। বললে, 'আমি যাব না।'

'যাবে না? কী যে বলো তার ঠিক নেই।' অসম্ভবের হাসি হাসল সুখেন্দু: 'এ-নেমন্তন্ন শুনে কেরানির বউয়ের উর্ধ্বতন চোদ্দপুরুষ যাবে।'

'উর্ধ্বতন ছেড়ে অধস্তন চোদ্দপুরুষ যাক, আমি যাব না।'

তক্তপোশে শুয়ে ছিল সুখেন্দু, তড়াক করে লাফিয়ে উঠল: 'যাবে না মানে?'

'যাবে না মানে যাব না। আমাদের নেমন্তন্ন করবার ওদের কোনো মানে হয় না বলেই যাব না।' বালিশে কাচা ওয়াড় পরাচ্ছিল যমুনা, বললে

'ভদ্রলোক ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করবে— এর মানে হয় না?'

'আমরা কি ওদের সমান পঙ্‌ক্তি যে আমাদের ডাকবে? আত্মীয়তা থাকত, আলাপ-পরিচয় থাকত, তাহলে না-হয় উঠত না পঙ্‌ক্তির কথা।'

'আহা, কত তোমার আত্মীয় সংসারে! আর মানুষের সঙ্গে আলাপ করবে তুমি? ভয়েই মরলে। দরজা এঁটে অন্ধকারেই কাটালে সারা-জীবন। তোমার কাছে সব মানুষই জানোয়ার।'

'মানুষ নয়, পুরুষ,' যমুনা একটা ছেড়ে আরেকটা বালিশ নিল: 'তাছাড়া কোনো উপলক্ষ নেই, বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন নয়। হঠাৎ খেয়াল হল চা খাবে, অমনি তোমরা স্বামী-স্ত্রী, তোমরাও ছোটো। এর মধ্যে আমি আসি কোত্থেকে? তোমার কাটা ঘায়ে প্রলেপ দিতে চায় একলা তোমাকে ডাকুক, আমাকে কেন?'

'স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে ডাকাই আজকালকার এটিকেট।'

'ওসব এটিকেটে আমি নেই।'

'নেই মানে? অফিসের বস-এর নেমন্তন্ন, তাও বাড়িতে একস্-ক্লুসিভ, এ কি চারটিখানি কথা?'

'তোমার বস্-এর নেমন্তন্ন, তুমি গিয়ে ওঠ-বোস করো গে। আমাকে টানো কেন ?'

'তুমিই তো দেখি আস্ত জানোয়ার। জংলি। নিরেট বোকা।'

'বোকাই তো ; একশো বার বোকা।' সরল মুখে সুন্দর মেনে নিল যমুনা : 'বোকা বলেই তো সাহস পাচ্ছি না যেতে। ওরা সব ঝকঝকে শিক্ষিত, হয়তো বা বিলেতফেরত, সাহেবিপনার কাছ ঘেঁষেও দাঁড়াতে পারব না— চিবিয়ে-চিবিয়ে কী যে সব ইংরিজি বলবে—'

'কেন, তুমি তো ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছিলে, একেবারে ইয়েস-নো-ভেরিগুড তো নও—' একটু বুঝি-বা সসম্ভ্রম হল সুখেন্দু।

'এখন কথা ঘোরাচ্ছ কেন ? আমি তো বোকাই। গামছার আর ধোপার বাড়ি যাওয়া কেন ?'

'মোটেই তা নয়। শিক্ষার জলুস বকুনির বাহারে নয়, শুধু সপ্রতিভ-তায়। তুমি যদি সভায় হাসি-হাসি মুখে সপ্রতিভ হয়ে বসে থাকতে পারো তাহলেই তুমি শিক্ষিত। সেদিক দিয়ে তোমার জুড়ি কেউ নেই।' সুখেন্দু স্ত্রীকে তোয়াজ করতে চাইল।

প্রশংসাটাই সহ্য হল না যমুনার। বিদ্রূপে ঝিকিয়ে উঠে বললে, 'কত সভা তুমি দেখেছ ঘুরে-ঘুরে !'

'বোদা মুখ নয়, বোদ্ধা মুখ করে যে বসতে পারে, মানে চালাক-চালাক মুখ করে, কথা-টথা কইতেও হয় না, তাইতেই শিক্ষিত-শিক্ষিত দেখায়। তাছাড়া কথাবার্তা ওদেরই বা এমন কী উচ্চস্তরের হবে ? দেখবে সেই বাজার-দর নিয়ে কথা, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের অব্যবস্থা নিয়ে, ঝি-চাকরের অবাধ্যতা নিয়ে, আর খুব উচ্চতর হয়, সিনেমা নিয়ে নয়তো কোনো মেয়ের নিন্দে নিয়ে। দেখবে সব-কিছুতেই তুমি কিছু হাঁ-হুঁ করতে পারছ। আর সব কথাতেই হাঁ-হুঁ করতে পারাতেই পপুলার হওয়া।'

'কত আমি সিনেমা দেখি!' যমুনা ঠোঁট বাঁকাল।

'দু-একটা দেখা হলেই সব দেখা হয়ে যায়। হরে-দরে সবই সেই এক প্যাটার্ন। খানিকটা খুব হৈচৈ করানোর পর নায়ক-নায়িকার বিয়ে দিয়ে দেওয়া। তাছাড়া, ইচ্ছে করলে, কথাবার্তার বিষয় তুমিই বড়ো করতে পারো।' একমুহূর্ত থামল সুখেন্দু। 'উনি, মানে বস-এর স্ত্রী, সিনেমা দেখা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, তুমি আলোচনা করতে পারো সিনেমায় নামা নিয়ে। তুমি বেশি ওয়াকিবহাল। প্রাক্‌বিবাহ যুগে তুমি নেমেছ রঙ্গমঞ্চে—'

'যার ফলে তোমার হাতে পড়ে আমার এই দুর্দশা।'

'দুর্দশা?'

'তাছাড়া আর কী।' যমুনা কথাটাকে সংক্ষেপ করল: 'ওখানে যে যাব, যেতে বলছ, আমার একটা ভালো শাড়ি আছে?'

'তার জন্যেই তো বলি দুর্দশার খণ্ডন করো। অভাবের হাতি কি আমি একা ঠেলতে পারি? তুমিও এসে হাত মেলাও। শাড়িতে-ব্লাউজে ছয়লাপ করে তোলো।' যমুনার তিক্ত দৃষ্টির শাসনে ধাতস্থ হল সুখেন্দু, বাস্তবতায় নামল: 'সেই যে তোমার একটা নীল শাড়ি ছিল না, সেইটে পরে চলো। দেখো একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবে—'

'ঐ ক্যাটকেটে রঙের কুচ্ছিত শাড়িটা পরে যাব? সেই আদ্যি-কালের বদ্যিবুড়িটা?'

'তোমার কাছে ক্যাটকেটে কিন্তু অন্যের কাছে মনে হবে নীল যমুনা। লোকে কি তোমার শাড়ি দেখবে, লোকে তোমাকে দেখবে। দেখবে যেন নীল আকাশে একস্তূপ শাদা মেঘ।'

'দেখবে একটা নীলবর্ণ শৃগাল।' গালাগালটা যদিও নিজের উপর নিতে চাইল যমুনা কিন্তু সুখেন্দুর মনে হল বাণটা যেন তাকে লক্ষ করা।

'ঐ শাড়িটা না চলে তো যা আছে তাই পরে যাবে।'

'এইসব আটপৌরে ইতর শাড়ি পরে সম্ভ্রান্তদের এলেকায় যাব?

তোমার বলতে লজ্জা করল না? তা এ ভিড়ের মধ্যে যাওয়া নয়, গোলেমালে হরিবোল বলা নয়, একক হয়ে বিশিষ্ট হয়ে যাওয়া। অসম্ভব।'

'বা, সে কী কথা! যদি সম্ভ্রান্ত কেউ অতিথি হয়ে তোমার বাড়িতে অনাহূত এসে পড়ে তুমি তার সামনে যাবে না, শাড়িটা তোমার সুন্দর নয় বলে?'

'সে তো আমার বাড়িতে আসা।' সরল মুখ করল যমুনা: 'আমার বাড়িতে আমি যে বেশেবাসেই থাকি না, সেটা আমার স্বভাবের রঙ। তাতে ধরা পড়লে কিছু বেমানান হয় না। কিন্তু উদ্যোগ করে পথ ভেঙে অন্য বাড়িতে যাব সেটা তো আগাগোড়া কৃত্রিম। সেই কৃত্রিমের ভূষণ কই?'

'তবে চলো, তোমার জন্যে একটা ভালো দেখে শাড়ি কিনি।'

'শাড়ি কিনবে? ঐ এক কাপ চা খাওয়ার জন্যে?' যমুনা ঘাড় বাঁকা করে ক্রূর চোখে তাকাল।

'শুধু এক কাপ চা খাওয়ার জন্যে নয়, শাড়ি কিনব আরো শাড়ি পাবার জন্যে।'

'তার মানে?'

'একেবারে তরল। সাজে হোক অসাজে হোক যদি বস্ একবার আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি ফেলেন, তোমার দিকে ফেললেই আমার দিকে ফেলা হবে, তাহলে চাকরিতে নিশ্চয়ই আমার কিছু উন্নতি হবে, আর উন্নতি মানেই অর্থোন্নতি, আর অর্থোন্নতি হলেই তোমার কিছু শাড়ি-গয়না, আমার কিছু ঠাট-বাট, জেল্লাজমক।'

'তুমি স্বামী হয়ে এসব বলছ?' যেন সর্বাঙ্গে কাঁটা ফুটল যমুনার।

'স্বামী হয়েই বলছি, কত দিন ধরেই বলছি। আর, এখন উপস্থিত, বেশি কী বলছি? বলছি ভদ্র সেজে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে চা খেতে চলো।'

'কিন্তু শাড়ি যে কিনবে তোমার টাকা আছে?'

'সে আমি জোগাড় করে নেব।' ত্রিকালজ্ঞের মতো মুখ করল সুখেন্দু।

'কোত্থেকে জোগাড় করবে শুনি?' এবার চোয়াল বাঁকাল যমুনা।

'সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে যার শিল যার নোড়া তারই দাঁতের গোড়া ভেঙে দেওয়া। বলা, মশাই, অধস্তন গরিবকে নেমন্তন্ন তো করলেন, একা নয় একেবারে সস্ত্রীক, কিন্তু অভিজাতদের এলেকায় তার স্ত্রী যায় কী করে? তার উপযুক্ত পরিচ্ছদ কই? বিশ্বাস না হয়, স্বচক্ষে দেখবেন চলুন কী-রকম যৎকুচ্ছিত কাপড়ে-জামায় সে আছে। তার কিছু ব্যবস্থা করুন।'

'বলবে? পারবে তুমি বলতে? তোমার জিভ পুড়ে যাবে না?' আগুন হয়ে উঠল যমুনা।

'বললে, ওর কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ককে বলা, আর তাহলে বোধ-হয় সেই ক্লার্কের মারফতই ব্যবস্থা হয়ে যায়। হয়তো একখানা চা-রঙের শাড়ি এসে পৌঁছয়। তার সঙ্গে ছন্দ রেখে ব্লাউজ। তারপর ওরই শাড়ি পরে ওরই গাড়িতে চড়ে ওরই চা খেয়ে আসা। কত বড়ো কীর্তি।'

'চুপ করো।' গা-ভরা রাগ নিয়ে উঠে পড়ল যমুনা।

'না, তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই। তোমার এ-শাড়ি আমিই কিনে দেব।' সুখেন্দু শান্তিজল ছিটোতে চাইল।

'তুমি কিনে দেবে? তোমার হাতে টাকা আছে?'

কথা বাড়াবার আর চেষ্টা করল না সুখেন্দু। বললে, 'আছে।'

তবুও রেহাই দেয় না যমুনা। এগিয়ে এসে বললে, 'কত?'

দ্বিধার মধ্যে না গিয়ে সুখেন্দু বললে, 'টাকা তিরিশ হবে হয়তো। ওতেই একখানা চলনসই শাড়ি হয়ে যাবে। কী বলো, হবে না?'

'টাকা আছে তো অনুপকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাও। ইস্কুল

থেকে এসে প্রায়ই ওর মাথা ধরে, ওর চোখ খারাপ হয়েছে, খারাপ হচ্ছে দিন-দিন, বোর্ডের লেখা ও কিছু পড়তে পারে না—' আর্ত, উদ্বিগ্ন মুখে তাকাল যমুনা।

'সে হবে'খন।'

'হবে'খন মানে কী? যখনই ও-কথা বলি তখনি বলো টাকা নেই। আজ যখন তিরিশ-তিরিশটা টাকা হাতে এসেছে, তখন আর কথা কেন, অনুপের চোখটা দেখাও।'

'যখনকার যা তখনকার তা। এখন সমূহ একটা শাড়ির দরকার, এখন শাড়ি হোক। আবার যখন সুবিধে হবে চশমা হবে।' দেয়ালের দিকে মুখ করল সুখেন্দু। 'প্রায়রিটি দেখতে হবে তো?'

'তুমি এমন কথা বলতে পারলে! অনুপের চশমার চেয়ে আমার শাড়ি বেশি জরুরি?' যমুনা তপ্ততিক্ত মুখে বললে, 'তোমার হিতাহিত-জ্ঞান কি আর কোথাও বাঁধা রেখেছ?'

'তা জানি না। তবে এটা জানি ছেলে শুধু আমার নয়, ছেলে তোমারও। সুতরাং ছেলের জন্যে যেটা অত্যাবশ্যক ব্যয় তাতে তোমারও দায়িত্ব আছে। ওর চশমার খরচটা তুমিও না-হয় আদ্ধেক দিলে।'

'বা, আমি দেব কোত্থেকে? আমি কি রোজগার করি?' যেন হাঁপের মধ্য থেকে বললে যমুনা।

'তাই যাতে রোজগার করতে পার তার চেষ্টা করা উচিত।'

'আমাকে তবে আরো লেখাপড়া শেখালে না কেন? কেন আবার পরীক্ষা দেওয়ালে না?'

'কোনো ফল হত না। মস্তিষ্ক বলে কিছু আছে এমন কোনো প্রমাণ পাইনি এতদিন। বিধিদত্ত রূপ একটুখানি আছে, তাও ব্যবহার করবার জন্যে সামান্য যেটুকু মস্তিষ্ক দরকার সেটুকুও তোমার ঘটে নেই।'

'রূপ যদি বিধি দিয়েছেন, তবে মস্তিষ্কও তিনিই দেননি।' দৃঢ় হল

যমুনা, এক কথায় সেরে দিল : 'তোমার ঐ চায়ের নেমন্তন্নে আমি যাব না।'

'যাবে না ? সে কী কথা ?' যেন একটা ধাক্কা খেয়ে বসে পড়ল সুখেন্দু।

'হ্যাঁ, এক কথা। যাব না।'

'বেশ, অনুপের চশমাটাই না-হয় আগে করে দিচ্ছি, তোমার শাড়ি না-হয় না-ই হল— এমনি ফর্সা একটা শাড়ি হলেই চলে যাবে—'

'বলেছি তো যাব না। অকারণে কেন কথা বাড়াও ?'

'না গেলে মিস্টার মুখার্জি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবেন।'

সহজাত বুদ্ধিতে অনেকখানি যেন দেখতে পাচ্ছে যমুনা। গম্ভীর মুখে বললে, 'অন্যায় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হলে যদি অসন্তুষ্ট হন তো কী করা যাবে ?'

'আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হলেই লোকে অসন্তুষ্ট হয়। আকাঙ্ক্ষা ন্যায় কি অন্যায় সে-বিচার তার থাকে না। কিন্তু—' সুখেন্দু রুক্ষ করল কণ্ঠস্বর, 'মিস্টার মুখার্জির আকাঙ্ক্ষাটা অন্যায় কেন ?'

'অন্যায়, একশো বার অন্যায়।' ঝংকার দিয়ে উঠল যমুনা।

'কিসে অন্যায়, যুক্তিটা বলবে তো ?' রুক্ষ শোনাল সুখেন্দুকে।

'শুধু তোমাকে নেমন্তন্ন করে তিনি কি করে আশা করতে পারেন যে আমিও যাব ?'

'বা, তোমাকেও বলেছেন। মানে আমার কাছে বলেছেন। বাড়ি গিয়ে তোমাকে আলাদা করে বলতে আসবেন নাকি ?'

'সেইটেই শালীনতা ছিল। উনি উচ্চপদস্থ বলে ওঁর সব রূঢ়তাই মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই।'

'রূঢ়তা— তুমি রূঢ়তা কোথায় দেখলে ? আমি তো বলি অসীম ভদ্রতা। অমন জায়গায় যাবার ও চা খাবার সুযোগ পেলে তোমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার পেয়ে যেত।'

'তোমাকে যে চোদ্দপুরুষে পেয়ে বসেছে!' তরলতাকে আবার উড়িয়ে দিল যমুনা : 'চোদ্দপুরুষের কথায় আমার কী দরকার! আমি —আমি উদ্ধার পেতে চাই না।'

'তার মানে, আমাকেও যেতে দেবে না!' করুণ মুখ করল সুখেন্দু।

'তুমি যাও না, কে বাধা দিচ্ছে? আমি তো আর তোমার পায়ের বেড়ি হয়ে নেই।'

'তোমাকে বাদ দেওয়া মানে সমস্তটাই বাদ দেওয়া। তার মানে তুমি চাও না অফিসারের সঙ্গে একটু মেলামেশা করে আমার অবস্থার একটু সুরাহা করি। কাঠ পোড়াতে হবে না খড় পোড়াতে হবে না, গায়ে তোমার একটা আঁচড় দূরে থাক, একটা নিশ্বাস পর্যন্ত লাগবে না, তবু তোমার আপত্তি? আগে তো তুমি এমনতর ছিলে না।'

'কেমনতর ছিলুম?' যমুনা পিছিয়ে গিয়েছিল আবার এগিয়ে এল।

'আগে তুমি আমার কথার বাধ্য ছিলে। যা বলতুম শুনতে।'

'তখন তোমার কথাগুলিও ভদ্র ছিল।'

'এখনো কিছু অভদ্র হয়নি। শুধু তোমার মন নীচ বলে মান্যের মধ্যেও মন্দ দেখছ।'

কে জানে, হয়তো তাই, বড়লোক হলেই অন্তঃকরণ ছোট হবে এমন নাও হতে পারে, তবু অসামঞ্জস্যটা এমন স্পষ্ট, যমুনা কিছুতেই স্বাভাবিকতা খুঁজে পেল না। বললে, 'বড়ো গাছে বাসা বাঁধতে যেও না। বড়োর পীরিতি জানো তো? সে শুধু চাঁদ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলা। তাই বলি, শোনো, নিজের চরকায় তেল দাও। নিজের যা আছে তাইতে খুশি থাকো। ছেলেটাকে মানুষ করো। ডাক্তার দেখিয়ে চশমা করে দাও ওকে।'

'চশমা তো তোমার দরকার। যাতে কু না দেখ, ঝাপসা না দেখ—' বেরিয়ে গেল সুখেন্দু।

আপিসে গিয়ে নবাঙ্কুরকে বললে হেঁটমুখে, 'আমার স্ত্রী কিছুতেই রাজি হয় না, স্যার—'

'কী রাজি হয় না ?' স্বর্গ-মর্ত চিন্তা করতে বসল নবাঙ্কুর।

'সেই যে আপনার ওখানে আমাদের চা খেতে বলেছিলেন সেই চা খেতে।'

'ও, চা খেতে ! বেশ তো, চা না খান কফি খাবেন।'

'না স্যার, মোটে যেতেই চাইছে না। ভীষণ কনজারভেটিভ।'

'বেশ তো, তাহলে বলুন, আমিই যাব আপনাদের ওখানে।' নবাঙ্কুর উদার দৃষ্টিতে তাকাল।

সুখেন্দু বিস্ময়ে প্রায় মাটিতে বসে পড়ল : 'আপনি যাবেন, স্যার ? আমাদের বাড়ি কী বিচ্ছিরি !'

'ঢের-ঢের বিচ্ছিরি জায়গায় আমি গিয়েছি। তাতে কিছু চিন্তিত হবার নেই। কথা হচ্ছে একসঙ্গে বসে চা খাওয়া। তা আপনাদের বাড়িতে চায়ের পাট আছে তো ? না কি আপনার স্ত্রী শুধু ডাবের জল আর মিছরির পানা খান ?'

'পাবে কোথায় ? বরং বারে-বারে চা খেয়ে খিদে মেরে রাখাই প্রশস্ত।'

'যাক, চা খান তাহলে। একেবারে ভাটপাড়া নয়। লেখাপড়ার কিছু সুযোগ হয়েছিল ? কতদূর ?'

এসব কি কোনো আলাপের বিষয় ? তবু আগ্রহ করে কথা যখন তুলেছে তখন পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। বরং আগ্রহটা যাতে সজাগ থাকে তারই চেষ্টার মধ্যে চলাফেরা করতে পারলেই সুবিধে। তাই বাড়িয়ে-কমিয়ে না বলে ঠিক-ঠিকই বলতে চাইল সুখেন্দু : 'ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছিল, স্যার—'

'তার মানে, পরীক্ষা দিয়েছিল, পাস করতে পারেনি। যারা পাস করতে পারে না তারাই অমনি করে বলে। অত পর্যন্ত পড়েছিল।

বলুন, ঠিক বলিনি ?'

'ঠিক বলেছেন।'

'তা ফেল করলেই বা মন্দ কী। বরং ফেল করা থাকলেই একটি নরম-নরম ভাব জীবনে লেগে থাকে। নইলে পাস-করা কৃতকার্য জীবনে ঝাঁজ আর তেজই বেশি। সহজে কাছে ঘেঁষা যায় না।' করুণ চোখে তাকাল নবাঙ্কুর। 'আর ঘষতে-মাজতে চেষ্টা করেননি বুঝি ?'

'এমনিতেই অনেক ঘষা-মাজা ছিল। খুব ফরোয়ার্ড ছিল আগে।'

'বটে ? বটে ? আপনাদের বুঝি লাভ-ম্যারেজ ?'

'হাঁ, স্যার।' লাজুক মুখে হাসল সুখেন্দু কিন্তু অনুভব করল হাসিটা ঠিক বুদ্ধিমানের মতো দেখাল না।

'লাভ-ম্যারেজের মেয়ে, সে অত রক্ষণশীল হতে যাবে কেন ? সে তো বাঁধভাঙা ঢেউ।'

'আগে-আগে তাই ছিল, স্যার।' স্ত্রীর সম্পর্কে এমনি কথা বলতে পেরে সুখেন্দু যেন এক নতুন আবিষ্কারের আনন্দ পেল : 'আগে-আগে জলসা-জয়ন্তীতে কত নাচত।'

'নাচত ?' নবাঙ্কুর নিজেই নেচে উঠল : 'স্টেজে ? ফুটলাইটের সামনে ?'

'হ্যাঁ, স্যার, জনতার করতালির ঢেউয়ের উপরে দাঁড়িয়ে। শুধু নাচ ? আবৃত্তিতে অভিনয়েও এক্সপার্ট ছিল। দারিদ্র্যের চাপে পড়ে সংসারের এক কোণে এখন সংকুচিত হয়ে রয়েছে। মনের সেই উদারতার ভাব-টুকুও আর নেই। কী করে থাকবে ? গরিব কেরানির বউ।'

কলিং বেল টিপল নবাঙ্কুর। বেয়ারা এলে বললে, 'ধীরেশবাবুকে ডাকো।'

ধীরেশ এলে বললে, 'এবার আমাদের অ্যানিভার্সারিতে কী বই প্লে হচ্ছে ?'

'বই এখনো ঠিক হয়নি।'

'তাড়াতাড়ি ঠিক করতে বলুন। এবার বই বাছতে অকৃপণ হতে পারেন স্বচ্ছন্দে, এবার আমরা ভালো হিরোয়িন পেয়েছি। পেয়েছি অনেক দিনই, কিন্তু জানতে পেরেছি শুধু আজ।'

'কমিটিকে বলি গে।' সুখেন্দুর দিকে কালো কটাক্ষ করে চলে গেল ধীরেশ।

'জাগিয়ে তুলুন, তাতিয়ে তুলুন। ফুল মেনি এ জেম অব পিউরেস্ট রে সিরিন! লোকে একটা গুণ পায় না আর এ কিনা পেয়ে হারানো! হারানো হলেও বোঝা যেত, ও তো পেয়ে নিজের ইচ্ছেয় ফেলে দেওয়া। এমন ট্র্যাজেডি ঘটতে দেবেন না কখনো। দারিদ্র্য ? দারিদ্র্য তো চলে যাবার জন্যে। গুণ চলে যাবার জন্যে নয়। এই নিন,' পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে সুখেন্দুর হাতে গুঁজে দিতে গেল নবাঙ্কুর : 'চা-টা কিনুন গে।'

'না স্যার, না স্যার—' সুখেন্দু ধরি-ধরি-ধরি না করতে লাগল। ভাবল, এমনতরোও হয় নাকি ?

'কথা ছিল আমি খাওয়াব, এখন উলটে আমি খেতে চলেছি। অথচ প্রায়শ্চিত্ত করার কথা আমার। সুতরাং এতে আপনার কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই। গুনাগার আমি দেব। নিন, ধরুন, আপনি তো আর আপনার স্ত্রীর মতো শুচিবাইগ্রস্ত নন। যা আসে নিন। জীবনে যা আসে তাই সহজে নেওয়াটাই হচ্ছে আর্ট—'

অনায়াসে নিল সুখেন্দু।

'শুনুন, শুধু চা খাওয়া তো। বেশি বাদ্যভাণ্ডের দরকার নেই। তাই যত তাড়াতাড়ি হয়। বলি কি, আজই। সন্ধেসন্ধি।'

এই ভালো। জব্দ হবে যমুনা। নাজেহাল হবে। বুঝবে কাকে বলে হয়রানি। সাধ্য নেই তুমি অতিথিকে অমান্য করতে পারো, আর যখন জানো, বোঝো, এ তোমার স্বামীর মনিব— ভর্তার ভর্তা। সুতরাং কাষ্ঠ-আড়ষ্ট হয়ে থাকলে তোমার স্বামীরই দুর্ভোগ। আর সমানে-সমান

হতে পারলেই বা দোষ কী। যদি জল হয়ে জলে মিশে যেতে পারো দেখবে সব জলই অনবদ্য।

তিনজোড়া শস্তা পেয়ালা-প্লেট কিনল সুখেন্দু। আর কিছু কেক বিস্কুট মিষ্টি। একটা টিপট নেবে নাকি? কী দরকার। একেবারে ভিতর থেকে চা করে এনেই বাইরে পরিবেশন করতে পারবে। টিপট থাকলে সুখেন্দুকেই বরাত দিয়ে দেবে। নিজে আলগা থাকবে, থাকবে আড়াল দিয়ে। তার চেয়ে বরং একটা ট্রে কেনা ভালো। তিন-তিনটে ভরা-ভর্তি কাপ একসঙ্গে ওতে চাপিয়ে দিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তুমি না আনবে তো, লোক কই? সুখেন্দু তো কথায়ই ব্যস্ত, সে ওঠে কী করে। অতএব, কই গো, চা-টা দিয়ে যাও। নিজে যদি সঙ্গে না-ও বসে, দাঁড়াতে হবে দরজা ঘেঁষে। অতিথিকে উপেক্ষা করা মানে দেবতাকে উপেক্ষা করা।

কিনে-কেটে মন্দ থাকল না। সুখেন্দু আবার রেস্টোর‍্যাণ্টে ঢুকল। খেল আকণ্ঠ।

'এত সব কেনবার কী হয়েছিল?' আপত্তি জানাল যমুনা।

'তোমার তো সব-তাতেই মুখনাড়া। সবগুলো পেয়ালার ডাঁটি ভাঙা, এ তুমি দেখনি?'

'কেন, কাঁচের গ্লাসেই তো খাওয়া যায়।'

'কোঁচার কাপড় দিয়ে মুঠো করে চেপে ধরে?'

'তা কিনতে হলে একটা কেনো, তিন-তিনটে কেনার কী দরকার? ওভারটাইমের পয়সা বুঝি এমনি করে ওড়াবে? এ-টাকাটা দিয়ে বরং ঝুমকির ওষুধ হত। শুকিয়ে টিনটিনে হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। সমস্ত গায়ে চুলকুনি। ওটা কী? ঠোঙায় করে কী এনেছ? খাবার? তোমার হঠাৎ এই শুভবুদ্ধি হল? ছেলেমেয়েদের জন্যে মায়া হল? ওদের একটু ভালোমন্দ খাওয়াতে ইচ্ছে করল তোমার?'

'চুপ চুপ, অতিথি আসছে। অতিথি আসছে। হঠাৎ প্রবল উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সুখেন্দু, যমুনাকে লক্ষ করে বললে, 'যে-কণ্ঠে মধু সেই কণ্ঠ বার করো, আর যে-কণ্ঠে তেতো তা সম্প্রতি নেপথ্যে থাক। নিত্যসঙ্গী অভিযোগ তো আছেই, ক্ষণকালের জন্যে একটি আনন্দের ধ্বনি তোলো, আনন্দের ছবি হও।'

'অতিথি ? তোমার আবার অতিথি কে ?' আতঙ্কিত মুখ করল যমুনা।

'ক্ষণিকের অতিথি। শুধু এক পেয়ালা চা খেয়ে চলে যাবে।'

বেশিক্ষণ অন্ধকারে থাকতে হল না যমুনাকে। প্রায় তৎক্ষণাৎই দরজার বাইরে, বারান্দায়, নবাঙ্কুর উদ্‌ঘোষিত হল : 'মিস্টার গুহ আছেন নাকি ?'

যেন মোড়ের মাথায় অতিথিকে দাঁড় করিয়ে রেখে সওদাপত্র কিনে বাড়ি ঢুকেছে সুখেন্দু। যেন এই আতিথ্যও দরাদরি করে দোকান থেকে কিনে আনা।

'মিস্টার মুখার্জি এসেছেন। আমার আপিসের বস।' হন্তদন্ত হয়ে সদরের দিকে ছুটল সুখেন্দু। বললে, 'তুমি চায়ের জলটা চাপিয়ে দাও লক্ষ্মীটি।'

না কি একবার বলবে, নিজে একটু ফিটফাট হয়ে নাও এরই মধ্যে ? চুলটা মুখটা শাড়িটা—কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেল না। মনে করল যাকে ভালো দেখব বলে মন আগে থাকতেই তৈরি তাকে চোখ দেখবে না, তাকে মন দেখবে। তাই চোখে যতই বিশ্রী দেখাক মনের হিসেবে তাই নিখুঁত।

বাইরের ঘরে ছেলেমেয়েরা পড়ে, ন্যাড়া একটা তক্তপোশ, বইয়ে ঠাসা একটা ছোট টেবিল, দুটো তাক আর গোটা-দুই চেয়ারই ঘরের বর্তমান বাসিন্দে। অনুপ আর ঝুমকি খেলা থেকে ফিরে এসে সামিল হয়নি এখনো।

'এই আপনার বাসা।' ঘরে ঢুকে প্রদীপ্ত কণ্ঠে বললে নবাঙ্কুর। অস্বস্তি বা অনুকম্পার এতটুকু রেখা ফুটতে দিল না মুখে বা আওয়াজে। মুহূর্তে আঁচ করে নিল, ছেলেমেয়ের সংসার, ধীরেশের দেবীপ্রতিমা উষার উদয়-সম নন, প্রবাল পালঙ্কে অকলঙ্ক হাস্যমুখে একা-একা ঘুমুচ্ছেন না। না ঘুমুন, একটু ভগ্নধ্বস্ত পীড়িতসম্বৃত হওয়াই তো ভালো। তাহলেই তো ফণা নমিত থাকে, আহত করলেও মুখ বাঁকা করে কষের দাঁতের বিষ ঢোকাতে পারে না ক্ষতস্থানে। চারিদিকে তাকিয়ে সহজ আত্মীয়স্বরে বলে উঠল, 'কই, আর সকলে কই?' বলে নিজেই উদ্যোগ করে চেয়ার টেনে বসে পড়ল নবাঙ্কুর।

'একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।' যেন কত অপরাধী এমনি ভাব দেখিয়ে বলতে লাগল সুখেন্দু। 'ছেলে মাঠে খেলতে গেছে আর মেয়ে গেছে পাহাড়ে বেড়াতে।'

নবাঙ্কুর হাঁ হয়ে রইল। এই ঘিঞ্জি পাড়ায় মাঠ-পাহাড় কোথায়? একটা পার্কও নেই ধারে-কাছে। আর, পাহাড়? সে তো পঙ্গুর স্বপ্ন।

সুখেন্দু বললে, 'মাঠ মানে ফুটপাথ, আর পাহাড় মানে ছাদ। ছেলেরা মাঠের অভাবে ফুটপাথে খেলে আর মেয়েরা পাহাড়ের অভাবে ছাদে ওঠে। এখনো ওরা ফেরেনি।'

'তাহলে বাড়িতে একা আছেন?'

'বা, একা থাকব কী! বাড়িতে আমার স্ত্রী আছেন।' অপরাধীর ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়ে ফেলে পুণ্যাত্মা বিজেতার ভাব আরোপ করল সুখেন্দু: 'কিংবা বলতে পারি যাঁর প্রয়োজনে এখনো আমি বাড়িতে আছি। যথারীতি রান্নাঘরেই আছেন বোধহয়। তাঁকে ডাকি।'

'আহাহা, তাঁকে ব্যস্ত করা কেন?' —নবাঙ্কুর নিজেই ব্যস্ততার ভাব দেখাল: 'অনাহূত এমনি এসে পড়া মানে গৃহলক্ষ্মীদের বিব্রত করা। আরেকদিন না-হয় বলে-কয়ে আসব। ভালো আবৃত্তি করতে পারেন, শুনে যাব সেদিন।'

'না, না, সে কী কথা ? একটু চা খেয়ে যাবেন না ? মোটেই কুণ্ঠিত হবেন না উনি। বাড়িতে অতিথি আসা, হিন্দু মেয়েদের কাছে দেবতার পদার্পণ।' অন্তঃপুরের দিকে ধাবিত হল সুখেন্দু।

বাড়িতে জানালায়-দরজায় পর্দা নেই। অবারিত দৃষ্টি চলে। আর সেই অবারিত দৃষ্টিতে যমুনাই আগবাড়িয়ে দেখে নিয়েছে নবাঙ্কুরকে। যেমন জাঁদরেল বা জবরদস্ত ভেবেছিল তেমন তো কিছু নয়। বরং নিরীহ, নিশ্চেষ্ট, এককথায়, অহংকারশূন্য। গৃহলক্ষ্মীদের প্রতি কেমন সুন্দর সহানুভূতি। বয়েসও এমন একটা কিছু চাপল্যের ধার-ঘেঁষা নয়, দায়িত্ব-ভরা প্রৌঢ়তায় পর্যাপ্ত, পঞ্চাশের কাছাকাছি। সমস্তটা উপস্থিতি আশ্বাসে-বিশ্বাসে বলবান। আগেই কেন সন্ত্রস্ত হই ? বাড়িতে যখন এসেই পড়েছে তখন আর কেন অনুদার থাকি ? আসুক না, কী করতে পারে ?

'এসেই যখন পড়েছেন, তখন একটু চা-টা দেবে খেতে ?' যমুনার কাছে গিয়ে ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করল সুখেন্দু।

'এসেই পড়েছেন মানে ? তুমিই তো ডেকে এনেছ ?'

ধরা পড়ার লজ্জা আর গায়ে মাখল না সুখেন্দু। বললে, 'ডাকলেই কি আর সকলে আসে ? কত বড়ো মহানুভব বলো তো। কেমন প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। বলো, একটুও কি তিনি সম্বর্ধনার যোগ্য নন ?'

'তুমি যাও, আমি চা নিয়ে যাচ্ছি।' বলতেই একরাশ কুণ্ঠা ঘিরে ধরল যমুনাকে : 'পরনের শাড়িটাতে এতটুকু ছিরিছাঁদ নেই।'

'তাতে কী ! এ তো, তোমার কথামতো, তোমার স্বভাবের রঙ, কৃত্রিমের রাংতা নেই এতটুকু। আর যা স্বভাবের তাই গভীরের।'

হ্যাঁ, অকপট হওয়াই ভালো, দৈন্যের সঙ্গে ছলনা করে লাভ কী ? যদি ছেঁড়া কোথাও জেগে থাকে, থাকুক চোখ মেলে। যদি পরিশ্রমের ধুলো-কালো কোথাও লেগে থাকে, দেব না ধামাচাপা। যে দেখতে

চায় দেখুক ঠিক-ঠিক। আর যেন দেখতে না চায়। আর যেন ছিন্ন-ক্লিন্নের মুখোমুখি দাঁড়াবার না সাহস করে।

একটা ট্রে নেই বাড়িতে, কিনব-কিনব করেও কিনল না সুখেন্দু। বললে, কে বা কবে অতিথি আসবে, একেবারে ট্রে সাজিয়ে দিতে হবে! যদি কেউ আসেও, হাতে করে এগিয়ে দেওয়াই সুন্দর।

ছু-হাতে ছু-পেয়ালা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল যমুনা। সুন্দর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে ছু-হাত একত্র করে সুন্দর নমস্কার করল নবাঙ্কুর।

মিষ্টি হেসে যমুনা বললে, 'এক্ষুনি নমস্কারটা ফিরিয়ে দিতে পাচ্ছি না। মার্জনা করবেন।' বলে ডান হাতের পেয়ালাটা সুখেন্দুর দিকে বাড়িয়ে দিল আর চোখের ইশারা করল সেটা অতিথির হাতে চালান করে দেওয়ার জন্যে।

এক মুহূর্ত যমুনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সুখেন্দু। কী অদ্ভুতভাবে কথাটা ও বললে। এমন পরিস্থিতিটি না হলে এমন সুন্দর উন্মোচনটি হত নাকি কখনো?

বাকি পেয়ালাটা সুখেন্দু নিজের জন্যে তুলে নিলে মুক্তি পেল যমুনা। তখন ছু-মুক্ত হাত একত্র করে নমস্কার প্রত্যর্পণ করল।

'কই, আপনার চা কই?' নবাঙ্কুর বললে, 'আপনি চা খেতে এত ভালোবাসেন।'

নিশ্চয়ই সুখেন্দু বলেছে। যেন গুণের কথা বলতে গিয়ে আর কিছু খুঁজে পায়নি। পান খেতেও যে ভালোবাসে সেটা বলেনি তো? সেটা কেন বলবে? পান খাওয়াটা যে ঘোরতর দিশি, বর্বর। আর চা খাওয়াটা সাহেবী। তাই ওতে ক্ষুণ্ণ হয় না শালীনতা। বিতং করে বলা যায়।

'দেখছেন তো কোথাকার অধিবাসী আমি?' মুখে দিব্যি হাসি ফোটাল যমুনা।

'কোথাকার?' চমকে উঠল নবাঙ্কুর। হাতের পেয়ালাটা নড়ে

উঠল হাতের উপর।

'না, না, বনজঙ্গলের নই। না কোনো পাহাড়ী গুহার। কেন, চেহারাটা দেখে চিনতে পারছেন না?'

'চেহারা দেখে?' চোখের মোহাঞ্জন গাঢ়তর করে তাকাল নবাঙ্কুর।

'হ্যাঁ, এই পোশাক-আশাক দেখে। এই কালিঝুলি দেখে।' আরো বিশদ হল যমুনা। তীক্ষ্ম চোখে তাকাল নিজের দিকে: 'এই অপরিচ্ছন্নতা দেখে।'

'অপরিচ্ছন্নতা দেখে?' যেন শব্দটাই নতুন শুনছে নবাঙ্কুর, যেন শব্দটাই খুঁজতে লাগল এখানে-ওখানে।

'হ্যাঁ, সম্প্রতি আমি রান্নাঘরের বাসিন্দে। আর রান্নাঘরে খাবার শুধু তৈরিই করতে হয় রাঁধুনিকে, খেতে হয় না।'

'কখন খাবেন তবে?' অতল কৌতূহল এখন নবাঙ্কুরের চোখে।

'রান্নাঘর থেকে মুক্ত হয়ে। স্নান করে। গা ধুয়ে। বলুন, স্নানের পর ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা গায়ে চা খাওয়াটা অপূর্ব নয়?' কটাক্ষে একটু বা বিলোল হল যমুনা।

'উপাদেয়।' বিশেষণের জন্যে ভিতরে-ভিতরে ছটফট করতে লাগল নবাঙ্কুর। 'কিন্তু ততক্ষণ কি অপেক্ষা করতে পারব?'

'পারবেন না। তাই তো যেমনটি ছিলাম ঠিক তেমনটিই চলে এলাম।' এতটুকু চেষ্টা নেই দ্বিধা নেই, হেলাভরে দিব্যি বললে যমুনা।

স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সুখেন্দু, যমুনা এত অক্লেশে উতরে যাবে। সুন্দর একটি মদির টান রাখতে পারবে কথায়, ভঙ্গিতে বুলোতে পারবে একটু বা লাস্যের ছড়।

ভেবেছিল কত না-জানি চটাচটি করবে, চোখা-চোখা কথা কইবে, একবারটি সামনেও বেরোবে না। আর যদি-বা বেরোয়, মুখ গোমড়া করে থাকবে, সচেতন মানুষ না জড়পিণ্ড বুঝতে দেবে না। কিন্তু এ যে দেখি একেবারে রত্ন। ঝিনুকের মধ্যে বালিই পোরা ছিল জানত, এ

যে দেখি খোলস খুলে ফেলে মুক্তোর মতো ঠিকরোচ্ছে।

'যেমনটি থাকা তেমনটি আসাই তো আর্টের আবির্ভাব।' উদার কণ্ঠে বললে নবাঙ্কুর।

'হ্যাঁ, আর্টলেসনেসই তো আর্ট। কী বলেন, তাই নয়?' চোখ নাচাল যমুনা।

শুধু আবির্ভাবেই হয় না, আবিষ্কারেরও চোখ থাকা দরকার। শুধু দেখার আনন্দের চেয়ে আবিষ্কারের আনন্দ অনেক বেশি। দেখা শুধু দেখা-ই, আবিষ্কার অজানাকে দেখা, প্রচ্ছন্নকে দেখা। তাই আজ সুখেন্দুরও কম রোমাঞ্চ নয়। আর এই রোমাঞ্চের রচয়িতা বিদেশী নবাঙ্কুর।

উৎসাহে উত্তপ্ত হয়ে উঠল সুখেন্দু, 'চা-কেকগুলো কী হল? মিষ্টি?'

'না, না, ওসব কিছু লাগবে না। চা-ই যথেষ্ট মিষ্টি।' চায়ে চুমুক দিতে-দিতে বললে নবাঙ্কুর।

'ওগুলো ছেলেদের জন্যে থাক। কত ওরা খুশি হবে দেখলে। জানতে পারবে কত বড়ো বিরাট লোক এসেছিলেন বাড়িতে। যার উপলক্ষে ওদের আজ কেক খাওয়া, মিষ্টি খাওয়া।' দিব্যি নিঃসংকোচে বললে যমুনা, স্বরে বেশ একটু প্রভুত্ব নিয়ে।

প্রথম বাজিতেই কী চমৎকার খেলল যমুনা, মুগ্ধের মতন দেখছে সুখেন্দু।

'শুনুন, যার জন্যে আসা,' চায়ের পেয়ালা মেঝেতে নামিয়ে রেখে নবাঙ্কুর বললে, 'আপনি খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারেন, তাই একটু শুনতে চাই। কবে শোনাবেন বলুন।'

বেশ শব্দ করে হেসে উঠল যমুনা। বললে, 'আপনি হাসালেন। মানুষে গান শুনতে চায়, পাঠ শুনতে চায়, আপনি চাচ্ছেন আবৃত্তি শুনতে। কে বললে আপনাকে যে আমি আবৃত্তি করতে পারি?'

'আর কে!' সুখেন্দুর দিকে তাকাল নবাঙ্কুর।

'উনি আমার গুণ-টুন একটু বেশি দেখেন। পুরুষে সাধারণত পরস্ত্রীরই বেশি দেখে, উনি বিপরীত, নিজের স্ত্রীতেই ওঁর যত পক্ষপাত।' খানিক তিরস্কার খানিক অনুকম্পা খানিক বা অভ্যর্থনা, অদ্ভুত চোখে সুখেন্দুর দিকে তাকাল যমুনা। তার দু-চোখে আরো কত চাহনি লেখা আছে তা কে বলবে।

নবাঙ্কুর হাসল আমোদে, সুখেন্দু হাসল আহ্লাদে।

'সে তো খুব ভালো কথা, ভালোবাসার কথা। বলুন কবে আসব?' নবাঙ্কুর উঠি-উঠি করল।

যখন কথা উঠেছে, তখন আজই যা হোক কিছু শুনিয়ে ভদ্রলোককে বিদায় করে দিলে হয়, কিন্তু সুখেন্দু সর্দারি করে উঠল, 'আসবেন? আবার আপনি কষ্ট করবেন? তাহলে তো আসছে শনিবারই আপনার সুবিধে।'

'না, না, আবৃত্তি-টাবৃত্তি আমার আসে না।' সবেগে মাথা নাড়তে লাগল যমুনা।

'এককালে তো কত করতেন শুনেছি।' কোমল অনুনয়ের দৃষ্টি ফেলল নবাঙ্কুর।

'তা এককালে তো আমি কত কিছুই করতাম। নাচতাম, ফ্রক পরতাম, বেণী ঝোলাতাম—সেসব কাল কি আমার আছে!'

'সব আছে, সব আছে, কিছুই খোয়া যায়নি। ছাইটা একটু নেড়ে দিলেই আগুন বেরিয়ে পড়ে। যাক, আসছে শনিবার আবার আসছি। শুনব আপনার কবিতার কণ্ঠস্বর। ঠিক মনে থাকে যেন।' উঠে পড়ল নবাঙ্কুর।

'প্রবৃত্তি নেই, শুধু আবৃত্তি, আবৃত্তি দিয়ে কী হবে?' বললে যমুনা।

দরজার কাছে এসে ঘাড় ফেরাল নবাঙ্কুর। বললে, 'আবৃত্তি থেকেই প্রবৃত্তি আসবে। প্রবৃত্তির থেকে অভিনয়। তার পরে স্টেজ। তার পরে সিনেমা।'

'তার পরেই পাপের মা।'

'পাপের মা মানে?' অবাক হবার ভাব করল নবাঙ্কুর।

'পাপের ইংরিজি কী?'

'পাপের ইংরিজি সিন।'

'সেই সিন-এর মা।' খিলখিল করে হেসে উঠল যমুনা।

সুখেন্দু নবাঙ্কুরকে তার মোটরে তুলে দিতে গেল। ফিরে এসে যমুনার কাছে আনন্দে ফেটে পড়ল। 'ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল! তুমি যে এত সুন্দর অভিনয় করতে পারো কে জানত! তোমার এত পার্টস থাকতে তুমি কেন ম্লান থাকবে, দীনহীন থাকবে বলো তো? সে সঙ্গে আমাকেও অকিঞ্চন রাখবে?'

'আর সংসারনাট্য যেটা করছি তোমার সঙ্গে, সেটা অভিনয় নয়?' চোখ নাচালো যমুনা।

'সমস্ত অভিনয়। একমাত্র সারবস্তু আনন্দ।'

'আর আনন্দ হচ্ছে জিনিসে? উপকরণে?'

'নিশ্চয়ই। স্বাচ্ছন্দ্যে, স্বাস্থ্যে, আরামে, স্ফূর্তিতে। নামে, ধামে, স্থিতিতে, গতিতে— এক কথায় ঔজ্জ্বল্যে।' যেন কথার নেশায় পেয়েছে সুখেন্দুকে। 'বলো না, তুমিও বলো না।'

'অত বাড়াচ্ছ কেন? এক কথায় টাকায়।'

'আহাহা, ঠিক বলেছ।' চোখে-মুখে জ্বলে উঠল সুখেন্দু।

'আর তা যে-কোনো উপায়ে?' কথার সুরটাকে বাঁকা করল যমুনা।

'আহাহা, অতটা আপোষহীন ভাবে বলো কেন? বলো বুদ্ধি খাটিয়ে। জল না ছুঁয়ে মাছ ধরে! আর যদি তেমন মাছ ধরাই যায়, জল একটু-আধটু লাগলেই বা ক্ষতি কী।'

'কতটুকু হলে একটু-আধটু তা কে বিচার করবে?'

'তুমি নিজে।'

'তুমি নও?' আবার তির্যক নিক্ষেপ হল কটাক্ষের।

'না, আমি আসি কোত্থেকে? প্রকাশ্যে-নেপথ্যে, মঞ্চে-সাজঘরে সর্বত্রই তো আর আমি নেই। তুমিই তোমার বিচারক। তোমার উদ্দেশ্য টাকা, উপায় বুদ্ধি। একে মন্ত্র করেই জীবনের আরাধনা।'

'এ তো তোমার মন্ত্র। উদ্দেশ্য টাকা, উপায় স্ত্রী।'

'আর স্ত্রীই তো বুদ্ধি। বুদ্ধিতেই গণ্ডারবধ, বুদ্ধিতেই ভাণ্ডার লুট। বুদ্ধি থাকতে যে তা ব্যবহার না করে সে অমানুষ।' শেষটায় বেশ একটা প্রভুত্বের ভাব ফোটাল সুখেন্দু।

॥ পাঁচ ॥

শনিবার সকাল-সকাল ফিরল সুখেন্দু। কাজটা যদিও কিছু কঠিন নয় তবু যমুনাকে একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া দরকার। এসে দেখল যেমন রোজ থাকে তেমনিই শুয়ে-বসে আছে। কোনো ঔৎসুক্য নেই, উত্তেজনা নেই—

'আজ মিস্টার মুখার্জি আসবেন তা মনে আছে?'

'তোমার কাছে আসবে তুমি মনে রাখো।'

'আমার কাছে না তোমার কাছে?' হঠাৎ কথার পিঠে সুখেন্দুর এসে গেল কথাটা।

'কী বললে?' মুখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল যমুনার।

'বললাম, তোমার আবৃত্তি শুনতে আসবেন।' কথার মোড় না ঘুরিয়ে উপায় ছিল না সুখেন্দুর।

'না, আসবেন না। আমি করব না আবৃত্তি।' কাঠ হয়ে বসল যমুনা।

'সেকি! কথা দিয়েছ!'

'মোটেও না। মিস্টার মুখার্জিই গায়ে পড়ে বলেছেন যে আসবেন। তা, তোমার মনিব, তোমার কাছে আসুন, তাতে আমার কী।'

'মোটেই আমার মনিব হয়ে নয়, তোমার শ্রোতা হয়ে আসছেন। কথার পাশ কাটালে চলবে কেন?'

'না, না, পাশ কাটাব কেন? আসুন। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলব ওসব বাজে অনুরোধ রাখতে পারব না মশাই।'

'বাজে অনুরোধ?'

'তাছাড়া আর কী। ও কি শোনবার মতো? ও কি বাড়ি বয়ে কেউ শুনতে আসে? না কি শোনাবার জন্যে কেউ ঘটা করে নেমন্তন্ন করে?'

'বলো কী! কত লোক শুধু আবৃত্তি করেই পয়সা কামায়!'

'পরের ধনে পোদ্দারি করে। একজন কষ্ট করে লিখল তার দাম নেই, আমি শব্দ করে পড়লাম, তাও মুখস্থ নয়, যত বাহবা আমাকে।'

'বেশির ভাগ ব্যবসাই তো পরের ধনে।' একটুখানি গভীরে যেন ইশারা ফেলল সুখেন্দু।

'কিন্তু আমি যে পড়ব, "পাখি সব করে রব" পড়ব ?'

'কেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে পড়বে।' সুখেন্দু গম্ভীর হল।

'তোমার রাত আর ভোর হল না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো মুখ করল যমুনা : 'তোমার বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের একখানাও বই আছে ?'

'কেন, বিয়েতে পাওনি ? সে কী কথা ? কেউ দেয়নি এক-আধখানা ?'

'আধখানা দিলেও তো হত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একখানা কবিতার বইয়ের তুমি নাম করতে পারো ?' টলটলে চোখে তাকাল যমুনা।

'কেন পারব না ? "সঞ্চয়িতা"।' বলতে পেরে প্রায় বুক ফোলাল সুখেন্দু।

হেসে উঠল যমুনা। 'বলিহারি! তুমি তো বঙ্গসংস্কৃতির একজন মশালচী। "সঞ্চয়িতা" যে অনেক বই থেকে বাছা একরাশ কবিতা ও গানের সংকলন তা তোমার জানা নেই।'

'জেনে দরকারও নেই। আম খেতে এসেছি খেয়ে যাব, নামে কী দরকার! হোয়াটস ইন এ নেম ? তোমার নাম যমুনা না হয়ে যদি নর্মদা হত, কিচ্ছু এসে যেত না।'

'কিন্তু যদি ব্রহ্মপুত্র হত ?'

'ওরে ব্বাবাঃ, মারা পড়তাম। কিন্তু, বলেছি কি, অনুপকে পাঠাও না, পাশোয়ালি কোনো ফ্ল্যাটে পায় কিনা রবীন্দ্রনাথ।' ব্যস্তসমস্তের মতো বললে সুখেন্দু : ' "সঞ্চয়িতা" না পায় "চয়নিকা" পাবে হয়তো।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথ ছুরস্থান,

কারু বাড়িতে একখানা রামায়ণ-মহাভারত পাবে না। পাবার মধ্যে পাবে বড়জোর একখানা পাঁজি, হোমিওপ্যাথির বই, নয়তো সিনেমার কাগজ—'

'তাহলে কী হবে?'

'আবৃত্তি হবে না।' একটু থামল যমুনা। বললে, 'আবৃত্তি হলে কী হত? টাকা আসত?'

'কোন্ পথ দিয়ে কি আসত কেউ জানে না। হয়তো প্রমোশন হয়ে যেত, টুর করতে পাঠাত, মোটা হাতে টি-এ মারতে পারতাম।'

'আর আবৃত্তি না হলে কী হবে?'

'কিছুই হবে না। আবার আরেকদিন আসতে চাইবে!'

'ওরে ব্বাবাঃ, মারা পড়ব।' সুখেন্দুরই স্বর নকল করতে চাইল যমুনা।

'কিন্তু যা-ই বলো সাজসজ্জা একটু করতেই হবে। মড়ারও ত্রাণ নেই। চিতেয় ওঠবার আগে তাকেও সাজতে হয়। তাই বলি, আবৃত্তি হোক না হোক, একটু ফিটফাট হয়ে থাকতে দোষ কী!'

'বেশি ফিট হতে বোলো না, তাহলে নিজেই কখন ফাট্ হয়ে যাবে।' যেন ঝড়ের সংকেত দিচ্ছে এমনি সুরে বললে যমুনা, 'তাঁত বুনে সুখে খাচ্ছ তো খাও, এঁড়ে বাছুর কিনতে যেও না।'

'কে জানে, তাঁতে না চাষে, কিসে বেশি সম্পদ। শোনো, ওঠো।' আবার একটু মৃদু তাড়া দিল সুখেন্দু। 'শত হলেও বরণীয় সম্ভ্রান্ত লোক আসছেন বাড়িতে, প্রত্যাশিত হয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াবে—শোনো, একটু চেকনাই না দিলে ভালো দেখায় না।'

'কী আশ্চর্য, আমার বাড়িতে আমি যেমন খুশি থাকব, তাতে ঐ ভদ্রলোকের কী! ও আসে কেন?' ঝামটা দিয়ে উঠল যমুনা। 'সেদিন যে যা-তা পোশাকে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তাতে কিছু ক্ষতি হয়েছে? যদি ক্ষতি হত তাহলে আর আসতই না। মনে

হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন দেখতে পেলেই ও খুশি হয়।'

'তাহলে তুমি মুখার্জিকে খুশি করবার জন্যেই অপরিচ্ছন্ন থাকছ ?' কথাটা কিছুতেই ঠেকাতে পারল না সুখেন্দু।

'এই নাও। চোরকেও ডেকে আনবে আবার গৃহস্থকেও জাগিয়ে রাখবে !'

পরমুহূর্তেই সামলে নিল সুখেন্দু। 'সেদিন না-হয় আচমকা চলে এসেছিল তাই তোমার সেদিনের অপরিচ্ছন্নতাটা বেমানান হয়নি। কিন্তু আজ জানিয়ে-শুনিয়ে আসছে, আজ যদি সজ্ঞানে না একটু প্রসাধন করো তাহলে ক্ষুণ্ণ হবে। ভাববে বুঝি উপেক্ষা করলে। এবং সেই উপেক্ষার প্রতিফল পেতে হবে আমাকে। অর্থাৎ উলটে উনি দেখাবেন আমার উন্নতিতে উপেক্ষা। আমার ইহকাল তো গেছে, পরকালও ঝরঝরে হবে।'

'তবে কী করতে বলো আমাকে ?' বিরক্তির ঝাঁজ ফোটাল যমুনা : 'নীল শাড়িটা পরব ? বাড়িতে কেউ অমনি পেখম মেলে বসে থাকে ?'

'না, অতটা কী করে বলি ?' অলক্ষ্যে ঢোক গিলল সুখেন্দু।

'তাই তো বলছ। কে একজন কেষ্ট-বিষ্টু লোক আসছে বাড়িতে, তুমি তাকে বরণ করবার জন্যে সেজেগুজে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকো।'

'না, না, তুমি যখন বলছ, অপরিচ্ছন্নতাটাই তার কাছে বেশি হৃদ্য—' আবার সেই পুরানো খোঁচটা আসতে চাইল কথার সুরে।

'তোমার কী চোখ গো!' হাসল যমুনা : 'সেদিনের তুলনায় আমার আজকের এই পরনের শাড়িটা একটু বেশি ফর্সা না ?'

'সত্যিই তো। জামাটাও ফর্সা।' যেন কত আশ্বস্ত হবার কথা তেমনি ভাবে বললে সুখেন্দু।

'আর এই দেখছ না, চুলটাও ঠিক করা। বলো, এই সময় আমি

চুলে হাত দিই ?' একটু যেন গরবের ঢেউ দিল যমুনা।

'সত্যিই তো। আমার তো কিছুই নজরে পড়েনি।' না চাইলেও কথায় আবার একটু সেই সূক্ষ্ম খোঁচা এসে গেল : 'এ সবই তবে মুখার্জির জন্যে ?'

'সবই তোমার জন্যে।' কর্কশ হল যমুনা, 'তুমি বাড়িতে আনো কেন ভদ্রলোক ? আনবে, বউকে সাজিয়ে তার সামনে বার করবে, পরে টিপ্পনী কাটবে, ও চলবে না। আমি বাঁশরিদিদের ফ্ল্যাটে চলে যাই। বলে দিও বাড়ি নেই, পাড়া বেড়াতে গেছে।'

'ঠাট্টা বোঝ না কেন ? দেখ না আমি কেমন ঘর সাজিয়েছি।'

'ঘর সাজিয়েছ ? বাইরের ঘর ? কখন ? আমি ছিলুম কোথায় ?'

'তুমি হয়তো তখন তোমার নিজের প্রসাধনে ব্যস্ত ছিলে।'

'কই দেখি কী-রকম সাজিয়েছ।' যমুনা দ্রুত পায়ে ছুটে গেল বাইরের ঘরে। বিশেষ কিছু নয়। ছেলেমেয়ের পড়ার বইখাতার জঞ্জালগুলো সরানো হয়েছে। টেবিলের উপর খবরের কাগজের বদলে পাতা হয়েছে একটা কাপড়ের টুকরো আর তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ফুলভর্তি ফুলদানি।

'দরকার ছিল এই উপহাসের ?' যমুনা ঠোঁট উলটোলো।

'একেবারে কিছু না করলে শোনাত অট্টহাসের মতো। মনে করত দিন নির্দিষ্ট করে গেলাম অথচ আমার যাওয়াটাকে একটু আদর দিয়ে চিহ্নিত করল না!'

এরই মধ্যে কী কোথায় ত্রুটি ঘটেছে তার সংশোধন করতে লাগল যমুনা।

ফিরে গেল ভিতরের ঘরে। অনুসরণ করল সুখেন্দু।

বললে, 'তোমার সিঁথির সিঁদুরটা শুকনো-শুকনো লাগছে—'

'ওটাকে জ্বলজ্বলে করে তুলতে হবে ? মানে তোমার কীর্তিটাকে লাল পেন্সিলে আণ্ডারলাইন করে দেখাতে হবে সগৌরবে ?' যমুনার

চোখে বিদ্রূপের বিত্যুৎ খেলে গেল।

'না, না, তার জন্যে কেন? এ তো শুধু আমার বিজ্ঞাপন নয়, তোমারও দৃপ্ত ঘোষণা। সিঁত্বরটা স্পষ্ট থাকলে বেশ লক্ষ্মীশ্রী-লক্ষ্মীশ্রী দেখায়।' সুখেন্দু সুর বদলালো: 'আজ ভদ্রলোককে কী খেতে দেবে?'

যেন কিছু পরামর্শ করবার নেই এমনি সরাসরি বললে যমুনা, 'সেদিন গরম খাইয়েছিলাম, আজ ঠাণ্ডা খাওয়াব।'

'ঠাণ্ডা খাওয়াবে?'

'হ্যাঁ, আজ ঘোল খাওয়াব।'

'আবৃত্তিই যখন হবে না তখন এমনিতেই ঠাণ্ডা মেরে যাবে, তার-পর আবার ঘোল?'

এমনি সময় বাইরে থেকে প্রবল ডাক উঠল: 'মিস্টার গুহ আছেন নাকি?'

শশব্যস্তে দরজা খুলে দিল সুখেন্দু। দেখল হাতে একটা বড় চৌকো কাগজের বাক্স নিয়ে নবাঙ্কুর দাঁড়িয়ে।

'আসুন।'

'কই আপনার ছেলেমেয়ে কই?' চারদিকে তাকাতে লাগল নবাঙ্কুর।

'আজ বাড়িতেই আছে। আপনি আসবেন, দেখবেন, তাই ওদের আজকে বাড়ি থেকে বেরুতে দিইনি। তাছাড়া,' হাসল সুখেন্দু, 'ওদের ইচ্ছে ওদের মায়ের আবৃত্তি শোনে। কিন্তু এদিকে—'

'কই ওদের ডাকুন। ওদের জন্যে পেসট্রি এনেছি।

রোগাটে ছুটি সুন্দর ছেলেমেয়ে, অনুপ আর ঝুমকি, কাছে এসে দাঁড়াল। ঝুমকির হাতে বাক্সটা তুলে দিল নবাঙ্কুর। বেশ ভদ্র মেয়ে। তখনি বাক্স বুকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ছুটল না। বাক্সটা যখন তু-জনের, তখন দাদার হাতে দিল। আর অনুপ দিল সুখেন্দুর হাতে।

'কই, রান্নাঘরের বাসিন্দে কোথায়?' সুখেন্দুর দিকে তাকাল বটে

নবাঙ্কুর কিন্তু ধ্বনি পাঠাল অভ্যন্তরে। নিজের থেকে বসল চেয়ার টেনে।

সুখেন্দু বুঝি একটু ভয়ে-ভয়েই ভিতরের দিকে গেল। যেতে-যেতে হিসেব করে দেখল প্রায় সাত-আট টাকার মাল আছে বাক্সে। যেন কোনো দুঃসাহসের কাজে পুরস্কার পেয়েছে এমনি ভাবে বাক্সটা যমুনার দিকে বাড়িয়ে ধরল। বললে, 'ছেলেমেয়েদের দিয়েছে।'

'দেখে মনে হয় তো বাপকে দিয়েছে।' উদাসীন ভাবে যমুনা বললে, 'রাখো তাকের উপর।'

'তোমাকে ডাকছেন।' এখন আর কথা বাড়াতে চাইল না সুখেন্দু।

'তুমি যাও। যাচ্ছি।' যেন কত বাধ্য কত নম্র এমনি মোলায়েম করে বললে যমুনা।

আশ্বস্ত হল সুখেন্দু, নিজের অসামর্থ্যকেও যমুনা ঠিক পাশ করিয়ে নিতে পারবে। অভিনয়ের কোনো গুণই সে বর্জন করেনি।

একটু যেন দেরি করেই হাজির হল যমুনা। সুখেন্দু দেখল বেশ মোটাসোটা করে সিঁদুর টেনেছে সিঁথিতে। সঙ্গে-সঙ্গে এও মনে হল একটু যেন পাউডারও মেখে নিয়েছে মুখে-গলায়। সিঁদুরটা তো তার কিন্তু পাউডারটা অন্যের।

'আসুন। ভালো আছেন?' উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল নবাঙ্কুর। 'পেসট্রিগুলো ছেলেদের দিন।'

'ওদের তো দেবই, নিজেরাও খাব।' দিব্যি স্বচ্ছমুখে হাসল যমুনা।

'বা, খাবেন বৈকি।' কৃতার্থের মতো মুখ করল নবাঙ্কুর।

'আবার আপনাকেও দেব।' হাসিটা আরো বিস্তৃত করল যমুনা: 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করব।'

'বা, গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো।' নবাঙ্কুর ভিতরে-ভিতরে চঞ্চল হলেও দৃষ্টি স্থির রাখল। বললে, 'ওসব পুজো-টুজো পরে হবে। আগে আপনার আবৃত্তিটা হোক। আগে স্নান, পরে ভোজন, এই তো

ভারতীয় রীতি— কী বলেন ?'

'একি, আপনি এখন এখানে স্নান করবেন নাকি ?' দিশেহারার মতো তাকাল সুখেন্দু।

'না, এ জলে স্নান নয়, এ হচ্ছে স্বরস্রোতে স্নান।' মৃদু হাসল নবাঙ্কুর। 'উনি আবৃত্তি করবেন, ওঁর কণ্ঠ থেকে সুধার সুরধুনী ঝরে পড়বে আর তাতে স্নান করে শুচি হব, শীতল হব—'

'কিন্তু আবৃত্তি করবে কী দিয়ে ?' বিরক্ত, কর্কশ মুখে বললে সুখেন্দু। 'ঘরে একটাও কবিতার বই নেই।'

'সে যেন আমার দোষ!' যমুনা মুখে ম্লানিমা এনে চোখ নত করল।

কী সুন্দর অভিনয়টুকু করল এখন যমুনা। নিবিষ্টের মতো দেখল নবাঙ্কুর। বললে, 'তা কবিতার বই তো আমার বাড়িতেও নেই।' যেন কত বড়ো গর্বের কথা এমনি একটা ভঙ্গি করল।

'কিন্তু আশেপাশে কত ফ্ল্যাট আছে, সেখানে খোঁজ করলে হয়তো পাওয়া যেত এক-আধখানা। একেবারেই প্রাণ নেই, উৎসাহ নেই।' চোখে তিরস্কার পুরে সুখেন্দু তাকাল যমুনার দিকে। তবু আশা, শূন্য দিয়েই অঙ্ক মিলিয়ে দিতে পারবে যমুনা।

'আপনাদের প্রতিবেশীর কথা জানি না, কিন্তু আমি যেখানে থাকি তার দু-মাইলের মধ্যে এক টাইম-টেবল ছাড়া কোনো বইই নেই।' খুব মহৎ একটা আবিষ্কার করেছে এমনি ভাবের থেকে হাসল নবাঙ্কুর। মনিব্যাগ খুলে দশ টাকার একটা নোট বের করল, সুখেন্দুকে লক্ষ করে বললে, 'ধারে-কাছে এখানে কোনো বইয়ের দোকান নেই ?'

'আছে বৈকি। বড় রাস্তাতেই আছে।' সুখেন্দু তপ্ত প্রতিধ্বনি করল।

'তবে যদি গাড়িটা নিয়ে কাইণ্ডলি একটু যান, নিয়ে আসেন একটা বই। কিংবা কাগজে বইয়ের নাম যদি লিখে দেন ড্রাইভারকে, ও-ও নিয়ে

আসতে পারে।' বলেই আবার সন্দেহের সুর ফোটাল নবাঙ্কুর, 'কিন্তু 'ড্রাইভার কি চটপট ফিরতে পারবে? তাছাড়া, ও হরি,' নিশ্চিন্ত আরামের ঢেউ তুলল নবাঙ্কুর, 'ড্রাইভার তো বাংলাই জানে না।'

'না, আমিই নিয়ে আসছি।' নবাঙ্কুরের হাত থেকে দশ টাকার নোটটা আলগোছে দিব্যি টেনে নিল সুখেন্দু।

এই কারবারটা কী-রকম হল, ধার না দান, না কি ক্রেতব্য বইয়ে নবাঙ্কুরেরই সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকবে, কিছুরই মীমাংসা হল না। ব্যবস্থার মধ্যে হল এই, তুমি অবরুদ্ধা, তুমি এখন একা-একা সামলাও এই মহান উপস্থিতি। ক্ষুদ্র শস্যখেত হয়ে এই অগ্রস্রিয়মান বলবান মরু-ভূমিকে।

মন্দ হবে না, নবাঙ্কুরকে একা-একা সামলাক যমুনা। সুখেন্দু মনে মনে একটু বুঝি-বা রোমাঞ্চিত হল। যমুনা ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারবে। রাখতে পারবে বিমুগ্ধ করে আবার সেই সঙ্গে নিরস্ত করে। কাছাকাছি ছেলে-মেয়ে আছে, তেমন আর ভয় কী! নবাঙ্কুর বড়ো জোর কথার স্বাধীনতা নিতে চাইবে, তা যা দেখা যাচ্ছে যমুনাও কম কথাসুন্দরী নয়!

'এখন যাচ্ছ কী দোকানে।' বাধা দিল যমুনা। 'বইয়ের দোকান এখন বন্ধ।'

'বন্ধ?' সুখেন্দু যত নয় তার চেয়ে বেশি চমকাল নবাঙ্কুর। 'আপনি কী করে জানলেন?'

'আজ শনিবার। দুপুর দুটোর পরেই বইয়ের দোকান বন্ধ হয়ে যায়।'

কী দরকার তোমার এই গায়ে-পড়া মাতব্বরি করে। বন্ধ দেখি তো ফিরে আসব। দশ টাকার নোটটা তো থাকবে। ফিরে যাবার সময় তাড়াতাড়িতে নবাঙ্কুর আবার এই টাকার হিসেব চাইবে নাকি? না-হয় গাড়িটাতে একটু বেশি ঘোরাঘুরি করে একটু বেশ দেরি করেই

ফিরবে। এ-পাড়ার দোকান বন্ধ থাকলেও ও-পাড়ার দোকান হয়তো খোলা আছে এ ওজুহাতে ঘোরাঘুরিটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আর এতক্ষণ যে ওকে রমণীয় সান্নিধ্যের সুযোগ করে দিলাম তার ঠিক দাম না হোক, দক্ষিণা দশ টাকা আর বেশি কী।

'আপনি দেখছি দোকান বন্ধেরও খবর রাখেন!' নবাঙ্কুর গম্ভীর মুখে টিপ্পনী কাটল।

'বন্ধ না আর কিছু।' বিরক্ত মুখে সুখেন্দু বললে, 'কত দোকান একপাটি দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে-লুকিয়ে ব্যবসা করে। একটা-না-একটার থেকে পারবই কিনে আনতে।'

সুখেন্দুর কথাটায় মজা পেল নবাঙ্কুর। বললে, 'ঠিক বলেছেন। আজকের সমস্ত সভ্যতাটাই তাই। ঐ হাফ দরজা খোলা। বাইরের ঠাট বজায় রাখবার জন্যে একপাট দরজা বন্ধ, আর আরেক পাট খুলে রেখে গোপনে যত কালোবাজার।'

চমকে উঠে নবাঙ্কুরের চোখে দ্রুত চোখ রাখতে চাইল যমুনা, কিন্তু নবাঙ্কুর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, ধরতে পেল না।

'বই দেখে বলতে পারব না আমি।' দৃঢ়স্বরে বললে যমুনা।

'সেকি! কেন?' নবাঙ্কুর আর সুখেন্দু প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল।

'বই দেখে বললে কী হয়?'

'কী হয়।' যমুনার প্রশ্নেরই নবাঙ্কুর পুনরুক্তি করল।

'পাঠ হয়।'

'পাঠ হয়!' আবার বিস্মিত পুনরুক্তি।

'হ্যাঁ, আবৃত্তি হয় না।'

'বা, আজকাল তাই তো হচ্ছে। সভায় ঘোষণা করা হচ্ছে, আবৃত্তি। আর অমনি নির্দিষ্ট লোকটা বই খুলে পড়তে শুরু করে দিচ্ছে।'

'ওটা আরেক ছলনা। আবৃত্তি হচ্ছে মুখস্থ বলা।'

'তা আর কী করা যাবে। মুখস্থ করার সময় কই।' সুখেন্দু দোষ ঢাকতে চাইল : 'অত মাথা কই ?'

'দরকার নেই বই এনে।' যমুনার মুখে কথাটা রাগের মতো শোনাল।

মধ্যস্থ হয়ে নবাঙ্কুর মিটিয়ে দিতে চাইল। বললে, 'আমাদের মাথায় দরকার নেই, আমাদের দরকার হচ্ছে গলায়। বেশ তো, আবৃত্তি না হয় পাঠই হবে। কেমন আপনার কণ্ঠস্বর, কেমন বলার ঢং, গলার কাজ— এইটুকুই শুধু দরকার। একটা বই কোত্থেকে নিয়ে আসুন না, কিনে না হোক, জোগাড় করে।'

'দরকার নেই।' যমুনা স্থির কণ্ঠে বললে, 'আমি মুখস্থ বলব!'

'মুখস্থ বলবে ?' সুখেন্দু প্রায় আকাশ থেকে পড়ল।

আর, আকাশ থেকে আগে থাকতেই পড়ে আছে এমনি মুখ করল নবাঙ্কুর।

'হ্যাঁ, বলুন।' আশ্বাসের ভাব দেখাল নবাঙ্কুর। 'ঠেকতে হলে ঠেকবেন, ছাড়তে হলে ছেড়ে দেবেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু হয়, পূরণ করবেন হাসি দিয়ে। এ আমরা কেউ জলসার টিকিট কিনে শুনতে আসিনি। এ আমাদের ঘরোয়া।'

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বললে কেমন মেয়ে-দেখানো মেয়ে-দেখানো হয়। দ্বিতীয় খালি চেয়ারটাতে বসল যমুনা। আর দেয়ালের দিকে মুখ করে, কোনো ভনিতার মধ্যে না গিয়ে চোখ বুজে বলতে আরম্ভ করল :

"সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়া ছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির 'পরে কুটিল রেখা লুটিল চারিপাশ।"

অনর্গল বলে যেতে লাগল। যেন কোন দুর্গম পর্বতচূড়ায় একস্তূপ

জ্যোৎস্না জমে আছে, তাই যেন বিন্দু-বিন্দু ঝরছে গলে-গলে। নবাঙ্কুরের মনে হল যদি দু-হাতে করে কুড়িয়ে নিতে পারত সেই শব্দের আনন্দ।

অনায়াসেই যা-তা করে দিতে পারত যমুনা। বিশ্রী করে বিকৃত করে বলে চটিয়ে দিতে পারত শ্রোতাকে। আর আবৃত্তির নাম মুখে আনত না। ঘুচে যেত সমস্ত কৌতূহল। বাড়ি পালাত।

কিন্তু না, তার স্বামীর সম্মান আছে। সম্মান আছে তার নিজের।

কোথাও এতটুকু ঠেকল না, হোঁচট খেল না। ঢোঁক গিলল না। একটু স্তব্ধ থেকে স্মৃতিশক্তির সঙ্গে অস্থির লড়াই করল না। পিছনে কেউ আছে কিনা সাহায্য করতে, লোক, কিংবা বই, তাকিয়েও দেখল না। ভুরু কুঁচকোলো না এতটুকু। চোখ মেললও না একবার। সবচেয়ে আশ্চর্য, এত মহিমময় তন্ময়তা, কখন মাথার কাপড়টা খসে পড়েছে কাঁধের উপর, খেয়াল নেই। একগুচ্ছ চুল যে কপাল বেয়ে মুখের উপর এসে পড়েছে তা কে সরিয়ে দেবে, আর তা কখন ?

এবার শেষ চার ছত্রে এসে পৌঁচেছে যমুনা :

"এবার আমি আনি নি ডালি দখিন সমীরণে
সাগরকুলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।"

শেষ ছত্রটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মেলল যমুনা আর দেখল তার মুখের উপর নবাঙ্কুরের দৃষ্টিটা মূর্ছিত হয়ে রয়েছে। মুখ না দেখলে কি আবৃত্তি বা বক্তৃতা উপভোগ করা যায়— এই ওজুহাতে আবৃত্তির মধ্যে কখন যে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে বসেছে কে বলবে।

সুখেন্দু কোথায়! দূরে দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। আর যা যমুনা কল্পনা করেছিল, ঠিক তাই, মুখ থমথম করছে অভিমানে।

সুখেন্দু ভাবছে এত যমুনা মনে রাখল কখন ? নিশ্চয়ই নিজে-নিজে রিহার্সাল দিয়ে রপ্ত করে রেখেছে যাতে নবাঙ্কুরের কাছে না হোঁচট খেতে হয়। মাথা নেই বলেছিল না ? এখন দেখছি শুধু-মাথা নয়, বেশ পাকা-মাথা !

এ সেই উটের মতো। মুখ কেটে রক্ত পড়বে জানে, তবু কাঁটা-ঘাসই খাবে। অন্য পুরুষ স্ত্রীতে আকৃষ্ট হচ্ছে এ সহ্য হবে না অথচ অন্য পুরুষের সামনে স্ত্রীকে আকর্ষিকারূপেই দাঁড় করাবে। ঢাক হয়ে বাজবে, আবার কাঠিকে বলবে, মারিস কেন, এ অসম্ভব। তাই বলি ঘোরো জল আছি, ঘরের মধ্যেই থাকি, বেনোজল হতে ডেকো না। শান্তি-স্বস্তি তো ভাসবেই, পিপাসার পানীয়টুকুও থাকবে না।

কিন্তু, না, কোনো উপায় নেই। তুমি রূপ ঢাকতে পারো কিন্তু গুণ তুমি লুকোতে পারো না। রূপ তোমার নিজের হতে পারে কিন্তু গুণে তোমার একার অধিকার নেই, বিশ্বজনের অধিকার। বিশ্বজনকে তাদের অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত করতে পারো না। আর যিনি তোমাকে এই গুণ দিয়েছেন তাকেই বা কী জবাবদিহি করবে ? গুণ যখন তোমাকে দেওয়া হয়েছে তখন যদি তার বিকাশ-প্রকাশ না করো তুমি তাঁর কাছেও অপরাধী।

সুতরাং যে-মুহূর্তে তুমি গুণী, সে-মুহূর্তেই তুমি ঋণী। বিশ্বের কাছে ঋণী। কোথায় পালাচ্ছ ? বিশ্বই তোমার পথরোধ করবে। বলবে, ঋণ শোধ করে দিয়ে যাও।

সম্বিত ফিরে পেয়েই সম্বৃত হয়ে উঠে দাঁড়াল যমুনা।

তখন নবাঙ্কুরের উপলব্ধি হল সেই শব্দস্বপ্নের শেষ হয়েছে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'চমৎকার ! একসেলেণ্ট ! সুপার্ব ! স্প্লেনডিড !'

'অভিধান তো ছিঁড়ে যাবে।' হেসে উঠল যমুনা।

'সত্যি, শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। ক্যাপিট্যাল ! গ্লোরিয়াস ! ডিলাইট-ফুল !' নবাঙ্কুর অভিযোক্তার চোখে তাকাল সুখেন্দুর দিকে। 'কী

আশ্চর্য, এত সব তো কিছুই জানাননি এতদিন। এতখানি ক্ষমতা! এতখানি আনন্দ!'

'আমিই কি জানতাম!' হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে রইল সুখেন্দু।

এতদিন ছিল কোথায় যমুনা! শুধু সংসারের ধুলোবালি মেখে দিন কাটিয়েছে! শুধু হাঁড়ি ঠেলে, ঝাঁটা-হাতে জমাদারনি সেজে। আশ্চর্য, এতদিনের ভুরি-ভুরি আবর্জনায় ঢাকা পড়েও নদীস্রোত রুদ্ধ হয়নি। যে-পরশমণি সেই পরশমণি হয়েই আছে। ঠিক আবার নতুন প্রেমিকের চোখে তাকাল সুখেন্দু। পরশমণিতে বুঝি কোনোদিন মর্চে পড়ে না।

'ফুল মেনি এ জেম অব্ পিওরেস্ট রে সিরিন—' বহুব্যবহৃত লাইনটা নবাঙ্কুর আবার আওড়ে উঠল, এবার একটু বা নাটকীয়তা মিশিয়ে। তারপর দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললে, 'যারা শিল্পী বা স্রষ্টা তারাই শুধু দেশসেবক নয়। যারা শিল্পী বা স্রষ্টাকে আবিষ্কার করে, প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করে দেয়, তারাও দেশসেবক। শুনুন—'

যমুনা কক্ষান্তরে চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল। হাসিভরা মুখে বললে, 'এবার চা-পর্বটা হোক।'

'হবে'খন। শুনুন। আমাদের আপিসের বার্ষিক উৎসবে যে নাটক হচ্ছে তাতে আপনি নামবেন,' প্রদীপ্তকণ্ঠে বলতে লাগল নবাঙ্কুর। 'শুধু নামবেন না, হিরোয়িন হয়ে নামবেন। আমি একটা সারপ্রাইজ দেব সকলকে। শুধু আপিস স্টাফকে নয় সমস্ত বিদগ্ধসমাজকে। দেখবেন কী পাবলিসিটিটাই দেব! যে দেখবে সবাই ধন্য-ধন্য করবে। শুধু আপনাকে, অভিনেত্রীকে নয়, আমাকেও, আবিষ্কর্তাকেও।'

'মাঝখান থেকে তুমিই বাদ পড়বে।' সুখেন্দুর দিকে একটা সানুকম্প দৃষ্টি ছুঁড়ে চলে গেল যমুনা।

'না, না, উনি বাদ পড়বেন কেন?' গলা উঁচু করে বললে নবাঙ্কুর, 'উনি নতুন করে উজ্জ্বল অক্ষরে পরিচিত হবেন। আপিস থেকেও স্বীকৃতি পাবেন, আর সেটা নিশ্চয় ফাঁকায় নয়—' বাকি কথাটা

অনুচ্চারিত থাকলেও ইঙ্গিতটা যেন প্রচ্ছন্ন রইল না।

যমুনা চলে গেল ভিতরে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। যেন যমুনা চলে গেলে কথা বলার বিষয়ও চলে যায়।

'কী বই ঠিক হল?' ইঙ্গিতের হাওয়ায় মুখের মেঘ কেটে গিয়েছে, তাই ভরসা পেয়ে জিগ্যেস করল সুখেন্দু।

'ধীরেশ বলছিল "রাবণ" বইটা নাকি খুব ভালো। আমাদেরই আপিসের নতুন কোন্-এক নাট্যকারের লেখা। রাবণ চরিত্রের এক নতুন মহত্ত্বব্যঞ্জক অর্থ করেছে। মানে খুব আধুনিক অর্থ, যাকে বলে রিয়ালিস্টিক।' বলেই আবার নির্লিপ্ত হল নবাঙ্কুর: 'আমি এখনো দেখিনি বইটা। কিন্তু ধীরেশ বলছিল খুব নাকি পসিবিলিটি আছে। সীতাহরণ থেকে শুরু আর রাবণ নিধনে শেষ।'

'পৌরাণিক বাছলেন, স্যার?' সুখেন্দু একটু আপত্তির ভাব করল।

'এখানে আমাকে স্যার বলছেন কী! এখানে তো আমরা ফ্রেণ্ডস।' নবাঙ্কুর সমস্ত ভঙ্গিটাকে আরো খাদে নামাল: 'পৌরাণিক নেয়ার মানে হচ্ছে অনেক অ্যাকটরকে প্রোভাইড করতে পারা যায়। অনেকেই তো এ সুযোগে নামতে চায় স্টেজে, সকলকেই পারতপক্ষে চান্স দেয়া উচিত।'

'স্ত্রী-চরিত্র ক'টি?'

'যত কম হতে পারে। যতদূর শুনেছি, তিনটি চরিত্র, সীতা, মন্দোদরী আর সরমা। মিসেস গুহকে সীতা খুব চমৎকার মানাবে।'

'রাম কে হবে, স্যার? না, না, স্যার নয়, রাম কে হবে?' সুখেন্দু সারল্যের ভাব দেখিয়ে হেসে উঠল।

'আপনি হবেন?' উদার ভঙ্গিতে প্রস্তাব করল নবাঙ্কুর।

'আমি বড়জোর সিন টানতে পারি।' আপ্যায়িতের মতো হাসল সুখেন্দু। বললে, 'আপনি— আপনি নামবেন তো?'

'আমি রাবণ হব ভাবছি। রাবণ চরিত্রের নতুন এক ইনটার-প্রিটেশন দেব দেখবেন।' নবাঙ্কুর বুঝি একটা মহত্ত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি করল।

'আর মন্দোদরী কে হবে?' চা নিয়ে আসতে-আসতে বললে যমুনা।

'আপনি সব শুনেছেন তাহলে? খুব ভালো কথা।' নবাঙ্কুর হাত বাড়িয়ে নিল চায়ের কাপ: 'আচ্ছা, আপনাদের পাড়ায় বিশ্বনাথ-বাবুরা থাকেন, আমাদের অফিসের বিশ্বনাথ সরকার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রীই তো বাঁশরিদি।' সোৎসাহে সুখেন্দুর দিকে তাকাল যমুনা।

'মিসেস সরকার একটা পার্টের জন্যে ঝোলাঝুলি করছেন। ভাবছি মন্দোদরীটা ওঁকে দেব।'

'ঝোলাঝুলি করছেন?' একটু বুঝি-বা অবাক হল যমুনা: 'নিজে? উপযাচক হয়ে?'

'একরকম তাই আর-কি! ধীরেশ বলছিল, বিশ্বনাথবাবু নাকি খুব পিড়াপিড়ি করছে। ওর স্ত্রীর নাকি ভীষণ শখ।'

'এতে উপযাচক হওয়া অন্যায় কী!' সুখেন্দু বক্তৃতা ঝাড়ল: 'যদি কারু গুণ থাকে তা ডিসপ্লে করার পথ খুঁজে নেওয়া তো কৃতিত্বের কথা। অব্যবহারে মর্চে পড়ে-পড়ে ক্ষয় হয়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়।'

'কক্‌খনো নয়।' নবাঙ্কুর তাকাল যমুনার দিকে। 'তা মিসেস সরকার পারবেন তো?'

'কেন পারবেন না?' যমুনা কী মতামত দেবে, তার এ-ব্যাপারে কী যোগ্যতা আছে, তবু পরের অমর্যাদা করার কোনো মানে হয় না বলে বললে, 'খুব পারবেন।' তার পরে আরো একটু প্রশংসা জুড়ে দিল: 'তিনি তো গ্রাজুয়েট। বাংলায় অনার্স।'

'তাহলে আর ভাবনা কী। অভিনয়েও অনার্স পাবেন। কেমন

দেখতে ?' শুনতে কানটা তীক্ষ্ণ করল বলেই চোখ দুটো একটু সরু করল নবাঙ্কুর।

'ভদ্রমহিলা কেমন দেখতে এ আরেক ভদ্রমহিলার কছে থেকে না শুনলেন।' যমুনা গম্ভীর হল।

'না, শিগ্‌গিরই দেখা হবে। চেহারায় বিশেষ কিছু এসে যাবে না, শত হলেও মন্দোদরী রাক্ষসী ছাড়া তো কিছু নয়।' নবাঙ্কুর হাসবার চেষ্টা করল: 'যে-কোনো চেহারায়ই তা মানিয়ে যাবে। আসল হচ্ছে অভিনয়-ক্ষমতা, কণ্ঠস্বর।' টেবিলের উপরে রাখা পেসট্রির প্লেটের দিকে হাত বাড়াল নবাঙ্কুর: 'এ আবার আমাকে কেন ? ছেলেদের দিয়েছেন ?'

প্রফুল্ল চোখে রান্নাঘরে ছেলেদের দিকে তাকাল সুখেন্দু। বললে, 'ঐ দেখুন কেমন কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে দু-জনে।'

'সর্বত্রই কাড়াকাড়ি। এবং, ইন দি আল্‌টিমেট এনালিসিস, ঐ খাবার নিয়েই কাড়াকাড়ি। নাম-যশই বলুন, প্রভুত্ব-প্রতিপত্তিই বলুন সকলের মূলেই ঐ খাবার, স্বাদ শুধু আলাদা।' হাত-মুখ মুছে আরো কিছু পরে উঠে পড়ল নবাঙ্কুর: 'বই শিগ্‌গিরই রিহার্সেলে দিচ্ছি। অফিস-টাইমের পরে রিহার্সেল হবে। হয় অফিসের হল-এ, নয় আমার বাড়ি, যেদিন যেমন সুবিধে। আপনাদের জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেব।'

'আমাদের জন্যে মানে ?' অনেকক্ষণ পর কথা কইল যমুনা: 'আমার আর বাঁশরিদির জন্যে ?'

'মিসেস সরকারের জন্যে আমি গাড়ি পাঠাব কেন ? উনি যে-রকম ভাবে পারেন যাবেন। গাড়ি পাঠাব আপনার আর মিস্টার গুহর জন্যে। আপনারা আমার ফ্রেণ্ডস। ওরা কে ? ওরা তো নিজের ইচ্ছেয় ভিড়েছে।'

'আমি রোজ থাকতে পারব কী করে ?' বিনম্র আপত্তি জানাল সুখেন্দু। 'অফিস-টাইমের পরে হলে আমার তো আর বাড়ি ফেরবার

সময় হবে না। তাছাড়া ওভারটাইম—'

'তাতে কী? মিসেস গুহ একাই যেতে পারবেন গাড়িতে।' নবাঙ্কুর বহুপরিচিতের মতো বদান্য ভঙ্গি করল।

'একা!' যমুনার নিজেরও অজান্তে একটা অসহায় আওয়াজ বেরিয়ে এল মুখ থেকে : 'বাঁশরিদি যাবেন।'

নবাঙ্কুর শেষ কথা বলবার মতো করে বললে, 'ধীরেশের কাছে যা রিপোর্ট পেয়েছি তাতে মিসেস সরকার বিশেষ উতরোবেন এমন মনে হয় না। সে-ক্ষেত্রে মন্দোদরী আর সরমাকে ওপ্‌ন মার্কেট থেকেই সংগ্রহ করতে হবে।' দরজা পর্যন্ত এগিয়েছিল, আবার ফিরল, যমুনাকে উদ্দেশ করে বললে, 'বিবাহিত গার্হস্থ্য জীবনযাপন করলেই মেয়েরা অপচিত হয়ে গেল এ-তত্ত্ব আমি মিথ্যে করে দেব। আমি প্রমাণ করে দেব যে-গৃহিণী সংসারে স্ত্রী ও মা, সেও বিদ্যায় কলায় শিল্পে সংগীতে, জীবনকে সমাজকে দেশকে সমৃদ্ধ করবার অধিকারী।' তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে সুখেন্দুর কানে-কানে অথচ যমুনাকে শুনিয়ে বললে, 'ওঁর যখন যা ফেসিলিটিস দরকার, নিঃসংকোচে বলবেন, ব্যবস্থা করে দেব।'

নবাঙ্কুরকে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বিজয়ী বীরের মতো ফিরে এল সুখেন্দু। বললে, 'তোমার পেটে-পেটে এত?'

'এখনো জানি না আরো কত আছে। কালে বেরুবে হয়তো।' হাসতে-হাসতে যমুনা বললে।

'তুমি এত বড় কবিতাটা একনাগাড়ে মুখস্থ বললে?'

'দেখলে তো বললাম।'

'কী করে সম্ভব হল?' প্রশংসায় ভরপুর সুখেন্দুর চোখ।

'প্রথম জীবনে মুখস্থ ছিল। ভাবলাম আরম্ভ তো করে দিই। ঠেকে যাই তো ছেড়ে দেব। ওর কাছ থেকে ফুল-মার্ক নিতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। ও গোল্লায় যাক— ওর কাছ থেকে

আমার গোল্লা পেলেই বা কী এসে গেল ? কিন্তু দেখলাম এক ছত্রের শৃঙ্খলে আরেক ছত্র এসে যাচ্ছে পর-পর, কোথাও এতটুকু ছেদ নেই বিঘ্ন নেই—'

'নিশ্চয়ই মাঝে-মাঝে নিজের মনে কবিতাটি আবৃত্তি করেছ ?'

'তা করেছি। যখন কিছু ভালো লাগছে না মনে হয়েছে কিংবা খুব ভালো লাগছে মনে হয়েছে, তখন একা-একা জানলায় বসে কবিতাটি কতদিন আওড়েছি।' কী-রকম একটু তদ্গতের মতো শোনাল যমুনাকে।

'কই আমি তো কোনোদিন শুনিনি।' যেন কাতর শোনাল সুখেন্দুকে।

'বা, তুমি কোথায়! তুমি তো তখন ওভারটাইমে—'

'তার মানে আমাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে পড়েছ, আমি যাতে না শুনতে পাই। আমি কবিতার কী বুঝি!'

'এই রে! সর্বনাশ হয়েছে। লুকিয়ে-লুকিয়ে কথাটা বলতে শুরু করে দিলে এরই মধ্যে ? যন্ত্রণার সূচনা দেখা দিয়েছে এখুনি ?' বিজ্ঞের মতো হাসল যমুনা : 'তবে দুপুরের সুন্দর সুনিদ্রাটুকু যে উপভোগ করি সেও তো তোমাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে।'

'সেটা আমার জানা।'

'আর কবিতাটা অজানা ? যাক, অজানাই থাক সমস্ত।' যমুনা ঘুরে দাঁড়াল : 'ভদ্রলোকের টাকা দশটা ফেরত দিয়েছ ?'

'ফেরত দিতে চেয়েছিলাম, নিলেন না। বললেন, ও টাকা দিয়ে তোমাকে যেন কবিতার বই কিনে দিই।'

'তার মানে ক'দিনের বাজার খরচ চলে যাক। সেই মাছ-তরকারিই চরম কবিতার বই। যাক, ঐ কবিতার উপর দিয়েই হয়ে গেল,' কঠিন রেখায় স্থির হয়ে দাঁড়াল যমুনা, 'ভদ্রলোককে বলে দিয়ো আমার দ্বারা অভিনয় টভিনয় হবে না।'

'হবে না ? সে কী অন্যায় কথা ? টেবিলের কোণটা শক্ত করে ধরে ফেলল সুখেন্দু।

'তুমি লুকিয়ে-লুকিয়ে অনেক কিছু দেখবে-শুনবে তার জন্যে নয়, ব্যাপারটা এমনিতেই খারাপ।' বাইরের ঘর ছেড়ে শোবার ঘরের শুচিতার মধ্যে দ্রুত চলে এল যমুনা।

'খারাপ ?' দ্রুত পায়ে সুখেন্দু তার পিছু নিল।

'একশো বার খারাপ। খারাপ নয় তো ও ঐ বিতিকিচ্ছি নামের নাটকটা বাছে কেন ? সংসারে আর নাটক নেই ? এমন নাটক— যার প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই সীতাহরণ। আমি সীতা আর উনি রাবণ। তার মানে উনি আমাকে হরণ করে নিয়ে যাবেন।'

'নিলেই বা।'

'নিলেই বা!' যেন কত বড়ো নির্বুদ্ধির কথা তেমনি চোখ বড়ো করে রইল যমুনা।

'হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত রাবণ তো মারা পড়বে, আর রাম উদ্ধার করবে তোমাকে।' খুব যেন একটা আশ্বাস দেবার মতো করে বললে সুখেন্দু।

'সে-রাম তো তুমি নও। তার মানে রামও একহাত নেবে। রামে মারবে না রাবণে মারবে এই নিয়ে মারীচের দ্বিধা ছিল শুনেছি, কিন্তু আমাকে রামেও মারবে, রাবণেও মারবে।' মরামুখে হাসল যমুনা।

'তার মানে সীতাকে ?'

'আজ্ঞে না, তোমার ধর্মপত্নীকে, যমুনা দেবীকে।'

'তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না।' সরল চোখে তাকিয়ে রইল সুখেন্দু।

'এখন তো পারবে না। পরে পারবে। সব স্বামীর বুদ্ধিই পরে খোলে।'

'আমার বুদ্ধিটা যদি আগেই একটু খুলিয়ে দাও।' সুখেন্দু মিনতি করার মতো নির্বোধ ভঙ্গি করল।

যেন অনেকদূর দেখতে পাচ্ছে তেমনি পরিষ্কার চোখে স্বচ্ছ কণ্ঠে যমুনা বললে, 'নাটকের প্রথম দৃশ্যটা কল্পনা করতে পারো ? পারো না ? আমি পারি। পরিষ্কার পারছি। সীতা একলা কুটিরে আছে, সন্নেসী-বেশে রাবণ এসেছে ভিক্ষে করতে। লক্ষ্মণ গণ্ডি কেটে দিয়ে গেছে, পই-পই করে বারণ করে দিয়ে গেছে যেন বাইরে না যায়। সবাই তো আর আমার মতো বাধ্য নয়। যেই রাবণ বলেছে কুটিরের বাইরে এসে ভিক্ষে না দিলে সে তা গ্রহণ করবে না, ভালোমানুষ সীতা বাইরে এসেছে। আর যেই বাইরে এসেছে অমনি মহাবল রাবণ তার হাত ধরে ফেলে তাকে টেনে এনেছে সামনে, সবলে তুলে কাঁধে ফেলে চম্পট দিয়েছে। আর বদ্ধদশায় সীতারও খুব ছটফট করা, হাত-পা ছোঁড়া স্বাভাবিক। তেমন ডিরেকশানও হয়তো দেওয়া হবে। তবেই দেখ, ব্যাপার কী ঘোরালো, উনি এই সুযোগে আমার গায়ে হাত দেবেন ও খানিকটা উৎপীড়ন করবেন—'

'ছি ছি ছি, তুমি এসব কী বলছ ? মিস্টার মুখার্জি তোমার গায়ে হাত দেবেন কী !' শরাহত নিরীহ পাখির মতো চোখ করল সুখেন্দু। 'সে তো রাবণ সীতাকে ধরবে।'

'যেমন তোমার বুদ্ধির গোড়াতে আগুন ধরেছে। সমস্তটাই মায়া ? তাই না ? সমস্তটাই অলীক ? তারপর আবার উদ্ধারের দৃশ্যে রাম আছে। জানি না সে-রামচন্দ্রটি আবার কে ? তবু রামকে অত ভয় নেই।' হাসতে চাইল যমুনা : 'তার হস্তক্ষেপ ভদ্র হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ দস্যু রাক্ষসের হস্তক্ষেপ নাটকের প্রয়োজনেই ভয়ংকর।'

'আজকাল অমনতর দৃশ্য সামান্য মুভমেণ্টের সাজেসশান দিয়েই বোঝানো হয়।'

'অন্তত হাত ধরবে না— কাছে টানবে না এ হতেই পারে না। ওটুকু ধরা-টানা সাজেসশান-এর জন্যেই দরকার। তুমি আবৃত্তি করতে বলেছ, করেছি। দয়া করে অভিনয় করতে বোলো না। তুমি চেয়ো

না তোমার কথার অবাধ্য হই।' যেন একটা দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়িয়ে কথা কইল যমুনা।

'তোমার মন নিতান্ত ক্ষুদ্র, অশুচি—' কুটিল চোখে ধমকে উঠল সুখেন্দু।

'তাই তো হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী।' করুণ রেখায় হাসল যমুনা। বললে, 'দরিদ্র সংসারের ছোট অন্ধকার কোণটুকুতে আছি, মুক্ত মাঠের মতো উদার হই কী করে—'

'মিস্টার মুখার্জি শালীন সমাজের শীর্ষ, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহানুভব, তিনি অন্যায় কিছু করতেই পারেন না—'

'অন্যায় কে বলছে ? বাস্তবতার ভিত্তিতে খুবই হয়তো ন্যায়, খুবই হয়তো সমীচীন। শুধু আমাকে মার্জনা করতে বোলো।' দু-চোখে মিনতি আনল যমুনা।

'তোমারই নিজের মনে পাপ, তাই মুখার্জি সম্বন্ধে অমন নীচ ধারণা পোষণ করতে পারছ। ছি ছি ছি।' মুখ ফেরাল সুখেন্দু।

'বেশ তো, রামায়ণের যে পিরিয়ড নিয়ে নাটকটা হয়েছে শুনতে পেলে, তাতে নিশ্চয়ই হনুমান আছে, না থাকলেও থাকা উচিত। হনুমান ছাড়া সীতা উদ্ধারই অসম্ভব। তবে তোমার মিস্টার মুখার্জিকে সেই হনুমানের পার্টটা নিতে বলো না, দিব্যি পায়ের কাছে বসে মা-জননী মা-জননী বলবে—'

'তুমি একটা কুসংস্কারের ডিপো।' সুখেন্দু ধিক্কার দিয়ে উঠল: 'আজকাল প্রগতির যুগে কোনো মেয়েই ওসব গায়ে মাখে না। নাটকের চরিত্রের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক কী! তুমি একেবারে সেকেলে, সমস্ত প্রগতির বিরুদ্ধে—'

'হ্যাঁ, তাই। তার কী করা যাবে ? যার যেমন জগৎ।' কথার সুরে একটু বা অভিমানের টান রাখল যমুনা। 'কুয়োর ব্যাঙকে তুমি সমুদ্রে এসে বসবাস করতে বলতে পারো না। তাকে কুয়োতেই থাকতে দাও।'

'কয়েকদিন রিহার্সাল দিয়ে দেখ না কেমন বইছে হাওয়া।' সুখেন্দু প্রবোধ দিতে চাইল।

'রিহার্সেলের হাওয়া তো ঝিরিঝিরি বইবে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের হাওয়া-টাই সাইক্লোন।'

'তার মানে?'

'তার মানে রিহার্সেলে কাছাকাছি বহুলোকের সামনে স্বভাবতই কিছু বাড়াবাড়ি হবে না, পারবে না হতে, কিন্তু আসলে অভিনয়ের সময়, রঙ্গমঞ্চে,' এত কষ্টেও হাসল যমুনা, 'ওভারঅ্যাক্টিং সুনিশ্চিত।'

'তুমিও তখন ওভারঅ্যাক্টিং করবে, তোমার আর্তনাদে, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়িতে, তোমার মুক্তির জন্যে সংগ্রামে—'

'কিন্তু তাতে রাবণেরই বেশি লাভ। শেষ পর্যন্ত সেই হারতেই হবে রাবণের কাছে। আমি যদি রাবণের গালে চড় মেরে ছুটে পালাই কিংবা যদি রাবণকে ছুঁড়ে ফেলি স্টেজের উপরে, তাহলে সমস্ত নাটকটাই মিথ্যে হয়ে যাবে। রামায়ণ লিখতে হবে নতুন করে। তাই দলনে-পীড়নে রাবণই জিতবে শেষ পর্যন্ত, যতই আপত্তি করি বিদ্রোহ করি তাকে না জিতিয়ে উপায় নেই।'

'তুমি এতদূর পর্যন্ত ভাবতে পারো!' সুখেন্দু ছটফট করতে লাগল।

'না ভেবে উপায় কী। লাফ দেবার আগে খাদটা কত গভীর একবার আন্দাজ করে নেব না? দেখব না আমি কতটা অসহায়, কতটা নিরুপায়।'

'নিরুপায়? বা, নিরুপায় হবে কেন?'

'বা, তুমি তো অডিটরিয়ামে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে, আমার কোনো উপকারে আসবে না। বরং, তোমার দরকার বুঝলে, অপকারে আসবে। তুমি কি রাবণের খুঁত ধরবে? তুমি খুঁত ধরবে সীতার। আর তাই ধরে, পরে, তোমার সুবিধেমতো খোঁটা দেবে। স্বামী কী পদার্থ তা আর জানতে বাকি নেই।'

'কিন্তু আইন ?' অসহায়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল সুখেন্দু : 'আইন কী করতে আছে ?'

'আইন তো আদালতে। সেখানে যাবে কে ?' যমুনা দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হল : 'তাছাড়া এক্ষেত্রে আইন তো ঠুঁটো জগন্নাথ। কিছুতেই প্রমাণ করা যাবে না যে ঐ ওভারঅ্যাক্টিংটা নাটকের প্রভিন্সের মধ্যে পড়ে না। যা-কিছু করবে সব রাবণের করা, নাটকের নির্দেশ। মামলায় হেরে যাব।'

'তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ, দড়িকে সাপ দেখছ।' সুখেন্দু প্রায় হাতে-ধরার মতো বললে।

'আমার দড়ি দেখেও কাজ নেই।' ঘাড় ফেরাল যমুনা।

'আমি বলি কি, ক'টা দিন গিয়েই দেখ না। প্রথম ক'দিন তো শুধু বইটার রিডিং হবে, তার পরে তো পার্টের অ্যালটমেণ্ট। তুমি আগেই ঘাবড়াও কেন ?'

'তুমি মনে করো, আমার সংসার ফেলে, রান্নাবান্না ফেলে, ছেলে-মেয়েদের পড়া দেখা ফেলে রোজ সন্ধেবেলা আমি হব্‌নব্‌ করে কাটাব ?' আবার ঝলসে উঠল যমুনা।

'কিচ্ছু ভেবো না। রান্নার জন্যে ঠাকুর রাখা হবে, ছেলেদের জন্যে মাস্টার, যদি বলো তো একস্ট্রা একটা ঝি।' ষড়যন্ত্রীর মতো গলা নামাল সুখেন্দু। 'মুখার্জি বলে দিয়েছে সব রকম সুবিধে করিয়ে দেবে। যদি বলো রিহার্সেলে যেতে উপযুক্ত বসনভূষণ নেই, চাই কি তাও তিনি পাঠিয়ে দেবেন।'

ক্রোধে ঘৃণায় জ্বলতে লাগল যমুনা। বললে, 'আমি এখনো সীতার পার্ট নিইনি কিন্তু বলতে ইচ্ছে করছে, ধরণী, দ্বিধা হও।'

'সর্বংসহা ধরণী আজকাল দ্বিধা হতে ভুলে গিয়েছে।'

'তুমি বলে দিয়ো তোমার বস্‌কে, আমি আমার সংসারের কাজকর্ম ছেড়ে যেতে পারব না আড্ডা দিতে।'

'বেশ তো, সংসারের কাজকর্ম তোমার এত ভালো লাগে, কাজকর্ম সেরেই না-হয় যেয়ো। আমি ওভারটাইম খাটছি তুমিও না-হয় ওভার-টাইম খেটো।'

'আমার সমস্ত টাইমই তো ওভারটাইম।'

যমুনার গায়ে স্নেহের হাত রাখল সুখেন্দু। বললে, 'তুমি মিছিমিছি গাছের ছায়াকে ভূত ভাবছ। শোনো, অবাধ্য হয়ো না। তুমি যদি বেঁকে বসো তাহলে মুখার্জি ভীষণ ক্ষুণ্ণ হবে, আমার মুখ থাকবে না, কোন্ দিক দিয়ে যে কী ক্ষতি করবে তা কেউ বলতে পারে না—'

'আর যদি বেঁকে না বসি? রাজি হই?' চোখে-মুখে ঝিলিক দিল যমুনা।

'তাহলে দশ দিক প্রসন্ন হবে, মধু ঝরবে বাতাসে। চাকরিতে প্রমোশন হবে। অবস্থা ফিরিয়ে ফেলতে পারব। চাকরি করতে আসা মানেই উন্নতি করতে আসা। আর উন্নতির মানেই হচ্ছে উপরওয়ালার সন্তোষ— তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট।' যমুনার চোখের উপর চোখ রাখল সুখেন্দু: 'সংসারে সকলে উন্নতি করছে আমরা করব না? উপায় থাকতেও করব না? ছেলেমেয়েদের দেব না খাদ্য, ওষুধ, চশমা?'

'এই উপায়?'

'এই উপায় তো সবচেয়ে সোজা। শুধু ক'টা কুসংস্কারকে কিছু কালের জন্যে শিকেয় তুলে রাখা।'

যমুনা ঠিকরে উঠল: 'কুসংস্কার? আমার মান-সম্মান কুসংস্কার?'

'আহা, তোমার মানের তো কোনো হানি হচ্ছে না। যেটুকু হবে সে তো শুধু অভিনয়।'

'রাখো।' স্পষ্ট, দৃঢ়, রুক্ষ হল যমুনা। বললে, 'সব— সব-কিছুর চেয়ে আমার শুচিতা বড়ো জিনিস।'

'শুচিতা!' ব্যঙ্গে ঝাঁজিয়ে উঠল সুখেন্দু: 'শুচিতা তোমার গায়ের মাটি কিনা যে সাবান লাগলেই উঠে যাবে। এত ঠুনকো, এত পাতলা!'

'হ্যাঁ, উঠে যাবে।'

'কেউ ছুঁলে একেবারে দগদগে ঘা হবে শরীরে।'

'হ্যাঁ, হবে। তবু আমি যাব না। কিছুতেই যাব না।'

নরমে-গরমে আরো অনেক বোঝাল স্থখেন্দু। এ তোমার অন্যায় ভয়, অশোভন লজ্জা। ইচ্ছে করে মানীকে হেয় করবার ক্ষুদ্রতা। আর তোমাকে সে এমন কিছুতে ডাকছে না যা তোমার অধিকারের বাইরে। অভিনয়ে-আবৃত্তিতে তোমার স্বাভাবিক নৈপুণ্য। নিজের গুণে নিজে প্রকাশিত হতে চাও না এ কেমন বিকৃতি? জীবনে যদি একটা নতুন স্থযোগ এসে থাকে তাকে তুমি ক'টা তুচ্ছ সংস্কারের জন্যে নষ্ট করে দেবে? সংসারের অভাবমোচনে তুমি তোমার গুণকে কাজে লাগাবে না?

'তুমিই তো বলেছ লোকটার সম্পর্কে বদনাম আছে।'

'সে অল্প মাইনের কেরানির মন নিয়ে বলেছি। সব অফিসে সব বস্-এরই বদনাম। বদ না হয়েও অনেকের বদনাম থাকে। তাতে তোমার ভয় কী?'

'ভয়, এর পর আমারও বদনাম রটবে।'

'রটুক না, তাতে কী এসে যায়!'

'কী এসে যায়?'

'আজকের স্থনাম নিয়েই বা কী এসে যাচ্ছে তোমার? কী খাচ্ছ তুমি স্থনাম ধুয়ে! বরং বদনামের বদলে যদি কিছু পার্থিব স্থখ-শান্তি বাড়ে তো মন্দ কী! শুধু নামটাই বদ, আর তো কিছু নয়—'

'আর কিছু নয় মানে?'

'মানে, তোমাকে তো আর কেউ চরমে যেতে বলছে না—'

'তুমি স্বামী?'

'তাই তো জানতাম। কিন্তু তুমিও তো স্ত্রী। তোমার ক্ষমতা থাকতে তুমি সংসারকে স্থখী করবে না? আমাকে উজ্জ্বল করবে না?'

'বদনাম দিয়ে উজ্জ্বল করব?'

'মন্দ কী। তাই বা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে ? সত্যি-সত্যি উজ্জ্বল হতে পারলে বদনাম ঢাকা পড়ে যায়। থিয়েটার-সিনেমার অভিনেত্রীদের দেখ না—'

'তুমি যাও আমার সুমুখ থেকে।' প্রায় গর্জে উঠল যমুনা।

'যাচ্ছি। কিন্তু আমিও দেখে নেব।' প্রায় শাসিয়ে বেরিয়ে গেল সুখেন্দু।

॥ ছয় ॥

আমি চঞ্চল গাঙ্গুলিকে খুঁজছি।

স্টুডিয়োতে গেলে বলে, বাসায়; বাসায় গেলে বলে, স্টুডিয়ো।

হয়তো ও-ও খুঁজছে। হয়তো পথই এখন ওর ডেরা।

আমার ঠিকানাটা লিখে রেখে যাচ্ছি, সুবিধেমতো যেন দেখা করে আমার সঙ্গে।

কিন্তু আপনি কে?

নাম দেখলেই বুঝতে পারবে। আমি ওর ছোটবেলাকার বন্ধু।

কই এতদিন তো শুনিনি নাম। দেখিওনি ওর সঙ্গে। চঞ্চলের বন্ধু অথচ অচঞ্চল, এ কোনোদিন চোখে পড়েনি। লেখে না ইতিহাসে।

যেমন ব্যাধি তেমনি চিকিৎসকের ডাক পড়ে। এতদিন ব্যাধি ছিল না, তাই চিকিৎসকও বেপাত্তা ছিল।

আচ্ছা, বলব।

আপিসের ঠিকানা দিয়ে এসেছিল সুখেন্দু, চঞ্চল আপিসেই দেখা করল।

'এমন বিচ্ছিরি চেহারা হয়ে গেছে তোর? চেনাই যাচ্ছে না।' সুখেন্দু এগিয়ে এসে চঞ্চলের হাত ধরল।

'চেহারার কী দোষ? কোনোদিন তার তোয়াজ করেছি? মোমবাতি শুধু পোড়াচ্ছি দু-দিক থেকে। তারপর আমার খোঁজ কী মনে করে?'

'কিন্তু আমি গিয়ে শুনলাম তুইও নাকি খুঁজছিস। তোর আবার খোঁজার কী আছে? যার অঢেল পয়সা তার আবার আকাঙ্ক্ষা কী?'

'আমি শুধু দুটো জিনিস খুঁজছি। এক, একখানা নিরিবিলি ঘর আর, দুই, একটি নায়িকা।' প্রশান্ত মুখে বললে চঞ্চল।

'নায়িকা ?' সুখেন্দু চঞ্চলকে বারান্দায় নিয়ে এল : 'এখনো বিয়ে করিসনি ?'

'দূর ! ফিল্ম লাইনের লোক কি সহজে বিয়ে করে ? ঝাড়াই-বাছাই করতে-করতেই দিন চলে যায়। আর বিয়ে করলেই বা কী, বউ কখনো নায়িকা হয় ?'

'তার মানে তোর বইয়ে তোর বউ নায়িকা হয় না, কিন্তু পরস্ত্রী যদি পাস ?'

'সে তো সব ব্যাপারেই আইডিয়াল। তেমন পেলে ডিরেকটারের মাথায় ঢেউ খেলে আর ক্যামেরাম্যান ম্যাজিক দেখায়। কেন, তেমন কিছু তোর সন্ধানে আছে নাকি ?'

সুখেন্দু চেপে গেল। জিগ্যেস করলে, 'কিন্তু যেখানে আছিস, সে-বাসা কী হল ?'

'সে-বাসা ছেড়ে দেব।'

'কেন ? জায়গা কম ?'

'দূর ! ঢের জায়গা। একটা ঘর আরেকটা বারান্দা।'

'লোক ক'জন ?'

'দূর ! আমি আর আমার চাকর— লোক কই ?'

'সে-বাসা ছেড়ে দিবি কেন ?'

'বাড়িওলা নোটিশ দিয়েছে। নিত্যি মামলার ঝামেলা ভালো লাগে না।'

'কেন, মামলা কেন ? বাড়িভাড়া বাকি ফেলেছিস ?'

'না, তার জন্যে নয়। ঐ ফিল্ম লাইনের মেয়ে-টেয়ে আমার কাছে আসে তো, গানবাজনা হয়, অনেক রাত পর্যন্ত আমি বাঁশি বাজাই, ছবি তুলি, তাই নালিশ। মানে আমি নাকি অ্যানয়েন্স না ন্যুইসেন্স ক্রিয়েট করছি, পাড়ার লোকের তাই রাগ। এই দেশের কী হবে ? কী অপার রসবোধ। আমার ঘরে বসে আমি যা-ই কেন না করি,

তুমি যদি সভ্য হও, তুমি কেন তাতে নাক ঢোকাও। সব অসভ্যের সমাজ। বল্, তোর কাছে ঘর আছে?'

'আছে। আমি ভেবেছিলাম মাঝে-মাঝে তোকে ডাকব বাড়িতে, এখন দেখছি আমারই বাড়িতে তোকে স্থায়ী বাসিন্দে করে দিতে পারি।'

'পারিস? ঘর আছে ফালতু? দিবি ভাড়া?' সুখেন্দুর হাত চেপে ধরল চঞ্চল।

'দেব। আর নায়িকার কথা কী বলছিলি?'

'আমার একটা প্রিয় গল্প আছে, তার জন্যে যোগ্য নায়িকা এখনো খুঁজে পাচ্ছি না। পথে-বিপথে ট্রেনে-স্টিমারে শহরে-গাঁয়ে বাজারে-বন্দরে কত তাকে খুঁজছি, এখনো তার দেখা নেই। তার দেখা পেলেই আমার সেই কাহিনী প্রস্ফুটিত হবে লেখায়, সেলুলয়েডে, পর্দায়। স্বপ্ন থেকে পর্দা— দিল্লী অনেক দূর।'

'হয়তো মোটেই দূর নয়। যেখানে তুই ঘর নিচ্ছিস হয়তো তার পাশেই আছে সেই নায়িকা।' ইঙ্গিত-ভরা চোখে তাকাল সুখেন্দু।

পাশেই আছে শুনে চঞ্চল বুঝল, পাশের বাড়িতে আছে। তাই শুনেই তক্ষুনি উদ্দীপ্ত হতে পারল না। বললে, 'পাশের বাড়ির খবর পরে নিচ্ছি, তোর নিজের বাড়ির খবর দে। সেখানে কে-কে আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ রে, তুই সেই মেয়েটাকে বিয়ে করেছিলি?'

'কোন্ মেয়েটা?'

'ঐ যে-মেয়েটা সুন্দর নাচত, অ্যাক্টিং করত— আহা, কী যেন নাম মেয়েটার— কী আশ্চর্য, তোর মনে নেই? তুই তো তাকে বিয়ে করবার জন্যে খেপে গিয়েছিলি—'

'তুই তো তাকে প্রবাহিনী বলতিস।'

'ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মেয়েটার নাম যমুনা। আমি তাকে দেখে গাইতাম, যমুনে, তুমি কি সেই যমুনা প্রবাহিনী? এখন ঠিক মনে

পড়েছে। মেয়েটার কিন্তু পার্টস ছিল। কোথায় গেঁজে গিয়েছে কে জানে। শেষ পর্যন্ত তুই ওকে বিয়ে করিসনি তো?'

সুখেন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলল: 'এত ভাগ্য কী করেছি!'

'না, না, ওসব মেয়ে বিয়ে করবি কী! তুই তো মেয়েটাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলি শুধু ওর রূপে আকৃষ্ট হয়ে, শুধু তোর টাকার জোরে—'

'কেন, ও দুটো কি আকর্ষণের বস্তু নয়— রূপ আর টাকা?'

'দূর! ও তো মামুলি আকর্ষণ। আমি বলতে চাচ্ছি তুই তো আর তাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাসনি। যাক গে, পরে একটি ঠাণ্ডা-ঠুণ্ডি ঘরোয়া মেয়ে বিয়ে করেছিস তো? বেঁচে গেছিস। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়া আর কে আছে?'

'একটি ছেলে, একটি মেয়ে।'

'চমৎকার। এর পর আর কমা-সেমিকোলন নয়, একেবারে ফুল-স্টপ। কিন্তু পাশের বাড়ির নায়িকার কথা কী বলছিলি? কেমন দেখতে?'

'তা তুই নিজে দেখেই সিদ্ধান্ত করবি।'

'ঠিক বলেছিস, দু-জনের দেখা কখনো এক নয়। কিন্তু মেয়েটা কি ভালোবাসার মেয়ে?'

'সে আবার কোন্ পদার্থ?'

'মানে, আই মিন, মেয়েটা কি কাউকে কোনোদিন ভালো-বেসেছে? তেমন যদি তার কোনো অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলেই আমার নায়িকার পার্টে সে স্বভাবলাবণ্যের গুণে উৎরে যাবে। মানে, আমি কী বলতে চাচ্ছি বুঝতে পারছিস তো, আই মিন—'

'দূর!' চঞ্চলের বহুব্যবহৃত শব্দটাই উলটে ছুঁড়ে মারল সুখেন্দু: 'সংসারে সমস্ত মেক-আপ। ভালোবাসাও মেক-আপ। স্রেফ অভিনয়। যে অনভিজ্ঞ সে শুধু অভিনয়ের গুণেই নয়কে হয় করে দিতে পারে।

পেটে সন্তান না ধরেও নটী সার্থক মায়ের পার্ট করে মেডেল নিতে পারে।'

'তা পারে হয়তো, কিন্তু সত্যিকার মা হলে হয়তো শিল্ড পেয়ে যেত। সেচের জলেও চাষ হয় বটে কিন্তু মেঘের বৃষ্টিতেই বুঝি ফলন বেশি হয়।'

'সব মেঘেই কি বৃষ্টি হয়, না, সব মা-ই মায়ের পার্টে সফল হতে পারে?' সুখেন্দু হাসল : 'আসল হচ্ছে অভিনয়। অভিনয়েই জগজ্জয়।'

'তা তো বটেই। ভান আর ভণ্ডামিই এ-যুগের সভাপতি আর প্রধান অতিথি।' চঞ্চল উৎসুক হয়ে উঠল : 'সেই পাশের বাড়ির নায়িকার নাম কী?'

'যমুনা।'

'সেই যমুনা? সেই প্রবাহিনী?' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল চঞ্চল : 'নিশ্চয়ই তোর ঘর ভাড়া নেব। পাশের বাড়িটা কদ্দূর?'

'পাশের বাড়ি নয়, পাশের ঘর।'

'পাশের ঘর?' চোখ বড়ো করল চঞ্চল।

'তুই যে ঘরে থাকবি, তার পাশের ঘর।'

'তার মানে যমুনা তোর স্ত্রী? তুই যমুনাকেই বিয়ে করেছিস?'

গর্বিতের মতো হাসতে লাগল সুখেন্দু।

'তোর স্ত্রী নায়িকা হবে? ফিল্মে নামবে?' চঞ্চলের বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না তখনো।

'ফিল্মে নামবে, না, হাতি! মোটে মা রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা!' সুখেন্দুর গর্বের ভাবটা মুছে গেল নিমেষে। বললে, 'সামান্য একটা অফিসের ফাংশানে নামাতে পারছি না। অথচ সমস্ত ক্ষমতা এখনো নিটুট আছে, চেহারাও তেমন কিছু ঢিলে হয়নি। বস্ তো ওর মুখে আবৃত্তি শুনে দারুণ মুগ্ধ। কত সাধাসাধি করছে, আমি কত তেল দিচ্ছি, তবু বাঁকা ঘাড় সিধে করতে পারছি না।'

বলে নবাঙ্কুর-ঘটিত কাহিনীটা সবিস্তারে পেশ করল সুখেন্দু। শেষে বললে, 'তোকে কী বলব, এক বস্তা পচা গোঁড়ামি, এক জালা জোলো কুসংস্কার। তোকে এখন নিয়ে যেতে চাচ্ছি—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই চঞ্চল যমুনার পক্ষ নিয়ে বললে, 'তা ওর দোষ কী। এসব ব্যাপারে মুক্তমন হতে হলে একটু রোদে-বৃষ্টিতে নামতে হয়, একটু বা ধুলোবালিতে। সিনেমা-থিয়েটার তো এসব খোলামেলা ধুলোবালিরই অভিযান। তুই বিয়ের পর ওর ঐ লাইনটা বজায় রাখিসনি কেন ?'

'তখন যে আমার অবস্থা ভালো ছিল। দাদাদের বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে টাকা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। চাকরি করব ভাবিনি, ব্যবসায় টাকা ঢাললাম—'

'তার মানে যমুনাকে পুরোপুরি ঘরের বউ করে তুললি।' চঞ্চলের গলায় একটু বা তিরস্কারের সুর বাজল : 'সেই ঘরের বউকে আজ আবার স্টেজে-সিনেমায় নামাবার ইচ্ছে কেন ?'

'তুই— তুইও এ-কথা বলবি ? তোকেও যুক্তি দেখাতে হবে ?' বিস্ময় মানল সুখেন্দু।

'না, না, যুক্তি তো একশো গণ্ডা। তা কে চাইছে ? আমি চাচ্ছি অন্তরঙ্গ কারণটুকু।'

'কারণ আর কী ! কারণ, বর্তমান অভাব, দারিদ্র্য, অনটন—'

'বুঝেছি। যদি বিদ্যা থাকে, কলাকৃষ্টি থাকে, তবে কেন তা জীবিকার্জনে লাগাবে না ?'

লেজুড় জুড়ল সুখেন্দু : 'কেন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সংসারের আয়, মানে স্বামীর আয় স্ফীত করবে না ? কেন দড়ির দুই প্রান্ত একত্র করবে না ?'

'একশো বার করবে। অর্জুনের পাশে চিত্রাঙ্গদা হবে।' চঞ্চল একবার দেখে নিল চার পাশে : 'কিন্তু তোর আপিসের ফাংশনে ওকে

সামিল করতে চাচ্ছিস কেন ?'

'আপিসই তো আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত জগৎ। আর প্রমোশনই তো বুকের নিশ্বাস। যদি একটু সন্নিহিত হয়ে মুখার্জির কৃপাদৃষ্টি আদায় করে নিতে পারে তাহলেই তো আমার ফতেপুর।' প্রায় বুক ঠুকল সুখেন্দু।

'মানে কেল্লাফতে। তা মুখার্জি লোকটা কেমন ?'

'তীক্ষ্ণ পছন্দ-অপছন্দের লোক। এ ম্যান অফ স্ট্রং লাইকস অ্যাণ্ড ডিসলাইকস।'

'তা জিগ্যেস করছি না।' চোখে ঝিলিক হানল চঞ্চল : 'দৌর্বল্য-টৌর্বল্য কিছু আছে ?'

'তা এক-আধটু থাকলে আশ্চর্য কী।' দার্শনিক হবার চেষ্টা করল সুখেন্দু : 'প্রতিপত্তির চূড়ায় উঠতে পারলে অমন এক-আধটু মাথা সকলেরই ঘোরে। যার শক্তি বেশি তার ভক্তিও বেশি। তাই শক্তি-মানদের বেলায় সেটা দোষের হয় না। দেবতার বেলায় চিরকালই লীলাখেলা হয়ে থাকে।'

'কিন্তু মিসেস গুহর তো ওসব কিছু জানবার কথা নয়।'

'কিছু মাত্র নয়।' সুখেন্দু বিরুদ্ধ পক্ষেরই মোক্তারি করল।

'তবে টোকামারা কেন্নোর মতো গুটিয়ে যাচ্ছেন কেন ?'

'টোকা মারবার আগেই গুটিয়ে যাচ্ছে। ঐ যে বললাম পাতি-ব্রত্যের কুসংস্কার। বিয়ের আগে এমন যে ছিল না তা তো জানিসই। কিন্তু বিয়ের পরেই চরম সতী হয়ে উঠেছে। এমনকি অভিনয়ছলেও কারু স্পর্শ পেতে নারাজ। এদিকে অভিনয়ের শক্তি চমৎকার। শুধু একটা বাজে সংস্কারকে উন্নতির পথে কাঁটা করে রেখেছে।'

'গীতা-টিতা পড়াসনি কোনোদিন ?'

'নিজেই কোন্ পড়েছি যে বউকে পড়াতে যাব ?'

'তাতে ঐ ক'টা কী কথা আছে, অচ্ছেদ্য অদাহ্য— দাঁতভাঙা ক'টা

কথা, তার মানে বুঝিয়ে দিসনি ওকে ? কার সাধ্যি আমাকে ছোঁয়, আমাকে ছিন্ন করে, দগ্ধ করে, আবিল করে ? আমি অচল, সনাতন, এসব বলিসনি ওকে ?'

'অনেক বলেছি, অনেক বুঝিয়েছি।' ক্লান্তের মতো বললে সুখেন্দু, 'কিছুতেই সূক্ষ্ম করে গভীর করে বুঝতে চায় না। সীতাকে রাবণ যখন স্পর্শ করে তখন মিসেস গুহকে যে মিস্টার মুখার্জি স্পর্শ করছে না এ মানতে প্রস্তুত নয়।'

'তারই জন্যে বলছিলাম একেবারে আনকোরা মেয়ের পক্ষে মানিয়ে নেওয়া কঠিন।'

'ও আনকোরা কোথায় ?' অভিজ্ঞ সুরে বললে সুখেন্দু, 'বিয়ের আগেও কত নেচেছে, কত অভিনয়-আবৃত্তি করেছে, এ লাইন তো ওর অজানা নয়।'

'বিয়ে হয়েছে কদ্দিন ?'

'ছাখ হিসেব করে। প্রায় বারো-তেরো বছর।'

'এই বারো-তেরো বছর ও নির্মল সংসার করেছে, মা হয়েছে, অবরোধ মেনেছে, ওর স্বাভাবিক জগতে বাসা নিয়েছে, সংস্কৃতির অলি-গলিও মাড়ায়নি। তাই আজ চট করে ভোল পালটাতে পারছে না। ইতিমধ্যে যদি ওর গায়ে কিছু ধুলোবালি মাখিয়ে দিতে পারতিস, লাগিয়ে দিতে পারতিস ক'টা কাদাজলের ছিটে, তাহলে আজকে হয়তো এত অসুবিধে হত না—'

'তাই তো তোকে ডাকলাম,' প্রায় ষড়যন্ত্রীর মতো ঘননিম্নস্বরে বললে সুখেন্দু, 'তুই যদি ওকে ইনিশিয়েট করে নিতে পারিস, মানে যদি দিতে পারিস মন্ত্রদীক্ষা, তাহলেই সুরাহা হয়।'

কী অর্থে কথাটা সুখেন্দু বললে তলিয়ে বুঝতে চাইল না চঞ্চল, কিন্তু লক্ষ্য করল সুখেন্দুর গৃধ্নু মুখটা কালো হয়ে উঠেছে।

'সোজা কথা,' সুখেন্দু নিজেই আবার ব্যাখ্যা করতে চাইল: 'ওর

মধ্যে কিছু দোষ ঢুকিয়ে দিতে পারলেই ওর আর জেদ থাকবে না।'

'কিন্তু মুখার্জির সঙ্গে হবনবিং-এ তোর ক'টাকা সুবিধে হবে? মাসে পঞ্চাশ টাকা— একশো টাকা?' হতাশের মতো মুখ করল চঞ্চল।

'হ্যাঁ, এর চেয়ে আর বেশি কি আশা করতে পারি? গরিব কেরানির সংসারে একশো টাকাই একরাশ টাকা। স্ত্রী যদি অনায়াসে এই টাকাটা এনে দিতে পারে সে কেন কুণ্ঠিত হবে?'

'কিন্তু আমি বলি ঐ সামান্য লাভের জন্যে মুখার্জির উনুনে আগুন না পুইয়ে একেবারে স্টুডিয়োর গরমে নিয়ে এলে কেমন হয়? চেহারাটা কেমন আছে?'

'প্রবাহিনীই আছে।' অনায়াসেই বলতে পারল সুখেন্দু।

'তবে ফ্লোরে না গিয়ে সরাসরি পর্দায় চলে এলেই তো ভালো। একবার লেগে গেলে, লাগ ভেলকি লাগ, পয়সা কত।'

'ওরে ব্বাবাঃ, সিনেমায় তো আরো যাবে না।' বললে সুখেন্দু, 'ওর কাছে তো সিনেমা— সিন্-এর মা, পাপজননী। স্টেজের বেলায় তো তবু জ্যান্ত সভ্য মানুষের প্রহরা আছে, তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত, সিনেমার বেলায় শুধু শেকল-ছাড়া বনমানুষের তাণ্ডব। এক ডাকে কিছুতেই যমুনা রাজি হবে না। তাই তো স্টেজ ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি। আর স্টেজ বলতে সবচেয়ে যেটা নির্দোষ, যেটা সম্ভ্রান্ত, সেটা হচ্ছে অফিস-স্টেজ। ঐ অফিস-স্টেজটাই হচ্ছে স্টেপিং স্টোন, স্বপ্নের প্রাসাদের প্রথম সিঁড়ি। বোঝো, ঐ প্রথম সিঁড়িতেই ওর আপত্তি।' অনুতাপের সুর আনল সুখেন্দু: 'এখন বলো কিসে ও শায়েস্তা হবে? গুণ থাকলেও তার চর্চা করবে না, তাকে প্রোডাকটিভ করবে না, আইনে এটাকে অফেন্স বলে ঘোষণা করা উচিত।'

'আচ্ছা, ওর আর সেই ওল্ড গ্ল্যামার আছে? চেহারায় সেই "ইট", স্পার্কল?' অনায়াসেই জিগ্যেস করতে পারল চঞ্চল। বললে, 'জানিস

তো গ্ল্যামার থাকলেই ক্ল্যামার। ইট-পিকচার হলেই হিট-পিকচার।' কোনো উত্তর পাবার আগেই অন্য কথায় তাড়াতাড়ি চলে এল: 'আচ্ছা, আমি আজ বিকেলের দিকে যাচ্ছি, থাকিস, সব দেখে-শুনে ব্যবস্থা করব।'

'হ্যাঁ, আমি ফিরব সকাল-সকাল।' চঞ্চলের পিছু-পিছু যেতে-যেতে সুখেন্দু বললে, 'বাড়ি ভাড়ার দরুন একশোটা টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে আসিস।'

'বা, তা তো আনবই।'

ধীরেশ এসে সুখেন্দুর হাতে একটা অফিস-খাম দিল। হাসিমুখে বললে, 'এই নিন আপনার অর্ডার।'

'জায়গাটা কী করলেন?'

'খুব কঠিন করলাম। চক্রধরপুর। বাড়িঘরটর কিছু নেই।'

দুপুরবেলা যমুনার কাছে বাঁশরি এসেছে। ঝুমকির আওয়াজ ধার করে দরজা খুলিয়েছে। আসুন আসুন বলে উথলে উঠেছে যমুনা।

'এ কী, আপনি যাচ্ছেন না রিহার্সেলে?' বাঁশরি নালিশ করল জোর গলায়। 'দণ্ডক আর অশোক দুই কাননই শোক করছে আপনার জন্যে। সত্যি, যাচ্ছেন না কেন?'

'আপনি কী হচ্ছেন? মন্দোদরী?' জিগ্যেস করল যমুনা।

নিজের পেটের উপর হাত রেখে বাঁশরি বললে, 'আমার উদর তো আর মন্দ নয়, তাই মন্দোদরী আমার হল না। চেড়িও তো কত-গুলো লাগবে। তাই একটা হব। পার্ট-ফার্ট মুখস্থ করতে হবে না, শুধু বসে থাকা আর হাই তোলা আর মাঝে-মাঝে সীতাকে ধমক দেওয়া— তা খুব পারব।'

'মন্দোদরী তাহলে কে হচ্ছে?'

'ওদের অফিসেরই একটা মেয়ে, লম্বা ছিলছিলে চেহারা, নামও তেমনি—'

'কী নাম ?'

'মন্দাক্রান্তা। মন্দাক্রান্তা মানে কী ভাই ?' বাঁশরি গলা ওঁচাল।

'যাকে অগ্নিমান্দ্যে ধরেছে। খিদে-টিদে হয় না, চোঁয়া ঢেঁকুর তোলে, তেমনিধারা—'

'নামের সঙ্গে চেহারা বেশ মানিয়েছে তাহলে।'

'সরমা কে ?'

'সেও অফিসের এক মেয়ে। সরমার আকারটাই শুধু আছে, সরম বলতে আর কিছু নেই।'

'আর সীতা ?'

'আপনার জন্যে বসে আছেন মুখার্জি। পাড়াবেড়ানী ভাড়াটে আর্টিস্ট ছু-একজনকে আনিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ নাকি আপনার পায়ের নখেরও যুগ্যি নয়। সত্যি, কেন যে আপনি রাজি হচ্ছেন না— মুখার্জি কত বলছেন আপনার কথা—'

'ওঁর কথাতেই তো আর জগৎনাট্য চলছে না।' বিদ্রূপ করে উঠল যমুনা : 'আমি রিহার্সেলে যাই, আমার সংসার কে দেখে, আমার ছেলেমেয়েদের পড়ার কে তদারক করে ? আমার বাড়ি-ফেরা ক্লান্ত স্বামীকে সময়মতো কে ছুটি খেতে দেয় ?'

'তা, অসুবিধে হলে করবেন কী! তবে মুখার্জি আমাকে অনেক করে বলতে বলেছিলেন কিনা— তাই—' চলে গেল বাঁশরি।

বিকেল পেরোতেই সুখেন্দু এসে হাজির, সঙ্গে চঞ্চল।

'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।' গায়ের জোরে চঞ্চলকে ভিতরে নিয়ে এল সুখেন্দু। বললে, 'চঞ্চল গাঙ্গুলি। ছেলেবেলায় নাম শুনে থাকতে পারো। ছেলেবেলায়, মানে যখন, নৃত্যের-তালে-তালে

করতে। তোমার একজন অ্যাডমায়ারার ছিল। শূন্যগর্ভ অ্যাডমায়ারার, মানে হাওয়ার উপরে ভাসা, আমার মতো মাটিতে নেমে আসা নয়। আমি শুধু নিজেই নেমে আসিনি। তোমাকেও নামিয়ে এনেছি মাটিতে, দারিদ্র্যপঙ্কে। শোনো, চঞ্চল এখন সিনেমা লাইনের পাইলট-এঞ্জিন, ক্যামেরাম্যান, তারপর ডিরেকশানের ধান্দায় আছে, নতুন-নতুন আইডিয়ার রাজা। ও মোটেই বিদেশী নয় যে তুমি এতদূর সংকুচিত হবে। শোনো, ওর একটা ঘরের খুব দরকার, বাইরের ঘরটা ওকে আপাতত মাসিক পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া দিলাম।'

'সে কী ?' ফণাতোলা সাপের মতো ছুবলে উঠল যমুনা : 'ছেলেরা তবে কোন্ ঘরে পড়বে ?'

'না, না, যেমন পড়ছে, বাইরের ঘরেই পড়তে পারবে ছেলেরা। আমি এককোণে একটা তক্তপোশ নিয়ে থাকব।' অন্য দিকে মুখ করে থেকে চঞ্চল বললে, 'আর কতক্ষণই বা থাকব ঘরে। শুধু রাত্তিরে শুতে আসা। নইলে সারাক্ষণ তো আমার বাইরেই বসবাস।'

'না, না, ছেলেরা ও-পাশের ছোটো ঘরটায় পড়বে, নয়তো শোবার ঘরে।' বললে সুখেন্দু।

'কেন, হঠাৎ ভাড়া দেবার দরকার হল কেন ?' আতঙ্কে মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে যমুনার।

'যে-টাকা তুমি লস্ করিয়ে দিলে তা সংগ্রহ করতে হবে তো ?'

'লস্ করিয়ে দিলাম মানে ?'

'তুমি সীতার পার্ট নিলে মুখার্জি আমাকে নেক্‌সট গ্রেডটা পাইয়ে দিত— তার মানে এক লাফেই পঞ্চাশ টাকা ইনক্রিমেণ্ট হত। কে জানে আরো এক গ্রেড বাড়িয়ে দিত কিনা। তুমি তা হতে দিলে না। আমার সেই ক্ষতিটা পুষিয়ে নিই কী করে ? তাই অগত্যা ঘরটা ভাড়া দিয়ে উশুল করে নিলাম।'

'এই তোমার ক্ষতিপূরণের হিসেব ?' ধিক্কার দিয়ে উঠল যমুনা।

'আরো দুঃসংবাদ আছে।' পকেট থেকে লম্বা খামটা বের করল সুখেন্দু : 'আমাকে এখান থেকে বদলি করে দিয়েছে মুখার্জি। এই দেখ চিঠি।'

'বদলি করে দিয়েছে ?' চিঠি দেখে কী হবে, মুহূর্তে মেঘের থেকে মুক্ত আলোয় চলে এল যমুনা : 'বা, এ তো সুসংবাদ। এ তো ঈশ্বরের কৃপা। এ পাপ-শহর ছেড়ে চলে যেতে পারব। কোথায়, কোথায় বদলি করেছে ?'

'কোম্পানির এক ব্রাঞ্চ-আপিসে। চক্রধরপুর।'

'সে কোথায় ?'

'বিহারে না উড়িষ্যায় না মাদ্রাজে— ভারতবর্ষের কোনো-এক জায়গায় হবে নিশ্চয়।'

'আর নিশ্চয়ই সেটা সুন্দর, নিরীহ, নিরিবিলি জায়গা। নিশ্চয়ই সেখানে সংস্কৃতির দৌরাত্ম্য কম, গুণ থাকলেই গুণ দেখাবার উৎপীড়ন চলে না।'

'শুধু গুণ নয়, রূপ থাকলে রূপও প্রকাশ হয়ে পড়ে।' এবার সুখেন্দুর প্রশ্রয়ে যমুনার দিকে তাকিয়েই টিপ্পনী কাটল চঞ্চল : 'কোনো রকমে ফুল একবার ফুটলেই হল। ফুল ডাকে না, তবু ঠিক হাওয়াটি এসে জুটবে। বয়ে নিয়ে যাবে গন্ধ। আর সংবাদ পেয়ে তখুনি ভ্রমর ছুটে চলে আসবে। সাধ্য নেই কেউ কিছু রাখতে পারে লুকিয়ে। বিধাতার রাজ্যেরই এই রীতি-নীতি।'

বিষদিগ্ধ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ছুঁড়ল যমুনা। চঞ্চলের চোখ দুটো খানখান হয়ে গেল।

সুখেন্দু হাসতে-হাসতে বললে, 'আর জানো তো, রূপও আজকাল একটা গুণ।'

'নিশ্চয়ই।' সায় দিল চঞ্চল। 'গুণ বৈকি। সাধনা করে অর্জিত বস্তু নয়, শুধু একটা জন্মগত সম্পদ, তারই আজকাল ফার্স্ট প্রাইজ।'

'এবং কখনো-কখনো নিজের রূপে নয়, স্ত্রীর রূপে।' বললে সুখেন্দু, 'অ্যাজ রেগার্ডস মাই কোয়লিফিকেশানস, চাকরির দরখাস্তে লিখছে ক্যাণ্ডিডেট, আই হ্যাভ গট এ বিউটিফুল ওয়াইফ—'

'আর কথা নেই,' লাফিয়ে উঠল চঞ্চল : 'নির্ঘাৎ অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট। স্বদেশ হোক স্বদেশে, ফরেন হলে ফরেনে।'

'সুতরাং রূপ থাকলেও চুপ করে বসে থাকা যায় না।'

'সাঁতারের পোশাক পরে বিশ্বসৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়।' মুখ ঝামটে উঠল যমুনা : 'অশুচি পুরুষের লালসা কিছুতেই তাকে তার নিভৃতিতে তিষ্ঠোতে দেয় না।'

স্তব্ধ হল চঞ্চল। স্তব্ধ হল সুখেন্দু।

'যাই হোক, কবে যাচ্ছি আমরা নতুন জায়গায়?' কণ্ঠে অন্য সুর আনল যমুনা, প্রসন্নতার সুর।

'তোমরা যাচ্ছ কোথায়? তোমরা যাচ্ছ না।' কঠিন হল সুখেন্দু।

'আমরা যাচ্ছি না মানে?'

'মানে আমি শুধু একলা যাচ্ছি। ওখানে বাড়িঘর বা কোয়ার্টার কিছু নেই। অন্তত এখনো কিছু জানা নেই। এই দেখ বদলির অর্ডারের মধ্যেই সেই আভাস আছে।'

'তুমি তবে কোথায় থাকবে?'

'আমি একটা মেস-টেস দেখে নেব। পরে বাড়িঘর পেলে সুবিধে-মতো নিয়ে যাব তোমাদের।' বিচক্ষণের ভাব ফুটিয়ে বললে সুখেন্দু।

'পরে নেবে!' কেমন যেন সন্দেহ শুঁকল যমুনা।

'তাছাড়া এক্ষুনি-এক্ষুনি সেসনের মাঝখানে অনুপ-ঝুমুর স্কুল ছাড়িয়ে নেয়া অসম্ভব।'

'আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে একা থাকব?'

'তারই জন্যে তো চঞ্চলকে রেখে গেলাম বাড়িতে। ও তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে।'

কথার পিঠেই আবার একবার যমুনাকে চঞ্চলের মুখের উপর চোখ রাখতে হল। মনের গভীরে শিউরে উঠল সেই মুখ দেখে। সেই মুখে অনেক অদৃশ্য রেখায় অনেক ইতিহাসের মন্তব্য লেখা।

'তোমার এই বদলিটা শাস্তি?' স্থির কণ্ঠে জিগ্যেস করল যমুনা।

'তাছাড়া আর কী।'

'এই শাস্তিটা কেন?'

'বুঝতে পাচ্ছ না? তুমি থিয়েটারে পার্ট নিচ্ছ না বলেই তো মুখার্জি খাপ্পা হয়েছে।'

'তবে এই বদলির অর্ডার রদ হয়ে যেতে পারে যদি আমি রাজি হই পার্ট নিতে?' উত্তেজনায় গলার স্বর কাঁপতে লাগল যমুনার।

'বোধহয় পারে। তুমি যদি পার্ট নাও, তাহলে আমাকে আর দূরে পাঠালে চলে কী করে?'

'তাহলে আর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বাজে লোককে বাড়িতে রাখতে হয় না?' চঞ্চলের মুখে আবার জ্বলন্ত চোখ রাখল যমুনা।

'বোধহয় না।'

'তাহলে মুখার্জিকে বলো গাড়ি পাঠিয়ে দিতে। আমি যাব। পার্ট নেব।'

ছুটে বাইরে গিয়ে কাছেই এক ডাক্তারখানা থেকে সুখেন্দু ফোন করে দিল। কিছুক্ষণ পরেই চলে এল মুখার্জির গাড়ি। গলির মোড়ে হর্ন দিতে লাগল ড্রাইভার।

ততক্ষণে সাজ সাঙ্গ করেছে যমুনা। নীল শাড়িটা পরেছে।

গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া দ্বিতীয় লোক নেই। সুখেন্দু চেয়েছিল যমুনার সঙ্গী হতে। সুখেন্দু উঠলে চঞ্চলকেও বুঝি নিতে হয় সঙ্গে।

ঝাঁজালো গলায় যমুনা বললে, 'আমার একার জন্যে গাড়ি এসেছে। আমি একাই যাব। একাই যেতে পারব। না, তোমাকে আসতে হবে না।'

গলিটুকু হাঁটল, হেঁটে-হেঁটে গেল যমুনা। তখনো যাচ্ছে।

সত্যিই বুঝি প্রবাহিনী। সত্যিই বুঝি নীলাঞ্জনা।

'শিগগির যা, শিগগির পিছু নে, ছোট্, ছুটে যা—' চেঁচিয়ে উঠল চঞ্চল : 'ধর্ গিয়ে তাড়াতাড়ি। ডেকে নিয়ে আয়, ফিরিয়ে নিয়ে আয়।'

'ফিরিয়ে নিয়ে আসব ?' হতবুদ্ধির মতো শূন্যচোখে তাকিয়ে রইল সুখেন্দু।

'হ্যাঁ, তোর সব চলে যাচ্ছে।'

'সব ?'

'হ্যাঁ, তোর শান্তি, তোর সুখ, তোর সংসারের সমস্ত মধুরের সুর। চলে যাচ্ছে তোর পরিবারের আশ্রয়। তোর সন্তানের ভবিষ্যৎ। তোর অর্থোপার্জনের অর্থ।'

রোয়াক থেকে নেমে এল সুখেন্দু।

নেমে এল চঞ্চল।

চঞ্চল বললে, 'যাকে দিয়ে টাকা আনতে চাচ্ছিস সেই টাকা হয়ে চলে যাচ্ছে। যাকে দিয়ে তোর ঘর ভরবার কথা সেই আর তোর ঘরে নেই। যা, এখনো সময় আছে। নবাঙ্কুর এখনো ওকে ছোঁয়নি। যা, ডেকে নিয়ে আয়—'

আরো কয়েক পা একা-একা এগুলো সুখেন্দু।

কেউ কোথাও নেই।

মুখার্জির গাড়ি যমুনাকে নিয়ে কখন বেরিয়ে গেছে।

সুখেন্দু খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে, যেন কে গেল না-গেল এমনি নিস্পৃহ মুখ করে, ফিরে এল।

ফিরে আসতেই হো-হো করে হেসে উঠল চঞ্চল।

'কী রে, চলে গেল?'

'যাক, যেতে শিখুক।' তেমনি নিস্পৃহ মুখেই বললে সুখেন্দু: 'কী, কেবল সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে জড়পুঁটলি হয়ে বসে থাকে!'

'কিন্তু কী-রকম নাটকীয় ভাবে গেল!' স্বরে সপ্রশংস বিস্ময় আনল চঞ্চল: 'চরিত্রে বেশ নাটক আছে।'

'নতুন রকম একটা অবস্থায় পড়ল বলেই তো এই চরিত্রটা দেখাতে পারল!' যেন নিজের স্ত্রী নয়, আর কেউ, এমনি নির্দয়ের মতো উপহাস করল সুখেন্দু: 'নইলে এই একঘেয়ে সংসার, থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়, কোথাও কোনো থ্রিল নেই, ভ্যারাইটি নেই—'

'এ এক দারুণ ভ্যারাইটি!' চঞ্চল বুঝি নিজের মনে বললে। পরে নিজেই নাটকীয় করে তুললে: 'কী চমৎকার রাগ দেখেছিস! যেন হঠাৎ একটা সাপ ফণা তুলে তর্জন করে উঠল। আর কী গ্লোরিয়াস একজিট! গটগট করে বেরিয়ে গেল, একটু এদিক-ওদিক তাকাল না, হেলল না দুলল না, ছোঁড়া তীরের মতো সোজা চলে গেল। ফিল্ম হলে এখানটায় একটা দারুণ শট হত।' সমস্তটা ফিল্মের চোখ দিয়েই দেখতে চাইল চঞ্চল: 'শুধু যাওয়া নয়, কেমন দৃঢ় পা ফেলে যাওয়া— ওয়ান, টু, থ্রি—অদ্ভুত!' তারপর নিজের মনেই সম্মতির ঘাড় বাঁকাল: 'হ্যাঁ, দস্তুরমতো পসিবিলিটি আছে।'

'তার জন্যেই তো তোকে ধরা।' সুখেন্দু চোখের কোণ দিয়ে বললে।

বেশ একটু কম করে বললে। বলা উচিত ছিল, তার জন্যেই তো তোকে আনা। ধরতে হলে তো চঞ্চলের আড্ডাতে গিয়েই ধরা চলত। কিছু উমেদারি কিছু খোসামুদি কিছু সাধাসাধিতেই যা হবার হয়ে যেত। কিন্তু এ একেবারে বাড়ির মধ্যে এনে ঢুকিয়ে দেওয়া, থাকিয়ে বাসিন্দে করে দেওয়া। খানিকটা বা যমুনার উপর প্রতিশোধের পাষাণ-ভার চাপানো। কেন প্রতিশোধ? না, যমুনা অফিসারদের সঙ্গে অভিনয় করতে রাজি নয়। কেন রাজি নয়? না, যমুনা বলে, তার অভিনয়ে দক্ষতা নেই, আর নায়িকা সাজতে হলে যে দুটো মহৎ গুণ থাকা দরকার সে রূপ আর যৌবন কবে স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। স্তিমিত হলেও অস্তমিত তো হয়নি, আর যা স্তিমিত, তাকে উজ্জীবিত করে তুলতে কতক্ষণ! সমস্ত ধ্যাননেত্রে অর্থাৎ ফিল্মের চোখেই দেখে নিচ্ছে চঞ্চল। আসল বাধা ওসব ত্রুটির দরুন নয়, আসল বাধা যমুনার মধ্য-বিত্ত মনোভাব। সে মনে করে ঘরের বউ হয়ে মা হয়ে প্রকাশ্য রঙ্গ-মঞ্চে পরপুরুষের সঙ্গে অমন অভিনয় করা অশোভন, এতে তার রুচি-বোধ তো বটেই, শুচিতাবোধও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তাই সে স্বামীর অনুরোধ সরোষে প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছে। কিন্তু স্বামী, সুখেন্দু, কী চায়, কত-টুকু, বা, কতখানি চায়?

সব ফিল্মের চোখে দেখতে পাচ্ছে চঞ্চল।

হাসতে-হাসতে চঞ্চল সুখেন্দুর কাঁধের উপর হাত রাখল। বললে, 'কিন্তু তুইও তোর পার্টটা মন্দ করলি নে।'

'আমার পার্ট?' একটু বুঝি বিস্মিত হল সুখেন্দু।

'হ্যাঁ, স্বামীর পার্ট, বোকা স্বামীর পার্ট।' হো-হো করে হেসে উঠল চঞ্চল: 'তোর চোখের সামনে তোর বউ চলে গেল আর তুই ঠেকাতে পারলি নে।'

'বা, ঠেকাতে যাব কেন?' বুদ্ধিমানের মতোই মুখ করতে চাইল সুখেন্দু: 'ভালো কাজেই তো যাচ্ছে। আমার মনোমতো কাজ।'

'কিন্তু যখন ওর গাড়িটা বেরিয়ে গেল তখন পিছু-পিছু কয়েক পা ছুটলি কেন ?'

নিজের দুর্বলতাটা যেন দেখতে পেল সুখেন্দু। বললে, 'ওটাও একটা মধ্যবিত্ত কুসংস্কার। বলতে পারিস রিফ্লেক্স অ্যাকশন।'

'মাথাটা কাটা যাবার পরেও পাঁঠার ছটফট করার মতো।' চঞ্চলের হাসির মধ্যে এবার যেন একটু বিষাদের ছোঁয়া লাগল : 'মানে বউকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েও আবার খোঁজ নেওয়া কার সঙ্গে গেল, কতদূর গেল —'

'না, আর ওসব কুসংস্কার নয়।' অসহায়ের মতো মুখ করল সুখেন্দু : 'তুই তখন কী বক্তৃতা ঝাড়লি, মনটা কী-রকম করে উঠল, কয়েক পা পিছু নিলাম। ওটা এমনি একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।'

'যেন দেখতে চাইলি গাড়িটা ঠিক মুখার্জিরই কিনা, আর ড্রাইভার-টারই বা কী-রকম চেহারা।'

'দূর—' সুখেন্দু উড়িয়ে দিতে চাইল।

'কিংবা এ হয়তো ভাবলি, ওর একেবারে এমনি একা যাওয়াটা হয়তো ঠিক নয়। কেউ সঙ্গে গেলেই বুঝি সুন্দর হত।'

'না, আর নয়, স্বামিত্বের ও-সমস্ত কুসংস্কার জলাঞ্জলি দিতে হবে। দিতে হবে কী, দিয়ে দিয়েছি।' গলায় জোর আনল সুখেন্দু : 'ওসব কুসংস্কার স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে বাধা ? ওসব যে ও কেন মানছিল এতদিন কে বলবে।'

'কেন মানে ? ঐ যে বললি, ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বের গুণ।'

'মোটেই সেটা ব্যক্তিত্ব নয়, সেটা একটা অন্ধ জেদ, গোঁয়ারতুমি। ঘরের বউ হয়ে মুখে রঙ মেখে স্টেজে নামব না। যোগ্যতা থাকলেও না। ব্যক্তিত্ব হচ্ছে নিজের গুণের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাকে ফুটিয়ে তোলবার প্রতিজ্ঞা। স্টেজে নামব না, ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকব এটা হল গোঁয়ারতুমি, আর, না, নামব, নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেব, এই

বলে সাহস করে মুখার্জির গাড়িতে একা চলে যাওয়াটা ব্যক্তিত্ব।'

'বা, খাসা বলেছিস তো।' চঞ্চল সুখেন্দুর পিঠ চাপড়ে দিল। বললে, 'তাহলে দেখছিস একটা অন্ধ গোঁয়ার মেয়ে মুহূর্তে কেমন ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে উঠল!'

'শুধু তোর গুণে।'

'আমার গুণে!' হো-হো করে হেসে উঠল চঞ্চল : 'আমার আবার গুণ কোন্‌খানে!'

'ঐ, ঐ গুণ। তুই ফিল্মের লাইনের লোক এ পরিচয়ই একটা মস্ত গুণ— মস্ত জোর।' পিঠের চাপড় ফিরিয়ে দিল সুখেন্দু : 'যেই বললাম এই ফিল্মের লোককে ঘরভাড়া দিয়েছি, অমনি তোর আবির্ভাবের সূচনাতেই ওর কুসংস্কারের জঞ্জাল উড়ে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। দেখলি তো ওর পরনের সেই দাগধরা আটপৌরেটা ছেড়ে ও পলকে কেমন একটা নীল শাড়িতে সেজে উঠল।'

চঞ্চলের চোখেও বুঝি সেই আনন্দের ছোঁয়াচ লাগল। বললে, 'তাহলে বলতে চাস আমিই এক অন্ধকে চক্ষুদান করলাম।'

'তাই তো দেখলাম। আর সেই জন্যেই তো তোকে আনা।'

সুখেন্দুর চোখের দিকে তাকাল চঞ্চল। মৃদুহাস্যে বললে, 'শুধু ধরা নয়, আনা।'

মনের গোপন কথাটা সরবে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নয় সুখেন্দু। বললে, 'যদি তোর কাছাকাছি থাকার দরুন ওর ওসব ভুলভ্রান্তি কেটে যায়। যদি বাঁধনটা একটু শিথিল হয়!'

'চল চল উপরে যাই।' চঞ্চল সুখেন্দুকে ঠেলা দিল : 'তোর ঘর-দোর দেখি গে।'

সিঁড়ি দিয়ে দু-বন্ধু উঠে গেল উপরে।

কী আর দেখবে ঘর-দোর, এক নজরেই ফুরিয়ে গেল। শোবার ঘরটা একটু বড়ো, পাশে একটা চিলতে ঘর, আজেবাজে জিনিসে ঠাসা,

ওদিকে বারান্দা, তার এক প্রান্তে রান্না আর ভাঁড়ার, আরেক প্রান্তে স্নান। মাঝখানের ফাঁকটুকুতে কলতলা, এক পাশে ভাঙা টিন-বালতির জঞ্জাল। সামনের ঘরখানাই বাইরের ঘর, একদিকে তক্তপোশ পাতা, লাগোয়া দেয়ালে কাঁচের আলমারি বসানো। ঝুমকি আর অনুপ এই তক্তপোশে বসে পড়ে, আলমারিতে বই রাখে। ওদিকেও দুটো কেঠো চেয়ার-টেবিল আছে বটে যদি দৈবাৎ কোনো অভ্যাগত এসে পড়ে। শোবার আর বসবার ঘরের মাঝখানে সম্প্রতি একটা কাপড় টাঙানো হয়েছে, তাতে ঢাকছে যতটা দেখাচ্ছে তারও চেয়ে বেশি। সমস্ত বাড়িঘরে দারিদ্র্য ও নিরানন্দতার ছাপ, হয়তো বা আলস্যের, ক্লান্তির, সর্বোপরি আশাহীনতার।

সমস্ত কিছুর উপরে নীল শাড়িটা হঠাৎ ঝলমল করে উঠল। যেন একটা নীল ঢেউ নীল মেঘ হয়ে চলে গেল আকাশে।

এখন অন্তঃপুর বলতে কিছু নেই, তাই নির্বিবাদে সব দেখে-শুনে বাইরের ঘরে ফিরে এল চঞ্চল। বললে, 'এ-ঘরটা আমাকে বেশ স্যুট করবে আর হাতের কাছের এই আলমারিটা খুব কাজ দেবে।' কী ভেবে নিজের মনেই হেসে উঠল।

গ্যাঁট হয়ে বসল তক্তপোশে।

কে একটা আগন্তুক লোক তাদের বাড়িতে ঢুকে সমস্ত বিলি-ব্যবস্থা তছনছ করে দিচ্ছে, ঝুমকি আর অনুপ বিমূঢ় হয়ে দেখছিল তখন থেকে। আর এই ভণ্ডুল-করা লোকটাকেই কিনা বাবা খাতির দেখাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এমন কথাও বলছে যে এখন থেকে তারা দু-জনে শোবার ঘরেই পড়বে,অন্তত যতক্ষণ তাদের কাকাবাবু বাড়িতে থাকে। এই লোকটা কিনা তাদের কাকাবাবু! তবু কী করা, বাবার হুকুম, তক্তপোশের উপর থেকে ছড়ানো বই-খাতা কুড়িয়ে নিয়ে তাদের শোবার ঘরে চম্পট দিল। আগে মা ফিরুক, তারপর এর একটা বোঝাপড়া হবে। মা তো কখনো কোথাও যায় না, বেরোয় না, আজ

হঠাৎ গাড়িতে করে পাড়া বেড়াতে গিয়েছে, এটাই বা কেমনতরো ?

'আলমারিটাও ফাঁকা করে দিয়ো।' চঞ্চলই হেঁকে বললে।

'বই-টই কী আছে ওর মধ্যে, নিয়ে যা সরিয়ে।' সুখেন্দু তাড়া দিল।

কী ভেবে চঞ্চলই আবার বাধা দিলে। বললে, 'তা এক্ষুনি-এক্ষুনি না সরালেও চলবে। কাল সকালেই সব ঠিক করা যাবে'খন। আমার মালপত্তর আগে আনি!'

তবু ভিতরের ঘরে দুই ভাই-বোনে কী নিয়ে হঠাৎ বচসা শুরু করে দিল। কী একটা অধিকার থেকে দু-জনে বঞ্চিত হয়েছে সেই রাগটা যথাস্থানে প্রকাশ করতে না পেরে একে অন্যকে আক্রমণ করে বসেছে। বচসা থেকে শুরু হল ঝগড়া, ঝগড়ার পরেই মারামারি। ঝুমকি ছোটো, অনুপ তার বড়োত্বের জোরে ছোটো বোনের চুল টেনে দিল। আর ঝুমকি ছোটো হলে কী হবে, তার তেজ বেশি, দুই হাতের দশ নোখে ঝাঁপিয়ে পড়ল দাদার উপর।

প্রচণ্ড এক ধমকের বাহনে চড়ে সুখেন্দু গেল ফয়সালা করতে।

চঞ্চল বুঝল এই শান্তির নীড়ে অশান্তি শুরু হল। এর পর সুখেন্দু অনুপকে মারবে ছোটো বোনের গায়ে হাত তুলেছে বলে, বাড়ি ফিরে এসে যমুনা ঝুমকিকে মারবে দাদাকে কেন সে বড়োর সম্মান দেয়নি ? এই থেকে আবার সুখেন্দু-যমুনাতে কথা-কাটাকাটি। আর কথা একবার শুরু হলে মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে মানুষের তা জানবার কথা নয়।

নইলে, চঞ্চলের জানতে ইচ্ছে হল, দুই ভাই-বোনে এর আগে কোনোদিন এমনি উচ্চণ্ড ঝগড়া করেছে কিনা। নিশ্চয়ই করেনি। কেন করবে ? এর আগে কেউ তো তাদের সামান্য ঘরটুকু থেকে গায়ের জোরে ঠেলে বার করে দেয়নি। কেড়ে নেয়নি তাদের মনোযোগের আরামটুকু। অনুপ যে ঝুমকিকে মেরে বসেছে সে তো

চঞ্চলের উপর রাগ করে। আর ঝুমকির ঐ দশ প্রহরণের মার কার উপর তা আর বলতে হবে না। তেজী মায়ের তেজী মেয়ে বটে।

কে একটা বাজে লোক এসে তাদের সমস্ত এলোমেলো করে দিচ্ছে।

যমুনা তো তখন তাকে 'বাজে লোক'ই বলেছিল। কানে ঝাঁজটা লেগে আছে এখনো।

অনেকক্ষণ সিগারেট খায়নি, খেতে ভুলে গিয়েছিল বোধহয়, এবার চঞ্চল সিগারেট ধরাল। বাজে লোক বলেছিল বলে এখন কি তার রাগ হচ্ছে ? হচ্ছে না বোধহয়। সে বাজে লোক ছাড়া কী। একটা লোক উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাইলে তাকে বাজে লোক বলবে না তো কাকে বলবে ? বাজে অর্থ ফালতু, অনাবশ্যক। একটু গভীর অর্থে দেখতে গেলেও সে বাজেই। সে সিনেমার লাইনের লোক, ও কি আবার একটা লাইন, সে একশো বার বাজে। যখন পায়, উঞ্ছবৃত্তি করে, পায় না, ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়। তার কি কোনো নীতি আছে, না, পদ্ধতি আছে ? সে পারতপক্ষে সত্য কথা বলে না, কাকের মতো সুবিধে খুঁজে ফেরে। আর সুবিধে পেলে কাকের মতোই খালি ঠোকরায়, বিচার করে দেখে না। কাক নিতান্তই একটা বাজে পাখি। চঞ্চলও একান্তই একটা বাজে লোক।

কিন্তু মেয়েটা কী-রকম বললে মুখের উপর! শুধু স্পষ্ট শুনিয়ে নয়, চঞ্চলের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে। তাহলে, মানে, অফিস-নাটকে পার্ট নিলে এই বাজে লোকটাকে বাড়িতে স্থান দিতে হয় না তো ? সত্যি কী সাহস মেয়েটার! কী ছটা! স্বামীর বন্ধু বলেও এতটুকু সৌজন্য নেই!

মনকে চঞ্চল ধমক দিতে চাইল। তুমিই বা কেমন সুজন! বন্ধুর স্ত্রীকে 'মেয়েটা' ভাবছ!

মনের পিঠ চাপড়াল চঞ্চল। তোমার কাছে মেয়ে আবার মানুষ

হল কবে ? তোমার কাছে মেয়ে মানুষ হবার আগেই মেয়েমানুষ।

কিন্তু তোমার জন্যে ভদ্রমহিলা কী-রকম বিপন্ন হবেন বলো তো ?

ভদ্রমহিলা !

হ্যাঁ, সুখেন্দুর বউ।

দাঁড়াও, লেনসে ফোকাসটা ঠিক করি।

একটি অন্তঃপুরিকাকে নিদারুণ বিপাকে ফেলবে। নিক ধরে গাড়ি যায় কিন্তু গরু চলে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে, তেমনি নিশ্চিন্ত আরামে যমুনা তার সংসারের গণ্ডিতে টানা রুটিনের লাইন ধরে ঘোরাফেরা করত। এবার তুমি এসে তার লাইন ছত্রভঙ্গ করে দেবে। সর্বক্ষণ তাকে থাকতে হবে উচ্চকিত হয়ে। কখন তুমি আস কখন তুমি বেরোও, কতক্ষণ তুমি থাকো, যতক্ষণ থাকো ততক্ষণ কী করো, কে বা কারা তোমার কাছে আসে, কী কাণ্ড-কারখানা করে— উঃ, সেসব কী বিসদৃশ ব্যাপার —সবসময়েই আগুনের খাপরার উপর তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এক মুহূর্তের জন্যেও সে শান্তি পাবে না, বিশ্রাম পাবে না। হয়তো নিরালা বলেও থাকবে না তার কিছু। সন্দিগ্ধ, বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। এমনি সাধারণ একজন কেরানি-টেরানি হত, অত ভয় পাবার কিছু হত না, কিন্তু এ যে সিনেমার লোক।

তা আমি কী করব ! সুখেন্দু যদি তার ঘর ভাড়া দেয় তো আমি কী করতে পারি ?

কী করতে পারো মানে ? তুমি ভাড়া নেবে না।

নেব না ? কেন ?

এটা কি তোমার থাকবার মতো উপযুক্ত জায়গা নাকি ? একটা ছোটো সংসারের একচিলতে বাড়তি একটা ঘর। এ-ঘর কি তোমাকে মানায় ?

কিন্তু বিপদে পড়লে কি আর স্থানবিচার থাকে ? সমুদ্রে পড়লে মানুষে কুটোটাকেও আঁকড়ে ধরে।

কিন্তু তোমার বিপদ কী ?

বা, আমি যে ফ্ল্যাটে থাকি তার বাড়িওলা আমাকে ইজেক্টমেণ্টের নোটিশ দেয়নি ?

রাখো ! নোটিশ দিলেই যেন তুমি পত্রপাঠ বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছ ! যেন কেউ দেয় ! আর সবার মতো তুমিও বাড়িওলাকে কোর্টে পাঠাবে। আর কোর্ট থেকে উচ্ছেদের পাকা ডিক্রি আনতে কম করে হলেও তিন বছর। তাছাড়া যা গ্রাউণ্ড করেছে, ন্যুইসেন্স— গানবাজনা ন্যুইসেন্স কিনা— সে-সম্পর্কেও ঝঞ্চাট আছে।

তবু, যা-ই বলো, মামলা-মোকদ্দমা কি ভালো ? যদি ইতিমধ্যে একটা ভালো বাড়ি পাওয়া যায় !

এই তোমার ভালো বাড়ি ? মন রুখে উঠল : তোমার ঐ দু-ঘরের সাজানো ফ্ল্যাটের চেয়ে এই অন্ধকূপটাকে ভালো বলতে চাও ? তার মানে এ চিলতে ঘরটা পেয়ে তুমি আজই তোমার ফ্ল্যাট ছেড়ে দেবে ? তোমার সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এসে তুলবে এ-ঘরে ? ধরবে ? জায়গা হবে ?

না, তা কেন, ফ্ল্যাট এখুনি ছাড়ব কেন ? দেখা যাক না। ওটাও রইল, এটাও নিলাম। নিয়ে রাখলাম। কখন কী দরকার হয় কেউ বলতে পারে না।

রাখো ! মন আবার ধমক দিল : একটা বাড়ি থাকতে অকারণে আরেকটা বাড়ির কেউ ভাড়া টানে না।

অকারণে ! চঞ্চল ঢোঁক গিলল : একজন বন্ধু অভাবে পড়লে তাকে সাহায্য করতে দোষ কী !

আহা, তুমি যেন কত অভাবমোচনের দায়দায়িত্ব নিয়ে এসেছ সংসারে ! বন্ধু যেন তোমার একজন আর তাদের কারুই কোনো অভাব নেই। তুমিই বা এমন কী দুধে-মধুতে ভেসে যাচ্ছ। তুমি সুখেন্দুর অভাব নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে কেন ? তুমি দেখবে তোমার নিজের

সুবিধে। এ-ঘর ভাড়া নিয়ে তোমার সুবিধে কী ?

তা আছে কিছু সুবিধে।

জানি।

জানো ? কী ?

মন অস্ফুটস্বরে বললে, যমুনা।

তা আমি কী করব ! ওর স্বামী যদি ডেকে আনে !

তুমি বিশ্বাস করো তুমি ওকে নায়িকা করতে পারবে ?

পাগল না আরো কিছু ! ক্রুর চোখে হাসল চঞ্চল : আমার মুরোদ

তবে তখন ঐ মিথ্যে কথাগুলি বললে কেন ? তুমি যা পারবে না জানো, তা বলে কেন অন্যকে বিভ্রান্ত করো ?

বিভ্রান্ত করি কোথায়, আশ্বস্ত করি। একটু মিথ্যে না মেশালে সুখেন্দুর ভবিষ্যৎ রঙিন হয় না। একটু মিথ্যে না মেশালে আমারও একটা সুবর্ণসুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

সুযোগ ? কিসের সুযোগ ?

মন, তোমার কাছে কী লুকোব ? তুমি তো সব বোঝ। সুযোগ মানে জীবনে একটা রঙচঙে অভিজ্ঞতা বাড়াবার সুযোগ। বলো সেটা পেয়ে আমি ছেড়ে দেব ? ঘর ছেড়ে মাঠে একটু এসে দাঁড়াব না হাওয়া খেতে ?

তাই বলে তোমার বন্ধু তার স্ত্রীকে তোমার হাতে বিশ্বাস করে সঁপে দেবে আর তুমি সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা করবে ?

তা আমি কী করব। বন্ধুই তো চাইছে আমি যমুনাকে একটু নষ্ট করি, কুসংস্কারমুক্ত করি আর সেই উদ্দেশে তাকে নিয়ে সিনেমার কারখানায় ঘোরাফেরা করি। আর তুমি তো জানো সিনেমার অরণ্যে দৈহিক শুচিতা একটা সেকেলে কুসংস্কার।

কিন্তু—

আর বিশ্রম্ভালাপ করা সম্ভব হল না। সন্তানদের ঝগড়ার ফয়সালা করে সুখেন্দু চলে এসেছে। 'ক'টা বেজেছে রে?'

প্রশ্নটা কী-রকম যেন বাজল চঞ্চলকে। মনে হল এরই মধ্যে সুখেন্দু বুঝি যমুনার জন্যে উতলা হয়ে উঠেছে। এমনি সর্বক্ষণ ঘর জুড়ে থাকে, উপস্থিতির ভারটা বুঝি সুখেন্দুর অসহ্য লাগে কিন্তু যেই বাইরে বেরিয়েছে, মনে হচ্ছে উপস্থিতির শূন্যতাটাও কম দুর্বহ নয়।

'এই তো গেল, এখুনি ফিরবে কী!' চঞ্চল আশ্বস্ত করতে চাইল।

'দূর, সে-কথা কে ভাবছে?' শুকনো মুখে হেসে উঠল সুখেন্দু।

'বরং একটা ফোন করে ছাখ না, ঠিকমতো পৌঁছেছে কিনা। জেনে নে না কখন ফিরবে?'

'দূর, ফোন করতে গেলেই পয়সা।'

তার মানে, উদ্বিগ্ন হয়েছে, শুধু পয়সা খরচ হবে বলেই উদ্বেগের নিরসন করছে না। আমিই দিচ্ছি পয়সা, এ-কথা রূঢ় শোনাবে ভেবে চঞ্চল তা বললে না, 'কত আর পয়সা! অন্তত ফোন করে এটুকু অনু-রোধ করে রাখ যেন ফের গাড়ি করেই বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়।'

'যদি বাড়িতে ফিরে না আসে তাহলেই বা ক্ষতি কী।' খুব বাহাদুরের মতো সুখেন্দু বললে, 'রাত্রে অন্তত শান্তিতে ঘুমুনো যায়।'

দেখ, কী রকম অমানুষের মতো কথাটা বললে। বন্ধুর সামনে লঘুতা করা যায় বলে একেবারে এতদূর! স্ত্রীকে একেবারে ছাই করে উড়িয়ে দেওয়া!

'যা যা, বাজে বকিসনি। তোর স্ত্রী সারা রাত বাড়ি ফিরবে না, আর তুই শান্তিতে ঘুমুবি?'

'তাছাড়া আর কী করব!' দিব্যি দাঁত দেখিয়ে হাসল সুখেন্দু।

'তোকে ঘুমুতে দেবে কে?' খাড়া হয়ে উঠে বসল চঞ্চল: 'আমি —আমি আছি না?'

'তুই কী করবি?'

'তুই ঘুমুতে পারিস কিন্তু আমি পারি না। আমি তোকে ঠেলে তুলে দেব।'

'তুলে দিবি ? তারপর ?'

'সভ্য মানুষ সাধ্যমতো যা করে তাই করব। তোকে নিয়ে প্রথম যাব তোর প্রভু মুখার্জির কুঠিতে। তুই জিগ্যেস করবি আমার স্ত্রী কোথায় ?'

'মুখার্জি বলবে, বা, উনি তো কখন চলে গিয়েছেন।'

'তুই তখন জবাবদিহি চাইবি, ওঁকে গাড়ি করে সেফ্‌লি পেঁৗছিয়ে দেননি কেন ?'

'মুখার্জি বলবে, গাড়ি দিতে চাইলুম উনি নিলেন না, বললেন, ট্র্যামে-বাসেই যেতে পারব।'

'ইমপসিবল !' চঞ্চল তেরিয়া হয়ে উঠল : 'গাড়ি করে গেল, গাড়ি করে ফিরবে না ? গাড়ি পেলে কেউ তা ছেড়ে দিয়ে ট্র্যামে-বাসে ওঠে ? তুই তখন মুখার্জিকে সন্দেহ করবি।'

'সন্দেহ করব ?' সুখেন্দু প্রায় আঁতকে উঠল : 'কী সন্দেহ করব ?'

'সন্দেহ করবি মুখার্জিই তোর স্ত্রীকে তার বাড়ির মধ্যে আটকে রেখেছে।'

'নিজের স্ত্রীর ভয়েই সে নাজেহাল হয়ে আছে, তার উপরে আবার সে পরের স্ত্রী এনে ঢোকাবে!' পাংশু মুখে ভয়ের ছায়া ফেলল সুখেন্দু।

'বাড়িতে না রাখলে অন্য কোথাও গায়েব করেছে। নইলে এত রাতেও সে ফেরে না কেন ? তুই তখন থানায় যাবি, মুখার্জির বিরুদ্ধে ডায়রি করবি।'

'কী বলে চার্জ করব ?'

'চার্জ করবি, তোর স্ত্রীকে নাটকে রিহার্সেল দেওয়াবে বলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। আসতে দিচ্ছে না।'

'ফুটবল ম্যাচে দাঁড়িয়ে গোল খাওয়া দেখেছিস, এতে একেবারে আমার দাঁড়িয়ে ডিসমিস হওয়া দেখবি।' সুখেন্দু একেবারে বিভীষিকা দেখল।

'বা, তাহলে সে বলুক যমুনা কোথায়?' অসতর্ক মুহূর্তে চঞ্চলের মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল নামটা।

'নিশ্চয়ই মুখার্জি সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেবে। সে প্রমাণ দেখাবে যে যমুনা নিজের ইচ্ছেতেই পরের গাড়ির আশ্রয় না নিয়ে স্বাধীন ভাবে যাবে বলে পাবলিক বাসে এসে উঠেছে—'

'তাহলে তো অ্যাকসিডেন্ট!' চঞ্চল আবার চঞ্চল হল: 'তাহলে তো আমাদের হাসপাতালে গিয়ে খুঁজতে হয়। মধ্যরাতে শেষরাতে কোনো রাতেই বোধহয় হাসপাতালের দরজা বন্ধ থাকে না।'

'কিংবা মুখার্জি এমন প্রমাণ দিতে পারে যে তার গাড়ি গলির মোড়েই যমুনাকে ঠিকঠাক নামিয়ে দিয়েছে। তারপর তার আর কী দায়িত্ব!'

'তাহলে এ গলিটুকু হেঁটে আসতে গিয়েই ভদ্রমহিলা হাওয়া হয়ে গেলেন?'

'হয়তো যমুনা সরাসরি বাড়ি না ফিরে আর কোথাও ঘোরাঘুরি করছিল, কিংবা, কিছুই বলা যায় না, হয়তো এ গলিটুকু পেরিয়ে আসতেই কোনো বিপদের মুখে পড়ে গিয়েছে—'

'বিপদের মুখে মানে গুণ্ডার কবলে? কেউ চলতি মোটরে তুলে নিয়ে পালিয়েছে বলতে চাস? তাহলেও তো ঘুমিয়ে থাকা চলবে না। পুলিশ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'তা একটু বিপদের মুখে পড়ুক না!' স্বাভাবিক ভূমিতে নেমে এল সুখেন্দু: 'তাহলেই তো ও ঠিক-ঠিক অভিনয় করতে পারবে।'

'অভিনয়?'

'হ্যাঁ, কোথাও একটা ক্ল্যাশ, মানে সংঘর্ষ ঘটলেই তো নাটকের

সম্ভাবনা।' সুখেন্দু স্বচ্ছকণ্ঠে বললে, 'ও যদি কোনো বিপদের মুখে পড়ে, ও তবে ওর অভিনয়শক্তিকে আবিষ্কার করতে পারবে আর এই অভিনয়ের শক্তিতেই ও ঠিক বিপদ কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে। তাই তো আমি চাই, ও একটু স্বাধীন পায়ে চলাফেরা করুক, তাতে করে নিজের পথ নিজের চোখে চিনে নিক। নিজের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করুক।'

'আর তোর মুখখানা উজ্জ্বল করে তুলুক।'

'ক্ষতি কী! অন্তত সংসার তো সচ্ছল করতে পারবে। অবস্থা সচ্ছল হলে মুখও উজ্জ্বল।'

পলকহীন চোখে চঞ্চল এক মুহূর্ত দেখল সুখেন্দুকে। কথা বললে না।

সুখেন্দু এবার একেবারে বাস্তবে নেমে এল। জিগ্যেস করলে, 'রাতে খাবি কোথায়?'

'যেখানে খাচ্ছিলাম সেখানে। পুরোনো বাসায়।'

'শুবি কোথায়?'

'সেখানে।'

'যাবি কখন?'

'আগে তোর স্ত্রী নিরাপদে ফিরুন, তার পরে।'

সুখেন্দু ভাবল, মন্দ নয়, নতুন পরিস্থিতিতে যমুনার সঙ্গে যদি তার কোনো সংঘর্ষ ঘটে, চঞ্চলের উপস্থিতিটা কাজে লাগতে পারে।

আর চঞ্চল ভাবতে লাগল যমুনা কতক্ষণে ফিরবে। কতক্ষণে চঞ্চল আবিষ্কার করবে তার নিজের সম্ভাবনা।

॥ আট ॥

ড্রাইভার বেয়ারার সামিল করে দিল আর বেয়ারা নিয়ে গেল নবাঙ্কুরের বসবার ঘরের দরজায়।

'কী বলব বলুন।' বেয়ারা যমুনাকে দাঁড় করিয়ে দিল।

যমুনা ভেবেছিল গতি বুঝি নির্বাধ হবে। নিমন্ত্রণ এত উচ্ছ্বসিত যে তাকে কোথাও ঠেকতে হবে না, বাড়ির দেয়ালগুলোও বুঝি তাকে হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে। কিন্তু নবাঙ্কুরের বসবার ঘরের দরজায়ই সে প্রথম ধাক্কা খেল। গাড়ির হর্ন শুনেও নবাঙ্কুর ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে আসেনি, সে তার অভিজাত নিস্পৃহতায় অনড় হয়ে রয়েছে। নিজের বাড়িতে তার বোধহয় আবেগোচ্ছল হবার নিয়ম নেই। এখানে বোধহয় সব-কিছুতেই অতিমাত্রায় মাত্রা-টানা। স্বরটাকে সাবধানে অস্ফুট করে রাখা।

'ঘরে আর কেউ আছে?' ঘরের লোককে শুনিয়েই জিগ্যেস করল যমুনা।

'না, সাহেব একলা আছেন।' বেয়ারা বললে, 'এই স্লিপে আপনার নাম লিখে দিন—'

যে কণ্ঠস্বরের এত প্রশংসা তাকে অভ্যর্থনা করে নিতে বেরিয়ে এল না নবাঙ্কুর। বেরিয়ে এলে বোধহয় তার নিয়মচ্যুতি হয়। তার সম্ভ্রান্ততায় দাগ পড়ে।

'বলো মিসেস গুহ এসেছেন— থিয়েটারে পার্ট নিতে।' যমুনা একটু উঁচু গলা করেই বললে যাতে ভিতর থেকে অক্লেশে শুনতে পায় নবাঙ্কুর।

তবু নবাঙ্কুর চঞ্চল হল না। বাড়িতে, অফিস-ঘরে বসে চঞ্চল হওয়া তার নিয়ম নয়।

বেয়ারা ঘরে ঢুকে সসম্ভ্রমে বললে, 'মিসেস গুহ—'

'এখানে কী?' বাইরে থেকে যমুনা স্পষ্ট শুনতে পেল নবাঙ্কুর যেন নাম শুনে বিরক্ত হয়েছে। বলছে, 'মেমসাহেবের কাছে নিয়ে যাও।'

আগন্তুকের বক্তব্যটা প্রাঞ্জল করতে চাইল বেয়ারা, যাতে ভুলের না কোনো অবকাশ থাকে। 'বললে, থিয়েটারে পার্ট নিতে এসেছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেমসাহেবের কাছে নিয়ে যাও।' নবাঙ্কুর যেন প্রায় ধমক দিয়ে উঠল।

'আসুন।' বেয়ারা আরেকটা ঘরের দিকে পথ দেখাল যমুনাকে।

যমুনা এক মুহূর্ত আড়ষ্ট হয়ে রইল। ভাবল কী করে। কিন্তু ওদের গাড়িতে এসে ওদের কারু কাছে হাজরে না দিয়ে পায়ে হেঁটে ফিরে যাবে ভাবতে পারল না। দেখি না কী হয়! এসেছি যখন ফিরে তো যেতেই হবে। সে একটা বেশি কথা কী! দেখি না কতদূর কী হয়ে ওঠে!

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বেয়ারা কী বলল, ভিতর থেকে মেমসাহেব অঞ্জলি মুখার্জি বললে, 'এখানে পাঠিয়ে দাও।'

তবু বুঝি বাইরে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে নেওয়া যায় না।

সাহস করে ভিতরে ঢুকল যমুনা।

'আপনার জন্যেই গাড়ি গিয়েছিল?'

সম্মতিতে সুন্দর করে হাসল যমুনা।

যার জন্যে গাড়ি যায় তাকে বুঝি বসতে বলতেও বাধা আছে।

'আপনি বুঝি ক্লার্ক সুখেন্দু গুহের স্ত্রী?'

একঘর লোকের সামনে এমনি করে না বললেও পারত! আপনি বুঝি সুখেন্দুবাবুর স্ত্রী— এইটুকুই যথেষ্ট ছিল। না, ক্লার্ক কথাটা উচ্চারণ করার মধ্যেই তো যত কৃতিত্ব। তা, তার স্বামী দীনহীন ক্লার্ক ছাড়া আর কী। নইলে তার এমন দুর্মতি হয়? স্ত্রীকে থিয়েটার করতে পাঠায়!

আবার সলজ্জ হাসিতে হ্যাঁ করল যমুনা।

'আপনি বুঝি আমাদের থিয়েটারে পার্ট নিতে চান?' অঞ্জলি সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল: 'পারবেন?'

পারবেন! পার্ট নিতে চাই!

বুদ্ধিমতী যমুনা পলকে অনেক দূর বুঝে নিল। নিজে থেকে যেচে পার্ট নিতে এসেছে, প্রথমেই মনে হল এই অপবাদটাকে জোর গলায় খণ্ডন করে, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে নিতেই ভাবল, ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ করে লাভ নেই— অভিনয়ের ব্যাপারে এসেছি, যথাসাধ্য অভিনয়ই করে যাই। যথাসাধ্য বাঁচিয়ে দিই নবাঙ্কুরকে।

'এককালে তো পারতাম!' খালি চেয়ার দেখে নিজের থেকেই বসল যমুনা: 'তখন তো বেশ নাম-টাম ছিল।'

'উনিও যেন কোথায় শুনেছেন এ-কথা। বললেন, অফিস-স্টাফের মধ্যেই যদি লোক পেয়ে যাই তবে ওপেন মার্কেট থেকে রিক্রুট করার দরকার কী। তাই তো উদ্যোগ করে আপনার বাড়ি গাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।'

কৃতজ্ঞতায় ভঙ্গিটাকে নরম করল যমুনা।

'আমাদের সীতাহরণের উপর একটা নাটক প্লে হচ্ছে। আগে নাম সীতাহরণ ছিল, পরে বদলে রাবণ রাখা হয়েছে। কী, ভালো হয়নি?' অঞ্জলি বিজ্ঞ চোখে তাকাল যমুনার দিকে।

ক্ষুদ্রবৃত্তি কেরানির বউ, নামের মহিমা সে কী বুঝবে, এমনি কুণ্ঠিত মুখে হাসল যমুনা।

'আপনি কোন্ পার্টটা নিতে চান?'

'আপনারা যা দেবেন তাই নেব। অবিশ্যি আদৌ যদি উপযুক্ত হই।' বিনয়ের অভিনয় করল যমুনা।

বশ্যতার সুরে আরাম পেল অঞ্জলি। তাই স্বাভাবিক সরল মুখে বললে, 'আমরা সীতাকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছি।'

'কেন, কী হয়েছে?' টান-টান ভুরু করে সুন্দর ঘাড় বাঁকাল যমুনা।

ড্রয়িংরুম এখন রিহার্সাল রুম হয়েছে। অনেকেই জমেছে এখানে অনেক আনন্দের খোঁজে। দলের মধ্যে থেকে একজন বললে, 'তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'রাবণ— রাবণ কে?' যেন কিছুই জানে না এমনি নির্দোষ সারল্যে যমুনা প্রশ্ন করল।

সহসা সে-প্রশ্নের কেউ উত্তর দিল না।

'রাবণের কাছে গিয়ে খোঁজ করলেই তো পাওয়া যায়।' সপ্রতিভ মুখে নিখুঁত অভিনয় করল যমুনা।

সবাই একবাক্যে হেসে উঠল।

একজন উৎসাহিত হয়ে বললে, 'মিস্টার মুখার্জিকে খবর দিন। রিহার্সাল আরম্ভ হোক।'

অঞ্জলি মুখ গম্ভীর করল। সে নাটকের ডিরেক্টর, সে যখন বলবে তখন হবে, যেমন বলবে তেমনি। তার মুখের উপর কারু কথা চলবে না।

'দাঁড়ান, আগে এর বলা-টা দেখি। আচ্ছা, সীতার এই স্ক্রিপট থেকে খানিকটা পড়ুন তো। ধরুন এই স্বগত-টা, অশোকবনে সীতা যেখানে রামের জন্যে পাইন করছে।' অঞ্জলি যমুনার হাতে স্ক্রিপটটা ধরিয়ে দিল।

একবার নিজের মনে জায়গাটা পড়ে নিল যমুনা। তার পরে প্রাণ ঢেলে আবৃত্তি করলে।

সবাই একসঙ্গে চমকে উঠল। অসাধারণ ভালো বলেছে যমুনা। আন্তরিকতার সঙ্গে আবেগ মিশিয়েছে, অথচ এতটুকু গ্রাম্য অসংযম নেই। অথচ উচ্চারণ কী সতেজ! অঞ্জলি যে অঞ্জলি, যার সব-কিছুতেই উঁচু নাক, সেও পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে,

'যাই, ওঁকে খবর দিই।'

আর কাউকে দিয়েও দেওয়া যেত কিন্তু কী ভেবে অঞ্জলি নিজেই গেল।

পাশের মহিলাকে যমুনা জিগ্যেস করলে, 'কাকে ডাকতে গেলেন?'

মহিলা মুখ টিপে হাসল : 'রাবণকে।'

ওদিকে আর ঘেঁসল না যমুনা। জিগ্যেস করলে, 'আপনি কী?'

'আমিই এতদিন সীতা ছিলাম, কিন্তু আপনি এখন রামের জন্যে এমন সুন্দর কাঁদলেন যে আমি হয়তো এখন প্রমীলা হয়ে যাব।'

রামের জন্যে কাঁদলেন! কথাটা হঠাৎ যমুনার বুকের মধ্যে সুদূর একটা ঝংকার তুলল। কার জন্যে কাঁদলাম? কে রাম? সে কি তার অতীত জীবন, অপমৃত বর্তমান, না হতাশ ভবিষ্যৎ? তার জীবনে কান্না কিসের? সে তো শুধু বই-পড়া অভিনয় করছে।

'আপনি কি কোনো অফিসারের স্ত্রী?' সসম্মানে জিগ্যেস করল যমুনা।

'না, আমি বাইরের।'

যমুনা মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল। বুঝল বাজারের না বলে গৌরবে বাইরের বলেছে। ভাব করল গরিব ক্লার্কের বউ হলেও যমুনা নাটক-করে-বেড়ানো মঞ্চঘোরা মহিলার চেয়ে বেশি মানী।

'তোমার গাড়ি-পাঠানো ভুল হয়নি।' নবাঙ্কুরের অফিস-ঘরে সহাস্যে ঢুকল অঞ্জলি, একটু-বা অভিনন্দনের ভাব দেখিয়ে : 'মিসেস গুহ চমৎকার বলেন। বেশ তৈরি গলা —'

'আমি অফিসে প্রথম শুনি কনফিডেনসিয়্যাল ক্লার্কের কাছে। মিস্টার গুহকে ডেকে জিগ্যেস করলে তিনি সমর্থন করেন, কিন্তু বলেন, অনেকদিন আউট অব প্র্যাকটিস, রাজি হবে না।' নিখুঁত সাফাই দিতে বসল নবাঙ্কুর : 'তখন আমি তোমার কথা বললুম। বললুম, তোমার ইচ্ছে ঘরের লোক পেলে বাইরের লোকের দ্বারস্থ হই কেন?

কী বলো, ঠিক বলিনি ?'

'এখন দেখছি ঠিকই বলেছ। বাইরের লোককে আনতে গেলেই তো পয়সা।'

'তাই গুহকে বললুম বাড়ি গিয়ে মিসেসের মত জানতে। গুহ ফোন করে জানাল অনেক বলে-কয়ে স্ত্রীকে রাজি করিয়েছে। এমন অবস্থায় বলা যায় না ট্র্যামে-বাসে নিয়ে আসুন—'

'না, আমি তখন বুঝতে পারিনি।' সুরে অনুতাপ এনে অঞ্জলি দোষ কাটাতে চাইল : 'আমি ভেবেছিলাম ক্লার্কের বউ, তার জন্যে আবার গাড়ি পাঠানো কেন ? কিন্তু, কী আশ্চর্য, মিস্টার গুহ তো এলেন না ?'

'সেই তো আরো কারণ গাড়ি-পাঠানোর। আমাকে ফোনে বললে, আজ তার কোথায় কী কাজ আছে, স্ত্রীর এস্কর্ট হতে পারছে না। তখন আমিই বললাম, এস্কর্টের কী দরকার, আমার গাড়ি গিয়ে নিয়ে আসবে, বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দেবে। কী, ঠিক হয়নি ?'

'হ্যাঁ, দু-দিন দেরি করতে গেলেই ব্যাপারটা জুড়িয়ে যেত।' অঞ্জলি স্বামীর সঙ্গে আর বিরোধ করলে না, প্রায় স্বর মিলিয়ে বললে, 'তা, মিস্টার গুহকে দিয়ে আমাদের কাজ নেই, সে তো কোনো পার্ট নিচ্ছে না।'

'বরং সে উপস্থিত থাকলে মিসেস গুহের স্বাভাবিকতা নষ্ট হত।'

'এখন তবে চলো।'

'ভদ্রমহিলা কেমন দেখতে ?' নিষ্পাপ মুখে জিগ্যেস করলে নবাঙ্কুর।

'মন্দ নয়।' স্ত্রী আর এর বেশি কী বলতে পারে !

'সীতার পার্টে মানাবে তো ?'

'মেরামত করে নিলে কেন মানাবে না ? সমস্তই তো মেক-আপ।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু মেক-আপ— মানে মেরামতের স্কোপ আছে তো ?'

'তা নিজের চোখে দেখবে চলো। ওঠো, আর দেরি কোরো না।'

অঞ্জলি চলে যাচ্ছিল, নবাঙ্কুর ডাকল : 'শোনো, আমার স্ক্রিপটটা উপরে শোবার ঘরের টেবলের উপর আছে, কাউকে পাঠিয়ে আনিয়ে নাও না।'

'কাকে আবার পাঠাব, আমি নিজেই এনে দিচ্ছি।' অঞ্জলি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

তক্ষুনি প্রায় একছুটে রিহার্সাল-রুমে হাজির হল নবাঙ্কুর।

তখন মহড়া আরম্ভ হয়ে গেছে— সীতা ও রাবণ ছাড়া অন্য দৃশ্য। নবাঙ্কুরকে দেখে পাছে ছেদ পড়ে তাই সে ঢোকবার সঙ্গে-সঙ্গেই বলে উঠল : 'চলুক, থামবেন না।' আর সেই গোলমালের মধ্যে নবাঙ্কুর যমুনার ঠিক পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল। অঞ্জলি যখন ঘরে নেই তখন শ্যেনচক্ষে লক্ষ্য করবারও কেউ নেই। তাই এক ফাঁকে তার কানে-কানে বলার মতো করে অস্ফুটে বললে, 'আমি যে আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম সে-কথা এখানে কাউকে বলেননি তো ?'

যমুনা অস্ফুটে উত্তর দিল : 'না।'

পকেট থেকে স্ক্রিপট বের করে তাতে চোখ রেখে নবাঙ্কুর আবার অস্ফুটে বললে, 'বলবেন না।'

এবার উত্তরে যমুনা কোনো শব্দ করল না, অস্ফুটতমও না। এবার শুধু চোখে একটি মৃদু কটাক্ষ করে ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটু হাসল। যার অর্থ, আমি সব বুঝে নিয়েছি, আমার থেকে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই।

বাইরে অঞ্জলির পায়ের শব্দ শুনেই নবাঙ্কুর চেয়ার ছেড়ে উঠে দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অপরাধীর মুখ করে বললে, 'তোমাকে মিছিমিছি উপরে পাঠালাম, স্ক্রিপটটা আমার পকেটেই আছে দেখছি।'

'যাক, আছে তো ? উপরে গিয়ে খুঁজে না পেয়ে ভীষণ ভয় ধরে গিয়েছিল, আবার না কপি করতে হয়।' অঞ্জলি এবার যমুনার দিকে

এগোল, নবাঙ্কুরকে লক্ষ্য করে বললে, 'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। ইনিই সেই মিসেস গুহ, যার কথা শুনেছিলে ভালো অ্যাক্টিং করতে পারেন—'

'ও, আপনি? নমস্কার।' চোখের উপর যাতে চোখ না পড়ে নবাঙ্কুর যমুনার শরীরের অন্য অংশে তাকাল।

'নমস্কার।' যমুনা শিশুর মতো মুখ করলে। চোখকে নিরপেক্ষ রাখল।

'এবার প্রথম দৃশ্য থেকে শুরু হোক।' নবাঙ্কুর উৎসাহিত হয়ে উঠল। অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলে, 'ওঁকে কোন্ পার্টে ঠিক করলে?'

'আগে সীতা-টা তো করুন, দেখা যাক কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

'উনি ঘরের লোক, মন্দোদরীতেও ওঁর আপত্তি থাকা উচিত নয়।' এবার দিব্যি যমুনার মুখে চোখ রেখে হাসতে পারল নবাঙ্কুর।

কিন্তু সীতাতেই দারুণ উৎরে গেল যমুনা। মন্দোদরী বা শূর্পণখার কথা কেউ ভাবতেও পারল না। দৃশ্যটার উপর নীরবে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়, পরে সমস্ত বক্তব্যটা সহজ বুদ্ধিতে আয়ত্ত করে ফেলে। তারপর কী সতেজ উচ্চারণ, কেমন পরিচ্ছন্ন কণ্ঠস্বর। মিনতিতে কেমন নম্র হওয়া, কেমন আবার কাঠিন্যে স্পর্ধিত হয়ে ওঠা। প্রেমে কেমন কমনীয় আর শোকে-বিরহে একেবারে অপরূপ!

নবাঙ্কুরের মনে হল রাবণের পার্ট বদলে রামের পার্ট নিলে কেমন হয়?

আবার ভেবে দেখল রাবণের মধ্যেই তো নাটক। রাম আবার একটা বীর কী! রাবণই তো বীর। রাবণই তো পুরুষ।

রাম-রাবণ যা-ই হোক, সীতা যে যমুনা তাতে আর কারু সন্দেহ নেই। একবাক্যে সকলের মনোনীত হল যমুনা। এমনকি যে এখন প্রমীলা হয়ে যাবে সেই ভদ্রমহিলাও সানন্দে সমর্থন করল।

নবাঙ্কুর ভাবল এতদিন ছিল কোথায় ?

আরো ভাবল, নীরবে যে শুধু শ্রীময়ী, কথায় ও কবিতায় সে শিখাময়ী। যমুনা এখন একবার আয়নায় নিজেকে দেখুক, সে কত সুন্দর হয়ে উঠেছে, কত আলোকিত! এ শুধু সংসারের কথা নয়, বচসা-কলহ নয়, প্রাত্যহিকতা নয়, এ অন্য কথা, নাটকের কথা, বনবাসিনী সীতার কথা। বলতে-কইতে নড়তে-চড়তে যমুনার বেশ ভালোই লাগছে, হাওয়াবদল করে সে আরেকটা অস্তিত্বের ঘরে এসেছে, আরেকটা শব্দস্পর্শের রাজত্বে। আর তাকে যে সকলের ভালো লাগছে এও জীবনে একটা নতুন ভালো-লাগা।

শুধু মহড়া ভেঙে যাবার পর, একফাঁকে একবার প্রমীলাকে জিগ্যেস করলে, 'আপনি কিছু মনে করলেন না তো ?'

'সে কী, আমি কেন মনে করতে যাব!' মেয়েটি হেসে উঠল।

'আপনি সীতা করছিলেন—'

'আমার থেকে আপনি ঢের বেশি ভালো করবেন। তাছাড়া আপনি হচ্ছেন দলের লোক,' একটু বুঝি গলা নামাল মেয়েটি : 'ঘরের লোক। আপনার দাবিই আগে মানা হবে। আমরা বাইরের, আমাদের একটা হলেই হল।'

'সে কী, আপনাকে যদি অশোকবনের চেড়ি করে দেয়, রাজি হবেন ?'

'কেন হব না ? আমার একশো পঁচিশ টাকা পাওয়া নিয়ে কথা।'

'টাকা! আপনি বুঝি টাকা নেন ?' একটা বুঝি ধাক্কা খেল যমুনা।

'হ্যাঁ, ঐ তো আমার প্রফেশন।' দিব্যি অকপটে বললে মেয়েটি, 'যেমন কেউ-কেউ টিউশানি করে চালায়, আমি তেমনি নাটক করে চালাই। নাটক পিছু আমার ফি ঐ একশো পঁচিশ।'

'যদি মাইনর পার্ট দেয় ?'

'পার্টের আবার মাইনর-মেজর কী! পার্ট পার্ট।' মেয়েটি মুখ টিপে

হাসল : 'যা-ই দিক, ঐ আমার ফি। ব্যারাম যা-ই হোক, ডাক্তারকে যখন ডেকেছ তখন তার বাঁধা ভিজিট দিতে হবে বৈকি। পঞ্চাশে শুরু করেছিলাম, এখন একশো পঁচিশে উঠেছি। কেউ-কেউ তো দুশো পর্যন্ত নিচ্ছে। আপনি হলে—'

এ যেন এক নতুন নাটকের অলিখিত দৃশ্যের ছবি আঁকছে মেয়েটি।

'আমি হলে কী!' খুশিভরা মুখে জিগ্যেস করল যমুনা।

'আপনি হলে দুশোরও বেশি।'

'দুশোরও বেশি কেন?'

'আপনার বাচনভঙ্গি অপূর্ব আর আপনার ফিগারটিও সুন্দর।'

'আপনি হাসালেন।' কিন্তু যমুনার মুখে হাসি না ফুটে কেমন একটা আতঙ্ক ফুটে উঠল।

'না, মিথ্যে বলছি না, আপনার চেহারাটি বেশ মিষ্টি। ঠিক হিরোয়িন হবার মতো।'

'শুধু হাসালেন না, অট্টহাস্য করতে বাধ্য করলেন। আমার বয়েস কত জানেন?' প্রায় একটা প্রতিবাদের আওয়াজ তুলল যমুনা: 'আমি দুই সন্তানের মা। বড়ো ছেলেটির বয়েস ন-দশ।'

'তাতে কী? আপনার শরীরে তা লেখা নেই।' মেয়েটি নির্লিপ্ত মুখে বললে,'বয়েস বা মাতৃত্ব কিছুই আপনার লাবণ্যকে মুছে ফেলতে পারেনি। বরং—' নিজেই মেয়েটি কথা ঘোরাল: 'কিন্তু তা বলে লাভ কী! আপনি বড়ো অফিসারের স্ত্রী, শখ করে নিজেদের অফিস-প্লেতে যা পার্ট নিচ্ছেন, কিন্তু যদি বাইরে, এখানে-সেখানে, আপনাকে জীবিকার্জনের জন্যে প্লে করে বেড়াতে হত— রক্ষে করুন,' দুর্বল রেখায় মেয়েটি হাসল: 'সে দুরবস্থাই বা আপনার হবে কেন?'

বড়ো অফিসারের স্ত্রী! নীল শাড়িটা দেখে বোধহয় ভেবেছে। আর তাই বোধহয় স্বভাবদোষে খোসামোদ করছে! কিন্তু মেয়েটি এত

নাটক করেও জানে না নাটকের শেষ কোথায় !

তবু তার কথার সুরে কোথায় যেন এমন একটা কিছু আছে যা নাটক নয়।

'আপনার নামটি কী ভাই ?' যমুনা হঠাৎ খুব কাছে এসে পড়ল।

'আমার নামটাও রাক্ষুসি।' মেয়েটি শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, 'আমার নাম বিভীষণা।'

'বিভীষণা আবার নাম হয় নাকি ?'

'তার মানে বিভীষণের স্ত্রী। সরমা—'

'সরমা কী ?'

'সরমা ভটচাজ।'

'সুন্দর নাম। তার মানে আপনি লজ্জাশীলা।'

'লজ্জাশীলা !' এক ঝলক হাসির শিলাবৃষ্টি করল সরমা : 'তাই তো দেখলেন লক্ষ্মী ছিলাম, রাক্ষসী হলাম।'

'লক্ষ্মী !'

'মানে সীতা ছিলাম প্রমীলা হলাম। সীতাই তো লক্ষ্মী আর প্রমীলা রাক্ষস ইন্দ্রজিতের স্ত্রী।'

'কিন্তু আপনার বিভীষণবাবু তো আর রাক্ষস নন।'

'সে এক ভীষণ কথা।' হঠাৎ গলা নামাল সরমা : 'আমার বিভীষণই নেই।'

'সে কী, তবে—' যমুনা সরমার মাথার দিকে তাকাল।

সরমা বুঝল যমুনা তার সিঁথির সিঁদুরের দিকে লক্ষ্য করছে। এমন মোটা করে দগদগে করে এঁকেছে যে মানুষের নজরে না পড়ে যায় না।

'সে বলব'খন একদিন।' দ্রুত পায়ে আরেক দিকে সরে পড়ল সরমা।

এখন একবার নিরিবিলিতে নবাঙ্কুরকে পাওয়া দরকার। কিন্তু

খোদ কর্তাকে ঘিরে সব সময়েই সাঙ্গোপাঙ্গদের ভিড়।

'আমি এবার যাব।' নম্রকণ্ঠে বললে যমুনা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার জন্যে গাড়ি আছে, ড্রাইভারকে ছুটি দিইনি।' নবাঙ্কুর উঠে পড়ল। বারান্দা পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে এল লনের উপর, বললে, 'কেউ যাবে আপনার সঙ্গে ?'

মন্দ কী, এমনি একটা কোমল ভঙ্গি করে তাকাল যমুনা।

কিন্তু কে যায় ? চারদিক তাকাতে লাগল নবাঙ্কুর। দেখল অঞ্জলি কোথায় ?

'এখন আর ওঁকে বদলি করে দেবেন না তো ?' কথাটা ভীষণ জরুরি তাই উদ্যোগ করে যমুনাই জিগ্যেস করলে।

'বদলি ? কার বদলি ?' নবাঙ্কুর প্রায় আকাশ থেকে পড়ল।

'আমার স্বামীর।'

'সুখেন্দুর ?' যেন আদর ঢেলে নামটা উচ্চারণ করল নবাঙ্কুর: 'কই আমি কিছু জানি না তো !'

'অর্ডার হয়েছে নাকি, চক্রধরপুর বদলি হয়েছেন।'

'সে কোথায় ?' নবাঙ্কুর যেন চোখে আঁধার দেখল : 'আমি কিছু জানলাম না, কোনো অর্ডার সই করলাম না, আর আপনারা বদলি হয়ে গেলেন ?'

উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে অঞ্জলি আকৃষ্ট হল : 'কী ব্যাপার ?'

'ওঁরা নাকি এখান থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছেন।' হতাশের মতো মুখ করল নবাঙ্কুর।

'বদলি করবার মালিক তো তুমি, অর্ডার হয়ে থাকে অর্ডার ক্যান্সেল করে দাও।' অঞ্জলি মালিকেরও মালিক এমনি ভঙ্গি করল।

'অর্ডারই হয়নি তো ক্যান্সেল করব কী !' নবাঙ্কুর আশ্বাসভরা চোখে দেখল যমুনাকে : 'আপনাকে ছাড়লে আমাদের নাটকই তো ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

'নিশ্চয়ই। আপনি ইনডিসপেন্সেবল।' পরিপূর্ণ সায় দিল অঞ্জলি : 'বদলি-টদলি বাজে কথা। নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান। স্ক্রিপট পেয়েছেন তো? পার্টটা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে ফেলুন।'

নিশ্চিন্ত হয়েই গাড়ির দিকে পা বাড়াল যমুনা।

'অনেক রাত হয়ে গেছে, সঙ্গে কেউ গেলে ভালো হত না? স্ত্রীকে একা দেখলে আমাদের সৌজন্যের অভাব বলে না ভাবে!'

'কে যাবে?' আশেপাশে তাকাল অঞ্জলি। কাউকে যেন পেল না মনের মতো। শেষে উদার ভঙ্গিতে বলে উঠল : 'তুমিই যাও না—'

যমুনা সর্বাঙ্গে না-না করে উঠল। বললে, 'না, লোক লাগবে না— গাড়িতে আবার ভয় কী। ড্রাইভারই তো আছে।'

'বেশ, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।' বললে অঞ্জলি।

'মিছিমিছি ব্যস্ত হবেন না। একলা এসেছি একলাই যাব।' শেষ কথাটা বলার মধ্যে যমুনা একটু দার্শনিক ব্যঞ্জনা আনল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই দূরে সরমাকে দেখে উৎসাহে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল : 'ওঁকে, সরমাদিকে ডাকুন। উনিও তো বাড়ি ফিরবেন। ওঁকে আগে নামিয়ে দিয়ে কিংবা আমাকে আগে নামিয়ে দিয়ে '

'না, না, ও গাড়িতে যাবে কী!' যমুনার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নবাঙ্কুর প্রায় ধমকে উঠল : 'ও বাসে যাবে। ও তো লাইনের মেয়ে।'

বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল যমুনা। জিগ্যেস করলে, 'আর আমি?'

'আপনি সার্কেলের।'

অঞ্জলি ব্যাপারটা সহজ করে দিয়ে বললে, 'ও থাকে অনেক দূরে, শহরের আরেক প্রান্তে।'

'দেখুন তো রাত ক'টা হল!' নবাঙ্কুর তাড়া দিল : 'ক'টা!'

হেসে যমুনা বললে, 'আমার কাছে ঘড়ি নেই।'

এই সামান্য জিনিসটাও নেই এমনি একটা হতাশার ভঙ্গি করে নবাঙ্কুর বললে, 'রাত যা-ই হোক, আর দেরি করা ঠিক হবে না, সুখেন্দু

ভাববে।'

'না, বেশি আর কই দেরি হয়েছে।' নিজের হাত-ঘড়ি দেখল অঞ্জলি, বললে, 'দশটা বাজতে দশ মিনিট। একা-একা না ফিরতে পারার মতো এমন কিছু রাত নয়।'

'তার জন্যে নয়। কোনোদিন এমনি বাইরে বেরুনো অভ্যেস নেই কিনা— সুখেন্দু ভাববে!' নবাঙ্কুর সাফাই দিতে চাইল।

কিন্তু কাউকে গাড়ির দরজার কাছে এগুতে দিল না যমুনা। 'আচ্ছা, আসি, নমস্কার।'

'কাল সন্ধেয় আবার আপনার জন্যে গাড়ি যাবে।' অঞ্জলি মনে করিয়ে দিল।

একলাই ফিরে চলল যমুনা।

অদ্ভুত নতুন রকম লাগল তার নিজেকে। যখন এসেছিল তখন ছিল সে বিদ্রোহিণী, আর এখন সে ফিরে যাচ্ছে বিজয়িনীর মতো। আসতে অনেক ভয় ছিল কুণ্ঠা ছিল, এখন ফিরে যাবার সময় শুধু আনন্দ, শুধু গরিমা। হ্যাঁ, সে সুন্দর অভিনয় করতে পারে সেই প্রত্যয়ের গরিমা। কিন্তু কোথায় সে ফিরে যাচ্ছে? তার বাড়িতে? সেখানে তার কে আছে? কিসের আকর্ষণ? সুখেন্দু ভাববে! যমুনার স্বাস্থ্য শান্তি নিরাপত্তা বজায় থাকল কিনা সে-কথা ভাববে, না, তার অন্য ভাবনা? অন্য ভাবনা শুধু নয়, অন্যায় ভাবনা। ঠিকমতো বস্‌কে যমুনা বশ করতে পারল কিনা, পারল কিনা কিছু চাল-কলা আদায় করতে!

কিন্তু এটা কি সত্যিই তার বাড়ি ফেরবার পথ?

কে জানে ড্রাইভার কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছে।

'যেখান থেকে নিয়ে এসেছিলে সেইখানে রেখে আসবে।' সহায়-সম্বলহীনের মতো বললে যমুনা।

সকল যাত্রাই বুঝি তার প্রথম বিন্দুতে ফিরে আসে। যমুনাও

ফিরল। কিন্তু এ কী, এ কি তার পুরোনো পাড়া, পুরোনো গলি— এই গলিটুকু পেরিয়েই কি তার সেই পরিচিত সংসার, তার অনুপ-ঝুমকি? এ তাকে কোথায় এনে ফেলল? এ যে এক অচেনা জায়গা, গা-ছমছম-করা অন্ধকার, কেমন সব চাপা গলার আওয়াজ। হাওয়ায় যেন কোন্ অশরীরী নিশ্বাস!

তবু, গাড়িটা যখন থেমেছে তখন নেমে পড়াটাই সংগত। গাড়ির চেয়ে মাটি বেশি আপনার— বেগের চেয়ে স্থৈর্য— ঝট করে নেমে পড়ল যমুনা।

লম্বা সেলাম দিয়ে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মাটিতে পা রেখে যমুনা উপলব্ধি করল যে ঠিক জায়গাতেই তাকে ছেড়েছে। ঘুরন্ত মাথাটা স্থির হল, চোখের ধাঁধা কাটল, নেমে গেল বুকের ভার। বেগের মধ্য দিয়ে দেখলে দর্শনে ভুল হয়ে যায়, দিশপাশ ঠিক থাকে না। স্থির হয়ে সমতল শান্তিতে দেখাটাই দেখা। কিন্তু স্থির হবার সময় কোথায়? সব সময়েই তো দুর্যোগ, উত্তাল ঢেউ, কোথায় সমতলতা?

তাড়াতাড়ি গলির দিকে পা চালাল যমুনা। না, ঐ তো তার বাড়ি। ঐখানেই তো তার সকলে মজুত আছে। আছে তার প্রতীক্ষায়।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাইরের ঘরে ঢুকতেই প্রবল একটা ধাক্কা খেল যমুনা। সেই লোকটা এখনো মোতায়েন।

'এই তো এসেছে।' চঞ্চলই প্রথমে স্বস্তির সম্ভাষণ করল।

'এত দেরি হল কেন?' তার স্বামিত্ব না ফলিয়ে কিছুতেই থাকতে পারল না সুখেন্দু, মুখ দিয়ে শাসনের সুরটাই প্রথম বেরিয়ে এল।

'এই দেখ!' চঞ্চল আপত্তি করে উঠল : 'তুই ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে দিলি, ফিরেছে যে এই ঢের— তার আবার কৈফিয়ত চাওয়া, ফিরতে দেরি কেন? খুব বাহাদুর!'

সেই ঘরে দাঁড়াল না যমুনা। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে পা ফেলে চলে গেল

পাশের ঘরে, শোবার ঘরে। দেখল মেঝের উপর ঝুমকি ঘুমিয়ে পড়েছে আর দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঢুলছে অনুপ।

এই তার রাত করে বাড়ি ফেরার চেহারা।

'কী, হল কী?' মধ্যবর্তী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল সুখেন্দু।

'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হল। নাটকের খাতায় নাম লিখে দিয়ে এলাম।'

'সত্যি?' আনন্দে ফেটে পড়ল সুখেন্দু। উদ্বেলকণ্ঠে জিগ্যেস করলে, 'কী পার্ট দিল?'

'শূর্পণখা।' এ-ঘর থেকে পরিহাসের সুরে বলে উঠল চঞ্চল।

যমুনা কথা বলল না।

'যতক্ষণ পর্যন্ত নাক-কান কাটা না যাচ্ছে ততক্ষণ তো শূর্পণখা সুন্দরীই ছিল।' বাইরের ঘর থেকে চঞ্চল আবার টিপ্পনী কাটল : 'অন্তত সুন্দরীর ছদ্মবেশ ছিল। পরে যখন—'

ভিতরের ঘর থেকে যমুনা সুখেন্দুকে ডাকল : 'শোনো।'

'তুমি এ-ঘরে এস না।' উলটে সুখেন্দু ডাকল যমুনাকে : 'চঞ্চলের সঙ্গে আলাপ করো। চঞ্চল আমার কত দিনের বন্ধু।'

'তুমি শোনো না।'

অগত্যা ভিতরের ঘরে যেতে হল সুখেন্দুকে।

'তুমি ঐ ভদ্রলোককে বলে দাও আমাদের ভাড়াটের দরকার নেই।'

সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের ঘর থেকে টিপ্পনী ঝাড়ল চঞ্চল : 'বাজে লোক ভদ্রলোক হয় কী করে?'

'তুমি ওকে চলে যেতে বলো।' একেবারে রানীর মতো হুকুম করল যমুনা।

'বা, তা কী করে হয়?' সুখেন্দু দুর্বল কণ্ঠে অনুনয়ের মতো করে বললে, 'ওর ঘর নেই, ক'টা দিন থাকতে চায়—'

'বাজে কথা।' যমুনা ঝলসে উঠল : 'তুমি বলছিলে মুখার্জির থিয়েটারে পার্ট নিচ্ছি না বলেই তোমার যত দুর্গতি। পার্ট নিলেই তোমার আর কোনো অভাব থাকবে না। সে পার্ট আমি নিয়েছি, আর সেটা সীতার পার্ট। তবে আর আমাকে বিড়ম্বিত করতে ভাড়াটে আনা কেন ?'

'বলো কী, সীতার পার্ট !' সুখেন্দু একেবারে আটখানা হয়ে গেল।

'আমি আসতে না আসতেই এই উন্নতি।' বাইরের ঘর থেকে আবার চিপটেন কাটল চঞ্চল : 'সামান্য কেরানির বউ একেবারে জনকনন্দিনী সীতা হয়ে গেল, ঘরের কোণ ছেড়ে স্টেজে ফুটলাইটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল— এটা বিড়ম্বনা ? না এটা সৌভাগ্য ?'

দু-ঘরের মাঝখানে একটা পর্দা পর্যন্ত নেই — যমুনার ইচ্ছে হল, দরজাটাই সজোরে বন্ধ করে দেয়। সেই বন্ধ করার শব্দটাই অনাহূত লোকটার রূঢ়তার প্রত্যুত্তর হয়।

'সেই সৌভাগ্য আমি নিজের জোরে আদায় করেছি, কারু সুপারিশ লাগেনি।' চঞ্চলের উপস্থিতি নিজের অলক্ষ্যেই স্বীকার করে বসল যমুনা। আর সেটা বুঝতে পেরে আরো বেশি ক্রুদ্ধ হল। সুখেন্দুকে লক্ষ্য করে বললে, 'কী, তোমার শর্ত পূরণ করেছি তো ?'

'কিন্তু বদলি— বদলির কী হবে ?'

'বদলি বাজে কথা। ওটা তোমার বানানো।'

'বানানো ?'

'হ্যাঁ, মুখার্জি বলেছে, বদলির কোনো অর্ডারই সে সই করেনি।'

'করেনি কী ! আমি দেখাতে পারি।'

'দরকার নেই দেখিয়ে। যদি অর্ডার হয়েও থাকে, সেটা জাল, আর জাল যদি নাও হয়, মুখার্জি বলেছে, তা রদ হয়ে যাবে। সুতরাং কোনোমতেই তোমার ভাড়াটে আসে না।'

'কিন্তু একটা ইনক্রিমেন্ট তো দরকার।' সুখেন্দু কান চুলকোলো।

'এমন কথা ছিল না যে থিয়েটারে ভর্তি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ইনক্রিমেণ্ট হবে। ওটা শুধু তোমার একটা আশা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সে ভবিষ্যতে দেখা যাবে। সুতরাং আজই এ মুহূর্তে ক্ষতিপূরণের কথা ওঠে না। ক্ষতিই হল না তো পূরণ কী। সুতরাং ভাড়াটেকে চলে যেতে বলো।'

'ভদ্রলোককে চলে যেতে বলো বলুন।' পাশের ঘর থেকে চঞ্চল আবার গোঁজা দিল : 'যদি ভাড়াটে বলেন তাহলে ঘৃণা প্রকাশ করা যায় বটে কিন্তু বিনা কারণে শুধু মুখের নোটিশে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু যদি ভদ্রলোক বলেন ভদ্রলোক সেটা বিবেচনা করে দেখতে পারে।'

চঞ্চল আশা করেছিল এ নাটকীয় মুহূর্তে তাকে লক্ষ্য করেই যমুনা সরাসরি কিছু কঠিন কথা বলে বসবে, এবং সেই উত্তেজনায় দৃপ্ত ভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু আশ্চর্য সংযমে যমুনা নিজেকে স্তব্ধ করে রাখল— বরং অন্য জায়গায় মনোযোগ দিল, তাকাল ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের দিকে। এ তোরা কোথায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিস ? এটা কি তোদের ঘুমুবার জায়গা ?

এ শুধু চঞ্চলকে উপেক্ষা নয়, দস্তুরমতো তিরস্কার। যেন সে দস্যু হয়ে দুটি নিরীহ শিশুকে তাদের বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত করে দিয়েছে।

পরমুহূর্তেই সুখেন্দুর উপর রুখে উঠল যমুনা : 'ওদের পড়াটা আজ মাটি হল, তুমি তাই দাঁড়িয়ে দেখলে ?'

'এই তো মাটির শুরু।' চঞ্চল আবার কথা গুঁজল : 'পড়া মাটি, ঘুম মাটি, রান্না মাটি। এখন এত রাতে ফিরে কতটুকু আর রান্না করা যাবে ? ক্রমে খিদে মাটি, স্বাস্থ্য মাটি। সুখেন্দু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর করবে কী। তার সংসারে যে নাটক ঢুকেছে।' চঞ্চল তক্তপোশ থেকে নেমে দাঁড়াল।

'এ কী, চললি নাকি ?' সুখেন্দু ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, যাই, এ-বাড়িতে আমার ভাত তো আর রান্না হবে না।'

'খেয়ে দেয়ে আবার ফিরবি তো?'

'ফিরলে শোব কোথায়? বিছানা তো আনিনি।' এক পাল্লা বোজানো পাশের ঘরের দিকে তাকাল চঞ্চল : 'কাল সকালে বাক্স-বিছানা নিয়ে আসব— আর ক্যামেরা। যদি বলিস তো আমার ছোট চাকরটাকেও নিয়ে আসতে পারি।'

মনিবই ঠাঁই পায় না, আবার চাকর। চঞ্চল চলে যেতেই যমুনা বেরিয়ে এল বাইরের ঘরে : 'তোমার বন্ধু কাল আবার আসবে নাকি?'

'তাই তো বলে গেল।'

'তুমি মুখের উপর বারণ করে দিলে না কেন?'

'বন্ধু লোক, চক্ষুলজ্জা হল, পারলাম না বলতে। তা তুমিই বারণ করে দিয়ো। দোর বন্ধ করে থেকো। ধাক্কা মারলেও খুলে দিয়ো না।'

চুপ করে গেল যমুনা। ছেলেমেয়ে উঠে পড়েছে, বই-খাতা নিয়ে বসেছে তাদের সাবেক ঘরে। যমুনা ভাবছে, কতক্ষণে কী রান্না করে দেবে ওদের!

রান্নাঘরের দিকে যেতে-যেতে যমুনা আবার ফিরে এল। বললে, 'আমি নাটক করি না-করি তাতে ঐ লোকটার কী মাথাব্যথা! ও কেন মোড়লি করতে আসে?'

তার মানে— সুখেন্দু অনুভব করল— নাটকে হিরোয়িনের পার্ট পেয়ে যমুনা আনন্দিত হয়েছে। দেখছে বা তার জীবনের প্রসুপ্ত কোনো সম্ভাবনার স্বপ্ন!

'ও এসেছে সাহায্য করতে। মানে—'

'সাহায্য করতে, না, সর্বনাশ করতে?'

'তুমি কী যে বলো ঠিক নেই। ওর সাহায্য পেলে তুমি সিনেমায় একটা চান্স পেতে পারো। সেইটেই তো তোমার আসল প্রতিষ্ঠা।'

'আমার যদি গুণ থাকে আমি নিজের জোরে প্রতিষ্ঠিত হব।' যমুনা যেন খুব একটা উদাসীনের মতো বললে না, স্বরে প্রত্যয়ের সুর বাজিয়ে বললে।

'সে তো অনেক দূর পথ।' সুখেন্দু অন্যদিকে মুখ করল।

'দূর পথ তো যাব না, ছেড়ে দেব।'

'মানে অফিস-স্টেজ থেকে ভাড়াটে স্টেজ, ভাড়াটে স্টেজ থেকে পাবলিক স্টেজ, তারপর যদি কোনো ফিল্মওয়ালার নজরে পড়ো।'

'আর তোমার লোকটাকে ধরলে?'

'চঞ্চল হয়তো শর্টকাট।' সুখেন্দু আত্মতৃপ্তের মতো বললে, 'ও চেষ্টা করলে কোনো-একটা ছবিতে হয়তো সহজেই ঢুকিয়ে দিতে পারে।'

'না। ওকে একেবারে কাট্ করে দাও।' যমুনা স্টোভ জ্বালাবার চেষ্টায় লাগল, বললে, 'তোমার শর্ত আমি পালন করেছি। তোমার বাধ্য হয়েছি, পার্ট নিয়েছি। চঞ্চল এখন অবান্তর। ওকে চলে যেতে বলো।'

॥ নয় ॥

কিন্তু পরদিন সকাল সাড়ে-নটায় সুখেন্দু যখন অফিসে বেরুচ্ছে তখন চঞ্চল এসে হাজির। এক হাতে সুটকেস, অন্য হাতে হোল্ড-অল, কাঁধে ক্যামেরা।

'তুই এত আর্লি অফিস যাস ?' চঞ্চল সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাইরের ঘরের তক্তপোশের উপর জিনিসগুলো নামিয়ে রাখল : 'এত ভালো ছেলে !'

'আজ একটু আর্লি যাচ্ছি, বস্-এর খুশি-খুশি মুখটা দেখব বলে।'

'ও হ্যাঁ, সীতা পেয়ে গেছেন, খুশি হবারই কথা।'

'যদি খোস মেজাজে থাকার জন্যে একটা ইনক্রিমেণ্ট দিয়ে বসেন ! বেলা করে গেলে সে-মুখে আরো সব রেখা পড়ে যাবে।'

'একেবারে এত সহজেই হবে না।'

'তবে একটি বিন্দু থেকেই তো সিন্ধু।'

'হ্যাঁ, এককণা বালি থেকেই মরুভূমি।'

'উনি এখানে থাকতে এলেন নাকি ?' যমুনা এখন খানিকটা যেন ইচ্ছে করেই প্রকাশিত হল।

'কী রে, কতক্ষণ থাকবি ?' নিরীহের মতো প্রশ্ন করল সুখেন্দু।

'বেশিক্ষণ নয়, এই একটু গোছগাছ করেই সরে পড়ব।' চঞ্চল তক্তপোশের উপর হোল্ড-অলটা খুলে বিছানা ঠিক করতে লাগল।

'বেশিক্ষণ থাকবে না, খানিক পরে চলে যাবে।' একটা ফাঁকা আশ্বাস দিয়ে বেরিয়ে পড়বার ভঙ্গি করল সুখেন্দু।

'দাঁড়া। একটু দাঁড়িয়ে যা।' পিছন থেকে ডাকল চঞ্চল।

অগত্যা না দাঁড়িয়ে উপায় নেই। 'কেন, কী হল ?'

'আয়, তোদের একটা গ্রুপ ফোটো তুলি। তোর স্ত্রীকে ডাক। অনুপ আর ঝুমকো তো এখানেই আছে।'

সুখেন্দুর ডাকবার আগেই অনুপ আর ঝুমকি তাদের মায়ের উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : 'ভদ্রলোক আমাদের ছবি তুলবেন।'

'এস না।' সুখেন্দুও ডাকল যমুনাকে : 'মন্দ কী! আমাদের একটা ছবি হোক।'

'ছবি? কিসের ছবি?' যমুনা ভিজে হাত আঁচলে মুছতে-মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'আমাদের একটাও গ্রুপ ফোটো নেই।' সুখেন্দু মুখটা কুণ্ঠিত করতে-করতেই হাসল : 'চঞ্চল তুলতে চাইছে— এই সুযোগে আমাদের একটা হয়ে যেত।'

'আমি এই অবস্থায় ছবি তুলব?' সংসারের কাজেকর্মে অগোছালো হয়ে আছে যমুনা বুঝি তারই ইঙ্গিত করতে চাইল। ঐ সিনেমার লোকটার নৈকট্যকে প্রশ্রয় দেবে না, তারই ওজুহাত খুঁজতে গিয়ে নিজের ঐ অগোছালো অবস্থা ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারল না।

কারু অনুমতির অপেক্ষা না করেই চঞ্চল ক্যামেরাটা বাগিয়ে ধরে ভিতরে কয়েক পা অবলীলায় ঢুকে পড়ল। বললে, 'অগোছালো অবস্থাটা গ্রুপের পক্ষে সুটেবল নয়, কিন্তু সিঙ্গলের পক্ষে মার্ভেলাস। যেমনটি আছেন তেমনটি থাকাই ঠিক থাকা।'

চঞ্চল যেন তার গায়ে হাত দিচ্ছে এমনি ক্ষিপ্ত কর্কশ কণ্ঠে যমুনা রুখে উঠল : 'খবরদার! আর এগোবেন না বলছি।'

চঞ্চল এতটুকুও থমকাল না। বললে, 'আপনার এই রাগের পোজটা যদি তুলতে দিতেন! ইউনিক! ইউনিক! যে-কোনো ডিরেক্টর দেখলেই চঞ্চল হয়ে উঠত।'

'আপনি কি ডিরেক্টর?' আবার মুখিয়ে উঠল যমুনা : 'আপনি তো একটা ফোটোগ্রাফার।' কথাটায় যতদূর পারল বিষ ঢালল যমুনা।

কিন্তু চঞ্চল এতটুকুও গায়ে মাখল না। হাসিমুখে বললে, 'আজকের ফোটোগ্রাফারই তো কালকের ডিরেক্টর।'

'তবে যান। ডিরেক্টর হয়ে আসবেন।' বলে নিজেই দ্রুত রান্না-ঘরে ঢুকে দরজাটা ঝনাৎ করে বন্ধ করে দিল।

চঞ্চল জয়ীর মতোই ফিরে এল। যমুনাকে একটা মুখোমুখি সংঘর্ষের মধ্যে নামাতে পেরেছে এই তার জয়।

কিন্তু বন্ধুর অপমানে তার একটু পীড়িত বোধ করা উচিত এমনি ভাবের থেকে সুখেন্দু করুণ-করুণ মুখ করল। বললে, 'আরেক সময় হবে।'

সমস্তই একটা কৌতুকের ব্যাপার এমনি হালকা করে দেখল চঞ্চল। বললে, 'আরো কত সময় হবে। এ তো জানিয়ে-শুনিয়ে ওয়ার্নিং দিয়ে তুলতে গিয়েছিলাম। দু-চারদিন থাকি, নিশ্চয়ই অজান্তে কয়েকটি নম্র মুহূর্ত খুঁজে নিতে পারব।'

চঞ্চল তাহলে চটেনি। খুশিমনেই অফিস গেল সুখেন্দু।

'এস, তোমাদের দু-ভাইবোনের একটা ছবি তুলি। তোমরা আমাকে ভদ্রলোক বলেছ তার পুরস্কার।'

অনুপের গায়ে একটা হাতকাটা গেঞ্জি, সে উৎসাহিত হয়ে বললে, 'আমার শার্টটা পরে আসি।'

'আর আমার ফ্রকটা বদলে আসব?' প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল ঝুমকি।

'না, এই সুন্দর আছে।'

দু-ভাইবোন এক অনাস্বাদিত মমতায় আকৃষ্ট হয়ে পরস্পরের সন্নিহিত হয়ে দাঁড়াল।

অমনি ভিতর থেকে যমুনা গর্জে উঠল: 'অনুপ! কী হচ্ছে ওখানে?'

গর্জনে চঞ্চলের হাতের ক্যামেরাই নড়ে উঠল।

'চলে আয় বলছি। ইস্কুল যেতে হবে না?' আবার ধমক ছুঁড়ল যমুনা।

'ছবি তুলছি মা।' আনন্দের শেষ আশাটা মায়ের দিকে পাঠাল অনুপ।

'না। চলে আয় বলছি।' বজ্রকণ্ঠে যমুনা আবার ধ্বনিত হল।

করুণ চোখে অনুপ একবার তাকাল চঞ্চলের দিকে। চঞ্চল যদি একটু তাড়াতাড়ি করতে পারত এর মধ্যেই হয়তো পারত তুলে ফেলতে। তাছাড়া মায়ের শাসন তো তার উপরে। ভদ্রলোকের উপরে নয়— চলে যেতে-যেতেই নিয়ে নিতে পারত স্ন্যাপটা। কিন্তু মায়ের শাসনে ভদ্রলোকও কম আড়ষ্ট হল না। হঠাৎ থেমে পড়ল।

কিন্তু ঝুমকি এখনো দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের শাসনের খড়্গ তার উপরে উদ্যত হয়নি এই বুঝি তার আশা।

শরীরটাকে একটু বেঁকিয়ে চোখের কোণে হাসি পুরে ঝুমকি বললে, 'আমার একটা সিঙ্গল তুলুন না।'

'ঝুমকি!' দূর থেকে যমুনার তপ্ত কণ্ঠ আবার শোনা গেল।

অনুপ যেমন মার ডাকে ত্রস্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিল ঝুমকি তেমনি গেল না। বললে, 'চট করে তুলে ফেলুন। আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে বার করব। ম্যাগাজিনে বেরুলে মা কিচ্ছু বলবে না।'

চঞ্চলের নড়াচড়ার আগেই যমুনা ঝড়ের মতো ছুটে এসে ঝুমকির হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে বললে, 'চলে আয় বলছি। ছবি তোলবার জন্যে একেবারে পোজ দিয়ে দাঁড়িয়েছে।' পরে এতেও যথেষ্ট হল না ভেবে চঞ্চলের দিকে ফিরে তাকিয়ে ঝাঁজালো গলায় বললে, 'দুটো নিরীহ শিশুকে নষ্ট করে লাভ কী?'

'নষ্ট?' হো-হো করে হেসে উঠল চঞ্চল। বললে, 'দুটো ভাই-বোনের ছবি তুললে বুঝি তদের নষ্ট করা হয়?'

'ছবি তুললে হয় না। কিন্তু কে তুলছে, কী সংস্রবে তুলছে, কী মতলবে, তা বিচার করলে হয়।'

'আপনিই অভিযোক্তা, আপনিই বিচারক! এ বিচার মানতে

পারলাম না। এ বিচার আমি কেন, কেউই মানতে পারবে না।' চঞ্চল ক্যামেরাটা কেসে বন্ধ করল। বললে, 'ছবি তোলা এক নির্মল আনন্দ। একটা চপল মুহূর্তকে অনন্তের পৃষ্ঠায় চিরন্তন করে রাখা।'

'কিন্তু কে ডেকেছে আপনাকে ছবি তুলতে ?'

'ও, হ্যাঁ, সেই কথা বলতে পারেন। না, কেউ ডাকেনি। আমি বিষয়ের আনন্দে নিজেই আকৃষ্ট হয়ে তুলতে গিয়েছি।' চঞ্চল উদাসীন হবার চেষ্টা করল : 'বেশ তো, বারণ করেছেন, তুলব না।'

নিজেকে হঠাৎ নিরস্ত্র বলে অনুভব করল যমুনা। তবে আর কী— এখন তবে চলে যান বা সরে পড়ুন, স্বামীর বন্ধুকে মুখের উপর বলতে পারল না। ভাবল আপনা থেকেই এখন কেটে পড়বে। তাই ভেবে অনুপ আর ঝুমকির স্নানাহারের তদারকিতে প্রবৃত্ত হল।

কিন্তু এরই মধ্যে লক্ষ্য করে দেখল চঞ্চল ঠায় বসে আছে। শুধু বসে আছে না, ধীরে-ধীরে সিগারেট ফুঁকছে।

অনুপ আর ঝুমকিকে খেতে বসিয়ে আবার বাইরের ঘরে চলে এল যমুনা।

'এ কী, আপনি এখনো বসে আছেন ?'

চেয়ারে এতক্ষণে ভঙ্গিটা অনেক শিথিল করে ফেলেছিল চঞ্চল, যমুনাকে দেখে সম্বৃত করবার চেষ্টা করল। বললে, 'বসেই তো আছি শুধু।'

'এখানে আপনার কী কাজ ?'

'না; কাজ কী।'

'তবে যাচ্ছেন না কেন ?'

'আপনার স্বামীই আমাকে বসিয়ে দিয়ে গেছেন।'

'আমার স্বামী তো আফিসে। আপনি সেইখানে গিয়ে তবে বসুন।' যমুনা আরো এক পর্দা কঠিন হল : 'এটা গৃহস্থ বাড়ি।'

'আমিও তো গৃহস্থ। তদুপরি,' হাসল চঞ্চল : 'তদুপরি বন্ধু।'

'কিন্তু গৃহস্থ বাড়িতে এটা আপনার অসময় নয় ?'

'সুসময়ে তো অনেকেই আসে। অসময়ে যে আসে সেই তো আসল বন্ধু।'

'ফিলমের ভাষায় অমন করে কথা বলবেন না বলছি।' যমুনা আবার ঝাঁজিয়ে উঠল।

'আমি ফিলমের সঙ্গে বহুদিন ধরে আছি, তাই ফিলমের ভাষায় কথা বলব সেটা এমন বিচিত্র কী, কিন্তু আপনি যে একদিনের নাটকের রিহার্সেলেই এমন নাটকীয় হবেন তা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু যা-ই বলুন আপনাকে হিরোয়িনের পার্টেই মানায় বটে।'

'আপনার কাছ থেকে আমি প্রশংসা শুনতে চাইনে। আমি শুধু জানতে চাই,' সাহস করে এক পা এগিয়ে এল যমুনা : 'আমি শুধু জানতে চাই আপনি কখন যাবেন ?'

'বা, আমি যাব কেন ?' আকাশ-পড়ার ভাব করল চঞ্চল। বললে, 'আমি এখানে থাকব।'

'সারা দুপুর থাকবেন ?' ভয় পাবে না ভেবেও ভয় পেল যমুনা।

'সারা দুপুর থাকব।' নতুন আরেকটা সিগারেট ধরাল চঞ্চল। বললে, 'আপনি ইচ্ছে করলে চেঁচামেচি করে লোকজন জড়ো করতে পারেন, পুলিশ ডাকাতে পারেন কিন্তু আমি উঠব না। আমার সাক্ষী সুখেন্দু।'

'এই— এই আপনার বন্ধুতা ? আপনার ভদ্রতা ?'

'বাবাঃ, এতক্ষণে আমার সম্পর্কে 'ভদ্র' কথাটা ব্যবহার করলেন!' আরামে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল চঞ্চল : 'তাহলে আপনার মনে এখনো সন্দেহ আছে আমি ভদ্র হলেও হতে পারি, আমি একটা বাজে লোক নই।'

'কিন্তু তার প্রমাণ দিচ্ছেন কই ?'

'সুখেন্দু আফিস থেকে ফিরুক, প্রমাণ নিশ্চয়ই দেব।'

'না, আমি বলছি, আপনি এখুনি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যান—যান বলছি।' যমুনা একেবারে রুদ্রাণীর মূর্তি ধরল।

ঠাণ্ডা মুখে হাসল চঞ্চল। বললে, 'নাটকে পার্ট পেয়েছেন বলেই মিছিমিছি নাটকীয় হবেন না। লাভ নেই। আমি অনধিকার প্রবেশ করিনি।'

'করেননি? আপনার কী অধিকার?'

'এমন অধিকার যার বলে আমি আপনাকে এ-ঘর থেকে চলে যেতে বলতে পারি।'

'আপনি আমাকেই আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে বলবেন?'

'বাড়ি থেকে চলে যেতে বলব না কিন্তু এ-ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলব। কেননা এ-ঘর আর আপনার বাড়ির মধ্যে নয়।'

'বাড়ির মধ্যে ঘর নয়? আপনি কি নেশা করেছেন?'

'নেশা তো আমি দিনের বেলায় করি না, রাত্তিরে করি। না, না, আমি শাদা চোখেই বলছি। আপনার বাড়ি আমার এ-ঘরের বাইরে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'অথচ বোঝা খুব কঠিন নয়। আপনার স্বামী যিনি এ-বাড়ির ভাড়াটে, তিনি দয়া করে এ-ঘরটা আমাকে ফের ভাড়া দিয়েছেন। এই দেখুন তার রসিদ।' পকেট থেকে রসিদ বার করে যমুনার দিকে বাড়িয়ে ধরল চঞ্চল: 'এর পরে আপনার আর কিছু বলবার থাকতে পারে না। বলুন, পারে? ভাড়াটে বসিয়ে তাকে মুখের কথায় চলে যান বলে উচ্ছেদ করা যায় না। ভাড়া একবার নিয়েছেন কি মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

'তার মানে আপনি আমাদের সংসার নষ্ট করতে এসেছেন?'

'আপনার স্বামী একাই নষ্ট করতে পারবে, আমার হাত লাগাতে হবে না।'

হঠাৎ যেন চারদিকে অসহায় অন্ধকার দেখল যমুনা। কিন্তু কাঁদতে,

চেঁচাতে বা বচসা করতে আর জোর পেল না। নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেল। ধীর হল, দৃঢ় হল। এ বিপরীত শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে ব্যক্তিত্বের অন্য কক্ষ থেকে অস্ত্র আহরণে মন দিল।

রিকশা এসে গিয়েছে, অনুপ আর ঝুমকি ইস্কুলে যাবার জন্যে তৈরি, হঠাৎ যমুনা বলে বসল : 'তোমরা আজ ইস্কুল যাবে না।'

দুই ভাইবোন একসঙ্গে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কেন, স্কুল যাব না কেন ?' অনুপ আগাপাশতলা কিছু বুঝে উঠতে পারল না।

'আমি বলছি যাবে না, যাবে না। এর উপর আবার কথা কী ?' শান্ত অথচ অমানুষিক নির্মম শোনাল যমুনাকে।

'দাদা থাক, আমি যাই।' ঝুমকি কাঁদ-কাঁদ মুখ করল।

'না। রিকশাওয়ালার সঙ্গে তুমি একা-একা যেতে পারবে না।'

এ নিয়ে অনুপ আর ঝুমকি আরো কিছু প্রতিবাদ করতে চাইছিল, যমুনা ওদের সম্পূর্ণ নিরস্ত করার জন্যে সিঁড়ির কাছে রাস্তায় দাঁড়ানো রিকশার উদ্দেশে বললে, 'তুমি চলে যাও। ওরা আজ যাবে না ইস্কুলে।'

ঘণ্টা বাজিয়ে চলে গেল রিকশা।

চঞ্চলের মনে হল এ ব্যবস্থার সঙ্গে কোনোভাবে সে বুঝি জড়িয়ে আছে, তাই সে ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করলে, 'এটা আপনি কী করলেন ? ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে দিলেন না ?'

'ওরা স্কুলে চলে গেলে ফাঁকা বাড়িতে একজন আগন্তুকের সঙ্গে আমি একা থাকব এটা কি সংগত হত ?' বিদ্যুৎবাহিনী দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকাল না যমুনা, চোখ নামিয়ে রাখল, তার কণ্ঠস্বরে একটু বুঝি বা বেদনার স্পর্শ।

'মোটেই সংগত হত না।' চঞ্চল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল : 'সে-কথা আমাকে বললেন না কেন ? আমি আগেই চলে যেতাম।'

'আপনার তো যাবার কোনো উদ্যোগই দেখছিলাম না।' কণ্ঠস্বরের

বেদনার রেখাটা যমুনা বুঝি এবার অভিমানের তুলিতে মোটা করে তুলল : 'আপনি তো বসে-বসে শুধু অধিকারের গিঁট পাকাচ্ছিলেন।'

'ছি ছি ছি, আমার জন্যে ওদের স্কুল যাওয়া হবে না?' রাস্তার দিকের জানলার কাছে সরে এল চঞ্চল : 'রিকশাওয়ালা গেল কোথায়? তাকে ডাকি।'

অনুপ বিমর্ষ মুখে বললে, 'অন্য সোয়ারি নিয়ে চলে গিয়েছে।'

'তা যাক। চলো, তোমাদের দু-ভাইবোনকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমাদের এক স্কুল?'

'না। আলাদা।' অনুপ স্কুল দুটোর নাম করলে।

'বেশি দূর নয়। চলো আমি নিয়ে যাচ্ছি। স্কুল কামাই করবে এ হতেই পারে না।'

'ওটা আমাদের পুরোনো রিকশা কিনা, রাস্তা-টাস্তা সব চিনত।' অনুপ বর্তমান পরিস্থিতিটা তার বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে চাইল : 'নতুন রিকশাকে ডিরেকশান দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এক রিকশায় তো তিনজন বসা যাবে না।'

'না, না, তোমাদের ট্যাক্সি করে নিয়ে যাব।'

'ট্যাক্সি! কী মজা!' ঝুমকি নেচে উঠল।

'না, আপনাকে ওদের নিয়ে যেতে হবে না।' যমুনা কঠিন হল বটে কিন্তু যেন অভিমানের ভূমিতেই কঠিন হল।

'কেন, আমার নিয়ে যেতে বাধা কী?' সমতলে দাঁড়াবার জন্যে চঞ্চলকেও বুঝি এই অভিমানের ভূমিই আশ্রয় করতে হল : 'আমি কি ঐ রিকশাওয়ালার চেয়েও কম বিশ্বাস্য? আমি কি আমার বন্ধুর ছেলেমেয়েদের ঠিক-ঠিক স্কুলে পৌঁছে দিতাম না বলতে চান?'

'কী বলতে চাই তা জেনে আর এখন লাভ কী। ওদের স্কুলে যাওয়া তো আজ বন্ধ করে দিলাম।'

'তাহলে সংসার কে নষ্ট করছে? আমি নই, সুখেন্দু নয়—আপনি।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ, আপনি। সংসার বলতে আপনি নন, সুখেন্দু নয়, সংসার বলতে ঐ দুটো ছেলেমেয়ে। টবে-পোরা দুটো কচি চারাগাছ। ওদেরই জল দিয়ে রোদ দিয়ে ছায়া দিয়ে পুষ্পিত ও সফল করে তোলাই এখন সংসার। আর আপনি কিনা এখনই ওদের জল-হাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন ?'

'আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'আমি আপনার বলে ভাবছি না, দেশের দুটি ছেলেমেয়ের কথা ভাবছি। একটা নাটক সংসারে ঢুকে পড়ে ওদের বৃদ্ধির পথ বন্ধ করে দিচ্ছে, কত বড়ো যে ক্ষতি করছেন আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না।'

'কিন্তু এ সংসারে নাটক ঢোকাল কে ? আপনারাই তো ঢুকিয়েছেন।'

'আমি ঢোকাইনি, আপনার স্বামী ঢুকিয়েছেন।'

'আর আপনি নাটকের লোক বলে আপনাকেও ঢুকিয়েছেন। নইলে সত্যি-সত্যি ঘর ভাড়া দেবার দরকার হলে নিশ্চয়ই অন্যরকম লোক জুটত।'

সে যে কী-রকম ভদ্র ও তৃণবৎ বিনীত হত সেই তর্কে গেল না চঞ্চল। বললে, 'কিন্তু নাটক ঢুকেছে বলে আপনি এমন নাটকীয় হবেন তার কী মানে আছে ? এমন নাটকীয় যে ছেলেমেয়ের লেখাপড়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে চাচ্ছেন ?'

যমুনা আবার কঠোর হল : 'ভাড়াটে আছেন ভাড়াটের মতো থাকুন।'

'তাও বা থাকতে দিচ্ছেন কই ? যদি ভাড়াটের মতো থাকতে পারতাম, তাহলে তো এ-ঘরটা সম্পূর্ণ ই আমার এক্তিয়ারে থাকত। তাহলে তো আপনি আমারই ঘরে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারতেন না। শুনুন, আপনি জানেন, আমি ভাড়াটে হয়েও ভাড়াটে নই, নাটকের হয়েও নাটকের নই। আমি আপনার হিতৈষী—'

'রাখুন। অনেকেই অমন হিতৈষী সেজে এসে সর্বনাশ করে।'

'করে না এমন কথা বলব না। কিন্তু হিতৈষী না সেজেও কেউ-কেউ অহেতুক হিত অন্তত আকাঙ্ক্ষা করে— এমন লোকও কি খুব দুর্লভ? দিন, ঝুমকি আর অনুপকে দিন আমার সঙ্গে, ওদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'মানে পৌঁছে দিয়েই তো আবার ফিরে আসবেন এখানে?' যমুনার কুটিল চোখের কোণে একটু বিদ্রূপের হাসি ঝিলিক দিল: 'মানে নির্জন দুপুরের একলা বাড়িতে?'

'ও, তাও তো ঠিক।' চঞ্চল সরবে চিন্তা করল, পরমুহূর্তেই উদ্বেল হয়ে বললে, 'আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, আমি ফিরে আসব না। ওদের স্কুলে পৌঁছে দিয়েই আমি অন্যদিকে চলে যাব।'

'কিন্তু ওরা যে ঠিকমতো স্কুলে পৌঁচেছে তা আমি বুঝব কী করে?' যমুনা ছায়াচ্ছন্ন মুখে বললে, 'সমস্ত দিন আমি উদ্বেগে কাটাই।'

'সেও একটা কথা বটে। বেশ, আমি ফিরতি পথে আপনাকে জানিয়ে দিয়ে যাব।'

'কী করে? তার মানে আবার সেই একলা বাড়িতে এসেই ঢুকবেন।'

'কী আশ্চর্য! আপনি ঢুকতে দেবেন কেন? আপনি দরজা খুলবেন না। আমি বন্ধ দরজার ওপার থেকেই চেঁচিয়ে বলব, ওদের পৌঁছে দিয়েছি।'

'বিশ্বাস কী। হয়তো দমাদ্দম দরজায় ঘা মারতে শুরু করলেন।'

'সে তো যে-কোনোদিন দুপুরে যে-কোনো লোক এসে করতে পারে। সেসব চোর-ডাকাতকে আপনি সামলাতেন কী করে?'

'ভাড়াটের চেয়ে চোর-ডাকাত ভালো।'

দিব্যি হেসে ফেলল চঞ্চল। প্রাণখোলা হাসি। কিন্তু সেই হাসিও ঐ পাষাণ ব্যক্তিত্বে কোমল একটা রেখা ফোটাতে পারল না।

নিজের কথাটার ব্যাখ্যা করল যমুনা। বললে, 'চোর-ডাকাত

কোনো অধিকারের প্রশ্ন তোলে না, যে-কোনো অস্ত্র হাতে নিয়ে তাদের মুখোমুখি হওয়া যায়, কিন্তু ভাড়াটে অধিকারের কথা তোলে, অধিকারের মধ্যে থেকে উপদ্রব চালায়।'

'এর ব্যতিক্রম দেখেননি বুঝি ?'

'না।'

'চোর-ডাকাত কখনো-কখনো সাধু হয়ে যায় শুনেছেন কিন্তু ভাড়াটে কখনো বন্ধু হতে পারে শোনেননি বোধহয়।'

'এই তো তার নমুনা। আমার ছেলেমেয়েদের আজ ইস্কুল যাওয়া হল না।' বলে হঠাৎ এক পশলা কান্নার হাওয়ার মতো যমুনা উড়ে চলে গেল ভিতরে।

কে জানে এখন হয়তো সেই সনাতনী নারীর ভূমিকায় অশ্রুস্নাত বিলাপ করতে বসবে। কান্না এসে গেলে আর নাটক কই ?

চঞ্চল আরো কতক্ষণ বসে রইল। অনুপ আর ঝুমকির সঙ্গে বসে স্বাভাবিক সারল্যে গল্প করতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কী, ওরা ভাইবোন চঞ্চলের বিরুদ্ধে কোনো নালিশের কারণ খুঁজে পেল না, ছবি তুলতে চেয়েছিল, ট্যাক্সি করে স্কুলে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল—এসব তো এমন কিছু মন্দের ছিল না, কিন্তু মা যে কেন অমন রাগ করছে তা তাদের বুদ্ধির বাইরে।

বসে-বসে একটা সিগারেট শেষ করল চঞ্চল। ভেবেছিল ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে নষ্ট করে দিচ্ছে এই অপবাদে আবার ফণা তুলে আক্রমণ করতে আসবে, নয়তো ছেলেমেয়েদের ক্রুর কণ্ঠে ডেকে নিয়ে যাবে নিজের কাছে। ভিতরের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে পুত্র-কন্যাসহ বিপন্মুক্ত হবে। কিন্তু না, শোক বা বিষাদ, বিলাপ বা রোদনের পর আর কোনো নাটক নেই।

চঞ্চল উঠে পড়ল। অনুপকে লক্ষ্য করে বললে, 'আমি এবার উঠি। দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

অনুপ এগিয়ে দিতে এসে প্রশ্ন করলে, 'আপনার বাক্স-বিছানা নিয়ে যাবেন না ?'

'পরে নিয়ে যাব।'

তাহলে বুঝি আশা আছে ঝুমকির। সে হাসিমুখে বললে, 'সেদিন ছবি তুলবেন।'

তিন দিন আর ওমুখো হল না চঞ্চল।

চতুর্থ দিন সন্ধের সময়, কী খেয়াল হল, হঠাৎ সুখেন্দুর বাড়িতে এসে উঁকি মারল। জানত এ-সময়টায় যমুনা বাড়ি নেই, রিহার্সেলে গেছে। তাই গেলে শান্তিতে কতক্ষণ বসে আসতে পারবে। অন্তত অনুপ আর ঝুমকির সঙ্গে পারবে একটু ভাব জমাতে।

'এই যে!' সুখেন্দু লাফিয়ে উঠল : 'এতদিন ছিলি কোথায়?'

'আমার আগের ফ্ল্যাটেই ছিলাম। কই, একদিনও তো গেলি না খোঁজ করতে!'

'আমি ভাবলাম বুঝি কোনো শুটিংএ বাইরে গেছিস। কাজ শেষ হলেই ফিরে আসবি। এখানেই যদি ছিলি তো আসিসনি কেন?'

'আসব কী! তোর বউ যে টিঁকতে দিল না।'

সেসব কথা সুখেন্দুকে আর বিস্তৃত করে বলতে হবে না। যমুনাই সে মহাভারত পর্বে-পর্বে বিবৃত করেছে। শেষকালে বলেছে, যদি ঐ লোকটাকে ফের বাড়িতে ঢোকাও আমি মিস্টার মুখার্জির কাছে প্রতিকার চাইব।

এ ব্যাপারে নবাঙ্কুরের কিছু করবার নেই, থাকতে পারে না, করবেও না সে কিছু, আর যে লোককে ভাড়াটে করে একবার ঢোকানো হয়েছে, তাকে দ্বিতীয়বার ঢোকানোর কথা ওঠে কী করে?

কথাটার মধ্যে থেকে এইটেই স্পষ্ট হল যে নবাঙ্কুর সম্পর্কে যমুনা কিছুটা নিঃসংশয় হতে পেরেছে। সেটাই আশাপ্রদ।

'টিঁকতে দিল না, তা তুই ল্যাজ গুটোলি কেন? তুই ভাড়া দিয়েছিস তার রসিদ তোর পকেটে। তুই তোর অধিকারে কেন অটল থাকলি নে?'

'যা যা, এরকম কখনো ভাড়া হয়? সত্যিই তো ও সারা দুপুর

একলা বাড়িতে একটা অনাত্মীয় ভাড়াটের সঙ্গে থাকে কী করে, যেখানে ভাড়াটের ঘর দিয়েই ওঠা-নামার সিঁড়ি ? তোর স্ত্রী তো কিছু অন্যায্য বলেনি।'

'তাহলে তুই কী করবি ?' চঞ্চলের মতি-গতিতে একটু বুঝি অবাক হল সুখেন্দু।

'কী আর করব ! ভাড়া নিয়েছি মাস-মাস ভাড়া দিয়ে যাব। তুই বাইরের এই ঘরটাতে একটা কাঠের পার্টিশন দিয়ে দিবি, ও-পাশটাতে আমি থাকব আর এ-পাশটাতে অনুপ-ঝুমকি পড়বে। ওদের জন্যেই সংসার আর ওদেরই কিনা পড়া হচ্ছে না, স্কুলে যাওয়া বন্ধ !'

'কাঠের পার্টিশনে তো খরচ !'

'সে খরচ আমি দেব। সে টাকাটা মাস-মাস ভাড়ার থেকে না-হয় কাটা যাবে। সত্যিই তো, একটা কম্প্যাক্ট ইউনিট না হলে দারুণ অসুবিধে। যমুনা কিছু অন্যায্য বলেনি।'

'কিন্তু তোর তো সিঁড়ি ধরতে অনুপ-ঝুমকির পড়ার ঘরের মধ্য দিয়েই যেতে হবে।' সুখেন্দু ব্যবস্থার খুঁত ধরতে চাইল।

'তা হোক। যখন বেরুবার হবে তখন। সে তো কখনো-সখনো। তখন না-হয় বেরুবার আগে চেঁচিয়ে বলব, আমি এখন বেরুচ্ছি, তখন অনুপ-ঝুমকির মা কাছাকাছি থাকলে সরে যাবেন। অসুবিধে হবে না। আমার সামনে যে কাঠের দেয়ালের একটা বাধা থাকবে সেইটেই ওঁকে স্বস্তি দেবে। আমার এই খোলা ঘরের মধ্যে থাকার অর্থই ওঁকে একটা খোলা মাঠের রোদের মধ্যে রাখা।'

এ যেন চঞ্চলের আরেক রকম ভঙ্গি। সুখেন্দুর কাছে নতুন লাগল।

খানিকটা ভেবে নিয়ে সুখেন্দু প্রশ্ন করলে, 'যদি কখনো বাইরে থেকে ফিরে দরজা বন্ধ পাস তখন কী হবে ?'

চঞ্চল নির্লিপ্তের মতো বললে, 'কী আর হবে ! তোর স্ত্রী জিগ্যেস করবে, কে ? আমি উত্তর দেব, আমি। যদি স্বর শুনে ঠাহর করতে না

পারে, বলব, আমি চঞ্চল। অভিরুচি হয়, দরজা খুলে দেবে, আমি আমার কোটরে গিয়ে প্রবেশ করব। যদি অভিরুচি না হয়, খুলে দেবে না, আমি ফিরে যাব। সেটা একটা বিশেষ সমস্যাই নয়।'

'কিন্তু বাথরুম? বাথরুম কী হবে?' চঞ্চলের সংশোধনী প্রস্তাবটাকে আঘাত করা যাচ্ছে ভেবে সুখেন্দু উৎসাহিত হল: 'বাথ-রুম তো পার্টিশন করা যাবে না।'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি। তাই আমি ঠিক করেছি যতক্ষণ তুই বাড়িতে থাকবি ততক্ষণের জন্যেই আমি ভাড়াটে হব।' মুহূর্তে মন স্থির করে ফেলল চঞ্চল।

'তার মানে?'

'ধর, রাত্রে আমি ঢুকলাম যখন কিনা তুই বাড়িতে উপস্থিত, আমার ঘরে ঘুমিয়ে রাত কাটালাম, তারপর সকালে তুই যখন আপিসে গেলি তোর সঙ্গে-সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। যতক্ষণ তুই নেই ততক্ষণ আমিও নেই। আর যতক্ষণ আমার থাকা ততক্ষণ তোরই ছত্রতলে। ততক্ষণ তুইই আমার গাইড, আমার এস্কর্ট। তবে আর সমস্যা কী!'

'কিন্তু রোববার বা ছুটির দিন, দুপুরে যদি আমি বাড়ি থাকি?'

'আমি তখন তোর ছায়া হয়ে এখানে থাকতেও পারি, নাও থাকতে পারি, সেটা আমার অপ্‌শান। মোটকথা যখন তুই বাড়িতে নেই তখন আমি আমার উপস্থিতি দিয়ে যমুনাকে বিড়ম্বিত করব না।'

'তাহলে তো পার্টিশান করারও দরকার নেই।'

'না, তার দরকার আছে। আমার একটা কোটর দরকার। সব সময়ে তোর সান্নিধ্য আমার ভালো নাও লাগতে পারে। আমার মন চাইতে পারে নির্জনতা। তাছাড়া ও-কোটরে আমি না থাকি আমার সখা থাকতে পারবে।'

'সখা?' সুখেন্দু চমকে উঠল: 'সে আবার কে?'

'আমার ছোকরা চাকর।' স্নিগ্ধমুখে হাসল চঞ্চল: 'আমি চাকরকে

চাকর বলি না, সখা বলি।'

'নাম কী?'

'নাম সুবল।'

'সুবল ডাকলেই হয়।'

'সেই অর্থেও সে সখা। তাছাড়া ও আমার সত্যিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট। চণ্ডীপাঠ থেকে জুতোসেলাই সব কাজে ওস্তাদ। সবচেয়ে বড় কথা, রাঁধতে পারে, লিখতে-পড়তে পারে, এমনকি ছবি তুলতে পারে। আরো একটা খুব বড়ো জিনিস পারে।'

কৌতূহলী হল সুখেন্দু : 'কী, টানতে?'

'মোটেই না। ঘুমুতে।' সশব্দে হেসে উঠল চঞ্চল : 'বয়সে নবীন কিন্তু ঘুম সেই পুরাতন ভৃত্যের মতো।' ছবি তোলার কথা হতেই অনুপ-ঝুমকিকে মনে পড়ে গেল : 'তোর ছেলেমেয়েরা কোথায়? একেবারে এত নিঝুম কেন?'

নির্বিবাদে শোবার ঘরটায় ঢুকে পড়ল চঞ্চল। দেখল অনুপ চোখের উপর একটা বালিশ চাপা দিয়ে শুয়ে আছে আর ঝুমকি শুয়ে আছে বইকে মাথার বালিশ করে।

'কী ব্যাপার?'

ব্যাপারটা সহজেই বুঝিয়ে দিল সুখেন্দু। অনুপের চোখে ব্যথা, আলো সহ্য করতে পারছে না, তাই ওরকম করে শুয়ে আছে। আর ঝুমকির পেটে খিদে, মায়ের বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে নিদ্রায় ঢলে পড়েছে।

কার দিকে আগে মনোযোগ দেবে একটু দ্বিধা করল চঞ্চল। জিগ্যেস করল, 'ছেলেটাকে ডাক্তার দেখাসনে?'

'সময় কোথায়?'

'সময় কোথায়! এখন এটা কী? এই সন্ধেটা? ও!' পরিস্থিতিটা চট করে বুঝে নিল চঞ্চল : 'এখন ছেলেটাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে

গেলে মেয়েটাকে দেখে কে ? ওদের মাকে তো নাটক করতে পাঠিয়েছিস। শোন, চোখ নিয়ে তাচ্ছিল্য করা ঠিক নয়, আমি অনুপকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। আমার চেনা খুব ভালো ডাক্তার আছে, বেশ যত্ন করে দেখে ব্যবস্থা করবে। রাত বেশি হয়নি, ডাক্তারের ক্লিনিক এখনো খোলা আছে, যদি অনুমতি করিস তো দেখিয়ে আনি।'

বালিশের তলা থেকে কান দুটোকে আলগা করল অনুপ।

সুখেন্দু ঠাণ্ডা জল ছুঁড়তে চাইল। বললে, 'সারিডন খেয়েছে, সেরে যাবে। এত ব্যস্ত হবার মতো কিছু নয়।'

'ব্যস্ত হবার মতো কিছু নয়!' অভিমানে ফুঁপিয়ে উঠল অনুপ : 'ক্লাসে বোর্ডের লেখা কিছু পড়তে পারি না, কত দিন থেকে বলছি।'

'তবে ওঠো,' চঞ্চল ডাক দিল : 'আমার সঙ্গে চলো, তোমাকে ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে আসি। কী রে,' সুখেন্দুকে লক্ষ্য করল : 'আমার সঙ্গে ছেলেকে যেতে দিবি তো ? না কি, তোদের সেই বিশ্বাস্য রিকশাওয়ালাকে ডেকে নেব ?'

'সেই রিকশাওয়ালা এখন কোথায়!' হাসিমুখে উঠে বসল অনুপ।

'যা তোর কাকাবাবুর সঙ্গে !' সুখেন্দু অপ্রতিরোধে অনুমতি দিল : 'মন্দ কী, ডাক্তার দেখানো হয় না, এইবার যদি সুযোগ হল, দেখিয়ে আয়।'

'যদি চশমা নিতে বলে ?' অনুপের স্বরে কুণ্ঠা ফুটে উঠল।

'নিতে হবে।' নিরুপায়ের মতো বললে সুখেন্দু।

'দরকার হলে নিশ্চয়ই নিতে হবে। আর বেশ স্মার্ট ফ্রেম। যাতে মুখখানা আরো বেশি বুদ্ধিমন্ত দেখায় !' চঞ্চল অনুপের মুখটা আদর করে নেড়ে দিল।

'না, ছেলেবয়সে বাবুগিরি ভালো নয়।' সুখেন্দু মুখ গম্ভীর করতে চাইল : 'অর্ডিনারি সস্তা চশমাই সুন্দর।'

'মোটেই সুন্দর নয়, নিতান্তই হতচ্ছাড়া। সে আমি বুঝব কোন্‌টা

ভালো হবে।' চঞ্চল সুখেন্দুর দিকে তাকাল : 'তোর আয় তো আমি বাড়িয়ে দিয়েছি, তার থেকে ছেলের একটা ভালো চশমা হবে না? যদি অবিশ্যি ডাক্তার তাই বলে।'

'তার উপর তো ডাক্তারের ফি আছে।'

'সে আমি ম্যানেজ করব।'

'ডাক্তার দেখালেই আবার ওষুধ প্রেসক্রাইব করবে। আবার ওষুধের খরচ।'

'ধন্যি বাপ তুই।' চঞ্চল ধমক দিয়ে উঠল : 'যা, তোকে কিছুই দিতে হবে না। সমস্ত খরচ আমি দেব। মনে করব অনুপ আমার ছেলে।'

অনুপ লাজুক-লাজুক মুখ করল। সুখেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল খুশি-খুশি ভাব। ভাবল মার ফেরবার আগেই বেরিয়ে পড়া ঠিক হবে। ইতিমধ্যে মা এসে পড়লে সমস্ত বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

কিন্তু বেরুবার আগে চঞ্চলের ইচ্ছে হল ঝুমকির খবর করে।

'ওর মা এলে রান্না হবে?' হাতের ঘড়ি দেখল চঞ্চল : 'কখন ফিরবে কিছু বলে গেছে?'

'বলে গেছে ফিরতে কিছু দেরি হতে পারে।'

'দেরি হতে পারে!' সুখেন্দুর নির্লিপ্ততায় আরো বেশি অবাক হল চঞ্চল : 'কেন, আজ ফুল-রিহার্সাল?'

'কে জানে কী! বলে গেল, আজ রিহার্সালের শেষে মিস্টার মুখার্জির কাছে আমার একটা দরবার আছে। ফিরতে যদি দেরি হয় তো ভেবো না।'

'তুই নিশ্চয় ভাবছিস না—'

'না, বলে গেছে যখন, তখন ভাবনা কী। তারপর সঙ্গে গাড়ি আছে। গাড়িতেই যাওয়া, গাড়িতেই ফিরে আসা।'

'তা যত রাতেই ফিরে আসুক!' চঞ্চলের স্বরে অহেতুক রাগ এসে গেল : 'দরবারে তোর যখন প্রশ্রয় আছে তখন রাত ভোর করে এলেও

বা ক্ষতি কী। কিন্তু আমি বলছি, এই ছেলেমেয়ে দুটো খাবে কখন ?'

'না, না, এখুনি এসে পড়বে।' সুখেন্দু দরবারের ইঙ্গিতটাকে সংকুচিত করতে চাইল : 'ওর ছেলেমেয়ে না খেয়ে আছে, ও অযথা দেরি করবে না।'

'ও তো দেরি করবে না কিন্তু দরবার দেরি করাবে।' ঠোঁটের ক্রূর কোণে হাসল চঞ্চল। বললে, 'শোন, আমি আমার সখাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে এসে রান্না করে দিয়ে যাবে।'

'না, না, তার কোনো দরকার নেই।' সুখেন্দু বাধা দিতে চাইল।

'তোর আর তোর স্ত্রীর দরকার না হতে পারে, কিন্তু ক্ষুধার্ত দুটো শিশুর দরকার। আমি যদি বাপ হতাম তো আমি নিজে রান্না করতাম।'

'ভাগ্যিস হোসনি। হলে বুঝতিস কাকে বলে দরবার!' এক কথায় যেন সমস্ত মর্মব্যথা ব্যক্ত করল সুখেন্দু।

'না, আমার সন্তানদের উপবাসী রাখতাম না। সংসারে অন্তত একটা রাঁধবার লোক রাখতাম। শোন, সখার হাতে খেতে তোদের আপত্তি হবে না তো ?'

'না, না, আপত্তি কিসের ? কিন্তু আমি বলছিলাম তার দরকার নেই। যমুনা সব জোগাড় করে রেখে গেছে, এসেই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সব নামিয়ে নিতে পারবে।'

'চুপ কর। আমি সখাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার ঝুমকো ঘুমিয়ে পড়েছে।'

আদর-ভরা চোখে ঝুমকির দিকে তাকাল চঞ্চল। ঝুমকি ঘুমোয়নি। চোখ চেয়ে লাজুক-মৃদুল মুখে হেসে ফেলেছে। এমন সুন্দর করে কেউ বুঝি তাকে কোনোদিন ডাকেনি, এই হাসিটি তারই উপহার।

ডাক্তারের বাড়ি থেকে অনুপ সহ চঞ্চল যখন ফিরল তখনো যমুনা ফেরেনি। ইতিমধ্যে সুবল এসে গিয়েছে। তার রান্না প্রায় শেষ। এই

ভাতের ফ্যানটা গেলে নিলেই হয়ে যাবে।

রান্নাঘরেই প্রথম উঁকি মারল চঞ্চল। খুশিভরা গলায় সুবলকে বললে, 'তুই একেবারে ছেলেমেয়ে তুটোকে খাইয়ে তবে বাড়ি ফিরবি। আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। তুই ফিরলে পরে আমি খাব।'

সুবল নীরবে লাজুক মুখে ঘাড় নাড়ল।

চঞ্চলের পিছু-পিছু সুখেন্দুও এসেছিল রান্নাঘরে। বললে, 'তোর চাকর তো বেশ চটপটে—'

'চাকর নয়, ও আমার সখা।' চঞ্চল আবার সংশোধন করল : 'কথা কম বলে কিন্তু কাজে খুব চতুর। ওর খুব শখ সিনেমায় নামবে। এক-বার একটা মেলার সিনে দিয়েছিলাম নামিয়ে।'

'সত্যি ?' ঝুমকি চোখ বড়ো করে তাকাল।

লজ্জামাখানো আনন্দে মাটির সঙ্গে মিশে গেল সুবল।

'কিন্তু এটা রান্না, গোলে হরিবোল সিনেমার পার্ট নয়। কেমন রাঁধলি কে জানে ?'

'তুইও এখানে খেয়ে যা না।' বলতে হয় তাই বললে সুখেন্দু।

'আমার জন্যে তো চাল নেওয়া হয়নি।' বলেই সুবলের দিকে তাকাল : 'কী রাঁধলি ?'

হতাশ মুখে সুবল বললে, 'ডাল, তরকারি আর ভাজা।'

'মাছ নেই ?'

'দেখতে পাচ্ছি না তো।'

'তুধ ?' এসব জানতে চাওয়ায় তার কোনো দায় নেই এমন মনে হল না চঞ্চলের। বললে, 'তুধ নেই মাছ নেই, ছেলের চোখ খারাপ হবে না তো কী !'

'স্কুল থেকে এসে নিশ্চয়ই তুধ খেয়েছে।' সাফাই দিতে চাইল সুখেন্দু।

ঝুমকি দাদার দিকে চেয়ে ফিক করে হাসল। অনুপ অন্য দিকে

মুখ ফিরিয়ে রইল, বোনের চাপল্যকে প্রশ্রয় দিল না। তার নতুন চশমা হবে, চোখের সামনে চারদিক আলো-ঝলমল করে উঠবে সেই স্বপ্নে সে ভরপুর।

'ডাক্তার ছেলেকে দেখে কী বললে জিগ্যেস করলি না তো?' সুখেন্দুর ঔদাসীন্যকে ধাক্কা মারল চঞ্চল।

'তুই বলবি তার প্রতীক্ষা করছি।'

'হ্যাঁ, চোখের পাওয়ার বেশ কমে গিয়েছে, প্রায় মাইনাস টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ। ডাক্তার লিখে দিয়েছে।'

'লিখে দিয়েছে!' সুখেন্দু যেন ফাঁপরে পড়ল।

'তোর কিছু করতে হবে না। চশমার অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। এখন শুধু তুই টাকাটা দিবি।'

'কত?'

'ডাক্তার যা বিল করে তাই।'

'যদি বেশি হয়—'

'বেশিই দিবি। ছেলের চোখ সব-কিছুর আগে। কেন, তোর কাছে তো টাকা আছে, আমার দেওয়া সেই টাকা!'

সুখেন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'সে টাকা কি আর আছে?'

'কেন, কী হল? এ ক'দিনেই খরচ হয়ে গেল?'

'সে টাকা দিয়ে যমুনার দুটো শাড়ি আর এক জোড়া জুতো হয়েছে।'

'হয়েছে! বা, চমৎকার!' চঞ্চল টিটকিরি দিয়ে উঠল : 'ছেলের চশমার টাকা নেই, বউয়ের জন্যে শাড়ি!'

'সত্যি ওর বাইরে বেরুবার মতো ভদ্রস্থ কিছুই ছিল না।'

'কেন, সেই নীল শাড়িটা?'

'রোজ-রোজ এক শাড়ি পরে কি যাওয়া যায়? খেলো দেখায়। তাছাড়া শাড়িটা তো একটা ইনভেস্টমেন্ট—'

'আর চশমাটা ইনভেস্টমেণ্ট নয় ?'

'না, না, আমি কি বলেছি যে চশমা দেব না ? আমার শুধু কথা যে চশমাটা যত সস্তায় হয় ! বাবুগিরির দরকার নেই ।'

'যত বাবুগিরির দরকার নাটকের নায়িকার !'

'যমুনা তো তার এসব পোশাকের দাম মিস্টার মুখার্জির থেকে আদায় করে নিতে পারে ! এসব তো তার পার্টের ইকুইপমেণ্ট ! মুখার্জি নিজেই বলছিল, সাজগোজে যা লাগবে তাই দেবে ।'

'রিহার্সেলের সাজগোজ !' চঞ্চল হেসে উঠল ।

'উপায় কী ! বড়োলোকের সঙ্গে মিশতে গেলে ওরকম গুনাগার দিতে হয় । মেশবার উদ্দেশ্য, বুঝতেই পাচ্ছিস, আমার জন্যে কোনো একটা সুবিধে আদায় করে নিতে পারে কিনা । সেই ট্রেডের মূলধনের মধ্যেই শাড়ি দুটো । নীল শাড়িটাতে ওর আপত্তি, ওটায় নাকি কেমন অভিসারিকার মতো দেখায় ।'

'শাড়ি দুটোর দাম কত পড়েছে ?'

'ষাট টাকার মতন ।'

'যমুনা ঐ টাকাটা মুখার্জির কাছ থেকে চাইতে পারবে ?'

'আমি তো বলে দিয়েছি চাইতে । কেন পারবে না ? তাহলে নাটকের শিখল কী ! মুখার্জি ওকে নাটকে না ডাকলে তো ও এই খরচের মধ্যে পড়ত না !'

'যদি চাইলেও মুখার্জি টাকাটা না দেয় ?'

'না, না, তা দেবে ।'

'দেব-দিচ্ছি করে যদি থিয়েটার পার করিয়ে দেয় ?'

হঠাৎ যেন কোনো জবাব খুঁজে পেল না সুখেন্দু ।

চঞ্চল বললে, 'তাহলে তো তোকে ঘর ভাড়া না দিলেই চলে না । বাড়তি খরচ নইলে মেটাবি কী করে ? আমি তো ভেবেছিলাম ঘর ছেড়ে দেব ।'

'তুই ছেড়ে দিলেও ভাড়া তো আমি ছাড়তে পারব না।'

'আমি ছেড়ে দিলে আবার কে না কে আসবে- অসম্ভব চাঞ্চল্যটা শরীরে প্রকাশ করল চঞ্চল, ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে যেতে-যেতে বললে, 'আমি এখন চলি।'

একটু বুঝি থামাতে চাইল সুখেন্দু। তার হাতের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'এখন ক'টা বাজে ?'

'ঘড়ি বন্ধ।'

'এত দেরি করছে কেন ?' বুঝি নিজের মনেই বললে সুখেন্দু। রাস্তার দিকে একবার তাকালও অস্পষ্ট চোখে।

সে প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না চঞ্চল। সুবল-সখার উদ্দেশে হাঁক দিল : 'এই সখা, আমি চললাম। তুই ছেলেমেয়ে দুটোকে খাইয়ে বাসন ক'টা মেজে দিয়েই চলে আসবি। তুই যেন আবার খেতে বসিসনে।'

কথাটা শুনল সুবল। মনে-মনে হাসল। সে তার বাড়ির রান্না ছেড়ে এ রান্না খেতে বসবে! সেও তো তারই হাতের রান্না। কিন্তু কোথায় ডাল-ভাজা-তরকারি আর কোথায় মুরগির ঝোল আর চাটনি আর পায়েস!

চঞ্চল চলে গেলে সুখেন্দু কেমন যেন একা পড়ল। নিজেকে হঠাৎ কেমন দুর্বল ও অসহায় মনে হল। মনে হল কেউ যেন তার পাশে নেই, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

যমুনার এত রাত পর্যন্ত দেরি করাটা হতবুদ্ধিকর। গাড়িই যখন তার বাহন তখন সে গাড়ি না পেলে আসে কী করে ? গাড়ি হয়তো অন্য কাজে লেগেছে, খালি হচ্ছে না। দরবারটাই বা কী তা কে জানে! হয়তো সেটাই দীর্ঘ হচ্ছে। কিংবা তার উপযুক্ত পরিবেশটা তৈরি করে নিতে পারছে না। আসল কারণটা কী তা তাকে কে বলবে ? টেলিফোন

নেই যে জেনে নেয়। এক, নিজে যেতে পারে খোঁজ করতে। তাহলে ছেলেমেয়ে দুটোকে কে দেখে, কার জিম্মায় রেখে যায়? আগে এ নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না। যমুনা ঘরে থেকে ছেলেমেয়েদের তদারকি করত, সুখেন্দু উধাও-ধাওয়া সময়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াত —ফিরুক বা না ফিরুক, যমুনা কানাকড়িও ভাবত না। কিংবা সে হয়তো বিশ্বাসে দৃঢ় ছিল, কোন্ চুলোয় যাবে, তার তো কোনো নাগরী নেই, এই ডেরায় ফের আসবেই আসবে। এবার থেকে ব্যবস্থা বোধ হয় বিপরীত হতে চলল। সে-ই বাড়িতে বন্দী হয়ে ছেলেমেয়েকে আগলাবে আর যমুনা চটকে-নাটকে শাড়িতে-গাড়িতে ঘোরাঘুরি করে বেড়াবে। এ ব্যবস্থা তো তারই স্বরচিত। কিন্তু সে যমুনার মতো উদাসীন থাকতে পাচ্ছে না কেন? কেবলই মনে হচ্ছে ঘোরাঘুরি না ওড়াউড়ি হয়ে ওঠে!

অথচ এই বার-দুয়ারের পথে যমুনাকে তো সেই ঠেলেছে। তার ভীরুতাকে তার কুনোমিকে বিদ্রূপ করেছে অহরহ। বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বলেছে, ছাদে, পার্কে, সভায়, মেলায়, চোখ-বড়-করা মানুষের ভিড়ে। লোকে তোমাকে দেখুক, চিনুক, পরিচয় নিক। শুধু এইটুকু কেন, আরো সাহসিক অভিযানে সেই তো তাকে প্রেরণা দিয়েছে। বলেছে টাকার সিন্দুক না আনতে পারো ছোট্ট একটি লক্ষ্মীর ঝাঁপি হয়ে উঠতে আপত্তি কী! সহধর্মিণীর অর্থ সহকর্মিণী এ তো তারই ব্যাখ্যা। সেই তো খেপিয়েছে তার গুণ দিয়ে তার ক্ষমতা দিয়ে সংসারের আয়টাকে সুস্থ করে তুলতে। আর রূপ তো গুণের মধ্যেই গণনীয়। সেই গুণ যখন অভিনয় তখন তো অভিনয়ের খাতিরে যথা-সংগত স্বাধীনতায়ও সে সম্মতি দিয়েছে। যেমন দেবতা তেমনি নৈবেদ্য হওয়াই তো বিধেয়। শারীরিক ছুঁৎমার্গ একটা কুসংস্কারের বেশি কিছু নয় এ তো তারই শেখানো। শিলার থেকে শিল্পের উদ্ধারই তো চরম কথা। শিল্প পাওয়া গেলে শিলার আর কী দাম!

তবু মুখে-মুখে কথা সাজিয়ে বলা এক কথা আর চোখের সামনে সেটা প্রত্যক্ষ করা আরেক।

অন্তত এ চিন্তাটা তো থাকবেই, যমুনা নিরাপদ তো? কোনো দুর্ঘটনায় পড়েনি তো? অতিশ্রমের দরুন শরীর না ভেঙে পড়ে! উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা তো কম যাচ্ছে না। কিন্তু বলো, সুখেন্দু তাকে আর কী ভাবে সাহায্য করতে পারে? কী তার যোগ্যতা— কতটুকু?

কী যমুনার দরবার তা সুখেন্দুর জানবার কথা নয়, সে কিছু জিগ্যেসও করেনি! তবু মনে-মনে বিশ্বাস করেছে যমুনা এমন কিছু করবে না যা সুখেন্দুর অনুকূলে নয়, বা যা তার অভিলাষের বিপরীত।

প্রথম সমস্যাটা যমুনা সহজেই সমাধান করে নিতে পেরেছে, কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যার নিষ্পত্তির জন্যে কিছুটা নিভৃতি দরকার। সেই সময় আর সুযোগ কিছুতেই আসছে না সুগোল হয়ে। অঞ্জলি মুখার্জির উপস্থিতিটা বাধা বিস্তার করে আছে। সে যদি একটু সরে না দাঁড়ায় তবে কথাটা সে সারে কী করে? অন্তত অঞ্জলি যাতে সরে তার জন্যেও তো অস্ফুটে একটা কথা বলা দরকার।

প্রথম প্রশ্ন উঠেছে রাবণ যখন সীতাকে হরণ করবে তখন সে সীতার অঙ্গস্পর্শ করবে কিনা।

যমুনা বললে, 'তার প্রয়োজন নেই।'

প্রতিবাদটা নবাঙ্কুরের মনঃপূত না হলেও ভিতরের রোষ বাইরে প্রকাশ করল না। শান্ত নিস্পৃহস্বরে বললে, 'একটা ডাকাত একটা মেয়েছেলেকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে পালাবে, তাকে একটুও স্পর্শ না করে, এ কী করে হয়?'

'না, না, তা হতে পারে না।' নাটকে যে বিভীষণের পার্ট নিয়েছে সেই ধীরেশ বললে।

রাক্ষসের পার্টে আরো যারা অফিস-স্টাফ ছিল তারাও না-না করে উঠল।

যমুনা গম্ভীর হয়ে বললে, 'রাবণ মহৎ ছিল।'

'নিশ্চয়ই মহৎ ছিল।' নবাঙ্কুরও গম্ভীর হল : 'সেই মহত্ত্ব দেখাবার জন্যেই তো এই নাটকটা লেখা। তাই বলে যে চুরি করতে এসেছে সে চোরাই মাল ছোঁবে না এ অসম্ভব।'

'কিন্তু রাবণ তো এখানে সন্ন্যাসী সেজে এসেছে।' নাটকেরই চরিত্র যখন, তখন বেশ সমানে-সমানে বলতে পারছে যমুনা : 'তার এক হাতে দণ্ড, আরেক হাতে কমণ্ডলু, সে সীতাকে ধরবে কী করে?'

'দণ্ড-কমণ্ডলু ছুঁড়ে ফেলে দেবে।' ভিতরের রোষটা উত্তেজিত হাসিতেও ঢাকতে পারল না নবাঙ্কুর, বললে, 'ফেলে দিয়ে সীতার কেশাকর্ষণ করে টেনে তার রথে নিয়ে তুলবে।'

'ওরে বাবা,' যমুনা তার মাথায় হাত রাখল, হাসতে-হাসতে বললে, 'চুল সব ছিঁড়ে যাবে।'

'তাহলে ঝপ করে পাঁজা কোলে করে তুলে নেবে।' নবাঙ্কুরের হয়ে স্টাফের একজন বললে।

যমুনা আবার গম্ভীর হল। বললে, 'সাধুর পোশাক পরে এসেছে, তার আচরণটা একটু সাধুর মতন হলে দোষ কী!'

'ওটা তো তার ছদ্মবেশ। সে তো আসলে সাধু নয়।' সেই স্টাফ-ক্লার্ক মন্তব্য করল।

তার উপর নবাঙ্কুর একটা দার্শনিক তত্ত্ব আওড়ালে। নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'ডুনিয়ার এই তো রীতি। চেহারায় আর ব্যবহারে মিল নেই। দেখাচ্ছে সাধু কিন্তু যেই গণ্ডির বাইরে শিকারকে পাচ্ছে অমনি তার উপর থাবা বসাচ্ছে। অভিনয়ে সেইটেই তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো উচিত।'

'বাইরে নামাবলী ভিতরে পাঁঠাবলি।' সেই কেরানিটি টিপ্পনী ঝাড়ল।

'উত্তেজনার মুহূর্তে স্থূল হতে হবে এমন কী কথা আছে!' যমুনা

তার বক্তব্যকে শিথিল করল না : 'রাবণবধের পর রাম যখন সীতাকে ফিরে পেল তখন রাম তো কিছু হৈ-চৈ করল না।'

'রাম তো স্বামী। সে করবে কেন?' দূর থেকে কে আরেকজন ছুঁড়ে মারল : 'সব তো তার মুখস্থের মধ্যে।'

অনেকেই হেসে উঠল।

'তবে কি আপনি বলতে চান,' ধীরেশ সুরটাকে একটু বাঁকা করল : 'সীতা যেই গণ্ডি পেরিয়ে ভিক্ষে দিতে এল তখন রাবণ বিনীত ভৃত্যের মতো বলবে, দেবি, আপনার জন্যে রথ এনেছি, আপনি দয়া করে উঠুন, আপনাকে সিলোন বেড়িয়ে নিয়ে আসি—'

এবার বুঝি সকলেই হেসে উঠল।

যমুনা তবুও ম্লান হল না। বললে, 'ওটা তো প্রহসন। নাটক নয়।'

'তবে আপনি কী-রকম সাজেস্ট করেন?' নবাঙ্কুর সোজাসুজি তাকাল যমুনার দিকে।

'আমি বলি,' যমুনা নির্দ্বিধায় বললে, 'ভিক্ষে দিতে সীতা গণ্ডির বাইরে এসে দাঁড়াল, রাবণ তার দণ্ড-কমণ্ডলু কিছুই ফেলে দিল না, শুধু হাত বাড়াবার ভঙ্গি করল, অমনি স্টেজ অন্ধকার হয়ে গেল। তার পরেই সীতার আর্তনাদ আর দূরে রথের চাকার শব্দ।'

'এটাও প্রহসন। নাটক নয়।' ধীরেশ পালটা শোধ নিল।

'এটা না-রিয়ালিস্টিক, না-সিম্বলিক।' এতক্ষণে মুখ খুলল অঞ্জলি। সে ততক্ষণ ভাবছিল টেকনিকটা কী হবে, আর সে-ই পরিচালক, সন্দেহ কী, তার কথাই বলবৎ হতে বাধ্য। 'আমি বলি কী, রাবণের হাতে শুধু কমণ্ডলু থাকবে, দণ্ড থাকবে না। আমি এতক্ষণ রামায়ণের ছবি দেখছিলাম, কোনোটাতেই হাতে দণ্ড নেই। আর কমণ্ডলুটা বাঁ হাতে।'

'তার মানেই ডান হাতটা ফ্রি। ধীরেশ উল্লসিত হয়ে উঠল : 'ডান হাতে অনায়াসে সীতাকে সে কাঁধে তুলে নেবে।'

'না, ওরকম নয়।' অঞ্জলি প্রায় ধমক দিয়ে উঠল: 'ডান হাত দিয়ে সীতার একটা হাত শুধু ধরবে। সামান্য একটু টানবে সামনের দিকে। তক্ষুনি সীতার আর্তনাদ— লাইটস অফ— অন্ধকার।'

তারপর কতখানি টানবে অঞ্জলি নিজেই দেখাল।

যমুনা ভয় পেল না। ডান হাতটাকে শিথিল করে রাখল। আর সেই দৃশ্যটা রিহার্সেল দিতে গিয়ে নবাঙ্কুর এমন একটা ভাব করল যেন যমুনার একটি আঙুলেও তার স্পৃহা নেই। কিংবা অনাত্মীয়া ভদ্রমহিলার হাত ধরে টানবে এতে সে নিজেই যেন সংকুচিত।

'বা, ধরো না। এতে লজ্জা কী।' অঞ্জলিই উৎসাহ দিতে চাইল: 'এ তো নাটক।'

'সে হয়ে যাবে'খন। ওতে আটকাবে না। আটকাবে মুখস্থে।' নবাঙ্কুর করুণ চোখে তাকাল অঞ্জলির দিকে: 'শেষকালে প্রম্পটারই না আমার পার্টটা শেষ করে দেয়।'

আবার হাসির রোল উঠল।

'এবার নেক্সট সিন— রাম আর লক্ষ্মণ।' ঘোষণা করল অঞ্জলি: 'মারীচকে মেরে রাম ফিরছে, পথে লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা। সেই দৃশ্যটা—'

এমনি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার ফাঁকে যমুনা স্বরে অপূর্ব অস্ফুটতা এনে নবাঙ্কুরকে বললে, 'আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে।'

'কখন?'

'আজই। এক্ষুনি।'

চার দিকে একবার তাকাল নবাঙ্কুর— চার দিকে মানে অঞ্জলির দিকে। তার এক দিকই চার দিক। বললে, 'এখানেই বলবেন?'

চার দিকটা বুঝি একবার যমুনাও দেখে নিল। বললে, 'একটু নিরিবিলি হলে ভালো হয়।'

'তাহলে ফেরার সময় গাড়িতে— আজ না-হয় আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।'

'না, গাড়িতে লোক থাকবে।' সে লোক কে বোঝাবার জন্যে যমুনা বুঝি অঞ্জলিকে লক্ষ্য করল।

'হ্যাঁ, ড্রাইভার থাকবে। আচ্ছা দেখি।' রিহার্সেল শুরু হয়ে যেতেই নবাঙ্কুরকে সরে যেতে হল। নিথর হয়ে ভাবতে বসতে হল সে না জানি কী নিবিড় কথা!

আর সকলকে এড়ানো যায়, ড্রাইভারকে এড়ানোই অসম্ভব। মোটর-ড্রাইভার আর কতক্ষণ! আসল ড্রাইভার তো স্ত্রী। সে-ই তো সমস্ত জীবনের পরিচালক। জীবন-মহা-বিদ্যালয়ের একমাত্র অধ্যক্ষ। সে কি তাকে একা যমুনার সঙ্গে গাড়িতে যেতে দেবে? মোটেই না, সেও সঙ্গ নেবে। তার চোখের বাইরে কী ঘটছে, তার তো অলৌকিক দিব্য চক্ষু নেই, সে কিছু জানতে আসছে না, কিন্তু তার চোখের উপর কিছু অলৌকিক ঘটতে দেবে এ আশা করাই পাগলামি।

যমুনার পাশে বসে ছিল আফিসেরই একটা মেয়ে— যে শবরীর পার্ট নিয়েছে— চরিত্র যতই মহৎ হোক পার্টটা ছোট, সেই কারণে সে সুখী নয়— রিহার্সেলে উঠে যেতেই তার চেয়ারে বসে পড়ল নবাঙ্কুর। এই নাটকীয় নৈকট্যটা পাবার জন্যে আগে থেকেই জায়গা ছেড়ে এখানে-ওখানে ঘোরাফেরা করছিল, এখন শবরী সরতেই টুক করে বসে পড়ল। যেন অন্যমনস্ক হয়ে বসে পড়েছে, এমনি একটা ভাব দেখাল। না, বেশিক্ষণ বসবে না। শুধু একটা কথা বলে উঠে যাবে। যে কথাটা পরে, খানিকক্ষণ আগে, মনে পড়েছে।

একবার তাকিয়ে দেখল অঞ্জলির চোখটা কোথায়। অঞ্জলির চোখ নামানো, নাটকের খাতার উপর নিবদ্ধ।

'আচ্ছা, আমি কাল যদি আপনার বাড়িতে যাই কেমন হয়?'

চমকে উঠেছিল যমুনা। নবাঙ্কুরের চেয়েও অস্ফুটে বললে, 'আমার

বাড়িতে জায়গা নেই।'

দুপুর বেলার কথাটা বলতে যাচ্ছিল নবাঙ্কুর, কিন্তু কথাটা জিভের ডগায় আনতে পারল না। তার আগেই যমুনা বললে, এবার ঠোঁটের উপর অস্ফুট হাসির তুলি বুলিয়ে, 'আজকেই আমার বলার দরকার।'

আবার অন্যমনস্কের মতো উঠে গেল নবাঙ্কুর।

এখন মনে হল, ঠিকই তো, কাজটা শুধু বলার কাজ, তার বেশি কিছু নয়। নইলে নবাঙ্কুর বোধহয় ভেবেছিল, দুর্ঘটনা যেমন হঠাৎ চলে আসে, যেমন মোটর-ক্র্যাশ বা এয়ার-রেড, বন্যা বা ভূমিকম্প, তেমনি হয়তো সৌভাগ্যেরও আকস্মিক হতে বাধা নেই। প্রস্তুত হতে না দিয়েই কোনো সাধ্যসাধনের আয়োজনের আগেই একেবারে হুড়মুড় করে পাহাড়ের ধস নামার মতো করেই চলে আসতে পারে। কিন্তু, না, জগতের নিয়মে একটা বোধহয় ব্যতিক্রম আছে— যত আকস্মিকতা দুঃখের বেলায়, সুখের বেলায় সেই শনৈঃ-শনৈঃ। পড়তে এক নিশ্বাস, কিন্তু উঠতে নিশ্বাসের পর নিশ্বাস।

রিহার্সেল শেষ হবে, একের পর এক সকলে বিদায় হবে, অঞ্জলিও কোনো কারণে উপরে যাবে, তবেই না যমুনাকে দেওয়া যাবে সেই নিভৃতি। সে কতক্ষণে হবে তা কে জানে। এক ফাঁকে পাশের ঘরটাতে ডেকে নিয়ে গেলে হয় না ? এখন এই ভরাট সভা থেকে সরিয়ে নিতে গেলে সকলের চোখ পড়বে, পরে সভা ভেঙে গেলে পড়বে একলা অঞ্জলির, কোনো দিকেই সুরাহা নেই। কতক্ষণে কী হবে তা কে জানে !

আশ্চর্য, এত বড়ো পৃথিবীতে গোপনে একটা কথা বলার মতো পরিমিত জায়গা নেই।

হ্যাঁ, একটা শুধু কথা বলা ! কথাই বা কম কী ! কথাই তো সমস্ত কিছুর সূচীপত্র। কথা কেন, কথার সামান্য ভগ্নাংশ ! এমনকি, অকথিত কথা !

সেই একটি কথার জন্যে শুধু সংগত অবকাশ নয়, পরিবেশ রচনা করা।

নবাঙ্কুর আর কোনো পথ দেখল না, গাড়িটাকে কাজ দিয়ে দূরে পাঠিয়ে দিল।

তাই যখন রিহার্সেল ভাঙল, একে-একে সবাই বিদায় হল, কিন্তু যমুনার যাওয়া হল না।

'এই এখুনি এসে পড়বে।' বারান্দায় উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যমুনা, তাকে অঞ্জলি আশ্বস্ত করতে চাইল।

'এই কাছেই গেছে, এত দেরি করবার তো কথা নয়।' ড্রাইভারের উদ্দেশেই তিরস্কার ছুঁড়ল নবাঙ্কুর : 'খালি দাবি মানতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে কাজটাও করব একথা নেই!'

তবু যমুনা একবারও বলছে না বাসে যাই। যেন গাড়িতে যাওয়াই তার চিরকেলে অধিকার এমনি ভাবের থেকে অপেক্ষা করে রইল। গাড়ির জন্যে তো বটেই, সেই প্রার্থিত অবকাশেরও জন্যে।

কতক্ষণ আর দাঁড়াবে, নবাঙ্কুর তার অফিস-রুমে চলে গেল।

'গাড়ি এলেই তো হর্ন দেবে, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?' অঞ্জলি নিজেই যমুনাকে ঘরের দিকে রওনা করিয়ে দিল। আর, তখন নবাঙ্কুরের অফিস-ঘর ছাড়া আর ঘর কোথায়? আর সব ঘর তো পরিত্যক্ত, জনহীন। একজন বিশিষ্ট অতিথিকে একটা মরা ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়াটা নিতান্তই অশালীন দেখাবে। হয়তো বা ভাববে অল্প মাইনের কেরানির স্ত্রী বলে উপেক্ষা করে একটা নির্জন ঘরে বসিয়ে রাখল! তাই অঞ্জলি সুন্দর সম্ভ্রম দেখাল : 'হ্যাঁ, আপনি ঐ ঘরেই বসুন। ওঁর সঙ্গে আলাপ করুন। গাড়ি এক্ষুনি এসে যাবে।'

'আপনি?' যমুনা যেন ফাঁপরে পড়ল।

'আমি ভাই এখন একটু উপরে যাব।' অঞ্জলি ক্লান্তির সুর আনল : 'সেই কখন থেকে মহড়ায় বসেছি, আপনার আসবার আগে থেকেই।'

তবু একটু আড়ষ্ট হওয়াই বোধহয় সৌজন্যের রীতি। যমুনা তাই সন্ত্রান্ত কুণ্ঠায় একটু বা গড়িমসি করতে লাগল।

অঞ্জলি হেসে বললে, 'এখন তো আর উনি রাবণ নন, এখন তো উনি ভদ্রলোক। হ্যাঁ, বসুন ওখানে। আমি একটু আসি।' অঞ্জলি আবার আশ্বাস দিল : 'গাড়ির আর বেশি দেরি হবে না।'

নবাঙ্কুরের ঘরের দরজায় স্নুন্দর পৌঁছে দিয়ে গেল।

যমুনাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই নবাঙ্কুর হাসল। এমন ভাবে লগ্নটা আসবে এ যমুনারও অকল্পনীয়। তাই সে হাসির উত্তরে সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা না ফুটিয়ে পারল না। এর চেয়ে যথার্থ, এর চেয়ে শালীন-শোভন আর কী হতে পারে!

কিন্তু যমুনার বসবার আগেই নবাঙ্কুর তার চেয়ার ছেড়ে প্রায় ছুটে যমুনার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল : 'আপনার ওজন কত?'

'ওজন?' নিদারুণ ভড়কে গেল যমুনা। এ কী প্রশ্ন!

'আমি আপনাকে দু-হাতে তুলে কাঁধে করে নিয়ে পালাতে পারতাম না?' যমুনার বাহু দুটো স্পর্শ করে এমনি আকুলতায় প্রায় হাত বাড়াল নবাঙ্কুর।

যমুনা দু-পা পিছু হটল। দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'রাবণের পার্টে বলতে চান?'

'নইলে আমাকে কি আপনি রামের পার্ট দেবেন?' বিশ্রী করে নবাঙ্কুর হেসে উঠল।

'কিন্তু রাবণের পার্টে আপনার অ্যাকশন কী হবে তা তো ঠিক হয়ে গেছে।' যমুনার কণ্ঠ দৃঢ়তর হল : 'আপনি শুধু হাতটা ধরবেন।'

'হ্যাঁ, বেশ হাতটাই ধরব।' তখন, মহলার সময়, একটা আঙুলও ছোঁয়নি, কিন্তু এখন পরিপূর্ণ আবেগে যমুনার ডান হাতটা নিজের ডান হাতের মধ্যে তুলে নিল নবাঙ্কুর। বললে, 'এখন আপনি আমার হাতে।'

দারুণ অস্বস্তির মধ্যে যমুনা বললে, 'যে হাত বন্ধুতার হাত—'

হাতটা আরো একটু সমাদর করে অনুভব করতে-করতে নবাঙ্কুর জিগ্যেস করলে, 'আপনি এই হাতে ভাত রাঁধেন ? বাসন মাজেন ?'

যমুনার বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল। বাড়িতে ছেলে আর মেয়ে অভুক্ত আছে। কখন ফিরে গিয়ে কী দুটো ফুটিয়ে ওদের মুখে দেবে ভগবান জানেন। নইলে, ইচ্ছে করলে, হাতটা কি জোর করে ছিনিয়ে নিতে পারত না ? এখনো যে তার আসল কথাটাই বলা হয়নি!

কিন্তু লোকটা যে এখনো হাত খালাস দিচ্ছে না। তাই তাকে নিরস্ত করবার জন্যে যমুনা বললে, 'আপনার স্ত্রীর ডিরেকশান কিন্তু হাতটা একটু ধরেই ছেড়ে দেওয়া।'

তক্ষুনি হাতটা ছেড়ে দিল নবাঙ্কুর।

'আপনাকে আমার জরুরি কথাটা এবার বলি।' মুখে চিন্তার ছায়া ফেলল যমুনা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন। আমি কী করতে পারি ?'

'আমার বাড়িতে ক'দিন থেকে একটা উপদ্রব শুরু হয়েছে।'

'উপদ্রব ? সে আবার কী! কিসের উপদ্রব ? ভূতের ?'

'প্রায় তাই। ভাড়াটের।'

'তার মানে ?'

'আমাদের ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরটা তো দেখেছেন, সে-ঘরটাতে উনি এক ভাড়াটে এনে বসিয়েছেন।'

'উনি, মানে সুখেন্দু ? সে কী, ও-ঘরটা ভাড়া দিলে আপনারা থাকবেন কোথায় ?'

'তা কে বোঝে! তাছাড়া যে লোকটাকে বসানো হয়েছে সে আবার সিনেমার লাইনের লোক।'

'কী সর্বনাশ!' নবাঙ্কুর সত্যি-সত্যি মাথায় হাত দিল : 'সুখেন্দু কি পাগল, না, পশু ? একটা সিনেমার লাইনের লোককে অন্তঃপুরে

এনে বসানো! কত ভাড়া শুনি?'

'শুনছি তো মোটে পঞ্চাশ।'

'মোটে!' আবার মাথায় হাত দিল নবাঙ্কুর : 'সেলামি পেয়েছে কিছু?'

'বোধহয় না। পেলে শুনতাম।'

'সুখেন্দু দিনকে-দিন একটা স্কাউণ্ড্রেল হয়ে যাচ্ছে। নইলে নিজের স্ত্রীর দিকে তাকায় না?' নবাঙ্কুরের কথায় অভিভাবকের শাসন-স্নেহ।

'আপনি আমার একটা উপায় করে দিন।' কথার সুরে দিব্যি অনুনয় ঢালল যমুনা।

'বা, আমি কী করতে পারি?'

'আপনি ঐ ভাড়াটেটাকে তাড়িয়ে দিন।' যমুনার কথার সুরে এবার প্রায় আবদার।

'আমি কী করে তাড়াব? আমার কী রাইট আছে?'

'দারিদ্র্যের জন্যেই তো ঘরটা ভাড়া দেওয়া। মোটে পঞ্চাশটা টাকা। তার জন্যে একটা গোটা ঘর, সামনের ঘরটাই হাতছাড়া হয়ে গেল। কী ভীষণ অসুবিধের মধ্যে পড়েছি ভাবুন। প্রাইভেসি বলেও কিছু থাকছে না—'

'তা আমি কী করতে পারি?'

'আপনি যদি—'

'যদি— বলুন, নিঃসংকোচে বলুন। আমি তো আপনাদের আপনার লোক। কী, তেমনটি মনে হয় না?'

'আপনি যদি ওঁকে একটা পঞ্চাশ টাকার ইনক্রিমেণ্ট দেন—'

দিব্যি চাইল— চাইতে পারল যমুনা। অবশ্য সরাসরি টাকা নয়, স্বামীর বেতনবৃদ্ধি, কিন্তু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই টাকাই। নবাঙ্কুর খুশি হল মনে-মনে। একবার ছুঁয়ে ফেললে যেমন পুরুষ গেল, একবার চেয়ে ফেললে তেমনি নারী গেল। ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষার যেমন তল

নেই, তেমনি চাওয়ার স্পৃহাও অন্তহীন।

ভরাট বুকে নবাঙ্কুর বললে, 'সীতা যদি রাবণের কাছে রামের জন্যে ইনক্রিমেণ্ট চাইত রাবণ তক্ষুনি তা গ্র্যাণ্ট করে দিত। কিন্তু আমি তো সরাসরি মাইনে বাড়াবার কর্তা নই। আমার উপর কর্তা আছে—হেডঅফিস! মাইনে বাড়ানো-কমানো হেডঅফিসের এক্তিয়ার।'

'কিন্তু আপনি যদি হেডঅফিসে রেকমেণ্ড করে পাঠান—'

'হ্যাঁ, তাহলে হেডঅফিস নিশ্চয় আমার কথা ফেলতে পারবে না। আমি যদি বলি এ-অফিসরটি খুব দক্ষ, বাধ্য, পরিশ্রমী, কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় তৎপর,— এ একটা স্পেশ্যাল ইনক্রিমেণ্ট পাবার উপযুক্ত, তাহলে মাইনে পঞ্চাশ ছেড়ে একশো পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে—'

'দয়া করে তা যদি একটু লেখেন!' যমুনার দুই চোখে মিনতি টলটল করে উঠল।

'কিন্তু সুখেন্দুর মাইনে বাড়ার সঙ্গে ভাড়াটে উচ্ছেদের সম্পর্ক কী?' নবাঙ্কুরের চোখের ধাঁধা কাটতে চায় না।

'ন্যায্য উপায়ে টাকাটা এলে আমি তখন আমার স্বামীকে বলতে পারতাম ঘর ভাড়া দিয়ে বসবাসের অসুবিধে ঘটাবার দরকার নেই।'

'কিন্তু ভাড়াটে সে-কথা শুনবে কেন?' নবাঙ্কুর হাসল: 'বাড়িওলার আয় বাড়লে ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এমন কোনো আইন নেই।'

'না, তা নয়।' বেশ স্পষ্ট স্বচ্ছ স্বরে যমুনা বললে, 'মাইনেটা বাড়লে আমার স্বামী ভাড়াটেকে ধরে রাখতে জোর পাবে না। নইলে সর্বক্ষণ ভাড়াটের পক্ষ নিয়ে আমার সঙ্গে লড়বে। মাইনে কম, বাড়তি আয় নেই, ঘরটা ভাড়া না দিয়ে করি কী!' যমুনা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। স্বামীর উপকারের জন্যেই স্বামীর বিপক্ষতা করছি। নইলে অভিনয় করতে নামলাম কেন?

'ভাড়াটেটা আসলে কে?'

'আমার স্বামীর এক বন্ধু।'

'একে বন্ধু তায় আবার ফিল্ম-লাইন। রামের সঙ্গে আবার সুগ্রীব! তাড়ান, তাড়ান, এক্ষুনি তাড়ান।' বাইরে হর্ন শুনে ত্বরার সঙ্গে কথার উত্তেজনাটা মিশিয়ে দিল নবাঙ্কুর: 'দেরি করবেন না।'

'একটা ইনক্রিমেণ্টের জোর থাকলে তাড়ানোর সুবিধে হয়। তখন আর কেউ টাকার জন্যে ভাড়াটে বসানো হয়েছে এমন কথা বলতে পারবে না।' নাটকের মতো করে হাসল যমুনা: 'তখন আমার স্বামী আমার দিকে চলে আসবেন। দু-জনে একহাত হলে তাড়াতে কতক্ষণ! শুধু একটা ইনক্রিমেণ্ট—'

'হবে। আপনাকে বলছি হবে।' একটু যেন কানে-কানে বলবার জন্যে এগিয়ে এল নবাঙ্কুর: 'আমাদের প্লে-টা হয়ে যাক, তারপর ঠিক এনে দেব অর্ডার। আমি ইতিমধ্যে একটা কেস তৈরি করে পাঠাই হেডঅফিসে।'

'আপনি ইচ্ছে করলেই হয়ে যাবে।' যমুনার চোখের কোণে কোত্থেকে একটু লাস্যের ছিটে লাগল।

'তবু একটু সময় লাগবে তো! খুব বেশি তাড়াতাড়ি করতে গেলে লোকে অন্য কথা বলবে। সেটা কি ঠিক?'

'প্লে-র দিন কবে ঠিক হয়েছে?' কথাটাকে অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে দিল যমুনা।

'আমারই পার্টটা মুখস্থ হচ্ছে না, নইলে দু-হপ্তার মাথায়ই দিন ঠিক করা যেত। মনে হয় আমার আরো মহড়া লাগবে।'

'আপনার লাগলে আমারও।' যমুনা হাসিতে আবার লাবণ্যের রেখা আঁকল।

'উপায় নেই। আমরা এখন এক হাত— এক নৌকোর সোয়ারি।'

নবাঙ্কুর পাছে আবার হাত ধরে, অবহিত থেকে একটু সরে দাঁড়াল যমুনা। কথাটাকে সিধে রাস্তায় নিয়ে আসবার জন্যে বললে, 'মহড়ার

জন্যে আরো এক হপ্তা নিন। তাহলে প্লে হতে বড়ো জোর একুশ দিন।'

'তার সাত দিনের মধ্যেই ইনক্রিমেন্ট।' দরাজ বুকে উদার গলায় বললে নবাঙ্কুর: 'তার মানেই পরের মাস থেকে এনহানসড পে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ভাড়াটেকে নোটিশ দিন।'

যমুনা কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, 'আপনার কী দয়া!'

'পার্টে ভুল করছেন কেন? দয়া নয় বন্ধুতা। আপনি এখন আমার হাতে।'

যমুনা এবার আর সরল না। নবাঙ্কুরকে হাতটা ধরতে দিল। সভ্য সমাজে হাত ধরার রীতি তো কবে থেকেই চলে আসছে। ওটুকুতে সুখেন্দুর নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।

'গাড়ি এসে গেছে।' উপরের বারান্দা থেকে অঞ্জলি ধ্বনিত হল।

মুহূর্তে হাত ছেড়ে দিল নবাঙ্কুর।

গাড়ি পর্যন্ত রাস্তাটুকু এগিয়ে দিতে-দিতে নবাঙ্কুর বললে, 'ইন দি মিনটাইম আপনার যদি টাকার দরকার হয়—'

নবাঙ্কুর ভেবেছিল যখন একবার চেয়েছে তখন যমুনা আরো একবার চাইবে। আরো একবার চাইলে আরো একবার।

কিন্তু যমুনা এমন একটা ভাব করল যেন কথাটা তার কানেই ঢোকেনি, হাওয়া হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে পাশ দিয়ে। শুধু গাড়িতে ওঠবার আগে পিছন ফিরে একটু হাসল— সৌজন্যের হাসি, নয়তো বলতে পারো, আবার দেখা হবে আশায় ট্রেনে চলে যাওয়া বন্ধু যেমন হাসে।

গাড়িতে উঠে যমুনার একবার মনে হল এ-গাড়িটা বুঝি তার, তারই কর্ত্রীত্বে। ঐ ড্রাইভারটাকে সে-ই যেন মাইনে দিয়ে রেখেছে। তারই কথায় তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে। সে যদি ইচ্ছে করে তবে ড্রাইভারকে হুকুম করে যেখানে খুশি যতক্ষণ খুশি ঘুরতে পারে একা-একা।

হঠাৎ বিপুল বেগে ব্রেক কষল ড্রাইভার। সামনের দিকে ছিটকে পড়ছিল যমুনা, সিটটা ধরে ফেলে কোনো রকমে সামলে নিল।

লোকটা চাপা পড়তে-পড়তে বেঁচে গিয়েছে।

বাবা তারকনাথ, রক্ষা করো। চাপা পড়লেই হয়েছিল আর কী! আর দেখতে হত না!

গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল সুখেন্দু। দুশ্চিন্তা তাকে বাড়ির মধ্যে টিকতে দেয়নি, রাস্তায় টেনে এনেছে। ঘুর্ণ্যমান জীবনের কেন্দ্রে নির্লক্ষ্য যে ধ্রুব বিন্দু বর্তমান, সে বুঝি শুধু টিকে থাকা বেঁচে থাকা আস্ত-সুস্থ থাকা— সে-বিন্দুটি সরে গেলে কোথায় বা পথ, কোথায় বা রথ, কোথায় বা তার চাকার নাট্যনৃত্য। সুখেন্দুর মনে কখনো-কখনো শুধু এই ইচ্ছাই উঁকি দিল— যমুনা শুধু টিকে থাক, শুধু সুস্থ দেহে ফিরে আসুক নিরাপদে। আমার আর কিছুতে দরকার নেই।

এবং ফিরে আসতে দেখেই— গলির মোড়ে গাড়ি থামতেই বুঝল যমুনা ফিরেছে— হ্যাঁ, ঐ তো দেখা যাচ্ছে তার উথলন্ত রঙিন আঁচল —তৎক্ষণাৎ মনে হল, দরবারে কোনো সুফল হয়েছে কিনা— সুফল না হবে তো এত দেরি করার কারণ কী?

'এত দেরি!'

'উঃ, কী একটা অ্যাকসিডেন্ট থেকে বেঁচে গেছি।' যমুনার শরীর থেকে তখনো যেন উত্তেজনার রেখাগুলি নিঃশেষে মিলিয়ে যায়নি।

বেঁচেই যখন গেছে তখন আর গল্পের দাম কী! তাই সুখেন্দু নিরাশ মুখে বললে, 'তারই জন্যে বুঝি দেরি হল?'

'না, দেরি হল দরবারের জন্যে।' বাকি পথটুকু এক নিশ্বাসে শেষ করতে চাইল যমুনা: 'তোমার ভাড়াটের খবর কী?'

'কে, চঞ্চল?' সুখেন্দুর স্বরে অতর্কিতে বুঝি একটু স্নেহ এসে গেল: 'সে হঠাৎ আজ এসেছিল—'

'এসেছিল?' এক পা থমকে গেল যমুনা।

'হ্যাঁ, চলে গেছে। আজ আর আসবে না।'

'কোনোদিনই আর আসবে না। তার ব্যবস্থা করে এসেছি।'

'কী ব্যবস্থা ?'

'তোমার পঞ্চাশ টাকার ইনক্রিমেণ্টের ব্যবস্থা।' চলায়-বলায় ছন্দে-ছটায় যমুনা রূপের নতুন ঢেউ তুলল যেমনটি স্থখেন্দু আর কখনো দেখেনি।

'সত্যি ?' সব ভুলে পিছু-পিছু প্রায় ছুটল স্থখেন্দু।

নিচে সিঁড়ির কাছে আবার একটু ঘন হল যমুনা। বললে, 'শিগগিরই লিখছেন হেডঅফিসে। প্লে-টা হয়ে যাবার পরেই অর্ডার ইস্থ করবেন।' দর্পিতার মতো পা ফেলে-ফেলে উঠতে লাগল যমুনা : 'তোমার ভাড়াটে পোষবার আর কোনো যুক্তি থাকবে না।'

কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দিয়েই ভিতরের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল যমুনা। দেখল বাইরের কলে অনুপ আঁচাচ্ছে আর ঝুমকি আঁচাবার পর হাসিমুখটা মুছছে তোয়ালে দিয়ে।

'এ কী, তোদের খাওয়া হয়ে গেল ? কী খেলি ?' এঁটো বাসনের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে আরো পাথর হয়ে গেল যমুনা : 'ওমা, তোদের রান্না করে দিল কে ?'

তৃপ্ত মুখে হেসে উঠল ঝুমকি। বললে, 'তুমি ভাবতেও পারবে না, মা, কী একটা ম্যাজিক হয়ে গেল।'

অনুপ আঁচানো শেষ করে তার ভেজা মুখটা হাসির শিশিরে ভরে তুলে বললে, 'এমন ম্যাজিক যে দু-দিনেই আমার চোখের উপর চশমা দেখতে পাবে।'

ছেলেমেয়ে দুটো অভুক্ত নয়, বিরক্ত নয়, কী এক নতুন আনন্দে ভরপুর, এ যেন কল্পনার অতীত ! সহসা ভেবে পেল না এ ম্যাজিক হল কী করে, এর জাদুকর কে ?

স্বর ঈষৎ রুক্ষ করে যমুনা প্রশ্ন করল : 'বল না রান্না করে দিল কে ?'

'সখা।' ঝুমকি বললে।

'আসল নাম সুবল।' বললে অনুপ।

ছেলেমেয়েদের মধ্যেও নাটক ঢুকেছে দেখে যমুনা এবার ধমকে উঠল : 'কে সে লোকটা ? এল কোত্থেকে ?'

'ঐ যে।' রান্নাঘরের দরজার পাশে বুঝি ইচ্ছে করেই আড়াল দিয়েছিল সুবল, এবার গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসামাত্রই তাকে চিনিয়ে দিতে দেরি করল না ঝুমকি।

যমুনা দেখল গায়ে হাত-কাটা গেঞ্জি, পরনে কালো হাফপ্যান্ট, পনেরো-ষোলো বছরের একটা ছেলে এঁটো থালা বাটি গ্লাস ক'টা কুড়িয়ে নিয়ে কলতলায় গিয়ে মাজতে বসল।

'ও রান্না করে দিল ?' যমুনা যেন বিস্ময়ের দেশে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙোচ্ছে।

'কী সুন্দর রান্না করেছে, মা— ফার্স্ট ক্লাস।' অনুপ লম্বা সার্টি-ফিকেট দিল।

'তুমি তো খাবে, তখন বুঝবে। আমরা একটুও বাড়িয়ে বলছি না।' ঝুমকি যোগ করল।

'কিন্তু ওকে পেলি কোথায় ?'

সুখেন্দু এগিয়ে এল, কিন্তু যখন দেখল ছেলেমেয়ে দুটোই মধুর কণ্ঠে সমস্ত বিবরণ বিশদ করে দিচ্ছে তখন আর সে তার মধ্যে প্রবেশ করল না। সে অনুভব করল ওরা যতই কথা-কাড়াকাড়ি করে এলো-মেলো বলুক, ওদের বর্ণনায় মমতার রঙ লাগবে, ওদের মা ওদের তৃপ্তির কথাটা অগ্রাহ্য করতে পারবে না। সুখেন্দু বলতে গেলে বর্ণনাটা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত হত সন্দেহ নেই কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই বিস্ফোরণ ঘটত। তার চেয়ে এ অনেক ভালো হল, পরিচ্ছন্ন হল। যমুনা কোনো কুকথা বলবার অবকাশ পেল না। হয়তো কে জানে, শিশুকণ্ঠের ছোঁয়ায় সেই মানুষটার প্রতি একটু মমতা জন্মাবারও সম্ভাবনা হল।

'তারপর মা, আমাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।'

সে-অধ্যায়ের বর্ণনায় অনুপই একনায়ক— ঝুমকি তবু তার দু-চোখে আনন্দের আলো জ্বালিয়ে রেখে দাদাকে উৎসাহ দিতে লাগল। যেন দাদার বর্ণনা সমান বদান্য হয়।

এ সব যেন কিছু নয়, আপাতত যমুনা সেইরকম ভাব দেখাল। সমস্ত বিবেচনা সরিয়ে রেখে হঠাৎ সে প্রশ্ন করে বসল, 'ছেলেটার কী জাত জিগ্যেস করেছিস?'

দুই ভাইবোন হতবাক হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। এমন একটা কথা তো কই তাদের মনেও হয়নি! এ কথাটা তো ভাত-ডাল-তরকারির মধ্যে কোথাও লেখা ছিল না।

যমুনা সুখেন্দুকে জিগ্যেস করল, 'তুমি জেনেছ? ছেলেটা বামুন?'

'তা ওকেই জিগ্যেস করো।' সুখেন্দু সরে পড়তে চাইল, কথা বাড়িয়ে ঝগড়া করে তার মাইনে-বাড়ার আশাটাকে নড়বড়ে করে দেওয়া ঠিক হবে না।

ছেলেটাকে ডাকল যমুনা। শুনে যা।

কলের জলে ছাইমাখা হাত ধুয়ে সতেজ শ্রীতে সুবল-সখা কাছে এসে দাঁড়াল।

'তোর নাম কী?'

'সুবল।'

'পদবী কী?'

'জানি না।'

'তোরা জাতে কী?'

'মানুষ।'

চাকরটাও দেখি নাটক করছে। যমুনা ধমকে উঠল: 'তুই বামুন?'

'সে তো ক'গাছি সুতো। যদি বলেন তো,' সুবল এতটুকুও ঘাবড়াল না: 'কাল কিনে এনে গলায় ঝুলিয়ে দেব।'

এক মুহূর্ত যমুনা যেন কোণঠাসা হয়ে গেল, তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল

তার চোখের দিকে, তার চোখ তুটোও কম ধারালো নয়। জিগ্যেস করলে, 'তোকে তোর বাবু কোত্থেকে কুড়িয়ে পেল ? রাস্তায় ?'

'রেস্টুর‍্যাণ্টে। সেখানে আমি বয় ছিলাম। বাবু আমাকে নিয়ে এলেন। কুক করে দিলেন।' চোখেমুখে সারল্যের আভা ফোটাল সুবল : 'আপনি কোনোদিন যাননি রেস্টুর‍্যাণ্টে ?'

'তা নিয়ে তোর কেন মাথাব্যথা ?' রাগতে গিয়েও হাসি লুকোতে পারল না যমুনা : 'ফাজিল কোথাকার !'

'না, না, আমি কোনো অসভ্যতা করছি না,' জিভ কাটল সুবল : 'আমি বলছি রেস্টুর‍্যাণ্টে কেউ জাতের কথা তোলে না। তাই আপনি যদি সেখানে আমার হাতে কোনোদিন খেয়ে থাকেন —'

'আমি খেলে তোর রেস্টুর‍্যাণ্টে খেয়েছি ?' তিরস্কারের মতো করে বললে যমুনা।

'আমি তা বলছি না। তবে যেখানেই খান সেইখানেই তো আমার মতোই বেপাত্তা মানুষ —'

'যা, নিজের কাজ কর গে যা।' আলগোছে বলে ফেলল যমুনা।

মুখে যা-ই বলুক, কী ভীষণ আরাম লাগছে ভাবতে, এখন আবার উনুন ধরিয়ে রান্না করতে বসতে হবে না। উঃ, কী আরাম, ছেলে-মেয়ে-তুটোর রাতের খাওয়া হয়ে গিয়েছে। কোনোদিন ভাবতেই পারেনি, এক বেলারও রান্না করার থেকে সে রেহাই পাবে। কী আরাম, ইচ্ছে করলেই সে এখন অনায়াসে খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করে নিতে পারে।

ধীরে-ধীরে সাজপাট বদলে আটপৌরে হয়ে গেল যমুনা। না, সত্যি তাড়া কী, এ বেলা তো তার রান্না নেই— তার রান্না আরেকজন কে করে রেখেছে !

দরজার কাছে দেখা দিল সুবল। বললে, 'আমার বাকি কাজ বাসনমাজাটাও শেষ করেছি। আমি এবার যাই।'

'হ্যাঁ রে, বাবুর জন্যে ভাত আছে?'

'শুধু বাবুর জন্যে নয়, আপনার জন্যেও আছে।' সুবল চলে যেতে চেয়েও আবার দাঁড়াল: 'বলেন তো আপনাদেরও ভাত বেড়ে দি, আপনারাও বসে পড়ুন। তারপর আপনাদের খাইয়ে ছুটি নিই।'

নিস্পন্দের মতো তাকিয়ে রইল যমুনা। এ যেন তার কত দিনের স্বপ্ন, কেউ তার জন্যে রান্না তৈরি করে রাখবে, তাকে আর নিজের হাতে হাঁড়ি ঠেলতে হবে না। কত দিনের স্বপ্ন, কেউ তাকে পরিবেশন করে খাওয়াবে, নয়তো থালায়-বাটিতে ভাত-ডাল সাজিয়ে ঢেকে রাখবে টোপ দিয়ে। কত পরিশ্রমের লাঘব হয়ে যাবে তার।

ছেলেটা তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে যমুনা বললে, 'না, আমি নিজেই বেড়ে নিতে পারব।'

সঙ্গে-সঙ্গে সুবল আর মায়া না বাড়িয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় পড়েই লম্বা পায়ে প্রায় ছুট দিল। সখার বাড়িটা এখান থেকে বেশি দূরে নয় এই যা রক্ষে। কিন্তু যত কাছেই হোক না কেন, তার সখা এখনো না খেয়ে তার জন্যে বসে আছে, এ-কথা যতই ভাবছে ততই যেন তার পথ দীর্ঘ হচ্ছে। শুধু তো সখাকে খাওয়ানো নয়, তার আদেশ যে সে যথার্থরূপে নির্বাহ করেছে এ-কথাটা পেশ করবার জন্যেও তার ব্যাকুলতা কম হচ্ছিল না। আর এ-কথাটাও সদর্পে ঘোষণা করতে হবে তার পরিশ্রমের মুনাফা বাবদ সে কিছুই নেয়নি ও-বাড়ি থেকে, না, এক বেলার সামান্য খোরাকিও নয়।

খেতে বসে যমুনার যেন খেয়াল হল সুবলকে খেতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু সে ত্রুটিটা সুখেন্দুর উপরেই চাপিয়ে দিতে চাইল। বললে, 'তুমি কী-রকম, চাকরটাকে খেয়ে যেতে বললে না!'

'আমি বলব না তুমি বলবে?' সুখেন্দুরও বুঝি এই ভুলটা ভালো লাগছিল না।

'তুমি বলবে।' যমুনা ঝাঁজিয়ে উঠল : 'গোড়ায় চাল নেবার সময়ই তোমার বলা উচিত ছিল দু-মুঠো বেশি নে। এখন রান্নার পর ভাতের পরিমাণ দেখে আর বলা যায় না, তুইও খেয়ে যা।'

'প্রাণে ইচ্ছে থাকলে যা ভাত আছে তাই তিনজনে ভাগ করে খাওয়া যেত। না-হয় বলতে, আমি বাজার থেকে কিছু খাবার কিনে আনতাম। ছেলেটা এত খেটে গেল, সামান্য খাওয়াটা পর্যন্ত পেল না।' বেশি বলা হয়ে যাচ্ছে ভেবে সুখেন্দু থামল, মেটাবার চেষ্টায় বললে, 'যাক, কাল যখন আসবে তখন না-হয় ওকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়ো।'

'কাল— কাল আবার আসবে কেন?'

'যে-কারণে আজ এসেছিল, সেই কারণে। তোমাকে পরিশ্রম থেকে বাঁচাতে।'

মুখ ঝামটা দিয়ে উঠতে পারল না যমুনা। বরং করুণকণ্ঠে বললে, 'সত্যি যদি একটা রাঁধবার লোক রাখা যেত!'

'কেন রাখা যাবে না? যদি সত্যি ইনক্রিমেণ্টটা হয়!'

'কিন্তু একটা লোক রাখতে মাসে পঞ্চাশ টাকারও বেশি খরচ।'

'তাই তো ভাড়াটে রাখা ছাড়া উপায় নেই।' দুর্বল জিভে উপরের ঠোঁটটা একটু চাটল সুখেন্দু।

'কেন, ভাড়াটে-ছাড়া বাড়িতে চাকর রাখে না?' যমুনা আবার ফোঁস করে উঠল।

'আবার এমন বাড়িও কোন্ না আছে যেখানে ভাড়াটে আছে, চাকর আছে,' সূক্ষ্ম রেখায় হাসল সুখেন্দু: 'আবার ইনক্রিমেণ্টও আছে।' তারপর দার্শনিকের মতো মুখ করল : 'যত হয় ততই ভালো। বোঝার উপর শাকের আঁটিটাই বা ফেলা কেন? অধিকন্তু ন দোষায়।'

'না, তোমার মাইনেটা যদি বাড়ে তাহলে রান্নার একটা লোক রাখতে পারি বটে কিন্তু ভাড়াটে— গেট-আউট!' নাটকীয় ভঙ্গিতে

হাতটা টান করল যমুনা।

'বাড়লে তো পঞ্চাশ টাকা বাড়বে—'

'কেন পঞ্চাশ টাকাটা কম? বলতে গায়ে লাগে না, না?' যমুনা ব্যঙ্গ করবার সাহস পেল: 'কী আমার কৃতী পুরুষ!'

'কিন্তু সামান্য একটা ঘরের জন্যে ভাড়া একশো টাকা। এর জন্যে কোনো কৃতিত্বের দরকার হল না, অনায়াসেই এসে গেল।'

'একশো টাকা? আমি তো শুনেছিলাম পঞ্চাশ।'

'না, একশোই দিয়েছে। এখন শুনছি ঘর পার্টিশান করে আধখানা করে নেবে। কিন্তু ভাড়া সেই একশোই।'

'একশো!' যেন কী চিন্তা করল যমুনা, বললে, 'দেখি মুখার্জির থেকে একশোই আদায় করতে পারি কিনা—'

সুখেন্দু আর কথা বাড়াল না। ভাবল মন্দ কী, মুখার্জি একশো, চঞ্চল একশো—মোট যদি দুশো টাকা আয় বাড়ে তাহলে তো পোয়া বারো। যমুনার কৃপাকটাক্ষের ফলেই তো এই প্রতুলতা। কিন্তু এই কৃতিত্বের মূলে কি শুধু যমুনারই রমণীয়তা কাজ করছে, সুখেন্দুর পৌরুষ কিছুই করছে না? সুখেন্দু যদি যমুনাকে বাড়তে না দিত, তাহলে এত বাড়বাড়ন্ত হত কী করে?

'কিন্তু, যা-ই বলো, ছোকরা রাঁধতে পারে—' অলক্ষ্যে হঠাৎ নরম হল যমুনা।

'এ আবার কী রান্না! মাছ নয়, মাংস নয়, সামান্য ভাত-ডাল-তরকারি—'

'তবু আনাড়ির হাতে তাও অখাদ্য হতে পারে।' আঙুল চাটল যমুনা: 'ছেলেটার হাতে তার্ আছে।'

'থাকলে কী আসে যায়! কাল তো সে আর আসছে না।'

'আসছে না? এই যে বললে—'

'তা একবেলা খাওয়া পেল না, মাইনে তো দূরস্থান, আসবে

কেন ? কিছু পাওয়া নেই, মিছিমিছি বেগার খাটতে কে আসে !'

'না আসুক। বয়ে গেল !' উঠে পড়ল যমুনা। প্রায় নিজের মনে বলে উঠল : 'মুখার্জিকে বললে নিশ্চয়ই একটা লোক পেয়ে যাব।'

মুখার্জিকে বললে— কথাটা কি সুখেন্দুর কানে একটু বেতালা লাগল ? না, বিচার করে দেখল, মন্দ কী। যদি একটা কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড পাওয়া যায় আর যদি তার মাইনেটা দিতে না হয় তো আরো স্বাচ্ছন্দ্য !

অনুপ বাপের কাছে শোয় আর ঝুমকি মায়ের কাছে। নিজের বিছানায় শুতে যাবার আগে যমুনা ছেলের খোঁজ করতে এল। দেখল এরই মধ্যে ঘুমে তলিয়ে গেছে। কী ভেবে যমুনা অনুপের চুলে হাত বুলিয়ে দিল। আরো কত কথা যেন তার মাকে বলার ছিল তারই অসমাপ্ত স্বপ্ন জ্যোৎস্নার মতো ভাসছে মুখের উপর। জাগিয়ে দিলেই বোধহয় সে-স্বপ্ন চোখে-মুখে ফের রৌদ্রখরোজ্জ্বল হয়ে ওঠে !

কিন্তু, না, ঘুমের মধ্যেই কথা বলে উঠেছে অনুপ : যাচ্ছি, দাঁড়া, চশমাটা নিয়ে আসি। চশমা না থাকলে খেলা দেখব কী করে ? কে— কে স্কোর করল ? এই যাঃ, চশমা নেই চোখে, দেখতে পাইনি।

'ভালো হয়ে শো।' অনুপকে কাত হতে সাহায্য করল যমুনা।

তারপর নিজের বিছানায় শুতে গেল। চোখ বুজে গা ছেড়ে দিতে না দিতেই এক রাজ্যের ফুলের গন্ধের মতো ঘুম এসে যাবে। পরিশ্রম তো কম হয়নি, অন্তত স্নায়বিক সংগ্রাম। তবু তো আরো ক'টা অবধারিত পরিশ্রম থেকে সে বেঁচে গিয়েছে। কে বাঁচাল ? দৈব ? সুবল-সখা ? না আর কেউ ?

যমুনা চেষ্টা করল ভাবতে, চঞ্চলের চোখে কি চশমা আছে ? বোধহয় আছে। না, নেই— থাকলে কি চোখ দুটো অমন কঠিন হত, কিংবা অমন কুটিল— না কি মাঝে-মাঝে অমন বিরক্তিকর ? কী আশ্চর্য, মুখটাই মনে করতে পারছে না। মানুষের মুখের কথা ভাবতে গেলে সম্পূর্ণ ছবিটা নিশ্চয়ই ধরা যায় না, কিন্তু চকিতে কখনো

আংশিক আভাস তো মনে পড়ে যায়, কিন্তু কিছুই তো চঞ্চলের বেলায় স্পষ্ট হচ্ছে না— অবয়ব শুধু একটা অনুভূতির মতো হয়ে অব্যক্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এবার এলে, মনে-মনে স্থির হল যমুনা, পস্টাপস্টি মুখটা দেখে রাখবে যাতে পরে মনে করতে গেলে এমন না বিপদে পড়ে।

কিন্তু আচমকা কখন এসে পড়ে তার ঠিক কী। হয়তো যে-সময়ে যমুনা বাড়ি নেই সেই সময়টাই বেছে নেবে, আজ যেমন নিয়েছিল। কিংবা হয়তো আর আসবে না। কেন আসবে, কিসের আকর্ষণে? পুরো ঘরকে আধখানা করে ষোল আনা ভাড়া টানতে কে রাজি হবে? প্রতি পদে কটাক্ষে বিক্ষত হবার জন্যে? কার এমন দায় পড়েছে গা পেতে লাঞ্ছনা নিতে?

সকাল হলে অনুপকে জিগ্যেস করল যমুনা, 'তোর চশমা কবে দেবে?'

'শনিবার।'

সেটা খুব একটা দূরের দিন নয়, সহজেই নাগাল পেল যমুনা। জিগ্যেস করলে, 'সেদিন তোর কাকাবাবু আসবে নিশ্চয়ই।'

'বা, না এলে চলবে কেন? কাকাবাবুই তো দোকান চেনে, তার বন্ধুর দোকান। টাকা—'

'টাকা আমি দেব।' ও-পাশ থেকে খবরের কাগজের আড়াল থেকে বললে সুখেন্দু, 'দোকান আমিও চিনি। চঞ্চল না এলে আমিই গিয়ে নিয়ে আসতে পারব।'

তুমি তো কতই আনলে, তোমার টাকার তো কতই ক্ষমতা— যমুনার ইচ্ছে হল ঝাঁপিয়ে পড়ে সুখেন্দুর মুখের থেকে খবরের কাগজটা কেড়ে নেয়, কিন্তু ছেলের কথা ভেবে আশ্চর্য সংযমে নিজেকে নিশ্চল করে রাখল। ছেলে স্পষ্ট করে সব দেখতে পাবে তার মধ্যে যেন যমুনারও স্পষ্ট করে দেখা হবে।

কাজ করছে আর ভাবছে শনিবার কখন আসবে জেনে নেওয়া হয়নি। কাল যখন সন্ধের দিকে এসেছিল শনিবারও নিশ্চয়ই সন্ধের দিকেই আসবে। ভাবল, শনিবার রিহার্সেলে না গেলে কেমন হয়?

কিন্তু আজই সকালবেলা সুখেন্দুর অফিসে বেরুবার আগেই চঞ্চল একেবারে কাঠের মিস্ত্রি নিয়ে এসে পড়বে যমুনা কল্পনাও করতে পারেনি।

'তুই থাকতে-থাকতেই এলাম, তোর সঙ্গেই আবার বেরিয়ে যাব।' সরল স্বচ্ছমুখে বললে চঞ্চল, 'মিস্ত্রিও এখন শুধু মাপজোক নিয়ে যাবে—বিরক্ত করবে না— তারপর কোনো-এক ছুটির দিন এসে দুপুরে ফ্রেমটা লাগিয়ে দিয়ে যাবে, যখন তুই বাড়ি থাকবি। আমার স্ট্যাণ্ডটা তোর গিন্নিকে বুঝিয়ে দিয়েছিস তো— দি ওয়ে অব লিস্ট রেজিস্টেন্স—রেজিস্টেন্স বলব? না, দি ওয়ে অব লিস্ট একজিস্টেন্স!'

সুখেন্দু বললে, 'বলব আবার কী। তোর থাকা থেকেই বুঝতে পারবে।'

মাপজোক নিয়ে মিস্ত্রি বললে, 'আমাকে এখানে বসেই কাজ করতে হবে।'

'তা, ও মিস্ত্রি তো, ও বাইরের লোক, ওকে কাজ করতে দিতে হয়তো আপত্তি করবে না। তোর বউকে ছাখ না জিগ্যেস করে।'

'না, আপত্তি আছে,' আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে হাসতে-হাসতে এগিয়ে এল যমুনা, সমস্ত কাঠিন্যের বল্কল খসিয়ে ফেলে একমাত্র যেন অন্তরের সতেজ শ্যামলতায় সরস হয়ে এসেছে, কণ্ঠে হৃদ্যতার সুধা ঢেলে বললে, 'একজন কেউ অভিভাবকের মতো না থাকলে মিস্ত্রিদের তদারক করবে কে?'

'অভিভাবকের মতো!' চঞ্চল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। যত না কথায়, কথা বলার এই নিঃসংকোচ ভাবচেষ্টায়। এ কী বলছে, অর্থের আশ্রয়ের জন্যে তাকাল সুখেন্দুর দিকে।

'উনি তো দুপুরে আফিসে। উনি তদারকি করবেন কী করে?

আর ছেলেমেয়েরা তো ইস্কুলে। আপনি যদি থাকেন—' চোখভরা হাসির মদিরা ঝরাল যমুনা।

'আমি থাকব ?'

'আপনারই ফরমাস মতো পার্টিশান, আপনারই তো থাকা উচিত। কোথায় কতটুকু চওড়া দরজা হবে, ঘুলঘুলি থাকবে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি আপনিই তো সব দেখে নেবেন।'

'আমার সঙ্গে দুপুরে আপনি একা থাকবেন ?' কী-রকম আবিষ্টের মতো জিগ্যেস করল চঞ্চল।

'একা কোথায় ?' যমুনা সহজ মর্যাদায় ঋজু হয়ে দাঁড়াল : 'সশস্ত্র মিস্ত্রিই তো আছে।'

ইঙ্গিতটা ভয়াবহ। দুপুরে যমুনাকে একা পেয়ে চঞ্চল যদি কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ করে তবে ঐ ছুতোর মিস্ত্রিই তার রক্ষক হতে পারবে আর মিস্ত্রির জিম্মায় আছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র। যেন বিরোধ বাধলে মিস্ত্রিকে চঞ্চল নিজের দিকে পাবে না, যেন মিস্ত্রিকে সে মজুরি কবুল করে নিজে ডেকে আনেনি। যেন যমুনার হুকুমে মিস্ত্রি তার অস্ত্র চঞ্চলের উপরেই ব্যবহার করে বসবে।

'সশস্ত্র মিস্ত্রি বুঝি আপনার রক্ষাকর্তা ?'

'আমি তো জানি যে অভিভাবক সে-ই রক্ষাকর্তা।' অদ্ভুত কথা ঘোরাল যমুনা : 'আর মিস্ত্রি সশস্ত্র বলেই তো অভিভাবককে বেশি দরকার।'

এ কী রঙ্গ, হার মানল চঞ্চল। তাকিয়ে দেখল যমুনা যেন এখন এক লাবণ্যের লিপিকা, আনন্দের স্থির নির্ঝর। এমন ভাবে কথা কইছে যেন কোন্ আদিকাল থেকে তাদের আলাপ। যেন তারাই সমস্ত, আর সব অপ্রাসঙ্গিক।

কেন এই বিনোদবুদ্ধি, কে বলবে ? চঞ্চল একবার যখন দৃঢ় হয়েছে, দৃঢ়ই রইল। বললে, 'আমিও তো বেকার নই যে দুপুরবেলায়

বাড়ির মধ্যে বন্দী থাকব। আর অভিভাবককে আজকাল কে মানছে বলুন? সুতরাং—'

সুতরাং মিস্ত্রিকে বললে রবিবারে এসে কাজে লাগতে। একদিনে শেষ না হয় এ-বাড়ির বাবুই— সুখেন্দুকে দেখিয়ে দিল— পরবর্তী দিন-ক্ষণ ঠিক করে দেবে। কাঠের দাম? মজুরি? সেসব আমি দেব।

চলে যাচ্ছিল চঞ্চল, পিছন থেকে যমুনাই ডাকল, 'সন্ধের সময় আসছেন তো?'

'বোধহয় পারব না।'

'কেন, বাধা কী?'

আশ্চর্য, এরকম প্রশ্ন করার যেন যমুনার কোনো অধিকার আছে! তবু দিব্যি বানিয়ে বললে চঞ্চল, 'সিনেমায় যাব।'

'তাই? তাহলে অবিশ্যি কথা নেই। কিন্তু আপনার সখাকে পাঠিয়ে দেবেন তো?'

'সখাকে? ও! আপনার আজও রিহার্সেল আছে বুঝি?'

'এখন রোজ রিহার্সেল! প্লে-র আর বেশি দেরি নেই।'

আশিরপদনখ যমুনাকে একবার স্থির চোখে দেখল চঞ্চল। বললে, 'প্লে শেষ হয়ে গেলে কী করবেন?'

ভেবেছিল যমুনা বুঝি এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। কিন্তু যা বললে তা চঞ্চলেরও অভাবনীয়। বললে, 'প্লে বুঝি কখনো শেষ হয়?' বলেই হাঁক দেবার মতন করে বললে, 'সখাকে পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু। আর সিনেমার পর আপনিও একবার আসবেন। কথা আছে।'

ভাবতে-ভাবতে নিচে নেমে গেল চঞ্চল। কিংবা কিছুই না-ভাবতে-ভাবতে।

নিজের কোটরে ফিরে এলেই সুখেন্দু বললে, 'সুন্দর বলেছ!'

'সে কী, কী আবার বললাম!'

'ঐ যে, প্লে কখনো শেষ হয় না। বললে না কেন, এই প্লে শেষ

হবার পর আপনার প্লে শুরু করব ?'

মুহূর্তে আবার বিগড়ে গেল যমুনা : 'তার মানে, তুমি কী বলতে চাও আমাকে ?'

কথাটাকে সুকৌশলে নির্বিষ করে দিল সুখেন্দু। বললে, 'মুখার্জির প্লে তো একরাত্রেই শেষ আর চঞ্চলের প্লে চিরকালের। নাটকের চেয়ে সিনেমার আয়ু বেশি নয় ? স্টেজে তুমি একনাগাড়ে ক'দিন প্লে করতে পারো ? বারে-বারে সাজতে হবে, বারে-বারে বকতে হবে। কিন্তু সিনেমায় একবার মেক-আপ করে একবার পার্ট বলে এলে, আর, লাগ ভেলকি লাগ, তাই দিনের পর দিন হপ্তার পর হপ্তা মাসের পর মাস চলল একটানা। স্টেজে তো তুমি এক ঘরে আটকা পড়ে থাকবে আর সিনেমায় তুমি শহরে-মফস্বলে একসঙ্গে অনেকগুলি হাউসে জ্বল-জ্বল করছ। তাই চঞ্চলের প্লে চিরকালের নয় ?'

ব্যাখ্যাটা কোথাও দংশন করল না যমুনাকে। তাই সে শান্ত মনে কাজে মন দিতে পারল।

বিকেলে যথারীতি গাড়ি এল মুখার্জির। একটু বুঝি দেরি করেই তৈরি হল যমুনা। মনের মধ্যে কোথাও হয়তো একটি লুকোনো আশা ছিল চঞ্চল সিনেমায় হয়তো নাও যেতে পারে, হয়তো তবে আগে-আগে এসেও যেতে পারে। আবার ভাবছে, এখন এলেই বা লাভ কী হত, প্রাণ ভরে ঝগড়া করা যেত না।

'এত দেরি আজ ?' নবাঙ্কুর অধৈর্যে গেট পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। বললে, 'সীতা না হলে রাবণের চলতে পারে কিন্তু আপনাকে না হলে আমার চলে কী করে ?'

স্নিগ্ধ স্মিত মুখে যমুনা বললে, 'একটাও ঘড়ি নেই, সময়ের ঠিক আন্দাজ পাওয়া যায় না।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল নবাঙ্কুর, কিন্তু সে-সময় অঞ্জলিকে

এগিয়ে আসতে দেখে, সামলে গেল। বলে উঠল, 'চলুন, চলুন, দেখবেন পার্ট কেমন মুখস্থ করেছি।'

কিন্তু আজ যেন বারে-বারেই মুখস্থে ভুল করতে লাগল। ভুল করে রাবণ আজ সীতার বাঁ হাতটা স্পর্শ করল আর স্পর্শ করে তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগল এই হাতে সরু ব্যাণ্ডে রিস্টওয়াচটা কেমন মানাবে।

'হাত ধরে সামনের দিকে একটা টান মারতে হবে তো!' অঞ্জলি মনে করিয়ে দিল।

'ও হয়ে যাবে'খন।' অপ্রতিভ মুখে কাটান চাইল নবাঙ্কুর।

'না, একটা ভালোমানুষের মতো আড়ষ্ট পোজ করে থাকলে রাবণকে মানাবে না। শেষকালে অনভ্যাসের দরুন এই 'ডিটেল'টুকুতে না খুঁত থাকে।'

আবার টানল নবাঙ্কুর, আর এবার ডান হাত ধরে। কিন্তু কেবলই তার মনে হতে লাগল. যমুনা তার কাছে ঘড়ি চেয়েছে, সরাসরি না হোক, পরোক্ষে চেয়েছে— তার মানেই তো তার বুকের মধ্যে পেটা-ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজিয়েছে— রাবণ যে কী বলে সীতাকে বনবাসে রেখেছিল ভগবান জানেন। তাই নবাঙ্কুর যতই হাত ধরে টানাটানি করুক 'ডিটেলে' খুঁত থাকবেই।

সাড়ে-আটটার কাছাকাছি হতেই যমুনা অঞ্জলির দিকে মুখ করে নবাঙ্কুরকে বললে, 'আজ আমাকে একটু সকাল-সকাল পৌঁছে দেবেন।'

'কেন, বাড়িতে কোনো কাজ আছে?' অঞ্জলি চিন্তিত মুখে জিগ্যেস করলে।

'না, কাজ আর কী।' যমুনাও দিব্যি অলস ও অভিজাত ভঙ্গি করতে পারল। বললে, 'আজ আমার ভাড়াটের সঙ্গে একটা মুখোমুখি লড়াই করতে হবে।'

'তার চেয়ে কোর্ট করুন না।'

'মুখ থাকতে কোর্ট কিসের? আগে দেখি না মুখের চাবুকেই

শায়েস্তা হয় কিনা, শেষে যেতে হয় যাব কোর্টে। কোর্টে গেলেই তো এককাঁড়ি খরচ।' একটি করুণ নয়নের কণা পাঠাল নবাঙ্কুরকে।

'আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।' অঞ্জলির কাছ থেকে অনুমতি নেবার মতো করে বললে নবাঙ্কুর : 'ফেরার সময়ে তোমার সেই ওষুধটা নিয়ে আসতে পারবে।'

কায়দা করে গাড়ির কাছে একটু নিরিবিলি হতে পারল নবাঙ্কুর। যে জরুরি কথাটা ড্রাইভারকে বলার কথা তা সে যমুনাকে বললে। আর, জরুরি বলেই, বললে অত্যন্ত নিম্নস্বরে। বললে, 'আপনাকে যদি একটা রিস্টওয়াচ প্রেজেন্ট দিই, নেবেন তো?'

'কী সর্বনাশ, ঘড়ি দিয়ে আমি কী করব!' যেন ঘড়ি দিয়ে মানুষ কী করে জানতে যমুনার বাকি আছে!

'ঘড়ি দেখে আমাকে মনে করবেন।' কী-রকম অসহায়ের মতো বললে নবাঙ্কুর।

এ যেন বলা— ঘড়িতে সময় না দেখে আমাকে দেখবেন। যমুনা অপ্রসন্ন বোধ করলেও বাইরে কৃতার্থের মতো ভাব দেখাল। বললে, 'আপনি যদি ভদ্রলোকের মাইনেটা বাড়িয়ে দিতে পারেন তাহলে তো প্রতিদিন আপনাকেই মনে রাখা হবে।'

'নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আমি তো লিখছি হেডঅফিসে।'

'কিন্তু পঞ্চাশ নয়, একশো।'

'আপনি যদি বলেন, তবে তাই।' ষড়যন্ত্রীর মতো গলা করল নবাঙ্কুর।

'তাই এখন ঘড়ি স্থগিত থাক।' লঘুরেখায় হাসল যমুনা : 'হাতে ঘড়ি বাঁধা দেখলে বাড়ির ভদ্রলোক কী ভাববেন? কিনেছি বলতে পারব না, কুড়িয়ে পেয়েছি তাও অবিশ্বাস্য শোনাবে।'

'তাহলে প্লে-র পর আপনাকে বেস্ট অ্যাকট্রেস বলে ডিক্লেয়ার করে কারু বেনামিতে ঘড়িটা আপনার প্রাইজ বলে অ্যানাউন্স করি।'

'সেই ভালো।' যেন বাঁচল যমুনা।

আরো কিছুক্ষণ বুঝি ড্রাইভারকে ওষুধ আনার নির্দেশের মধ্যে ফেলা যায় না। তাই ত্রস্ত হয়ে ফেরার আগে আরেকটা কথা শুধু বলল নবাঙ্কুর : 'সমস্ত প্লে-র পরে।'

আবার একা-একা ফিরল যমুনা।

ফিরে এসে দেখল সুবল-সখা রান্নাঘরে সামিল হয়েছে। উঃ, কী দেবদুর্লভ সুখ, এখন আবার হেঁসেল নিয়ে না বসা! কী সুখ অবিরল বিশ্রামপ্রপাতে! হাত-পা-মেলা ঢালা বিছানায়!

'তোর বাবু আসেনি?'

'না।'

'আসবে না?'

'না।'

কেন আসবে না এ আর জিগ্যেস করা যায় না। বলা যায় না যে বলে দিয়েছি, কথা আছে, সেই ওজুহাতে আসবে। সুবল চাকর, সুবল তার জানবে কী! যখন মন বলছে আসবে তখন না-আসাটাও আসা বলে মনে হবে।

'কী রাঁধছিস?' যমুনা অন্য কথায় বাঁক নিল।

'যা দিয়ে গিয়েছেন, তাই। আজ মাছ করেছি।' কিন্তু সুবলের উৎসাহটা সঙ্গে-সঙ্গেই মিইয়ে গেল : 'কিন্তু মাছের টুকরো মোটে তিনখানা। কাকে দেব আর কাকে দেব না বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।'

'এ তো সোজা হিসেব। শুধু বাচ্চারা খাবে।'

'মাছ তিনখানা যে।'

'তাতে কী? একখানা অনুপ খাবে, একখানা ঝুমকি খাবে, আর একখানা তুই খাবি।'

'আমি আসি কোত্থেকে?' হেসে উঠল সুবল : 'আমার ভাত

এখানে মাপেনি।'

কী-রকম আঘাতের মতো কথাটা লাগল যমুনাকে। যে রান্না করবে সে খেতে পাবে না এটা শুধু বিসদৃশ নয়, বেদনাদায়ক। কৃত্রিম শাসনের সুরে বললে, 'দাঁড়া, তোর বাবু আসুক, এখনি এর একটা ব্যবস্থা করি।' দূরে সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসতে-আসতে বললে, 'আমি মুখার্জিকেও বলে এসেছি, আজ একটা চরম বোঝাপড়া হবে।'

সে তো নিজের ইচ্ছায় আসেনি, এখানকার কেউ তো তাকে বারণও করেনি— সুবল ভেবে পেল না কী তার অপরাধ? কেন তার বিরুদ্ধে নালিশ হবে চঞ্চলের কাছে?

কতক্ষণ বাদেই চঞ্চল এসে উপস্থিত হল।

অনুপ-ঝুমকি খেতে বসে গেছে, সুবলই ওদের দিচ্ছে-থুচ্ছে, কোথাও কোনো অপ্রতুল নেই, যমুনা তার বিশ্রামের ভঙ্গিতে উদাসীন থেকে দেখছে দূর থেকে। আর ভাবছে, তার বাড়িটা যদি আরো বড়ো হত, যদি তার বিশ্রামের পরিধি আরো বিস্তৃত হত, যদি চারপাশে থাকত অনেক শুশ্রূষা অনেক পরিচর্যার উপচার!

সিঁড়িতে চঞ্চলের জুতোর শব্দ হতেই যমুনার সমস্ত শৈথিল্য অপসৃত হয়ে গেল, তার জায়গায় জাগল বুঝি আক্রমণের উদ্যতি। চঞ্চল তাকিয়ে দেখল, এ এক অদ্ভুত আক্রমণ। ভাবল, স্বামী পাশেই আছে তাই তার এই স্পর্ধিত প্রস্তাব, আর সুখেন্দু ভাবল, ঘরের বাইরে খোলা হাওয়ায় এসে অল্প ক'দিনেই যমুনা কেমন সাহসী হয়ে উঠেছে!

'দেখুন, আমার একটা প্রস্তাব আছে।' পর্দার কঙ্কালটা সরিয়ে যমুনা একেবারে বাইরের ঘরে চঞ্চলের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

এ কি নাটক নাকি? চঞ্চল থমকে দাঁড়াল। চেয়ারে বসা সুখেন্দুও পাথর হয়ে গেল।

আড়ষ্টতার ভাবটা নিমেষে হালকা করে দিল যমুনা। চঞ্চলকে লক্ষ্য করে বললে, 'বসুন। প্রস্তাবটা এমন কিছু ভয় পাবার মতন নয়।'

ভয় পাবার মতন নয়! ধাতস্থ হয়ে বসল চঞ্চল। কিন্তু প্রস্তাব যা-ই হোক, সুখেন্দু করছে না, তার স্ত্রী করছে, এর মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে বৈকি। বিরোধে যেমন নতুন, এ যে দেখি মৈত্রীতেও নতুন! আর সুখেন্দু ভাবছে, খোলা আলো-হাওয়ায় না দাঁড়ালে এ-ফুল ফুটত কী করে?

'প্রস্তাবটা আর কিছুই নয়,' যমুনা চোখের দৃষ্টি নিবিড় করে চঞ্চলের চোখের উপর রাখল : 'আপনি রাত্রে এখানে খাবেন।'

এ কী দেখছে, এ কী শুনছে চঞ্চল! কিংবা তার হয়তো বিষম ভুল হয়েছে। যা দেখবার তাই সে শুনছে, যা শোনবার তাই সে দেখছে।

'আমি এখানে খাব? রাত্রে?' চঞ্চল পুনরুক্তি করে উচ্চারণটাকে স্বচ্ছ করতে চাইল।

'হ্যাঁ, মন্দ কী।' দিব্যি বন্ধুর মতো হাসল যমুনা।

'আজ খাব?' চঞ্চল এত বোঝে তবু যেন মাথাটা পরিষ্কার হচ্ছে না।

'শুধু আজ নয়, রোজ।' পরে স্পষ্টতর হবার চেষ্টায় যমুনা স্থির কণ্ঠে বললে, 'রোজ রাত্রে।'

'কী বলছেন আপনি?' প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চল সুখেন্দুর দিকে তাকাল— যেন এমন একটা প্রস্তাব সুখেন্দুকে জিগ্যেস না করেই করা যায়। আর সুখেন্দু যে যমুনার দিকে তাকাল তার অর্থ কেমন স্বাধীন ব্যক্তিত্বে, নিজের উপরে শান্ত আস্থা রেখে, নির্ভীক প্রস্তাব করতে পারছে! তার উপরে কারো কোনো কর্তৃত্ব আছে কিনা গ্রাহ্যও করছে না।

'বলছি এক বেলার পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকবেন।'

'পেয়িং গেস্ট!' চঞ্চলের কাছে এ আরো আশ্চর্যকর। যে ভাড়াটেকে তাড়াবার জন্যে এত ব্যস্ত, এত মারমুখো, সে-ই কিনা আবার তাকে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে আমন্ত্রণ করছে! আর সুখেন্দু ভাবছে আরো কত না-জানি বিস্ময় আছে লুকিয়ে। যত বিকাশ তত বিস্ময়!

'পেয়িং গেস্টটা মন্দ কী। আপনি যা খেতে চান যা খেতে ভালো-বাসেন তাই রান্না হল আর তার জন্যে আপনি একটা ন্যায্য দাম ধরে দিলেন। কী বলো,' সুখেন্দুকে লক্ষ্য করল যমুনা: 'মন্দ কী।'

'খুব ভালো প্রস্তাব।' সুখেন্দু উষ্ণ হয়ে উঠল। বুঝল একটি যাথার্থ্যেই যমুনা বিকশিত হয়ে উঠছে। সে ইনক্রিমেণ্টও নেবে আবার ভাড়ার সঙ্গে খোঁরাকির টাকাও আদায় করে নেবে। একেই বলে সহধর্মিণী বান্ধবরূপিণী। গাছেরও খাবে তলারও কুড়োবে।

চঞ্চলের ঘোরালো ভাবটা তখনো কাটেনি। জিগ্যেস করলে, 'তা শুধু রাত্রের জন্যে কেন?'

এতক্ষণে থলের ভিতর থেকে বেরাল বেরিয়ে এল। যমুনা বললে, 'সুবল এখানে রেঁধে আবার আপনার ওখানে গিয়ে রাঁধবে কিংবা আপনার রান্না সেরে এসে আবার এখানে এসে রান্না করবে—ছেলেটার কষ্ট হবে না? তার চেয়ে আপনার রান্নাটাও ও এখানেই রেঁধে দিত, আপনার কোনো অসুবিধে হত না, ছেলেটারও পরিশ্রম বাঁচত।'

তার মানে সুবলের জন্যে মায়া! যদি এতই দরদ, আমার চাকর আমাকেই ফিরিয়ে দাও না! তা নয়, নিজের যে পরিশ্রম বাঁচছে, রাত্রে যে রান্না করতে হচ্ছে না সেই আরামের প্রতি আকর্ষণ। তার মানে সুবল থাক, আর তুমি এখানে খেয়ে ওর খাটনি কমাও।

চঞ্চল গলা ছেড়ে হেসে উঠল। বললে, 'সুবলের হাতের রান্না খাবার জন্যে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। আর

যদি কেউ রাঁধত—'

'আমার হাতের রান্না খাবেন ?'

'তার মানে দিনের বেলাতেও আমাকে পেয়িং গেস্ট রাখবেন ?'

'যদি বলি রাখব, ষোল আনা ছেড়ে দেবেন সুবলকে ?'

'তার মানে সুবলই দু-বেলা রাঁধবে ?'

'না। দিনের বেলা আমি রাঁধব, রাত্রে সুবল রাঁধবে। কী, রাজি ?'

'এখনো তো তাই হচ্ছে— দিনের বেলা আপনি, রাত্রে সুবল। পেয়িং গেস্টের আর দরকার কী! আপনি জানেন না, আমার জন্যে রান্না করা, খাবার নিয়ে বসে থাকা— সে কী ঝামেলা! হয়তো ভাত নিয়ে বসে আছেন, খেতেই এলাম না। তা নিয়ে আপনার যন্ত্রণা। কিংবা সাধ্যমতো ভালোই রান্না করেছেন হয়তো, আমার মুখে রুচল না, আমি খাওয়া ফেলে উঠে গেলাম— তা নিয়ে আবার আপনার জ্বালা। পেয়িং গেস্টে দরকার নেই। যেমন আছি তেমনিই ভালো। তুই কি বলিস ?' সুখেন্দুকে নাড়া দিতে চাইল চঞ্চল।

'হ্যাঁ, না—' সুখেন্দু যমুনার কাছে আশ্রয় চাইল।

'কিন্তু সুবল ?' যমুনার প্রশ্নটা প্রায় একটা কান্নার মতো বেরুল।

'কেন, সুবলের কী ?'

'দু-জায়গায় রান্না ছেলেটার পক্ষে অত্যাচার হবে না ? এখানে শুধু রান্না নয়, রান্নার উপর আবার বাসনমাজা।'

'বাসনমাজা তো আমারও ওখানে।'

'সেটা খুব ভালো হবে ?'

ভালো হবে না তো সুবলকে ছেড়ে দাও। তা দেবে না। ছেলেটার প্রতি মায়া তত না হোক, নিজের যে রাত্রে রান্না করতে হবে না সেই আরামের প্রতি লোভ!

'কী রে, দু-জায়গায় কাজ করতে তোর কষ্ট হবে ?' কাজ-ছুট সুবলকে এগিয়ে আসতে দেখে চঞ্চল জিগ্যেস করলে।

হাসিমুখে সুবল বললে, 'না, না, কষ্ট কিসের? দু-ঘণ্টাও লাগল না, সব কমপ্লিট করে এলাম।'

'আমি বলি কী, রাতের খাওয়াটা এখানে খেয়ে নিক।' করুণ চোখে বললে যমুনা। সুবলের পরিশ্রমের বিনিময়ে কিছুই সে মূল্য দিতে পারছে না এই অবিচারটা বারে-বারেই তাকে আঘাত দিচ্ছে, আবার এও ভাবছে এ-বাড়ির খাবার কি তার কাছে রুচিকর হবে?

কিন্তু সুবল বেশ চালাক, সে সেদিকে গেল না, বললে, 'এখানে খেয়ে নিলে ঘুম পাবে, তারপর বাড়ি গিয়ে আর রাঁধতে পারব না।'

'আর ওর ঘুম তো জানেন না! রামায়ণের কুম্ভকর্ণকেও হার মানায়। আপনাদের নাটকে কুম্ভকর্ণের পার্ট আছে? তাহলে ওকে দিতে পারেন।'

সুবল হাসল, সুখেন্দুও হাসল, কিন্তু যমুনার মুখে একটি রেখাও ফুটল না। বললে, 'ও যে এখানে এসে রোজ রাতে রান্না করে দেবে তার জন্যে তো ওকে আমাদের কিছু দিতে হয়? কী,' সুখেন্দুকে ঠেলা দিল যমুনা : 'মাইনেটা ঠিক করে নাও।'

'হ্যাঁ, চঞ্চল যা বলে—' নিজে কিছু বললে না সুখেন্দু।

চঞ্চল কী বলবে তা যেন তার জানা ছিল। আর চঞ্চল তাই বললে। বললে, 'সে যা হোক আমার ভাড়ার মধ্যে থেকে কেটে নেব।' যমুনাকে স্বস্তি দিল চঞ্চল। কত কাটবে এবং কাটবার সঙ্গে-সঙ্গে ভাড়াটাও বেড়ে যাবে কিনা, অর্থাৎ হরে-দরে একই অঙ্ক থাকবে কিনা, সে-আলোচনায় কাজ কী।

কিন্তু যা-ই বলো আর না-ই বলো, ভাড়াটেকে তাড়াবার কথা আর সে ভাবতে পারবে না।

ভাড়াটে বিদায় হলে তো সুবলও পলাতক।

'চল রে, বাড়ি চল, দারুণ তেষ্টা পেয়েছে।' সিঁড়ির দিকে এগোল চঞ্চল।

'দাঁড়ান, আমি জল দিচ্ছি।'

যমুনা জল আনতে ভিতরে যেতেই সুখেন্দু গলা নামিয়ে বললে, 'জলটা খেয়ে যা। মানেটা ও বুঝতে পারেনি।'

'বড্ড বেফাঁস বলে ফেলেছি। না, সতর্ক হব।' তাই যমুনার হাত থেকে গ্লাসটা এমন সন্তর্পণে তুলে নিল চঞ্চল, যাতে একটিও আঙুলের ছায়ার কাছেও তার আঙুল না আসে! মুখ না মুছেই বললে, 'জল খেয়ে মনে হচ্ছে ভাতটাও খাব কিনা।' অন্যরকম করে হাসল চঞ্চল।

যমুনাও বুঝি অন্যরকম করে তাকাল।

এ-ভাষার মানে জানে তো সুখেন্দু?

সুবলকে পাশে বসিয়ে রিকশা করে রওনা হল চঞ্চল। সুবল সংকুচিত হতে চাইছিল, তার কাঁধে আদরের ভঙ্গিতে হাত রেখে তাকে কাছে টেনে নিল। বলতে চাইল, তোর জন্যেই আমার এই জয়-জয়কার। শুধু ভাড়াটে নয়, পেয়িং গেস্ট। শুধু হাতির দাঁত নয়, হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে, ঘুমের ওষুধ পেটে যাওয়া সত্ত্বেও, অনেকক্ষণ ঘুমুতে পারল না চঞ্চল। ভাবতে লাগল পেয়িং গেস্টে রাজি হবে কিনা। একবার ভাবল, পেয়িং গেস্ট হলে সান্নিধ্যটা একটু ঘনতর হতে পারে, আবার ভাবল একটু দূরে-দূরে থাকলেই স্পৃহাটা তীক্ষ্ণতর হয় না? তারপর সান্নিধ্য থেকেই বিরোধ, সমস্ত ছন্দের অপলাপ। তারপর কী খেতে দেয়, কেমন রান্না, তার ঠিক কী! বেশি তা দিলে ডিমে ঘোলা পড়ে, বেশি ফুঁ দিলে স্বপ্নের ফানুসও ফেটে যায়।

'সুবল!'

'উঁ।'

'ঘুমিয়ে পড়েছিস?'

'হুঁ।'

‘তোর মাইনে পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেব। কী রে, শুনতে পাচ্ছিস?’

‘পাচ্ছি না।’

‘নে, যা, দশ টাকাই বাড়িয়ে দেব। কী রে, শুনছিস?’

‘ঘুমিয়ে পড়েছি।’

॥ বারো ॥

সবচেয়ে বিস্ময়কর কাণ্ড হল, অনুপের চশমা হল। আর অনুপের চোখ দিয়ে যমুনাও যেন নতুন আলোতে দেখল সংসারকে। অনুপের চোখের আনন্দ যেন যমুনারও চোখে এসে লাগল। যেন দেখল চঞ্চলকে যত অবাঞ্ছনীয় মনে করেছিল তত বুঝি সে পরিত্যাজ্য নয়।

একই চোখ দেখে, কিন্তু তার সবচেয়ে বড়ো রহস্য দৃষ্টিকোণে। রহস্য বস্তুতে নেই, রহস্য দৃষ্টির অন্তঃপুরে।

বাইরের ঘরে কাঠের পার্টিশান খাটানো হয়েছে, যমুনার আব্রুর জন্যে আরো দু-একটা ত্রুটিরও সংশোধন হয়েছে, সুবলও প্রতি সন্ধ্যায় আসছে নিয়মিত, কিন্তু যার জন্যে ঘর তারই তেমন আর দেখা পাওয়া যায় না। সে-ই যদি না থাকল তবে ঘর কেন, ঘর কার জন্যে ?

'দেখুন, আপনার শোবার ঘরের দক্ষিণের জানলাটা অকেজো হয়ে গেল।' মিস্ত্রির কাজ তদারক করতে এসে একদিন বললে চঞ্চল।

'কেন, অকেজো কেন ?'

'পার্টিশানের বেড়া পড়বার পর ওদিকে একটা ঘর হয়ে গেল তো। তাই ওটাকে শিয়রে রেখে আপনার দক্ষিণের জানলাটা উপভোগ করা যাবে না।'

'কেন, আপনি ও-ঘরে রাতে ঘুমোবেন নাকি ?'

'বলা তো যায় না। ঘর যখন তখন ইচ্ছে করলে এসে শুতেও পারি।'

'তা শোবেন। তখন না-হয় জানলাটা বন্ধ করে দেব। জানলার ছিটকিনি তো আমার দিকে।'

'তা বটে। কিন্তু জানলা বন্ধ করে রাখলে হাওয়া পাবেন না।'

'এমনি কতই যেন পাই। ঘরের পরে ঘর, তার আবার জানলা, তার আবার হাওয়া।' কী-রকম একটা গুমোটের মধ্যে থেকে যেন যমুনা বললে।

'ঠিক আমার শোবার জন্যে ঘরটার প্রয়োজন নাও হতে পারে, তবে সুবল শোবে। আমার আস্তানায় সব সময় ওর একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় নেই।'

'সুবল শুলে কথা কী। ও তো ছেলের মতো।'

'কিন্তু ওর মাথায় আবার দুষ্টু বুদ্ধি আছে তো, ও হয়তো ওর দক্ষিণের জানলাটা বন্ধ করে দিল। আপনার করেসপণ্ডিং জানলা দিয়ে আর হাওয়া পেলেন না।'

'রাখুন। খাওয়া নেই, হাওয়ার জন্যে ভাবনা!'

'না, তেমন কিছু নয়, তবে একটু অসুবিধে হবে।'

'তা, ঘর ভাড়া দিতে গেলে অমন এক-আধটু অসুবিধে হয়ই।' যমুনা কথার সুরে দিব্যি একটু লঘুতার টান আনতে পারল : 'হাওয়া যদি একান্তই বন্ধ হয় তবে একটা ফ্যান করে দিলেই চলবে।'

দিব্যি চাইতে পারল যমুনা। ইনক্রিমেণ্ট, ঘড়ি, চাকর, ফ্যান। একটুও আটকাল না। নাটকের শক্তি বুঝি সংস্কারের শাসনকে ক্রমশই শিথিল করে দিচ্ছে।

চঞ্চল ঘরের সিলিঙের দিকে তাকাল, ফ্যান-পয়েণ্ট আছে কিনা, কিংবা দেখতে, মানুষের আকাঙ্ক্ষা কত উঠতে পারে উপরে।

শেষ পর্যন্ত টাকায়ও বুঝি মানুষের ক্ষান্তি নেই, মানুষ নাম চায়, প্রতিপত্তি চায়, আমি একজন প্রধানতম, চায় সেই স্বীকৃতি। শুধু আরামে-বিশ্রামে কী হবে, শুধু জিনিসে-জঞ্জালে কী হবে যদি আমাকে কেউ না চেনে, আমাকে দেখে কেউ না বা চিনিয়ে দেয়! যমুনা যে ক্রমশই তাকাচ্ছে উপরের দিকে, সেই তো স্বাভাবিক। তাকে সেই জন্যেই তো বাইরে পাঠিয়েছে সুখেন্দু। তার মধ্যে যদি বড়ো হবার গুণ থাকে তাহলে কেন সে বড়ো হবে না, কেন সে বিশিষ্ট হবে না?

প্রত্যেক শহরই বলছে আমি রাজধানী হব, প্রত্যেক মানুষই বলছে

আমি উজ্জ্বল হব, বিখ্যাত হব, বিস্তৃত হব। শুধু টাকা হলেই বা কী হবে যদি প্রশংসা না পাই ? তাই টাকা কুড়োনোর চেয়েও বড়ো হচ্ছে প্রশংসা কুড়োনো। টাকা দিয়ে তোষামোদ কেনা যায়, প্রশংসা কেনা যায় না। আর প্রশংসায় দীপ্তি পাওয়াই জীবনে দীপান্বিত হয়ে ওঠা।

কামেও হয়তো মানুষ থামে, কিন্তু নামে কখনো থামে না।

'কী রে, ঘর করলি,' সুবলকেই শেষে অনুপায় হয়ে জিগ্যেস করল যমুনা, 'তুই বা তোর বাবু, কেউ যে থাকতে এলি না।'

'বেশ তো, ভালোই হল। আপনারাই থাকুন।'

এর পর আর কথা কী— বাড়তি ঘর, বাড়তি ভাড়া, বাড়তি চাকর— সমস্তই এখন বাড়তির মুখে।

'কী হল, ভাড়াটে তাড়াতে পারলেন ?' নবাঙ্কুর গায়ে পড়েই জিগ্যেস করতে পারে আজকাল।

'আমার মুখের কথায় কী হবে বলুন। আমি যা-ই কেননা বলি উত্তর দেয় না। উত্তর না দিলে ঝগড়া করা যায় কেমন করে ? ঝগড়া না করতে পারলে বলুন কড়া কথা কী করে বলা যায় ?' নিপুণ অভিনয় করল যমুনা।

'সুখেন্দু কী করছে ?'

'বলেছি তো কিছুই উচ্চবাচ্য করছে না। তার কেবল ঐ এক কথা, ভাড়াটে তাড়ালে খাব কী !'

'আমি তো তার ইনক্রিমেন্টের কেস মেক-আউট করে পাঠিয়েছি হেডঅফিসে। দাঁড়ান,' উৎসাহে উঠে দাঁড়াল নবাঙ্কুর : 'প্লে-র পর আমিই নিজে সব ব্যবস্থা করব। এ কী অন্যায় কথা ! মাইনে যখন বাড়ছেই তখন আর এই বিড়ম্বনা কেন ? দাঁড়ান, আমি দেখছি, আমাকে ভার দিন—' যেন সংকল্পে গাঢ়মুষ্টি হয়ে উঠল।

'আপনি ভার নিলে আর কোনো ভাবনা নেই।' দিব্যি একটি তরল লালিত্যের ছবি আঁকল যমুনা।

'আপনার ভার আর কতটুকু!' নবাঙ্কুর কথাটার অর্থ আরো যেন গভীরে-গহনে নিয়ে গেল। বলেই উচ্চকিত হয়ে অন্য সুরে ধ্বনির লহর তুলল : 'চলুন, চলুন, সবাই রিহার্সেলে চলে এসেছে।'

সেদিন কেন কে জানে সরমার পাশের চেয়ারে বসেছিল যমুনা। আর-আর দিন তাদের মধ্যে কেমন প্রফুল্ল আলাপ হত, আজ যেন সরমা কেমন বিরস, শ্রীহীন।

'আজ আপনাকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?' প্রায় জনান্তিকে জিগ্যেস করল যমুনা।

'বাড়িতে অসুখ।'

একটা নতুন রকমের ধাক্কা খেল যমুনা। দ্রুত প্রশ্ন করল : 'কার? আপনার ছেলেমেয়ের?'

'ছেলেমেয়ে নেই।'

'তবে কার? আপনার স্বামীর?'

হ্যাঁ-না কিছু বললে না সরমা। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আমার মা-র।'

'আপনার মা কি আপনাদের সঙ্গে থাকেন?'

'না, আমিই আমার মায়ের সঙ্গে থাকি।'

ব্যাপারটা যেন ঘোরালো করে তুলল সরমা। এখন আবার এর সমাধানে উৎসুক হতে হয়।

যা জানল তা প্রায় শোকাবহ। সরমার বিয়েই হয়নি, সিঁথিতে ও সিঁদুর ধরেছে শুধু দানবদলনের অস্ত্র হিসেবে। সত্যি আক্রমণ হলে কতটা দলন করতে পারবে জানে না— যাতে আক্রমণটা না হয় তারই জন্যে এই অবতরণিকা। অর্থাৎ সধবা স্ত্রীর চিহ্ন ধরে মঞ্চে অবতরণ।

'এ-লাইনটা ভারি বিচ্ছিরি, পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে ঘুরে-ঘুরে প্লে

করে বেড়ানো।' যেন সরমার কথার মধ্যে একই দীর্ঘশ্বাস বয়ে চলেছে একটানা : 'কুমারী দেখলেই বিপদ যেন চারদিক থেকে মুখিয়ে আসতে চায়, সধবা দেখলে স্থির করে এ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে, এর আর ভবিষ্যৎ নেই। যেমন টিকে নিলে বসন্ত এড়ানো যায় তেমনি সিঁদুর নিলে এড়ানো যায় বসন্তসখাদের।'

'বলেন কী?' যেন ভীত নয়, উৎসাহিত হয়ে উঠল যমুনা : 'একদিন যাব আপনার সঙ্গে। দেখব কোথায় কী নাটকের দল আছে।'

'আপনি পাবলিক স্টেজে প্লে করবেন?' সরমা উত্তেজিত হয়ে উঠল : 'আপনাকে পেলে তো সবাই লুফে নেবে।'

'কী যে বলেন—' যমুনা নিজেকে প্রধান ভাববার একটা গোপন গর্ব অনুভব করল।

'আপনার কী সুন্দর ভয়েস, কী চমৎকার বাচনভঙ্গি, কী সুন্দর ফিগার!'

কান ভরে শুনল যমুনা। হ্যাঁ, একটি মেয়েই বলছে, তাই বা শুনল কবে? পুরুষে বললে তো রীতিমতো অপমানের মতো মনে হত। বাড়িয়ে বলছে, তা বলুক, কিন্তু বলতে দাও। প্রশংসা শোনায় যে এত সুখ আছে, নির্দোষ সুখ, তা কে জানত।

'আপনার আরো সুবিধে,' সরমা আরো উত্তাপ আনতে চাইল : 'আপনি বিবাহিত। আপনার স্বামী আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবেন।'

'সেটা কি জরুরি নাকি?'

'ওসব বসন্তসখাদের আক্রমণ প্রতিহত করবার পক্ষে জরুরি।'

'সঙ্গে স্বামী থাকলে তো হিরোয়িন করবে না, মায়ের পার্ট দেবে।' মুখ টিপে হাসল যমুনা।

'তা দিক না। গোর্কির মাদার-এর মায়ের পার্ট কি পার্ট নয়? সে মাকে কি আপনি হিরোয়িন বলবেন না?' সরমা আবার খাদে নামল :

'সঙ্গে একজন অভিভাবক মতন থাকলে বসন্তসখারা সম্ভ্রম করে দূরে-দূরে থাকে, সময়টা কাজের মধ্য দিয়েই কেটে যায়, অকাজের বোঝা টানতে হয় না। হলই বা না মায়ের পার্ট, ঝিয়ের পার্ট, তাই দিয়েই মাতিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু যদি প্রেমিকা নায়িকার পার্ট করতে চান, আপনাকে মিস্ হতে হবে আর শারীরিক কুসংস্কার বিসর্জন দিতে হবে।'

'শারীরিক কুসংস্কার!' হালকা সুরে বলতে চেয়েও বলতে পারল না যমুনা, কী-রকম একটা আতঙ্কের রেখা ফুটে উঠল।

'বুঝতেই পাচ্ছেন শরীরের উপর কিছু অপপ্রয়োগ হবে, সেটা একেবারেই গায়ে মাখবেন না, ঢোঁক গিলে হজম করে নেবেন। ভাববেন এ নাটকেরই ধর্ম।'

উদার হতে চাইল যমুনা। বললে, 'নাটকের ধর্মে একটু-আধটু মন্ত্র-ভুল মেনে না নিয়ে উপায় নেই।'

'নাটকে ধর্মই নেই, তা আবার মন্ত্র!' সরমার ডাক পড়েছে, তাই সে উঠে পড়ল। বললে, 'যদি যেতে চান আমি আপনাকে নিয়ে যাব।'

'আমাদের এ-নাটকে আপনার চেনা-জানা নাট্যসংস্থাদের কার্ড দেবেন, তারা এসে দেখুক আমাদের প্লে!' যমুনার আবার প্রধান হবার ইচ্ছে হল। যদি কোনো অধিকারীর নজরে পড়ে যায়! যদি কারো ভালো লাগে।

কিন্তু মুখে যা-ই বলুক, দেখা গেল, যমুনা এখনো কোন্ সে আদ্যিকালের কুসংস্কারেই পঙ্কমগ্ন হয়ে আছে।

মনে বেশ একটু সৌহার্দ্যের ভাব আনতে পেরেছিল কিন্তু সকাল হতেই একটা ঝড় উঠে সব ধুলোয় আর মেঘে কালো করে দিল। কী দরকার ছিল এই অকালের বিসর্জনে?

যতক্ষণ সুখেন্দু বাড়িতে আছে ততক্ষণই চঞ্চল থাকবে এরকম একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু সকালবেলায়ই, রোদের সোনার রুপো হবার আগেই, একেবারে একটা ক্যামেরা হাতে এসে উপস্থিত

হবে কল্পনাও করেনি যমুনা। তারপর এখন কলতলায় সে চায়ের কাপ-ডিশ ধুচ্ছে, এখন তার বেশবাস স্বল্প ও অসংলগ্ন, এমন অবস্থায় ছবি তোলা তো প্রায় শারীরিক আক্রমণ।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, নড়বেন না, ঢাকবেন না— প্লিজ।' চঞ্চলের স্বরে যেন কী এক গভীরের আবেদন : 'একটা গ্লোরিয়াস সট হবে।'

'এ কী অসভ্যতা!' ফোকাসটা ঠিক করবার আগেই চঞ্চলের উপর ফেটে পড়ল যমুনা : 'আপনার কী সাহস ভদ্রমহিলার অন্তঃপুরে এসে ঢোকেন ? বাড়িতে আপনার মা-বোন নেই ?'

চঞ্চল একেবারে পাথর বনে গেল। হাত থেকে ক্যামেরাটা পড়তে-পড়তে পড়ল না।

কিন্তু এক মুহূর্ত মাত্র।

তার পরেই হাসিমুখে বললে, 'এ ফিল্মের জন্যে তুলছি। সেখানে অসতর্ক, অন্যমনস্ক মুহূর্তেরই দাম বেশি। খুব একটা আঁটসাঁটের মধ্যে অঙ্ক থাকতে পারে, আর্ট নেই। অর্ধেক বসন তুমি অর্ধেক মোচন, এই হল সিনেমার স্লোগান।'

'নিজের বাড়িতে গিয়ে তুলুন।'

'আমার মা-বোনের কথা বলছিলেন না ? আমার যদি মা-বোন থাকত আর তারা যদি সিনেমার পার্টের প্রার্থী হত, তাদেরও অমনি সাদাসিধে অসাবধান ছবিই তুলে দিতাম। ঘরে আপনি যেটুকু অসাবধান তার মধ্যে স্বাভাবিকতার শ্রী আছে কিন্তু সিনেমায় যে অসাবধান হবেন সে তো জেনেশুনে, চেষ্টা করে, ফিতে মেপে— তাতে এই স্বর্গের মাধুর্য নেই।'

'বক্তৃতা রাখুন।' উঠে পড়ে প্রশস্ততর ভাবে সম্বৃত হবার চেষ্টা করল। ধিক্কারের সুরে বললে, 'এর মধ্যে আবার শ্রী!'

'অপরূপের বাসা তো দর্শকের চোখে, তার আপনি কী বুঝবেন ?' সুখেন্দুকে এগিয়ে আসতে দেখে আশ্বস্ত হল চঞ্চল, বললে, 'তোর স্ত্রী

স্ন্যাপ নিতে দিল না— ঘরোয়া পরিবেশে এমন একটা মার্ভেলাস পোজ হয়েছিল, যে-কোনো ডিরেক্টর দেখলেই যেচে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে যেত। যাক গে, যা পাওয়া গেল না তো গেল না। বেশ, এমনি সেজেগুজে নিজের মনের মতনটি হয়ে দাঁড়ান, আমি একটা মামুলি ছবি তুলি।'

'না।' এক কথায় অনেক দূরে ঠেলে দিল যমুনা।

'কেন, আপত্তি কিসের?' সুখেন্দু এল মধ্যস্থতা করতে : 'যদি একটা চান্স হয় তো হোক না। আজকাল তো যে-কোনো চাকরির দরখাস্তের সঙ্গে প্রার্থীর ফটোগ্রাফ জুড়ে দিতে হয়। সিনেমার দরখাস্তে ছবি তো এসেনসিয়েল—'

'দরকার হয় আমি নিজে গিয়ে ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করব।' যমুনা কথার মধ্যে নাটকের ঝাঁজ ছিটিয়ে দিল।

'আপনি জানেন না, জীবন্ত মানুষের চেয়ে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ছবি বেশি মুখর, বেশি মোহকর। তেমনি একটা ক্ষেত্র, একটা কী, একমাত্র ক্ষেত্র সিনেমা।' বক্তৃতা ছাড়তে চেয়েও ছাড়তে পারছে না চঞ্চল। বললে, 'আপনার ছবি যদি কথা না কয় তাহলে আপনার মুখের সহস্র কথায়ও কিছু হবে না।'

'চুপ করুন।' যমুনা উদ্ধত স্বরে বললে, 'সে আমি বুঝব আর আমার ডিরেক্টর বুঝবে।'

'তুমি কী বলছ,' সুখেন্দু আবার এল মীমাংসা করতে : 'সিনেমা-জগৎ তো এক বিশাল অরণ্য, সেখানে তুমি পথ চিনবে কী করে? চঞ্চলই তো ওখানকার একজন এক্সপার্ট গাইড—'

'রাখো। আমাকে পথ চেনাবার লোক আছে।' যমুনা নাটকীয় চূড়ায় উঠে বললে, 'একজন ভাড়াটে ফটোগ্রাফারের শরণ নেবার দরকার নেই।'

লোক আছে— কে লোক আছে? জানতে চাইলও না সুখেন্দু। সে লোক যদি নবাঙ্কুর হয় তো ভালোই লোক। তাই বলে চঞ্চলকে

এমন ভাবে অপমান করার কোনো মানে হয় না।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, চঞ্চল তার মুখে-চোখে একটুও ক্ষুণ্নতা না রেখে সরল পরিহাসের আলো ছড়াল, জিগ্যেস করল, 'ভাড়াটে ফটোগ্রাফার, না, ভাড়াটে ও ফটোগ্রাফার? যা-ই বলুন, কোনো-কিছুকেই গালাগাল বলে নেব না, কেননা সত্য কথা গালাগাল হয় কী করে? পৃথিবীতে আমরা সবাই ভাড়াটে, কার থেকে এ-জীবনের ইজারা পেয়েছি জানি না, কিন্তু নিয়মিত ঠিক ভাড়া দিয়ে যাচ্ছি— দুঃখ কষ্ট অপমান হতাশা নিষ্ফলতা। আর আমরা ফটোগ্রাফার ছাড়া আর কী। মানুষের শুধু উপর-উপর ভাসা-ভাসা বাইরের ছবিই নিতে পারি, তার মর্মের ছবির সন্ধান পাই কী করে? যাই, এখন আসি।'

অনুপ আর ঝুমকি এগিয়ে এসেছিল, যদি কাকাবাবু তাদেরও ছবি তোলেন। কিন্তু কী-রকম একটা ঝগড়ার সুরে কথাবার্তা হতেই তারা থমকে গেল, এগোতে সাহস পেল না। এখনো শেষ দরজাটা ধরে তারা লাজুক নম্র মুখে দাঁড়িয়ে আছে যদি কাকাবাবু তাদের মর্মের কথাটার সন্ধান পান। কিন্তু চঞ্চল শুধু তাদের দিকে চেয়ে মিষ্টি একটু হেসে, অল্প একটু ছুঁয়ে, হালকা একটু আদর করে চলে গেল।

'অত আগুন হয়ে উঠলে কেন?' ভয়ে-ভয়েই জিগ্যেস করল সুখেন্দু।

'কী অসভ্য বলো তো, গায়ে জামা নেই, এলোমেলো হয়ে আছি, ছবি তুলতে এসেছে।' যমুনার চোখে এখন আগুন না থাক, তাপ যথেষ্ট।

'জামা নেই তো, গায়ে ওটা কী?'

'এটা তো বডিস। লোকটা ব্লাউজ পরবার পর্যন্ত সময় দিতে চায় না।'

'আজকাল ঐ তো ব্লাউজ।' সুখেন্দু আরো একটু জুড়ল: 'ছেঁড়া চুলেই তো খোঁপা বাঁধা।'

‘তুমি আর কথা বলতে এস না। কানাকড়ির মুরোদ নেই, বউকে পাঠায় সিনেমা করতে।’ যমুনা আবার বাকি কাজে মন দিল।

চঞ্চল তার ফ্ল্যাটে ফিরে এসে সুবলকে বললে, ‘আমাকে আজ দুপুরেই বাইরে বেরুতে হবে। আজ থাক, তুই কাল সকালেই সুখেন্দুদের বাড়িতে কাজে লাগবি। বলবি, দিনের কাজ করতেও বাবু পাঠিয়ে দিল। কাজ সেরে ইচ্ছে করলে ও-বাড়িও থাকতে পারিস, আলাদা ঘর হয়েছে আমাদের, নয়তো এখানেও ফিরে আসতে পারিস। আবার সন্ধেয় গিয়ে রান্না করে দিবি। রাতে কিন্তু ও-বাড়ি থাকবি না, নিজেদের ফ্ল্যাটে এসে ঘুমুবি। আবার সকাল হলে চলে যাবি, কী, বুঝতে পাচ্ছিস?’

সুবল চোখে অন্ধকার দেখবার মতো মুখ করল। জিগ্যেস করল, ‘আপনি কবে ফিরবেন?’

‘তিন-চার দিনের বেশি দেরি হবে না। এলেই দেখতে পাবি, এসেছি। আর শোন,’ চঞ্চল সুবলের কাঁধে স্নেহের হাত রাখল: ‘ক্যামেরাটা রেখে গেলাম, ছবি তুলবি। কার ছবি তুলবি বল তো?’

হাসি দিয়ে মাজা সরল শুভ্র দাঁত দেখিয়ে সুবল বললে, ‘আমি জানি— ও-বাড়ির খোকা-খুকুর।’

‘তুই ঠিক বলেছিস, অনুপ আর ঝুমকোর ছবি তুলবি। ওদের মা রাগ করল, ওদের আর ছবি তোলা হল না। ওরা মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে ছিল— মুখ-ভারের কি ছবি হয়— সে ছবি শুধু আমার মনেই থেকে গেছে। শোন, বেশ হাসিখুশি অবস্থায় ছবি তুলবি—’

‘কিন্তু যদি ওদের মা বারণ করে?’

‘তুলবি না।’

‘রোল্ ভরা আছে?’

‘আছে। যদি দরকার হয় কিনে নিবি, টাকা দিয়ে যাব।’

ওরে বাবা, সে তো তাহলে এক সাম্রাজ্যের অধিকার। আধিপত্যের আনন্দে সুবল আরো হাত বাড়াতে চাইল : 'ফ্ল্যাশটা দেবেন ?'

'না, এখন দিনের আলোতেই বউনি কর। পরে ওসব দেখা যাবে।'

দিনের আলোতেই পরদিন এসে দেখা দিল সুবল। তুই এ-সময় ? তখন সুবল ঠিক-ঠিক বাবুর দূতিয়ালি করলে। বাবু কলকাতায় নেই, কবে আসবেন কিছু বলে যাননি। শুধু বললেন, বাড়িতে বসে-বসে ঘুমুবি কেন, ওদের বাড়িতে গিয়ে মা-ঠাকরুনের কাজের সাহায্য কর। আর ঘুমুতে যদি চাস, ওখানেও তো তোর জন্যে ঘর করে রেখেছি, ওখানেও পারবি ঘুমুতে। তাই চলে এলাম। বাবুর কথার অমান্য করব আমার যেন এমন দুর্মতি কোনোদিন না হয়।

তক্ষুনিই কাজে হাত লাগাল সুবল। আগে বাসি ঘর ঝাঁট দিই, চায়ের বাসনগুলি ধুই, নয়তো জামা-কাপড় কী কাচবার আছে দিন, সাফ করি।

পলকে আবার যমুনার মন নরম হয়ে গেল। যখন কাছাকাছি থাকে মনটা হঠাৎ কী-রকম তিরিক্ষি হয়ে ওঠে, আবার অদৃশ্য হয়ে গেলে মনে কী-রকম অনুতাপের উপশম অনুভব করে। সামনাসামনি দৃষ্টিটা যেন কেমন তীক্ষ্ণ, সর্পিল, আবার দূর থেকে মনে করতে গেলে কেমন যেন কোমল, প্রশান্ত। এরকম কেন হয় ? কাছে এলেই মনে হয় শত্রু কিন্তু দূরে গেলেই মনে হয় কত দিনের প্রতিবেশী।

'তোর বাবুর কে আছে রে ?'

'কেউ নেই, অন্তত আমি তো জানি না। দেখিওনি কোনোদিন। বাবুর কেবল ছবি আর ছবি— ছবির লোক, ছবির কথা, ছবির গান-বাজনা।' হঠাৎ অনুপের চোখের সঙ্গে চোখ মেলাল সুবল, অন্তরঙ্গ সুরে বললে, 'ছবি তুলবে দাদাবাবু ?'

অনুপের উজ্জ্বল মুখ ম্লান হয়ে গেল, বললে, 'সেদিন তোমার বাবু তো কই তুললেন না।'

'বাবু না তুলুক, আমি তুলব। আমার কাছে ক্যামেরা আছে।'

সত্যি? অনুপ লাফিয়ে উঠল। বলো কী? ঝুমকিও উঠল হাত-তালি দিয়ে। তারপর দু-জনে সমস্বরে প্রশ্ন করল : কোথায়?

পার্টিশান-দেওয়া ঘরের মধ্যে তক্তপোশ এসেছে, তারই নিচে সুবলের বাক্স, তার মধ্যে ক্যামেরা। বিস্ময়ের বস্তুটা বার করে দেখাল সুবল। এবার তবে দু-জনে ঐ খোলা ছাদটুকুতে চলো। ঘরের মধ্যেও হত, অন্ধকারেও হত, কিন্তু সম্প্রতি ফ্ল্যাশ নেই।

'ওমা, তুমি সত্যি পারবে?' ঝুমকি তো আনন্দের ডুবড়ি হয়ে গেল।

'দেখো না পারি কিনা।'

ক্লিক-ক্লিক করে পাঁচখানা স্ন্যাপ নিল সুবল। দু-ভাইবোনের প্রত্যেকের দুখানা সিঙ্গল, দুই ভিন্ন ভঙ্গিতে, আর দু-জনে একখানা পাশাপাশি। বিন্যাসরচনা পুরোপুরি সুবলের।

'কী-রকম ভূত না-জানি ওঠে!' অদূরে দাঁড়িয়ে আনন্দিত মুখে যমুনা টিপ্পনী ঝাড়ল।

'মা, আপনার একটা তুলি।'

কী জাদু কে জানে, একবাক্যে রাজি হয়ে গেল যমুনা। ছাদের রেলিং ঘেঁষে যেভাবে সুবল দাঁড়াতে বললে তেমনি ভাবেই পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। শুধু বললে, 'ছবি যদি খারাপ হয় ছবি ছিঁড়ে ফেলে দেব।'

'ছবি ছিঁড়ে ফেললে কী হবে, নেগেটিভ তো থাকবে।' বিজ্ঞের মতো মুখ করল সুবল : 'আবার প্রিণ্ট করে নিলেই হবে।'

'নেগেটিভও নষ্ট করে ফেলব।'

'বেশ, আচ্ছা, দাঁড়ান, নড়বেন না— একটু হাসুন।' সুবল ক্লিক করে দিল।

'ছোঁড়া যেন যুদ্ধের কমাণ্ডার, অর্ডার দিচ্ছে দেখ না।' যমুনাও বেশ আনন্দিত।

'আপনার তুলব একটা ?' সুখেন্দুর দিকে অগ্রসর হল সুবল।

সুখেন্দু বললে, 'আমার এখন নয়। আমারটা শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে।'

পরদিন ছবি 'ডেভালাপ' করে নিয়ে এল সুবল। অনুপ আর ঝুমকির ছবি কী আশ্চর্য সুন্দর উঠেছে, হাসিখুশিতে তৈরি স্বর্গের দুটি বাতি, দেখে দু-ভাইবোন আনন্দে নাচতে লাগল। আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়েও তো তারা বুঝতে পারেনি তারা এমন ভালো হয়ে দেখা দিতে পারে। এ দেখলে কে বলবে তাদের কিছু অভাব আছে, তারাও মাঝে-মাঝে কান্নাকাটি করে, কখনো কখনো তাদের মুখও বিমর্ষ হয়!

প্রিণ্টগুলো যমুনার হাতে ছিল, অনুপ বললে, 'দাও, বাবাকে দেখিয়ে আসি।'

যমুনা নিজের ছবিটা রেখে বাকিগুলো দিয়ে দিল। নিজের ছবিটা আবার দেখল চোখ ভরে। স্বচক্ষে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না, সে এমন মনোরম! ফলে ফুলে ব্যাপ্ত হয়ে কেমন লতায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে। কার কথা ভাবছিল সে, কোন্ সে স্বপ্নের চিত্রপটের কথা? আর, ছি, ছি, লজ্জিত হলেও যেন ক্রুদ্ধ হবার কারণ পেল না, তার বুকের আঁচল আপনা থেকেই অর্ধবিচ্যুত হয়েছে। এমন অসাবধান সে হতে পারল কী করে? ভাগ্যের পরিহাসটা নিজেরই কাছে কেমন উপভোগ্য মনে হল। কেউ কোনো নির্দেশ দেয়নি, তার সহাস্য সম্মতি নিয়েই ছবিটা তোলা হয়েছে, তবু চূড়ান্ত মুহূর্তে ঘটে গেল অমনোযোগ। কিন্তু সব মিলিয়ে যা দাঁড়িয়েছে মোটেই অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। এমন সর্বাঙ্গীণ স্বাচ্ছন্দ্যে সে দেখা দিতে পারে এ কে জানত! নিশ্চয়ই এ সে নয়, আর কেউ, আর কারো অন্তরাত্মা।

'এখন এগুলি কী করবি?'

'বড়ো করব।'

'বড়ো করে?'

'আপনাদের দিয়ে দেব। আপনারা অ্যালবামে রেখে দেবেন, নয় বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবেন। ভালোই হবে।'

এনলার্জ করে এনে দিল সুবল। বড়ো হয়ে যেন আরো স্পষ্ট আরো রমণীয় হয়ে উঠেছে। দেখে যেন চোখ ফেরাতে পারে না নিজের থেকে। এ যেন আজকের যমুনা নয়, এ যেন চিরকালের যমুনা, যে যমুনা শাশ্বতী কিশোরী, যে যমুনা সমস্ত কালকালিমার বাইরে। কিন্তু এ-ছবি সে নিজে রেখে কী করবে? এ যে কাউকে দিয়ে দেবার মতো!

'আমার ছবিটা তোর বাবুকে দিয়ে দিস।' চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফস করে বলে বসল যমুনা।

'না, না, ওটা আপনি রাখুন। আরেকটা বড়ো করিয়ে বাবুকে দিলেই হবে।'

খানিকটা যেন অপ্রস্তুত হল যমুনা। তবু, উত্তর কী হবে জেনেই ফের জিগ্যেস করলে, 'এত খরচ করলে তোর বাবু তোকে বকবে না?'

মুখ গম্ভীর করে সুবল বললে, 'বাবু আমাকে কোনোদিন বকে না। ছবি তোলাই তো তাঁর শখ। তাই আমাকে পর্যন্ত শিখিয়েছেন।'

চারদিকে শূন্য চোখে তাকাল যমুনা। তার কী শখ? সুখেন্দুর না হয় শখ স্ত্রীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে বাইরে পাঠিয়ে প্রতিপত্তি কুড়োনো, যদি অনুষঙ্গে কিছু অর্থ বা সুবিধে আসে তো সোনায় সোহাগা কিন্তু তার শখ কী, তার সুখ? কী এমন বস্তু যাকে সে হৃদয়ের কাছে আঁকড়ে ধরতে পারে? যার উপর ঢালতে পারে তার স্বপ্ন, তার সুধা, তার উদ্বৃত্ত ঐশ্বর্য?

'তোর বাবু এখনো এল না?' দু-দিন পর সকালে যেন একটু উচাটন হয়েই জিগ্যেস করল যমুনা।

'বাবু তো কাল রাতে এসেছেন।' পরম উদাসীনের মতো বললে সুবল।

'এসেছেন ? তবে তুই সকালে এখানে কাজ করতে এসেছিস ?'

'বাবু বললেন, যা একবার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে তা চট করে ভেঙে দেওয়া ঠিক হবে না। তুই যা, আমি যাচ্ছি। বাবু এখুনি এসে পড়বেন।'

যমুনা কান পেতে রেখেছিল, হঠাৎ নিচে থেকে 'সুবল' বলে হাঁক দিতেই চিনতে পারল কার গলা। সুবল ছুটে নেমে গেল আর যমুনাও পারল না নিজেকে ঢেকে রাখতে, সেও দরজার দিকে পা বাড়াল।

'এই দেখুন আপনার জন্যে দুটো জিনিস এনেছি।'

কী জিনিস, শাড়ি না গয়না, সুখেন্দুও উদগ্রীব হয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু জিনিস দেখে তো তার চক্ষুস্থির। চঞ্চল আর সুবল দু-জনে দুটো মাটি-ভরতি ফুলের টব নিয়ে উপরে উঠল। উঠে, এ-বাড়ি যেন তার নিজের বাড়ি এমনি একটা কর্তৃত্বের ভাব রেখে চঞ্চল বললে, 'কলতলার পাশে ফাঁকা জায়গাটুকুতে সুন্দর বসবে। তাই না ? নইলে আর জায়গা কই ?'

প্রভু-ভৃত্যে মিলে জায়গা বেছে নিয়ে টব দুটো পাশাপাশি বসাল। সুবলকে লক্ষ্য করে চঞ্চল বললে, 'রিকশাওলাকে টাকাটা দিয়ে আয়। তারপর এখানকার এসব বাজে জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিবি।'

যত ভাবে রুক্ষতা পরিহার করবে কিন্তু মুখোমুখি এমন দুষ্কাণ্ড করে বসে যে যমুনার গলায় তিক্ততা না এসে পারে না।

'এ দুটো দিয়ে কী হবে ?' জিগ্যেস করল যমুনা।

'এটার মধ্যে একটা গাছ ওটার মধ্যে লতা। দেখছেন না ওটার মধ্যে কাঠি পোঁতা আছে আর এটার মধ্যে দেখুন কেমন অঙ্কুর বেরিয়েছে।' চঞ্চল উৎসুক হয়ে বললে, 'দুটোতেই ফুল ধরবে দেখবেন। কী গাছ কী লতা কিছু বলব না, ফুল দেখলেই চিনতে পারবেন।'

'আমার অমন ফুলের শখ নেই।' গাম্ভীর্যের প্রলেপটা কিছুতেই মুখ থেকে মুছে ফেলতে পারছে না যমুনা।

'ফুলের শখই শখের রাজা।' স্বপ্নভরা চোখে টব দুটোর দিকে তাকাল চঞ্চল : 'এ-গাছ আর এ-লতাকে প্রাণ ঢেলে সেবা করবেন, যাতে এরা বাড়ে, বড়ো হয়, ফুল ফোটায়। কেমন পাশাপাশি রয়েছে দেখুন দেখি, কী স্নেহে কী আনন্দে— কী প্রত্যাশায়! আচ্ছা, এদের কী সম্পর্ক বলুন তো!'

কী সম্পর্ক শুনতে চায় কে জানে— যমুনা মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'আমি তার কী জানি!'

'এরা দুই ভাইবোন— অনুপ আর ঝুমকো। এদের রোদ দিয়ে বাতাস দিয়ে জল দিয়ে তিলে-তিলে বড়ো করে তোলাই মায়ের জীবনের বড়ো শখ, সবচেয়ে বড়ো সুখ। কী সুন্দর ওদের ছবি উঠেছে বলুন তো, চশমাতে অনুপকে কী চমৎকার দেখাচ্ছে আর ঝুমকোর ঐ অপার্থিব হাসি! কই, ওরা কই? জানেন, শিশুরা যখন হাসে তখন স্বর্গের রাস্তায় বাতি জ্বলে আর যখন শব্দ করে হাসে তখন স্বর্গের মন্দিরে ঘণ্টা বেজে ওঠে। ওদের একটি সুন্দর সুস্থ গৃহ দেওয়া মানে স্বর্গে উপনিবেশ বসানো।'

'আর কারো ছবি ভালো লাগেনি বুঝি?' যমুনা চোখের পাতায় একটি লাস্যের রেখা টানল।

'সে কী, আরো কারো ছবি আছে নাকি? কই, সুবল আমাকে দেখায়নি তো? ও শুধু অনুপ-ঝুমুরই তিনটে ছবি আমাকে দিল—' নিখুঁত অভিনয় করতে পারল চঞ্চল।

'তাহলে ওদেরকেই সিনেমায় ঢুকিয়ে দিন।' যমুনার গলায় স্পষ্ট অভিমানের ছোঁয়া : 'আজকাল তো সিনেমায় বাচ্চা নামাবার ধুম পড়েছে।'

'ও-কথা মনের দূর দিগন্তেও স্থান দেবেন না। সব ধুম হয়ে যাবে।

আগুন নেই, আলো নেই, তাপ নেই, আভা নেই, শুধু ধোঁয়া। এখনো যদি কিছু থাকে এই শিশুরাই আছে। এদের যত্ন করুন, সেবা করুন, এদের মুখে হাসি ফোটান। এদের ঠিক-ঠিক বাড়ি দিন, স্কুল দিন, খেলার মাঠ দিন।'

'কিন্তু টাকা ছাড়া কিচ্ছু হবার নয়।' ঘরের দিকে পা বাড়াল যমুনা।

'কিন্তু টাকা হলেও কিচ্ছু হবার নয় যদি ঠিক-ঠিক না মা হয়, বাপ হয়, মাস্টার হয়। টাকাই সব করবে এ যদি বিশ্বাস করি তাহলে আমরা যা করছি সবই টাকার জন্যে এ লোকে সন্দেহ করবে। কিন্তু এই যে অনুপ-ঝুমকোর ছবি তুলছি এতে টাকা কই, এই যে টবে ফুল ফোটাতে চাইছি এতেই বা কই টাকা? যাক গে,' চঞ্চলও পিছু নিল: 'আপনার টাকার কথা বলুন।'

'টাকার কথা মানে?' আবার ফণা তুলল যমুনা।

'মানে, ভবিষ্যতের কথা। আমি বলতে চাইছি আপনাদের প্লে কবে?'

'প্লে-র সঙ্গে টাকার সম্পর্ক কী?'

'আপনার পার্ট যদি সাকসেসফুল হয়, তাহলেই তো আপনার লোক আপনাকে পথ চিনিয়ে সিনেমার রাজ্যে নিয়ে যাবে। আর সিনেমা মানেই তো টাকার কল্পতরু।'

চঞ্চল সুখেন্দুকে লক্ষ্য করল: 'কবে রে প্লে?'

'পর্শু।' সুখেন্দু বললে।

'আমাকে কার্ড দেবেন না?' চঞ্চল যমুনার মুখের উপর চোখ ফেলল।

'আপনি কি আপিসের কর্মচারী, না কি কর্মচারীর পরিবারের লোক?' যমুনার স্বরের রুক্ষতা গেল না।

'যারা প্লে করছে তাদের পরিবারের লোক কার্ড পাচ্ছে তো?

সেই অর্থে আমি তো আপনার পরিবারের লোক !'

'কখনোই না। আপনি তো ভাড়াটে। মিসেস মুখার্জি সম্পর্ক জিগ্যেস করলে কী বলব ?'

'ভীষণ কঠিন প্রশ্ন— উত্তর হয় না। তার চেয়ে এক কাজ করুন। কার্ডে দরকার নেই, আমাকে একটা পাশ জোগাড় করে দিন। আমি আপনাদের নাটকের ক'টা দৃশ্যের ছবি তুলি।'

'ককখনো না।' যমুনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

'আপনি মিসেস মুখার্জিকে আমার প্রস্তাবটা জানান, দেখুন না তিনি রাজি হন কিনা। নাটক করবেন তার ছবি হবে না, যেন নাচবেন তো পায়ে ঘুঙুর নেই! বলবেন খরচ আমার, কিছু দিতে হবে না। বেশ, আপনি না বলেন, আমি নিজে গিয়ে বলব। এই সুখেন্দু, তুই আমাকে মিস্টার মুখার্জির সঙ্গে ইনট্রডিউস করে দিবি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' সুখেন্দু উৎসাহিত হয়ে উঠল : 'অফিসের খরচ যখন লাগছে না—'

যমুনা রাগে ঝংকার দিয়ে উঠল : 'আমি মিস্টার মুখার্জিকে বলব যদি কোনো ফটোগ্রাফার স্টেজের ছবি নিতে হল্-এ ঢোকে তাহলে আমি প্লে করব না।'

'এ তোমার বাড়াবাড়ি।' যে-সুখেন্দু ইদানীং খুব নম্র হয়ে এসেছিল সেও ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ না করে পারল না। বললে, 'লোকে স্টেজে দেখতে পেলে ছবিতে দেখতে আপত্তি কী। সিনেমা তো শুধু ছবি-ই।'

'তা হোক, তবু নাটকের ছবি- অসম্ভব

বোঝা গেল যমুনার কোনো যুক্তি নেই, শুধু বুঝি চঞ্চলের উপস্থিতিতেই তার আপত্তি।

একটা যুক্তি বের করল যমুনা, রান্নাঘরের দিকে যেতে-যেতে। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'সিনেমায় ছবি খারাপ হলে আবার তোলা যায়, কিন্তু নাটকের ছবি খারাপ হলে উপায় কী!'

কোনো উপায় নেই। চঞ্চল ফিরে চলল। রান্নাঘরে সুবল মশলা পিষছে, তার উদ্দেশে বললে, 'কাজ সারা হলে চলে আসিস।' আর যেই সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে দেখল কাঠের ঘর থেকে অনুপ-ঝুমকি বেরিয়ে এসে হাসছে।

'বা, এই ঘরটাকে তোমরা পড়ার ঘর করেছ দেখছি— খুব ভালো, খুব ভালো!' আদর করতে হাত বাড়াতে যাবে, দু-ভাইবোন হঠাৎ নুয়ে পড়ে তাকে প্রণাম করে বসল। চঞ্চল অবাক হয়ে বললে, 'এ কী, প্রণাম কেন?'

'অনেক দিন পর এলেন না?' অনুপ বললে।

'মা বলে দিয়েছেন, অনেক দিন পর এলে প্রণাম করতে হয়।'

'হ্যাঁ, মাকে বোলো, যেন তোমাদের নিত্যি দু-বেলা জল দেয়, যত্ন করে। যেন বাইরের পাখি না এসে ঠোকরায়। তোমরা ফুল ফোটালেই মায়ের সৌরভ, বাপের গৌরব। তুমি গাছ আর তুমি লতা। কী বলছি বুঝতে পারছ না, না? মাকে জিগ্যেস কোরো। মা বুঝিয়ে দেবেন।' হাসতে-হাসতে নেমে গেল চঞ্চল।

তারপর নাটকের সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত উপস্থিত হল।

কুটিরে বল্কলবসনা সীতা রামকে সোনার হরিণ ধরে আনতে পাঠিয়েছে। সোনার হরিণ রামের কণ্ঠে ডেকেছে লক্ষ্মণকে। সীতা বলছে, শিগগির যাও, রাম বিপন্ন, তাই তোমাকে সাহায্যের জন্যে ডাকছেন। লক্ষ্মণ যেতে চাইছে না, বলছে, ধনুকভঞ্জন রাম কাতরকণ্ঠে সাহায্যের জন্যে ডাকবে এ অসম্ভব। তাছাড়া তোমাকে শূন্য ঘরে ফেলে যাওয়া উচিত হবে না। তখন সীতা লক্ষ্মণকে তিরস্কার করতে শুরু করল, বৈমাত্রেয় ভাই, ভরতের সঙ্গে চক্রান্ত করেছ, রামকে বাঁচাবে কেন? তখন নিরুপায় লক্ষ্মণ গণ্ডি কেটে দিয়ে বললে, এ-ঘরে সকল দেবতা তোমার রক্ষী রইল, এ-ঘরে কেউ ঢুকতে পারবে না, তুমিও ঘরের মধ্যে নিরাপদ থেকো। আর আমাকে দুর্বাক্য বোলো না।

খাটো শাড়িতে-জামায় বনবাসিনীরূপে কী অপূর্ব দেখাচ্ছে যমুনাকে! কিন্তু কই, সে-লোক কই, যে তাকে দেখবে শিল্পীর চোখে!

লক্ষ্মণ চলে গেলেই ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে, এক হাত রিক্ত আরেক হাতে কমণ্ডলু, রাবণরূপে নবাঙ্কুর এল, বললে, ভিক্ষে দাও। সবাই জানে আমি গৃহস্থাশ্রমে ভিক্ষে নিই না, সুতরাং ফলমূল যা দেবে ঘরের বাইরে এসে দাও। আর যদি না দেবে তো অতিথি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে।

যমুনা পাত্র-হাতে ঘরের বাইরে এসে ভিক্ষে দিতে হাত বাড়াল। কথা ছিল যমুনার হাত ধরে নবাঙ্কুর জোরে একটা টান মারবে আর তার সঙ্গে-সঙ্গেই হুইসল বাজবে, স্টেজ অন্ধকার হবে আর ড্রপ পড়বে। কিন্তু ডিরেকশান যা-ই থাক, বাস্তবে নবাঙ্কুর শুধু হাত ধরে টেনেই ছেড়ে দিল না, যমুনাকে একেবারে বুকের উপর টেনে এনে প্রমত্ত বাহুতে নিপীড়ন করে ধরল। আলো নিভতে মুহূর্তের এক ভগ্নাংশ বুঝি দেরি

হল আর চমৎকৃত প্রম্পটারও নির্দিষ্ট মুহূর্তে বাঁশি বাজাতে পারল না।

আলো নেভবার সঙ্গে-সঙ্গেই যমুনার কণ্ঠে সীতার নয়, ভদ্রমহিলার আর্তনাদ উঠল : 'এ কী অন্যায়!' তার পরে আরো এক তিরস্কার : 'ইতর কোথাকার!'

তার পরেই স্তব্ধতা।

ঘোষণা হল, প্লে আর হবে না— যিনি সীতার পার্ট করছিলেন, তিনি সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

লোকজনের ছুটোছুটি, বরফ, ডাক্তার— অনেক রকমের উদ্বেগাকুল ব্যস্ততায় দর্শকেরা ধরে নিল সীতা সত্যি-সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়েছে আর সেটা বেশ একটু ভারি রকমের অসুস্থতা। আরো যখন জানল সীতা বাইরের অভিনেত্রী নয়, অফিস-স্টাফেরই স্ত্রী, তখন প্লে বন্ধ হয়ে গেল বলে তারা আর কোনো হৈ-হল্লা করল না। এ তো টিকিট কিনে দেখা নয় যে টিকিটের পয়সা ফেরত চাইবে। এ ঘরের ব্যাপার, বিনা-পয়সার নিমন্ত্রণ। তাই কারো দাবি নেই, দাবি মানাবার জোর নেই। খোদ নায়িকার যদি হিস্টিরিয়া থাকে, আর যদি সে নাটকের উত্তুঙ্গ মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং অল্পে যদি সে সুস্থ না হয়, তাহলে যবনিকাপতন করে দেওয়া ছাড়া উপায় কী।

অসুস্থতার বাইরে আর কোনো স্থূলতর কারণ থাকতে পারে সেটা দর্শকদের কাছে সুস্পষ্ট হতে পারেনি। আলো নেভবার অল্প আগে রাবণের বর্বরতার যে-চেহারা তারা দেখেছিল তা তাদের কাছে স্বাভাবিকই মনে হয়েছিল— ভূমিকা-সংগত। রাক্ষস আবার কী শিষ্টতা শালীনতার ধার ধারে! রাবণ হুকুম করবে আর সীতা অক্লেশে রথে গিয়ে উঠবে এ অবাস্তব! তাই সীতাকে জোর করে কাঁধে করে কি পাঁজা-কোলে করে, নয়তো টেনে-হিঁচড়ে রথে নিয়ে তুলবে। আর সীতা যদি আর্তনাদ করে বলে, এ কী অন্যায়— সে তো তার ডায়-লোগেরই কথার মতো! আর যারা পরের কথাটা— 'ইতর কোথাকার'

—শুনেছিল তারাও ভেবেছিল ওটাও পার্টেরই মধ্যে।

আলো নেভবার অব্যবহিত পরে কী ঘটেছিল তা দর্শকদের জানবার কথা নয়, তারা যা শুনেছিল, সীতার যে-আর্তনাদ ও তিরস্কার, তা তাদের বিবেচনায় মোটেই অনুচিত ছিল না। সুতরাং প্লে বন্ধ হবার কারণ যেখানে অভিনেত্রীর অসুস্থতা, সেখানে তাদের দলবদ্ধ অসন্তোষ প্রকাশের অবকাশ কোথায়?

বরং তাদের এখন প্রশ্ন, কার স্ত্রী? করছিল কিন্তু চমৎকার। আগে কোনোদিন দেখিনি— একদম নতুন। তাই অনভ্যাসের দরুন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল নিশ্চয়। রিহার্সেলের স্ট্রেইন তো কম যায়নি। তারপর শুনতে পাচ্ছি নাকি হিস্টিরিয়া আছে। তা কেমন আছে এখন? জ্ঞান ফিরেছে? সে কী, এম্বুলেন্স ডেকেছে? হাসপাতালে যেতে হবে? চল, ওঠ, পালাই!

দর্শকেরা হৈচৈ না করে, ব্যাপারটাকে আকস্মিক দুর্ঘটনার পর্যায়ে ফেলে, যে যার মনে চলে গেল বলে, কথাটা বেশিদূর গড়াল না। তাতেই অনেক শান্তি পেল নবাঙ্কুর। শান্তি পেল অঞ্জলি।

গ্রীনরুমে অনেকের সামনে অথচ একটু নিরালা খুঁজে নিয়ে অঞ্জলি জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছিল?'

'কী আবার হবে!' নানা কারণে নবাঙ্কুর উত্তেজিত হলেও সপ্রতিভ কণ্ঠেই বললে, 'ডিরেকশান মতো হাত ধরে টানতেই মিসেস গুহ একেবারে গায়ের উপর এলিয়ে পড়লেন— তখনই বোধহয় স্ট্রোকটা হল। আমি কী করব বুঝতে পাচ্ছি না, দেখলাম উনি টলছেন, পড়ে যাচ্ছেন, হাতে-পায়ে বল নেই। তখন আর কী করা, ওঁকে সাপটে ধরে নিয়ে আসি বাইরে। প্রাণের চেয়ে দামি আর কী আছে!'

অঞ্জলি নবাঙ্কুরের মুখের দিকে তাকাল না, পাছে তার কটাক্ষে আর কোনো লেখা অন্য লোকে পড়ে ফেলে।

একটা ইজিচেয়ারে যমুনাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল. নিচু হয়ে

অঞ্জলি জিগ্যেস করলে, 'কেমন আছেন ?'

'বুকটা এখনো কাঁপছে।'

'একটু কফি খাবেন ?'

'না, বাড়ি যাব।'

'যাবেন। আমিই পৌঁছে দেব। ডাক্তারবাবু আসুন।'

'না, ডাক্তার লাগবে না। আমি বেশ চলে যেতে পারব। আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন।'

'আপনার বাড়ির লোক কেউ আসেনি ? মিস্টার গুহ ?'

'হ্যাঁ, উনি এসেছেন।'

'আপনার ছেলেমেয়ে ?'

'শেষ পর্যন্ত আসেনি— ভাগ্যিস আসেনি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল যমুনা : 'ভগবান রক্ষা করেছেন।'

'হ্যাঁ, সত্যি, মায়ের অসুখ দেখলে ওরা খুব আপসেট হয়ে যেত। এই— এই তো মিস্টার গুহ, দেখুন, উনি এখন বেশ নর্ম্যাল হয়েছেন—'

'একটা ট্যাক্সি নিয়ে এস।'

ভীতিবিহ্বল চোখে সুখেন্দু নবাঙ্কুরের দিকে তাকাল। সে-মুখ এতদিন কত সরস-সুহাস ছিল, এখন ঘোরালো মেঘে থমথম করছে।

'না না, এখুনি যাবেন কী, ডাক্তার আসুক, দেখুন সে কী অ্যাডভাইজ করে!' এ-কথাটা নবাঙ্কুর বললেই বুঝি সুখেন্দুর আসান হত, কিন্তু বললে অঞ্জলি।

কাছেপিঠে ডাক্তার পাওয়া যায় কিনা সুখেন্দুই গিয়েছিল খুঁজতে, পায়নি কাউকে। তাই এখন ফার্মের ডাক্তারের কাছে ফোন গেছে— সে খানিকক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল বলে। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই নড়ানো ভালো।

'তুমি যাও তো,' সুখেন্দুকে মুখের উপর হুকুম করল যমুনা : 'ট্যাক্সি নিয়ে এস। আমি ভালো আছি। আমি ঠিক যেতে পারব।' বলে উঠে

দাঁড়াল যমুনা : 'ট্যাক্সি আসতে-আসতেই আমি আমার এই থিয়েটারি পোশাক ছেড়ে ভদ্র হয়ে যেতে পারব।'

'ডাক্তার— ডাক্তারবাবু এসেছেন।' চারদিক থেকে কোলাহল উঠল।

পাশের ঘরে সাজ বদল করতে গিয়েছে যমুনা, কোলাহলে সে চঞ্চল হল না এতটুকু। ডাক্তারের তো আর এ-ঘরে ঢোকবার অনুমতি নেই।

'কই, রুগী কই?' জিজ্ঞাসু চোখে ডাক্তার তাকাল এদিক-ওদিক।

সাজ-বদল সেরে, অত্যন্ত ক্লান্ত ভঙ্গিতে অথচ ম্লান মুখে সৌজন্যের হাসি টেনে বেরিয়ে এল যমুনা। গলায় স্টেথিস্কোপ ঝোলানো লোকটাকে চিনতে ভুল করল না। বললে, 'প্লে করতে-করতে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর মাথায় বরফ-টরফ দিতে আস্তে-আস্তে ভালো হয়ে উঠেছি। এখন ক্লান্তি ছাড়া আর কোনো অসুবিধে নেই।'

'তবু দেখি না পালস্‌টা।' ডাক্তার এগিয়ে এল : 'একটু বসুন।'

তার পরেই বুঝি হার্ট দেখতে চাইবে!

'দরকার হবে না।' দুটি করতল একত্র করে নমস্কারের ভঙ্গিতে চিবুকের নিচে রাখল যমুনা, স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'আপনাকে মিছিমিছি কষ্ট দিলাম। আমি এখন ভালো আছি।'

'না না, তবু একবার চেক-আপ করিয়ে নেওয়া ভালো। কী সিরিয়স অবস্থা যে তখন হয়ে উঠেছিল!' আতঙ্ক-আঁকা চোখে ডাক্তারের দিকে তাকাল অঞ্জলি : 'এখন ডাক্তারবাবু যখন এসে গিয়েছেন তখন আর ছেড়ে দেওয়া নয়।'

'আমি বলছি এখন ভালো আছি। বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিলেই সম্পূর্ণ সেরে উঠব। ডাক্তার দেখাতে গেলেই আবার না অন্য কিছু বেরিয়ে পড়ে।'

অঞ্জলি বুঝি তবুও পিড়াপিড়ি করতে যাচ্ছিল, নবাঙ্কুর বাধা দিল, অনুচ্চে বললে, 'যখন চলে যেতে চাইছে তাই দাও।'

অঞ্জলিও সেটা যুক্তিযুক্তই মনে করল। যখন নিজের ইচ্ছেয় বাড়ি যেতে চাইছে তখন আর তাদের কিছু দায়িত্ব থাকছে না। বাড়ি ফিরে গিয়ে যদি ফের অসুস্থ হয় সে ওরা বুঝবে।

ডাক্তারকে পরিহার করবার জন্যে যমুনা ক্ষিপ্র পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল। সুখেন্দু আগেই ট্যাক্সির সন্ধানে বেরিয়েছে, তাই রাস্তায় তাকে খুঁজে পেতে দেরি হবে না। থিয়েটারের গেটের বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। যেন সমস্ত কিছুর থেকে অসম্পৃক্ত এক একক পদ-যাত্রী। যাত্রী বটে কিন্তু যেন পথ নেই। যেন নদী শুকিয়ে গিয়েছে, চরের বালিতে ঠেকে আছে সে এক পরিত্যক্ত নৌকো।

'আপনার পায়ের ধুলো নিতে হয়।' কে একটি মেয়ে যমুনার পায়ের কাছে হঠাৎ নত হল।

যমুনা তাড়াতাড়ি তার হাতটা ধরে ফেলে রুখে দিল : 'এ কী, আপনি ? সরমা-দি ?'

'আজ থেকে আপনিই আমার দিদি, আমার নমস্যা।' সরমা সোজা হয়ে দাঁড়াল : 'আপনি উচিত কাজ করেছেন— প্লে-টা ভণ্ডুল করে দিয়েছেন।'

'কী করেছি, জানি না, বুঝতে পাচ্ছি না—' জনযানাকীর্ণ রাস্তাকে যমুনার শূন্য মনে হল।

'আমরা সবাই বুঝতে পাচ্ছি।' সরমা অভিনন্দনের সুরে বললে, 'বর্বরতাকে আপনি বরদাস্ত করেননি। ইতরকে আপনি ঠিক ইতর বলতে পেরেছেন।'

'ওটা শোনা গেছে নাকি ?'

'আর কেউ শুনেছে কিনা জানি না, আমি শুনেছি।'

'ওটা তো সীতার পার্ট।'

'সমস্ত উৎপীড়িতা নারীর পার্ট। এ পর্যন্ত কেউ সেটা স্টেজে দাঁড়িয়ে সাহস করে উচ্চারণ করতে পারেনি, আপনি পেরেছেন।'

'কিন্তু আমি ভাবছি, আমার আচরণের পরিণাম কী হবে?'

'কোন্ আচরণ?'

'এই যে সমস্ত প্লে-টা আমি পণ্ড করে দিলাম!'

'বা, আপনার অসুখ করে গেলে আপনি করবেন কী! তার উপর আপনার কী হাত আছে? যা-তা অসুখ নয়, হার্ট-অ্যাটাক!' প্রচ্ছন্নে একটু হাসল বুঝি সরমা : 'আজকাল আকছার এই অসুখই তো হচ্ছে। পথ চলতে-চলতে, সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে, গাড়ি চালাতে-চালাতে হার্ট-অ্যাটাক! আপনি নতুন কিছু করলেন— প্লে করতে-করতে—'

অসুখের অভিনয় করেই তো ব্যাপারটার উপর আচ্ছাদন টানতে পারল যমুনা। নইলে তো যমুনাকে অনেক চেঁচাতে হত, কাঁদতে হত, ঝগড়া করতে হত, কে জানে হয়তো বা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ত গালাগাল। সে প্লে তো হতই না, মিছিমিছি একটা তুমুল তোলপাড় উঠত। তার চেয়ে অসুখ— আকস্মিক অসুখ— অনেক বেশি সম্ভ্রান্ত। তা দিয়ে নিজের অপমানটাকেও ঢাকা গেল আর নবাঙ্কুরকেও খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে বাক্যবাণগুলো সইতে হল না— সমস্ত-কিছুর উপরেই পড়ল একটা ভদ্রতার প্রলেপ। এই তো ভালো হল।

'খুব ভালো হল। শায়েস্তা হল।' সরমা যমুনার হাত দুটো চেপে ধরল : 'আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।'

ট্যাক্সিতে উঠে খানিকক্ষণ স্তব্ধতার মরুভূমির উপর দিয়ে চলল দু-জন— সুখেন্দু আর যমুনা। অনেক পর সুখেন্দু মুখ খুলল। প্রথম কথাই বললে, কেমন আছ নয়, নবাঙ্কুর কী করেছিল নয়, 'তাই বলে সমস্ত প্লে-টাই তুমি নষ্ট করে দিলে?'

তাই বলে? ইঙ্গিতটা বুঝে নিতেই যমুনার সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল। বললে, 'আমি নষ্ট করে দিলাম?'

'নইলে কে নষ্ট করল?'

'তোমার ঐ বস্, বড়ো-সাহেব, নবাঙ্কুর মুখার্জি।'

'কিন্তু আসলে সে কী করেছিল ?' উত্তরটা কী হবে জেনেই বুঝি গলাটা খাটো করল সুখেন্দু।

'কী করেছিল! তুই শক্ত হাতে আমার গলাটা টিপে ধরেছিল।' উত্তরে যমুনা তার কণ্ঠকে একটুও আবৃত করল না।

'সে শুধু ঐ একবারই তো।' ঢোক গিলল সুখেন্দু: 'ওটা একটু হজম করে নিলেই হত। আর তো কোনো দৃশ্যে রাবণ সীতার অতো কাছাকাছি আসত না। ঐ একটাই তো সিন। বড়োজোর পাঁচ সেকেণ্ড!'

'না, অতটা হজম করা যায় না।' সুখেন্দুর অসহায়তার জন্যে যমুনার বুঝি মায়া হল। বললে, 'খানিকটা মাত্রা ছাড়াতে পারে এ আমার মনে হয়েছিল, কিন্তু সে যে এতটা, কল্পনাও করতে পারিনি।'

'বেশ তো, অসুখের ভান করেছিলে, সেই তো সুন্দর প্রতিবাদ হয়েছিল— অসুখটাকে দীর্ঘস্থায়ী করে সমস্ত প্লে-টাকেই ব্যর্থ করে দিলে কেন ?'

'সমস্ত প্লে-টাকে ব্যর্থ করে দেওয়াই এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রতিবাদ।'

'কিন্তু এর ফল কী হবে জানো ?'

সেই শাণিত মুহূর্তে মনে না এলেও পরিণামের চিন্তা কি যমুনাকে এখন কম যন্ত্রণা দিচ্ছে ? কিন্তু তাই বলে সুখেন্দু সব জেনেশুনে বুঝেও তার স্ত্রীর দিকে থাকবে না ? স্ত্রীর অপমানে অপরাধীর বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ না হয়ে স্ত্রীর উপরেই ক্রুদ্ধ হবে ?

'কী আর হবে ?' ন্যূনতমই বুঝি বলতে চাইল যমুনা: 'চিরকালের মতো নাটকের থেকে বাদ পড়ে যাব।'

'কিন্তু ইনক্রিমেণ্ট ? প্রমোশন ?'

আরো কত সব সোনালি সম্ভাবনা। কত শীতল আচ্ছাদ! কত বলিষ্ঠ আশ্রয়! হাত-ঘড়ি, শাড়ি, গাড়ি, ভাড়াটে-মুক্ত বাড়ি, আরো কত উন্নতি, কত আরোহণ!

যমুনা এক মুহূর্ত চুপ করে রইল।

'সব তুমি ভুলে গেলে ?' সুখেন্দু ধমক দিয়ে উঠল।

'তাই বলে ও-লোকটা আমাকে আঁকড়ে ধরে চুমু খেতে চাইবে ?'

'খায়নি তো— শুধু চেয়েছিল। এক-আধটা খেলেই বা কী আসে-যায় ? লেগে থাকবে না তো, জল দিয়ে ধুলেই মুছে যাবে।'

'ছি ছি ছি—'

'আমাদের দেশের সিনেমায় ঠিক খায় না বটে কিন্তু যে খাব-খাব করে সেটাও তো ঐ প্রকার। মুখার্জি তো আর কোনো বড়ো ড্যামেজ করতে চায়নি।'

'তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব না।'

'কেননা তোমার বলার কিছু নেই। আসলে সবই তোমার মনের ভুল, তোমার শরীরের শুচিবাই। কী তোমার ছিরির শরীর !'

কথা বলবে না যখন, তখন প্রাণপণ শক্তিতে নীরব রইল যমুনা।

'আসলে সমস্ত জিনিসটাই তোমার বানানো। শুধু মানীকে অপমান করার চেষ্টা।'

'বানানো ?' কথা নয় একটা ধ্বনি শুধু বেরিয়ে এল কান্না হয়ে।

'হ্যাঁ, মিথ্যে। তোমার মনে আগে থেকেই একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে আছে যে রাবণ হয়ে মুখার্জি তোমার গায়ে হাত দেবে— কী, আমাকে বলোনি সে-কথা ? তোমার সেই ধারণাকেই তুমি ভূত বানিয়ে দেখেছ স্টেজের উপর। নইলে মুখার্জি অমন বেপরোয়া হতে যাবে কেন ? কী তুমি একেবারে ডানাকাটা পরী এসেছ যে তোমার জন্যে মুখার্জি তার মান-সম্মান খোয়াতে যাবে ? সব তোমার মনের ভুল। ভুল তো নয়, মনের ভূত।'

এই বচসার সুরটা বাড়িতেও টেনে আনল সুখেন্দু। টেনে আনল একেবারে চঞ্চলের এজলাসে।

শুনেই হাহাকার করে উঠল চঞ্চল। যমুনাকে লক্ষ্য করে বললে, 'আমাকে আপনি তখন ফ্ল্যাশে ছবি তুলতে দিলেন না। যদি ফ্ল্যাশে

ছবিটা তুলে নিতে পারতাম, স্পষ্ট দেখানো যেত মুখার্জির কীর্তি, দেখানো যেত আপনার নালিশ বানানো নয়। মুখার্জিই সমাজের ভূত, আপনার মনের ভূত নয়। দেখানো যেত, দেখানো যেত— উঃ, কী চান্সটাই মিস করিয়ে দিলেন।'

'আমার তো সকলের কাছেই অপরাধ।' যমুনার গলায় অভিমানের টান।

'আর কারু কাছে নয়, আমার কাছে অপরাধী। আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। উঃ, যদি ছবিটা নিতে পারতাম তাহলে সকল প্রশ্নের অবসান হয়ে যেত। জানেন তো, ক্যামেরা কখনো মিথ্যে কথা বলে না।'

'ছবিটাতে কী প্রমাণ হত? প্রমাণ হত বড়োজোর একটা হরগৌরীর পশ্‌চার। বড়োজোর ওভারঅ্যাক্টিং। তাতে ওর শরীরের কী ক্ষতি হত জিগ্যেস করি?' সুখেন্দুর মুখে স্পষ্ট ঘৃণা।

'কারু কাছে শরীর কুসংস্কার, কারু কাছে মন্দির।' বললে চঞ্চল।

'তাই বলে ও সমস্ত প্লে ভণ্ডুল করে দেবে?'

'মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়বার পরও আমাকে প্লে করতে হবে?' যমুনার চোখে জল এসে গেল: 'শরীর কুসংস্কার বলে স্বাস্থ্যও কি কুসংস্কার?'

'অজ্ঞান না হাতি!' সুখেন্দু বিদ্রূপ করে উঠল: 'ওটা তো তোমার ছলনা। যাতে প্লে-টা বন্ধ হয়, মুখার্জি জব্দ হয়, তারই জন্যে ঐ অভিনয়।'

'অভিনয়? সত্যি?' চঞ্চল আনন্দে লাফিয়ে উঠল: 'আমি যদি উপস্থিত থাকতাম তবে আমাদের ফিল্ম কোম্পানির তরফ থেকে ঠিক একটা সোনার মেডেল ডিক্লেয়ার করতাম। ঐ অজ্ঞান হবার অভিনয়ের জন্যে। অজ্ঞান হয়ে নাটকটাকে ভণ্ডুল করে দেবার জন্যে।'

'সোনার মেডেল না ঘুঁটের মেডেল!' সুখেন্দুর কণ্ঠে এখনো সেই

রাগ, আবার সে মুখিয়ে এল : 'অজ্ঞান আছ, অজ্ঞানই না-হয় হয়েছিলে, কিন্তু তার আগে ঐ কদর্য গালাগালটা ছুঁড়ে মারলে কেন ?'

'গালাগাল ?' উদ্দাম কৌতূহলে চঞ্চল এগিয়ে এল : 'কী গালাগাল ?'

'মুখার্জিকে ও বললে কিনা, ইতর কোথাকার !'

'বলেছিলেন ? বলতে পেরেছিলেন ? বউদি, আপনার পায়ের ধুলো নেওয়া উচিত।' চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : 'আমি যদি উপস্থিত থাকতাম, সঙ্গে শুধু ক্যামেরা নয়, যদি টেপ-রেকর্ডারটাও থাকত, আমি তুলে নিতাম কথাটা। জগজ্জনকে শোনাতাম যে কেরানির বউ তার স্বামীর বস্‌কে নাটকে ওভারঅ্যাক্টিং করবার জন্যে ইতর বলেছে। অন্যায়কে বরদাস্ত করেনি, নোংরামিকে হজম করে যায়নি, সমুচিত শিক্ষা দিয়েছে। ওভারঅ্যাক্টিং— হা-হা-হা, জাস্ট অ্যাক্টিং ওভার ! সুন্দর বলেছেন ! ইতর কোথাকার ! এক্‌সেলেণ্ট !'

এতটা অভিনন্দন যেন আবার ভালো লাগল না যমুনার। ভগ্নোৎসাহের মতো বললে, 'ওটা তো সীতারই পার্ট। আমার কথা হতে যাবে কেন ? সীতাই তো রাবণকে বলছে, নীচাশয়, অধমাধম।'

'হ্যাঁ, সীতার পার্ট ! সীতা যা খুশি বলুক গে, কিন্তু আপনি অধীনস্থ কেরানির স্ত্রী, আপনি যে ইতর বলতে পেরেছেন আপনার মহিমা আরো বেশি। আপনি যদি আরো একটু ওভারঅ্যাক্টিং করতে পারতেন, ধরুন, যদি রাবণের গালে ভারী হাতে একটা চড় মারতে পারতেন,' চঞ্চল কথায় পরিহাসের সুর আনল : 'তাহলে ফল আরো ড্র্যামাটিক হত।'

'না, না, সত্যি বলছি, আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল—' যমুনা যেন সাফাই দেবার মতো বললে।

'মাথা ঘুরে গেলেও শেষ পর্যন্ত যে নাটকের বারোটা বাজিয়ে দিতে পেরেছেন, আপনার বাহাদুরি আছে।'

'তোর কী!' ওদিক থেকে সুখেন্দু বিলাপ করে উঠল : 'তোকে তো আর আপিস করতে হয় না! তোর মাথা তাই ঘোরে না, স্থির থাকে। মাথা ঘুরবে তো এবার আমার, কে জানে কী ভাবে প্রতিশোধ নেবে

'প্রতিশোধ নেবে? কী প্রতিশোধ নেবে?'

'অথচ আমি কত কিছু ভেবে রেখেছিলাম। একটু মানিয়ে নিলে কী এমন দোষের হত? বড়লোকের একটা ভাসা-ভাসা খেয়াল মেটানো বই তো নয়। এ তো শুধু একটু জলের উপর আঁক কাটা। কে আবার এসব এত সিরিয়াসলি নেয়? একটু চালাকি করে চলাই তো আজকালকার হালচাল। তা উনি একেবারে ধর্মের জিগির তুললেন— গেল, গেল, সব গেল—' ক্লান্তের মতো বিছানায় শুয়ে পড়ল সুখেন্দু।

দেখতে-দেখতে যমুনার মুখ বিষাদে আবৃত হয়ে গেল। মাথা ঘুরে পড়ার মুখে যে অন্ধকার দেখেনি এখন যেন সেই অন্ধকার দেখছে! সে-মুখে আর সেই তেজ নেই দৃঢ়তা নেই, নেই বা সেই নিশ্চয়তার দীপ্তি!

'আপনার কর্তা কী বলছে?' যমুনাকে লক্ষ্য করল চঞ্চল, কেন কে জানে একটু খোঁচা দিতে ইচ্ছে করল, যদি সেই রুদ্র প্রতিমা আবার একবার জেগে ওঠে : 'আপনার এত দরবার সব বিফলে গেল! কত বড়ো মুরুব্বি হবার কথা, কত বড়ো পৃষ্ঠপোষক, তাকে কিনা আপনি শত্রু বানালেন। আর এমন শত্রু যে নাকি প্রতিশোধের ছুরি শানাতে বসেছে!'

জল এসে দাঁড়ালে মাঠকে বুঝি বড়ো দেখায়। তেমনি জল এসে দাঁড়াতে যমুনার চোখ দুটিকেও বিশাল দেখাল। ঘাড় ফিরিয়ে নিম্নগাঢ় স্বরে একমাত্র চঞ্চলের জন্যে চঞ্চলকেই যেন বললে, 'আপনিও এরকম করে বলবেন?'

মর্মের কোন-এক নিভৃত কক্ষের বন্ধ দরজায় যেন ঘা পড়ল। চমকে চোখ ফিরিয়ে নিল চঞ্চল। আমি যদি ওকে না বুঝি তবে কে বুঝবে? আমি যদি ওর পাশে না দাঁড়াই তবে কে দাঁড়াবে? অসহায় অসমর্থ কেরানির স্ত্রী তার স্বামীকে চেয়েছিল সাফল্যের সোপান ধরিয়ে দিতে, কিন্তু প্রথম ধাপেই সে হোঁচট খেল। ধাপটা বোধহয় নির্লজ্জ রকম উঁচু, ক্লেশকর শুধু নয়, অবমাননাকর। যমুনা শুধু ফিরে এল না, সিঁড়িটাই নস্যাৎ করে দিয়ে এল। জীবনের দরবারে তার এ বিদ্রোহের দাম আছে। আর কিছু না থাক, পাবে তা তার বন্ধুতার দাম। যদি দরকার হয় চঞ্চলই তার জন্যে বিদ্রোহী হবে।

সুখেন্দুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল চঞ্চল। বললে, এত ভয় পাবার কী আছে? মুখার্জি প্রতিশোধ নেয় তুইও তার প্রতিকার করবি, ছেড়ে দিবি নে। একটা সীমা আছে যে পর্যন্ত অধীনস্থ কেরানি হয়ে প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তার বাইরে গেলে সেটা তোর স্বামিত্বের এলেকা। সেখানেও একটা সীমারেখা আছে। সে এলেকায় তুই শিথিল হতে চাস, কে তোকে কী বলতে আসবে। কিন্তু তার বাইরে আছে আবার একটা বড়ো এলেকা, মনুষ্যত্বের এলেকা। সেখানে যমুনা কেরানির বউ নয়, সুখেন্দুর স্ত্রী নয়, সেখানে যমুনা শুধু মানুষ— বিশুদ্ধ নারী। সেখানে কেউ তাকে আঘাত করতে চাইলে সে তার স্বামীর দিকে তাকাবে না, স্বামীর চাকরির দিকে তাকাবে না, শুধু তার নারীত্বের, তার মনুষ্যত্বের মর্যাদার দিকে তাকাবে। সেখানে তোর কোনো কর্তৃত্ব চলবে না, সেখানে সে একাকিনী, বিজয়িনী। যা সে করেছে নিজের রাজ্যে দাঁড়িয়ে করেছে, সেখানে তোর কোনো বক্তব্য নেই, মন্তব্য নেই। একদিকে এক দুর্বৃত্ত, আরেক দিকে তাকে দমন করবার জন্যে শক্তিরূপিণী নারী। এ দুয়ের মাঝে তুই নেই, তোর কেরানিত্ব নেই।

'কিন্তু মরবার বেলায় মরব তো আমি।' সুখেন্দু পাশ ফিরল।

'মরা অত সোজা নয়, মরার আগে লড়া আছে।'

বলে সুখেন্দুকে ছেড়ে আবার যমুনায় মনোযোগ দিল চঞ্চল। বললে, 'মন খুব তিক্ত হয়ে আছে, তাই না ? তবে এক কাজ করুন। আপনার টবের গাছে জল দিন। গাছে খানিকটা জল ঢাললেই দেখবেন মন স্নিগ্ধ হয়েছে।'

আস্তে-আস্তে যমুনার মুখ স্নেহে কোমল হয়ে এল। জিগ্যেস করলে, 'আমার টবের গাছ দুটো কোথায় ?'

'কাঠের ঘরে বসে পড়ছে। ওদের টাস্ক দিয়ে এসেছি। বলেছি আমি না বলা পর্যন্ত ওদের ছুটি নেই। তার মানে ওদের এ-আলোচনাটার মধ্যে আসতে দিইনি— না, কান পাততেও দিইনি।'

'বাঁচিয়েছেন। আরো বাঁচিয়েছেন ওদের যে যেতে দেননি থিয়েটারে।' কৃতজ্ঞতায় দৃষ্টি আবার পেলব করল যমুনা।

'ওদের মা ফুলের গয়না পরে বনের সীতা সেজেছে শুধু এই ওজুহাতে ওদের থিয়েটারে পাঠানো যায় না— বলুন, পাঠালে কি ভালো হত ?'

'সর্বনাশ হত।' যমুনা শিউরে উঠল : 'কী বুঝত কী না বুঝত ভগবান জানেন। অন্তত কান্নাকাটি যে করত তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু,' চারদিকে তাকাল একবার যমুনা : 'আপনার অন্য শ্রীমান কোথায় ?'

'দেখুন রান্নাঘরে হয়তো ঘুমুচ্ছে।'

যমুনাকে রান্নাঘরের দিকে পাঠিয়েই চঞ্চল সরে গেল। কাঠের ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ভিতরের বাসিন্দেদের বললে, 'তোমাদের ছুটি।'

ছুটি পেতেই অনুপ আর ঝুমকি মায়ের কাছে ছুটে গেল।

'মা, তোমাদের নাটক আজ হল না ?' অনুপ জিগ্যেস করলে।

'দু-অঙ্ক হয়ে বন্ধ হয়ে গেল।'

'বন্ধ হল কেন মা ?'

'আমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'তোমার লাগেনি তো?' ঝুমকি মাকে আঁকড়ে ধরল।

'না। লাগেনি। লাগবে কেন?'

'নাটক বন্ধ হয়ে গেল, তবে কী হবে?'

'আরেক দিন হবে। সেদিন তোদের নিয়ে যাব।' যদি আরেক দিন হয় সেদিন নিশ্চয়ই নবাঙ্কুর সংযত থাকবে, এই অনুমান করেই শিশুছুটোকে আশ্বাস দিল যমুনা।

সুখেন্দুর ইচ্ছে ছিল ওদের নিয়ে যায়, ওরাও একদিন নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করুক। আর বাকি সব লোক তার পারিবারিক সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হোক। চঞ্চল কত বেশি বোঝে, চঞ্চলই ওদেরকে ঠেকিয়েছে। টবের অঙ্কুর ছুটোকে এখুনিই শেষ করে দিয়ো না। তবে ওদের কাদের জিম্মায় রেখে যাব এই প্রশ্ন উঠতেই চঞ্চল বললে, আমি থাকব, আমি দেখব। বেশ, ভালোই হবে, তোরা তোদের কাকাবাবুর কাছ থেকে রামায়ণের গল্প শুনবি।

এ দিয়ে শুধু শিশুছুটোকেই নয়, চঞ্চলকেও আটকানো যাবে। নইলে কার্ড ছাড়াই কোন্ ফিকিরে সে হল-এ ঢুকে ছবি তুলে নেবে তার ঠিক কী।

এখন ভাবছে ছবিটা তুলে নিলেই বোধহয় ভালো হত। হাতে একটা সত্যের অস্ত্র, দুর্ধর্ষতম অস্ত্র থাকত। দরকার হলে দেখাতে পারত অঞ্জলিকে। আপনার মহিমার্ণব স্বামীর কীর্তি দেখুন। যদি না-ই বা দেখাত, দেখাতে পারে এই ভয়ে নবাঙ্কুরকে পারত তটস্থ রাখতে।

কিন্তু, না, ছবির কোনো দরকার ছিল না। অন্ধকারে হাতটা ছেড়ে দিতেও পারত নবাঙ্কুর। কিংবা যে-দস্যুতা সে করেছিল তা যমুনা ইচ্ছে করলে তো পারত চোখ ঠারতে। সে আগের থেকে নিজের মনকে একটু তৈরি করে রাখতে পারলে এমন কেলেঙ্কারির মধ্যে পড়ত না হয়তো। ডুবে জল খেয়ে নিতে পারত অনায়াসে। তাহলে সুখেন্দুকে এমন একটা নীরন্ধ্র আতঙ্কের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিতে হত না।

মন থেকে এ কালো চিন্তা আবার দূর করে দিল যমুনা। জিগ্যেস করল, 'কাকাবাবু আজ তোদের কিসের গল্প বলল রে ?'

'কবন্ধের গল্প। ও-গল্প তো তুমি আমাদের বলোনি, মা।'

'একজন বললেই হল। তোদের সুবল-সখাকে তোল। আমাদের খেতে দেবে না ?'

একটা কেন্নোর মতো কুঁকড়ে শুয়ে ছিল সুবল। দু-হাতে চোখ কচলে উঠে বসল।

'কী রে, খেতে দিবিনে ?' সুখেন্দুও উঠে এল : 'রাত কত হল খেয়াল আছে ?'

সুবল ছিল বলেই তো রান্না তৈরি, বিছানা পাতা, সমস্ত সাজানো-গুছোনো। তাই তো এত ক্লান্তির পর আরো ক্লান্তির ভয় নেই যমুনার।

কিন্তু চঞ্চলের কী হবে ? এ-কষ্টটা যেন আজ নতুন স্পর্শের মতো অনুভব করল যমুনা।

'তোর বাবুর রান্না কখন গিয়ে রাঁধবি ? কত রাতে খাবে ?'

'আজ বাবু কিছু খাবে না বলেছে।'

'আর তুই ?'

'সে বাবু জানে।'

অল্পকে যে অনেক মনে করতে পারে এবং অনেককে মনে করতে পারে অল্প, সংসারে হয়তো তারই সন্তোষ। অল্প আর অনেক দুটোকেই যে অল্প মনে করে সেই পড়েছে ঘুর্ণাবর্তে। এক কথায়, সেই দ'য়ে মজেছে। তার শান্তি নেই।

মাটির বাসনকে এমন যত্নে ব্যবহার করছে যেন সেটা সোনার বাসন, আবার সোনার বাসনকে এমন ঔদাসীন্যে ব্যবহার করছে যেন সেটা মাটির বাসন। জীবন সম্পর্কে এই যার মনোভঙ্গি তারই চিরন্তন মঙ্গল।

কিন্তু মঙ্গল কে খোঁজে? সবাই খোঁজে সুখ। আর সুখ অর্থ টাকা, সম্মান, জয়ধ্বনি। লোকে আমার কাছে নিচু হবে এই অহংকার। শক্তি অর্থই হচ্ছে অনিষ্ট করার শক্তি। যতক্ষণ কেউ অন্যের বাড়া ভাতে ছাই দিতে পারে ততক্ষণই সে শক্তিমান। অনিষ্ট করার শক্তি চলে যাবার পরই সে নিঃস্ব, সে গণনার বাইরে।

গোপনসচিব সুখেন্দুকে ডেকে নিল গোপনে।

'মিসেস গুহ এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন কেন বলুন তো?'

বাড়িতে সুখেন্দু যা-ই বলুক, বাইরে কেন সে সমালোচনায় সুর মেলাবে? তাই একটু মোটা গলায় বললে, 'শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে করবে কী!'

'কিন্তু কী একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি হারালেন বলুন তো!' ধীরেশ শোকের মতো মুখ করল: 'কথা ছিল প্লে-র পর সীতার জন্যে বেনামীতে নানা প্রাইজ ডিক্লেয়ার্ড হবে— রিস্টওয়াচ, সোনার পেনডেণ্ট, বই— বইয়ের বদলে নগদ টাকা—'

বাইরে মুখ এতটুকুও শীর্ণ হতে দিল না সুখেন্দু। বললে, 'তা অদৃষ্টে না থাকলে কী করা যাবে!'

'সাহেবের সবচেয়ে বেশি লেগেছে ঐ "ইতর" কথাটা—'

'আমি তো শুনেছি ওটা সীতার পার্টের মধ্যে।' সুখেন্দু মুখ নির্লিপ্ত করল।

'সীতার মুখে ওরকম একটা ছোটলোকি কথা দিতে পারে না নাট্যকার।'

'ছোটলোককে তো ছোটলোকি ভাষাতেই সম্বোধন করা উচিত।'

'ছোটলোক!'

'রাবণ ছোটলোক না? গণ্ডির বাইরে চলে আসা মাত্রই যে পর-স্ত্রীর গায়ে লোভের হাত দেয় সে তবে কী!'

'আপনি স্ক্রিপ্‌ট দেখুন। ওরকম কথা সীতার পার্টে নেই।'

'স্ক্রিপ্‌টে অনেক কথাই থাকে না, নাটকের উত্তেজনায় ক্যারেক্টারকে অনেক সময় বলতে হয় বানিয়ে—'

'কিন্তু ঐ রকম বানানো কথা সীতার মুখে একেবারে বেমানান।'

'বলা উচিত ছিল পাষণ্ড পামর। আমার স্ত্রী তো বেশি লেখাপড়া শেখেনি তাই গ্রাম্য কথাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি।'

'ক্ষতি হয়নি?'

'না। রাবণকে বলেছে। অডিয়েন্সও তাই মনে করেছে, মেনে নিয়েছে। ওটা রাবণের প্রাপ্য।'

'কিন্তু যারা শুনেছে পাশ থেকে?'

'তারা আবার কে? তারা কেউ নয়।'

'কিন্তু সাহেব অন্য রকম বুঝেছেন। তিনি বুঝেছেন ওটা ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।'

'নাটক করতে গিয়ে তাঁর ওরকম ব্যক্তিগত হবার কারণ কী? রাবণ ছিলেন রাবণ থাকলেই তো পারতেন— নবাঙ্কুর হতে যান কেন?'

'যাক গে। যার জন্যে আপনাকে ডেকেছি।' ড্রয়ার থেকে একটা

ফাইল বার করল ধীরেশ। বললে, 'চিঠিটার ড্র্যাফট হয়েছে, এখনো সই হয়নি।'

'কী চিঠি ?' সুখেন্দু বুঝি একটু ঝুঁকল সামনে।

'আপনাকে বদলি করে দিয়েছেন।'

'বদলি ?' সুখেন্দু চোখে অন্ধকার দেখল।

'তবে এবার চক্রধরপুর নয়।' হাসল ধীরেশ : 'এবার আরেকটু কাছে— ধানবাদ।' বলেই গলায় সহানুভূতির সুর আনল : 'শুনুন, এখনো যখন সই হয়নি, অর্ডারটা নাকচ হয়ে যেতে পারে। শুধু একটু তদবির—'

'তদবির ? কী তদবির ?' সামনের একটা চেয়ারের পিঠ আঁকড়ে ধরল সুখেন্দু।

'না, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। শুধু মিসেসকে ওঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। উনি যদি একটু নরম হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন— ঠিক ক্ষমা নয়, একটু করুণা চেয়ে নেন, তাহলে অর্ডারটা আর ইস্যু হয় না—'

'অসম্ভব।' চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করল সুখেন্দু।

হাত বাড়িয়ে ধীরেশ তার একটা হাত ধরে ফেলল। বললে, 'দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা প্রার্থনা কিছুই করতে হবে না, শুধু মিসেস গিয়ে ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ করলেই চুকে যায়।'

'কে কার কাছে যাবে ? কে ক্ষমা চাইবে ?' হাতটা ছাড়িয়ে নিল সুখেন্দু : 'গোড়াকার অপরাধটা কার ?'

এরকম গোঁয়াতুর্মি করলে কি চলে ? কত দুধে কত জল কারুরই অজানা নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে অবস্থা যে বিপরীত। যে আসামী সেই বিচারক। আর বিচারক মানে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, অন্তত কিল মারবার গোঁসাই। সুতরাং মাঝামাঝি একটা রফা করে নেওয়াই তো সংগত। এতদিনের একটা সংকল্পিত আয়োজন অকারণে, নয়তো অল্প কারণে,

নিষ্ফল করে দেওয়া হল, সেই মনোভঙ্গটাও তো দেখতে হয়। নবাঙ্কুরের আক্রোশ হওয়াই তো স্বাভাবিক, তাকে এখন একটু স্তবস্তুতিতে ঠাণ্ডা করাই তো শাস্ত্রবিধি। কী এমন খাজনা বেশি নেবে নবাঙ্কুর, একটু হাসি, একটু স্বীকৃতি, একটু সান্নিধ্য। একটু ললিত তারল্য। তাইতেই মেঘ কেটে যাবে, হাওয়া বইবে সুদক্ষিণ। মরা মালঞ্চে আবার ফুল ফুটবে।

কিন্তু, না, আর কক্ষনো না। সাপকে দুধ খাওয়ালেও বিষ মরে না।

বাড়ি ফিরে অন্য ভূমিকায় দেখা দিল সুখেন্দু।

'আমাকে ধানবাদ বদলি করে দিয়েছে।'

'বদলি?' পলকে যমুনার মুখ শুকিয়ে গেল: 'কেন, বদলি কেন?'

'বোঝ না কেন?' খেঁকিয়ে উঠল সুখেন্দু: 'তুমি থিয়েটার পণ্ড করে দিলে, তার একটা প্রতিশোধ তো নিতে হয়, তাই এই ব্যবস্থা।'

'ঘটনা তো আমাতে-মুখার্জিতে। সে আমার অমর্যাদা করল, আমি তার থিয়েটার পণ্ড করে দিলাম— আমাতে-তাতে সমান-সমান হয়ে গেল। তার মধ্যে তুমি আস কী করে?'

'আসাআসি আবার কী, একেবারে টেনে নিয়ে এল। স্ত্রীর দোষে স্বামীর শাস্তি হল।'

'স্ত্রীর দোষে?' যমুনার দুই চোখে বিদ্যুৎ ঝলকাল: 'তোমার আবার সেই কথা?'

'নইলে আমার শাস্তি হবে কেন?'

'সে তোমার নিজের দোষে হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে কেন আপিসের নাটকে ঢোকাতে গেলে? কেন তাকে তোমার সুবিধের বাজারে পণ্য করতে চাইলে? আমাদের দিন তো সুখেদুঃখে একরকম কেটে যাচ্ছিল, তোমাকে কেন উচ্চাশার ব্যাধিতে ধরল?'

'যাক গে। এ-চাকরি আমি ছেড়ে দেব।'

ঘরে যেন একটা স্তব্ধতার বাজ পড়ল।

যমুনা চারদিকে তাকাল আশ্রয়ের জন্যে। কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। শূন্য মরুভূমিতে কোথাও এতটুকু শ্যামলতার আভাস নেই।

যমুনা সুখেন্দুর খুব সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, 'তুমি তোমার বুকে হাত দিয়ে বলো, তোমার বিচারে আমি দোষী। বলো আমি দুর্বৃত্তকে শাসন করে অন্যায় করেছি— বলো, আর তাই যদি হয় তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার চাকরি ছাড়বে কেন? চাকরি ছাড়লে অনুপ-ঝুমকির কী হবে?'

সুখেন্দুর কী হল কে জানে, সহসা দু-বাহু বাড়িয়ে যমুনাকে তার বুকের উপর চেপে ধরল। একবার ভাবতে চেষ্টা করল, যমুনা তার জন্যে কত কষ্ট সয়েছে, কত উদ্যোগ করেছে। ঘরের লাজুক কোণ থেকে নেমেছে উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চে। নাটকের সংস্পর্শে এসে ব্যক্তিত্বকে কেমন প্রদীপ্ত করে তুলেছে। তারই জন্যে যমুনার এই উদ্ঘাটন, এত দ্যুতি-কান্তি, এত বাক্যচ্ছটা। তারই জন্যে সৌভাগ্যের পণ্য বোঝাই করে আনছিল বন্দরে, হঠাৎ নিষ্ঠুর নিয়তি পারের কাছে এনে ভরাডুবি ঘটালে। সত্যি, যমুনার কী দোষ! একটা বর্বর দস্যু যদি তার সোনার স্বপ্নকে ছিনতাই করে নিয়ে যায় সে কী করবে?

'আমি ধানবাদ চলে গেলে তুমি একা-একা চালাতে পারবে?'

'বা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।' আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে এল যমুনা।

'তা কী করে হয়? অনুপ-ঝুমকির ইস্কুলের কী হবে?'

'ওদের পড়া এক বছর নষ্ট হয় তো হবে— কী করা! যা অবধারিত তা এড়ানো যাবে না। বদলির চাকরিতে ছেলেমেয়ের অমন ক্ষতি হয়— তার উপায় নেই।'

'না, তা হয় না। সবার উপরে অনুপ-ঝুমকির লেখাপড়া।'

'তোমার বন্ধু আসুন, দেখি তিনি কী বলেন।'

চঞ্চল এসে যখন সব শুনল সে প্রথমেই বলে উঠল, 'প্রথমেই উচিত হবে বদলির অর্ডারটা বাতিল করে দেওয়া। একবার অমনি অর্ডার বাতিল হয়ে গিয়েছিল না?'

'সে হয়েছিল যমুনার খাতিরে। অর্ডার রদ না হলে যমুনাকে যে তখন থিয়েটারে পায় না। এবারও মুখার্জির গোপনসচিব বলছে, মিসেস গুহকে মুখার্জির সঙ্গে হৃদ্যতা করতে পাঠিয়ে দাও, তাহলেই বদলি চলে যাবে।'

'তুই কী বললি?'

কী বলল শোনবার জন্যে যমুনাও কান খাড়া করে রয়েছে।

'আমি বললাম— অসম্ভব। যে প্রথম অপমান করেছে তারই তো উচিত অপমানিতের বাড়িতে এসে উলটে ক্ষমা চাওয়া। যমুনা যাবে না। কোনোদিন না।'

'সত্যি বলেছিস? পেরেছিস বলতে? তাহলে ঠিক বলেছিস।' চঞ্চল বাহবা দিয়ে উঠল।

যমুনার বুকটাও গর্বে আনন্দে ভরে উঠল। স্ত্রীর অপমান তো স্বামীরই অপমান! সুখেন্দু যদি সাহস করে উঠে দাঁড়ায় তবে তো যমুনাও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, পরীর রাজ্যে না উড়ে দাঁড়াতে পারে শক্ত মাটির উপর। দারিদ্র্যকে যদি ভয় না পায়, শুধু মলাটের চাক-চিক্যে না প্রলুব্ধ হয়, যদি শুধু ভিড়ের মধ্যে থেকে উঁচু হবার দুশ্চেষ্টা না করে, তবে সমস্ত কেমন সহজ হয়ে যায়। আনন্দ তো এই সহজের মধ্যেই, আর সুন্দরও তো এই সহজেরই সহচর। আজকাল তো কারো বড়ো হবার ঝোঁক নয়, শুধু বেশি হবার ঝোঁক। আজকাল আর কেউ পরিচিত হতে চায় না, চিহ্নিত হতে চায়। আর মানুষকে বুঝি তখনই সবচেয়ে ছোট দেখায় যখন সে দীর্ঘ হবার চেষ্টায় মনে করে আমি বড়ো হলাম।

স্নিগ্ধ চোখে যমুনা তাকাল চঞ্চলের দিকে, বললে, 'উনি বলছেন,

উনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন না, সঙ্গে নিলে অনুপ-ঝুমকির পড়া মাটি হবে।'

'ঠিকই তো। ও একা যাবে। আপনারা এখানে থাকবেন।' নির্দ্বিধায় বললে চঞ্চল। তারপর আরো বললে, 'সবার আগে বর্তমান নয়, সবার আগে ভবিষ্যৎ।'

কথাটার অর্থ বুঝি স্পষ্ট হল না। তাই চঞ্চলকে আবার বলতে হল, 'সবার আগে অনুপ-ঝুমকি। কী, গাছে-লতায় জল দিচ্ছেন তো ঠিক-মতো ?'

সুখেন্দু ভার-মুখে বললে, 'কিন্তু আমি কি দুটো এসটাবলিশমেণ্ট চালাতে পারব ?'

'না পারার কী আছে ? তুই তোরটা চালিয়ে যা পারিস পাঠিয়ে দিবি, তারপর আমি আছি—'

সুখেন্দুর কাঁধের বোঝা নেমে গেল। হালকা হয়ে বললে, 'তুই থাকলে, তুই দেখলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। অনুপ-ঝুমকির জন্যে আর আমার তবে ভাবতে হয় না।'

যমুনার দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলল চঞ্চল। যেন তবে কিছু ভাবনা যমুনার জন্যে থেকে যায়। চঞ্চল তাই আরো বিশদ হল : 'দরকার হলে আমি আমার বাসা এখানে তুলে আনব আর সুবল-সখাও পার্মানেণ্ট হবে।'

এরই মধ্যে যমুনা আবার সতর্ক হতে চাইল। বললে, 'আপনাকে কষ্ট করে কাঠের ঘরে এসে থাকতে হবে না। আপনি যেমন আসা-যাওয়া করছেন সেটুকু হলেই যথেষ্ট।'

'তা আপনি যেমন বলবেন তেমনিই হবে।' যমুনাকে আশ্বস্ত করল চঞ্চল।

'না, চঞ্চল যেমন ভালো মনে করে তেমনিই হবে। ও-ই তোমাদের অভিভাবক হবে।' সুখেন্দুর কথায় গভীর নির্ভরের ভাব : 'এখন দেখতে

পাচ্ছ তো ভাড়াটে না থাকলে কী ভীষণ অসুবিধে হত! আর এ তোমার বাসাড়ে ভাড়াটে নয়, এ চঞ্চল—'

'সুখেন্দুর বন্ধু আর সুবলের সখা।' চঞ্চল নিজের আনন্দে নিজেই হেসে উঠল।

'তোমার তো কত আপত্তি, কত খুঁতখুঁতুনি। ফিল্মের লাইনের লোক, নিশ্চয়ই বাজে লোক, খারাপ লোক হবে। এখন দেখছ চঞ্চল না থাকলে সমস্ত বানচাল হয়ে যেত।'

লজ্জায় অধোমুখ হল যমুনা, আর সেই নত চোখই কী একটি মধুর সংলাপে চঞ্চলের চোখের সঙ্গে ব্যাপৃত হল।

'তোমাকে একটা কথা বলে রাখি।' যমুনা নিজের প্রত্যয়ে দৃঢ় থেকে বললে, 'যদি সম্ভব হয় আমি সরমাদির মতো খুচরো স্টেজে প্লে করব— পারিশ্রমিক নিয়ে। তুমি নিশ্চয়ই মত দেবে।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু সরমা কে?'

একটি কুমারী মেয়ে, পেশাদারি স্টেজে ফি নিয়ে প্লে করে বেড়ায়। যেমন কারো টিউশনি করা, সেলাই শেখানো, এজেন্সি নিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘোরা, তেমনি ওর নাটকে পার্ট নেওয়া, রানী থেকে ঝি সাজা। বাঁধা একশো পঁচিশ টাকা দক্ষিণা। মাসে দুটো বায়না পেলেই তো স্বচ্ছন্দ।

এক কথায় উছলে উঠল সুখেন্দু: 'একশো বার মত দেব। তোমাকে তো আমি এই পথেই আনতে চেয়েছি, তোমার প্রতিভা যাতে বিকাশের সুযোগ পায়। তোমার আগে কত আপত্তি ছিল, এখন স্টেজে দাঁড়িয়েই বুঝতে পারছ এ-শিল্পের কী বিরাট সম্ভাবনা! আর এতে শুধু অর্থ নেই, আনন্দ আছে। কিন্তু আমি বলছি, মিস সরমা কেন, চঞ্চলই তো তোমাকে যোগ্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে—'

'কিন্তু ওখানেও নব-নব অঙ্কুর—' চঞ্চল মুখ-চোখ ঘোরালো করল।

'সরমাদিও তাই বলে। বলে, সিঁথিটা শাদা দেখলেই গ্রীনরুমের সবুজ হিরোরা লাল হয়ে উঠতে চায়। তাই সরমাদি বিয়ে না করলেও বিবাহিতা সেজেছে। ছোকরারা তাই আর ঘেঁসতে সাহস পায় না। আমাকে তো সাজতে হবে না, আমি তো সেজেই আছি, আমি শুধু কপালের ফোঁটাটা আরো খানিকটা গোল করব।' তারপর যমুনা চঞ্চলকে লক্ষ্য করে বললে, 'যত নব-নব অঙ্কুরই থাক, আমার হাতে অঙ্কুরেই তাদের বিনাশ হতে হবে।' যেটুকু তাকানো উচিত তার চেয়ে যেন বেশিক্ষণ তাকাল। যেন চঞ্চলকেও ঐ চাউনি দিয়ে সচেতন করে দিল।

এই বিষয়ে যমুনার উপর অগাধ বিশ্বাস এসেছে সুখেন্দুর। নবাঙ্কুরকেই যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে সে নিতান্ত অকিঞ্চন নয়। সমস্ত প্রত্যাশাকে যে তুচ্ছ করে দিয়েছে, প্রতিবাদে নাটকটাকেই নিশ্চল করে রেখেছে, তার শক্তিতে শ্রদ্ধা আসে বৈকি। ঢেউ খাওয়া পর্যন্ত প্রশ্রয় থাকলেও একেবারে তলিয়ে যাওয়াটা নিশ্চয়ই সুখেন্দু সহ্য করতে পারত না, কিন্তু যমুনা ঢেউ খাওয়াতেই বিষব্যাপ্ত ফণা তুলেছে—এটা মনের গভীরে সুখেন্দুর একটা বিরাট আরাম। যমুনা যতই অন্ধকার বারান্দায় পাইচারি করুক, সে তার আলোকিত ঘরটিতেই ফিরে আসবে। সুখেন্দু তার পাশে রক্ষক হয়ে না থাকলেও সে তার নিজের অস্ত্রে নিরাপদ।

শেষ কথাটা আবার বললে সুখেন্দু, 'চঞ্চল যেমন ভালো মনে করে তেমনি নিয়ে যাবে। প্রথমে মঞ্চে, শেষে পর্দায়। এই তো আমার আশা। তারই জন্যেই তো চঞ্চলকে আনা। সেই পথে যদি এগুতে পারো তবে অফিস-নাটকটা থাকল কি গেল কিছু এসে যায় না।'

'আর নবাঙ্কুরে পল্লব গজালো কিনা কে দেখে!' চঞ্চল টিপ্পনী ঝাড়ল।

নবাঙ্কুর ভেবেছিল বদলির কথা শুনে যমুনাই আসবে তার কাছে। সারা সন্ধ্যা সে নিচে অফিস-ঘরে বসেই অপেক্ষা করছিল। কোনো-এক আর্ট-একজিবিশনে যাবার কথা মনে করিয়ে দিতে এলে অঞ্জলিকে বলেছিল, তুমি একাই যাও, আমার কাজ আছে— আর ভাগ্যের কী দয়া, অঞ্জলি একাই যেতে রাজি হল। ভাগ্যের করুণার জন্যে বিচক্ষণতার দরকার হয় না, না বা বিদ্যাবুদ্ধির, না বা ধনসম্পত্তির, কখন কোন্ জানলার পাখি তুলে হঠাৎ সে উঁকি মারবে কেউ বলতে পারে না।

যদি আসে নিশ্চয়ই নম্র হয়ে আসবে, মিনতির প্রসঙ্গে নম্রতা ছাড়া আর ভঙ্গি নেই, আর নম্রতা তো ধরা দেবারই ভূমিকা। যে-শাখায় ফল ধরে সে-শাখাই তো নত হয়। আমি ফলভারে নত হয়েছি, আমাকে এবার ছিঁড়ে নাও। মেষশাবকের নম্র হওয়া মানেই তো নেকড়ের খাদ্য হওয়া।

না, এত শিগগিরই আবার বন্য হওয়া শোভা পায় না। আবার দূরত্ব দিয়েই আরম্ভ করতে হবে, মধুরতর অপরিচয় দিয়ে। হ্যাঁ, দূরেই বসুক — দৃষ্টির থেকে দূর মানে তো আর আকাঙ্ক্ষার থেকে দূর নয়। প্রথমটা কোনো কথা না বলতে চায়, না বলুক, নীরবতা তো নম্রতারই ভূষণ, আর নম্র নীরবতাই তো সম্মতি।

অন্যভাবেই যদি আসে, হাসতে-হাসতে, লজ্জাকে লজ্জা দিয়ে, নিজেই চেয়ার টেনে পাশে বসে পড়ে, কী কাণ্ডটা সেদিন করলেন বলুন তো, বলে যদি পরিহাসপ্রসন্ন বন্ধুতার আলো ফেলে, তাহলে তো কথাই নেই, মুহূর্তেই সব খণ্ডন হয়ে যায়।

এখন শুধু আসা নিয়ে কথা।

কিন্তু এল না। নবাঙ্কুর ভাবল ধানবাদটা ধুবড়ি করে দেবে কিনা। না কি চক্রধরপুর করলেই আবার আসবে?

কিছু পেল না, নিল না, দিল না— নিমেষে সমস্ত ব্ল্যাক-আউট

করে দিল, এত তেজ এল কোত্থেকে ? কাকে সে মূল্য দিল ? সাংসারিক দারিদ্র্যকে, শারীরিক কুসংস্কারকে ? জানতাম দারিদ্র্যকে বন্দনা করাই সোজা, বহন করা সোজা নয়। কিন্তু কে জানে কী রহস্য, কাকে বন্দনা করে সমস্ত ভারক্লেশকে লঘু করে দিল ? না এসে থাকতে পারল ?

না-পাওয়াটাই দারিদ্র্য নয়, নিতে না-পারাটাও দারিদ্র্য। কে জানে চাওয়াটাই চরম দারিদ্র্য কিনা।

অফিসে গিয়ে অর্ডারে সই করে দিল নবাঙ্কুর।

অর্ডারের কপিটা হাতে করেই সুখেন্দু নবাঙ্কুরের খাস কামরায় ঢুকল। 'বদলি করে দিলেন, স্যার ?'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল নবাঙ্কুর। পরে ভেবে নিয়ে বললে, 'বদলির চাকরিতে বদলি হবেন এটা বিচিত্র কী !'

'কিন্তু আমি তুটো এস্টাবলিশমেণ্ট কেমন করে চালাব ?'

'তুটো কেন ?'

'পরিবার যে নিয়ে যেতে পারছি না।'

'কেন, বাধা কী ?'

'ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, দ্বিতীয়ত—'

'কী দ্বিতীয়ত ? গৃহিণীর কোনো অসুবিধে ?'

'ঠিক অসুবিধে নয়। কিন্তু বিশেষ সুবিধেও বলা যায় না—'

'কী সেটা ?'

'উনি কতগুলো নাট্যসংস্থায় প্লে করবার চান্স পাচ্ছেন—'

'আবার নাটক !' নবাঙ্কুর চোখ-মুখের এমন ভাব করল যেন বিভীষিকা দেখছে।

'কেন, নাটক মন্দ কী !'

'মন্দ নয় যদি তা শেষ হয়। নইলে মাঝপথে চেঁচিয়ে পার্টের বাইরে কথা বলে সমস্ত পণ্ড করে দেওয়াকে নাটক বলে না।'

'কিন্তু যার ওভারঅ্যাক্টিং-এর দরুন ঐ চেঁচানো আর পার্টের

বাইরে কথা বলা, তাকে কী বলে ?'

নবাঙ্কুর দেখল সুখেন্দুর শার্টের হাতাদুটো আগের মতোই গুটোনো। আজ আর অফিস-ডিকোরামের ধার মাড়াল না, গলা থেকে অন্য রকম সুর বার করে বললে, 'আপনার যে এত ডিফিকালটি তা আমাকে আগে বলেননি কেন ?'

'কখন বলব ?'

'কেন, কাল বলতে পারতেন। ধীরেশবাবু তো আপনাকে আগেই খবর দিয়েছিলেন—'

'কোথায় বলব ?'

'কেন, আমার বাড়িতে !'

'আমি গেলে চলত ?'

'যদি চলত না মনে করছেন তবে আজই বা বলতে এসেছেন কেন ? যান, চাকরি করতে এসেছেন, চাকরির নিয়ম মেনে চলুন।'

'নাটকেও নাটকের নিয়ম মেনে চলা উচিত ছিল।'

তবুও মেজাজ নষ্ট হতে দিল না নবাঙ্কুর। যে দাঁড় টানে সে রাগ করতে পারে কিন্তু যার হাতে হাল ধরা তার রাগ করলে চলে না।

'কী করবেন বলুন,' সামনের টেবলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল নবাঙ্কুর : 'সমস্ত উপরালার হুকুম।'

'উপরালা তো আপনি।'

নবাঙ্কুর চোখ তুলল না। চুপ করে রইল।

'কিন্তু জানবেন উপরালারও উপরালা আছে।' বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল সুখেন্দু।

নবাঙ্কুর শুধু একটু হাসল। যে ধৈর্য ধরতে জানে সে রাগ করে না।

বাইরে যত চোটপাট করুক, যতই সুনীতি বা ঔচিত্যের কথা পাড়ুক, কখনো-কখনো মনের নির্জন কোণে বসে নীরবে দুঃখ করে

সুখেন্দু, ঘটনাটার এরকম চেহারা নেবার কী দরকার ছিল! পুরস্ত্রী থিয়েটার করতে গিয়েছে বলেই কি তাকে পণ্যস্ত্রীর পর্যায়ে ফেলতে হবে? লোকটা যদি অত লোভান্ধ না হত! আর প্রতিক্রিয়ায় যমুনাও যদি না অতটা বাড়াবাড়ি করে বসত। প্রতিবাদ তো আরো সংক্ষেপে করতে পারত, প্লে-টা একেবারে বন্ধ করে দেবার কী হয়েছিল! যমুনা কি জানে না মেঘের পরেই নির্মল রোদ! প্লে-টা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলে অন্তিমে কত পুরস্কার, কত প্রতিশ্রুতি! অন্তত এ কুৎসিত বদলির অর্ডারটা তো হয় না।

আবার যমুনার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই মনের এ-অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দেয়— চকিতে তপ্ত হয়ে ওঠে, কী স্পর্ধা, শুধু প্রভুত্বের জোরে দুঃস্থের উপর অত্যাচার করবে, কী আনন্দ, ঐ ঔদ্ধত্যকে যমুনা শাসন করেছে, দমন করেছে, তার কাছে নতি স্বীকার করেনি।

তবু যাবার দিন ভেঙে পড়ল সুখেন্দু। চোখ ছলছল করে এল।

যমুনাকে আড়ালে একটু টেনে নিয়ে বলল, 'এমনটা তো না হলেও পারত! এখানে যেমন ছিলাম তেমনিই যেন ভালো ছিল। কেন যে চঞ্চলকে ডেকে আনলাম!'

'সে কী, চঞ্চলবাবু কী দোষ করলেন?' যমুনা অবাক হবার মতো মুখ করল।

'না, দোষ করেনি। দোষ করবে কেন?' সুখেন্দুর গলায় অনুতাপের সুর বাজল: 'কিন্তু ওকে ঘর ভাড়া দিলাম বলেই তো তুমি থিয়েটারে রাজি হলে। নইলে ও-ও আসত না, তুমিও থিয়েটারে যেতে না, আমাদের শান্তির সংসারটুকুও বজায় থাকত!'

'তা কী করা যাবে, তোমারই তো থিয়েটারের প্রেরণা। তাছাড়া ঘটনার উপর কারো কোনো হাত নেই, সমস্ত ভাগ্যের হাতে। তা এতে ঘাবড়াবার কী আছে,' যমুনা সুখেন্দুকে আশ্বাস দিতে চাইল: 'আমার তো মনে হয়, যা ঘটে সমস্ত ভালোর জন্যে।'

'কিন্তু তোমাদের ছাড়া কোনোদিন যে একা-একা থাকিনি।'

যমুনার মনও নরম হল। তবু দৃঢ় হবার চেষ্টায় বললে, 'তুমি জয়েন করেই হেড-অফিসে দরখাস্ত পাঠাবে, তোমার উপর কী অবিচার হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে, বদলি রদের জন্যে চেষ্টা করবে—'

'কিছু হবে না।'

'তুমি চঞ্চলবাবুকে বলে যাও উনি যদি কিছু চেষ্টা করতে পারেন—'

ও একটা ফিল্মের লাইনের লোক, ও এসবের কী চেষ্টা করবে—'

সুখেন্দুর বলার ধরনটা যমুনার ভালো লাগল না। তবু সেটা উপেক্ষা করে বললে, 'বদলি রদ না হলেই বা কী হবে। ওদের স্কুল ছুটি হলে আমরা যাব তোমার কাছে, তুমিও মাঝে-মধ্যে আসবে—ধানবাদ এমন একটা কিছু দূরের জায়গা নয়। অনুপ-ঝুমকি আরো একটু বড়ো হোক, ওদের হস্টেলে রেখে আমি তোমার কাছে চলে যাব।'

'তুমি দেখি এখনো স্বপ্ন দেখ!'

'স্বপ্ন না দেখে মানুষ বাঁচবে কী করে?'

'হস্টেলে রাখবে, পয়সা পাবে কোথায়?'

'তুমিই তো আমাকে পয়সার পথ ধরিয়ে দিয়েছ। জানো, 'কিন্নর-দল' নাট্যসংস্থা আমাকে ইনটারভিয়ুর জন্যে ডেকেছে। মনোনীত হলে পার্ট দেবে, টাকা দেবে। তুমি ভেবো না। আমাদের সুদিন আসবেই আসবে। ভাগ্যকে মেনে নেওয়াই ভাগ্যজয়ের একমাত্র উপায়।'

'কিন্তু আমার তো কোনো স্বপ্ন নেই, আমি একা-একা কী নিয়ে থাকব?'

'তুমি এখানে ফিরে আসবে তোমার এই স্বপ্ন।'

তারপর সুখেন্দু গেল ছেলেমেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে।

স্টেশনে তুলে দিতে গিয়েছিল চঞ্চল। তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সুখেন্দু বললে, 'তোর কাছে রেখে গেলাম। তুই দেখিস।'

॥ প নে রো ॥

'কিন্নরদল'-এর খবর চঞ্চলই এনে দিয়েছে আর সে-ই ব্যবস্থা করেছে ইনটারভিয়ুর। আবার সে-ই বলছে, এসব থাক।

'কেন, থাকবে কেন?' চোখে ঝিলিক দিয়ে জিগ্যেস করল যমুনা।

থাকবেই বা কেন, তারও যুক্তি খুঁজে পায় না চঞ্চল। যুক্তিটা ক'দিন আগে থাকলেও যেন এখন আর নেই। তবু কিছু বলবার থেকে যায় বলে চঞ্চল বললে, 'কিন্তু, দেখলেন তো, লাইনটা কী খারাপ!'

'আবার এও তো দেখলেন লাইন খারাপ হলেও গাড়ি কেমন বেরিয়ে গেল।' দিব্যি অসংকোচে বলতে পারল যমুনা।

'কই আর বেরিয়ে গেল! গাড়িও তো কম ধাক্কা খেল না।'

'ও কিছু নয়।' চোখেমুখে সপ্রতিভ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে যমুনা বললে, 'ভাঙা লাইনটা যে গাড়িকে খোঁড়া করে দিতে পারেনি তার জন্যে ড্রাইভারকে প্রশংসা করবেন না?'

'প্রশংসা তো প্রথম থেকেই করছি।'

'সে তো ঝগড়া করার জন্যে। ভাড়াটে তাড়াবার যুদ্ধের জন্যে। কিন্তু বলুন তো যুদ্ধটা কী-রকম হল?'

যমুনার চোখের দিকে ভালো করে তাকাল চঞ্চল। ও কি চোখে কাজল পরেছে, না, এমনিতেই দৃষ্টিটা গভীর হয়ে উঠেছে বলে বেশি কালো দেখাচ্ছে?

চঞ্চল বললে, 'যুদ্ধ— যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে? আমার বিরুদ্ধে?'

'আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধটা হতে পারল কই? খুব আশ্চর্য না? যুদ্ধটা দেখতে-দেখতে কেমন সন্ধিতে মিলিয়ে গেল।'

খুব আশ্চর্য। কেমন করে যে কী হয়ে গেল বোঝা গেল না। একটা এক কোঠার ভাড়াটে সমস্ত বাড়ির মালিক হয়ে গেল। একটু

যেন বেশি আলো ঢেলে যমুনার চোখ ছুটি দেখল চঞ্চল। সন্ধি! সন্ধিই বটে। সন্ধি তো শুধু যুদ্ধের অবসান নয়, সন্ধি তো আবার বর্ণে-বর্ণে সংযোগ, শব্দের রূপান্তর।

'তবে যুদ্ধটা কার বিরুদ্ধে?'

'ঐ মুখার্জির বিরুদ্ধে।'

ক্ষণকাল নীরবে থাকল চঞ্চল। তারপর বললে, 'নাটকটা ভণ্ডুল করলেন বটে কিন্তু তার আগে কিছু চোট তো আপনাকে সামলাতে হল! র‍্যাশ ড্রাইভিংএর জন্যে ড্রাইভারের জেল হলে আপনার সান্ত্বনা কী, চাপা পড়ে আপনার পা যদি ভাঙে—'

'আমার পা মোটেই ভাঙেনি।' খিলখিল করে হেসে উঠল যমুনা: 'গায়ে-হাতে একটুও ছড় লাগেনি। শুধু ওদেরই নাটক ভেঙে গেল। শেষকালে আর-কিছু না পেয়ে ওঁকে বদলি করে দিল—'

'এটাই তো একটা ছুর্ঘটনা।'

এদিক দিয়ে ছুর্ঘটনার কথা ভাবেনি যমুনা। কিন্তু এটা তো মুখার্জির ক্ষুদ্র মনের প্রতিশোধ। এটা তো নাটকের প্রত্যক্ষ ছুর্ঘটনা নয়। নাটকের প্রত্যক্ষ ছুর্ঘটনা তো একটাই। সেটা তো সে খণ্ডন করেছে। তবু ছুর্ঘটনার সঙ্গে সুখেন্দুর নামটা এসে গেল বলে মনটা ভারী হয়ে উঠল। ঠিকই তো, তারই কৃতকর্মের ফলই তো বদলির ছুর্ঘটনা। তা আর সে খণ্ডন করতে পারল কই?

যমুনার মুখে কথা সরল না।

চঞ্চলই তাই আবার বললে, 'তাই যে-পথে ছুর্ঘটনা আছে সে-পথে না যাওয়াই ভালো।'

'ছুর্ঘটনার ভয়ে পথ চলব না সেটাই কি ভালো?'

'ওটা তো পথ নয়, ওটা অপথ।'

'কিন্তু ছুর্ঘটনা শুধু পথেই ঘটে এ আপনাকে কে বললে?' যমুনা কী-রকম স্থির চোখে বিদ্ধ করল চঞ্চলকে: 'ছুর্ঘটনা বাড়িতে ঘটে না?'

সেটাও তো মিথ্যে নয়, চঞ্চল অস্বীকার করবে কী করে? এক মুহূর্তের জন্যে সে বুঝি কোণঠাসা হয়ে গেল। শুধু বুদ্ধিরঞ্জিত সম্মতির ক্ষীণ হাসি ছাড়া কিছুই সে প্রকাশ করতে পারল না।

'তাহলে টিউশানি জোগাড় করে দিন!' বলতে এতটুকুও বাধল না যমুনার।

'টিউশানি!' কথাটা যেন নতুন শুনছে মুখ-চোখের এমনি চেহারা করল চঞ্চল। তবু জিগ্যেস না করে পারল না: 'কাকে পড়াবেন?'

'নিচু ক্লাশের ছেলেমেয়ে। কী, পারব না ভাবছেন? তা যদি না পারি, তবে আমাকে আর কী করতে দেবেন? আপিসের চাকরি তো আরো অসম্ভব। আমার বিদ্যেয় আপিসের চাকরি হয় না, বিশেষত আমার বয়সে। কী, চুপ করে আছেন কেন? একটা কিছু বলুন।'

যেন চঞ্চলের আশু দায়িত্ব পড়েছে যমুনাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো রসদ জোগানো। তবু স্বরে একটু স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে বললে, 'মনে হচ্ছে প্রাচীরের বাইরে খোলামেলা মাঠটা আপনার ভালো লেগেছে।'

'ঠিক বলেছেন। ঘরের বাইরে এসে ঘরকেই সর্বস্ব বলে ভাবতে পারছি না। মনে হচ্ছে ঘরে যেমন জায়গা আছে তেমনি বাইরেও আছে। ঘরের জায়গা বেশি হোক কিন্তু বাইরেও জায়গা কম নয়।'

'মোটকথা অভিনয় আপনাকে পেয়ে বসেছে।'

'পেয়ে বসেছে কিনা জানি না কিন্তু আমাকে খানিকটা আত্মপ্রত্যয় দিয়েছে। আর ও ছাড়া আমি কী-ই বা করতে পারি বলুন। বেশ তো, আপনিই বলে দিন না আর কী পথ!'

'না, আর কী পথ!'

'সংসারের কিছু আয় তো বাড়ানো দরকার। আমার এখন না লাগলে চলবে কেন? ওঁর মাইনে তো বাড়াতে পারলাম না।' এত দুঃখেও এখানে মুচকে একটু হাসল যমুনা: 'বয়েস লুকিয়ে বিদ্যেবুদ্ধি

লুকিয়ে অভিনয় করা ছাড়া আর আমার গতি কী! তাও সেখানে পাত্তা পাব কিনা ঠিক নেই। শুধু আপনার চেষ্টা আর আমার পরিশ্রম!'

জীবনের এ এক নতুন আস্বাদের মধ্যে এসেছে যমুনা। নতুন বক্তব্যের মধ্যে। ক্রমশই যেন নায়িকার পার্টে সে উঠে আসছে। খাঁচা থেকে ছেড়ে দেবার পর পাখি প্রথম বাড়ির পাঁচিলে বসেছিল, পরে উঠে এসেছিল গাছে, এখন পাখা মেলে নীল আকাশে উড়ে যেতে চাইছে।

'তবে আপনার যদি কোনো বিকল্প ব্যবস্থা থাকে, বললে ভেবে দেখতে পারি।'

যমুনা কি ফিল্মের কথা ভাবছে?

চঞ্চলের মাথায় বিকল্প ব্যবস্থা যে নেই তা বলা যায় না। কিন্তু সেটা এখুনিই বলবার মতো নয়।

যমুনাই তাই আবার বললে, 'চেষ্টা না করলে বোঝা যায় না আমরা কী করে উঠতে পারি। সেই চেষ্টাটাই একটু করে দেখি। আপনার বন্ধুর তো এতে পুরোপুরি সমর্থন— আমাকে প্ররোচিত করতে দিনের পর দিন কত বক্তৃতা দিয়েছেন— আর আপনি তো এ-পথেরই পথিক।'

'যেন মণিকাঞ্চন যোগ!'

'বলুন এটা একটা মস্ত সুবিধে নয়? কত লোকের কত সম্ভাবনা আছে কিন্তু ঠিকমতো যোগাযোগ করবার লোক না পেয়ে কিছু করতে পারছে না—'

'কিন্তু এমন কোনো সুবিধে নেই যাতে আবার অসুবিধেও নেই। প্রত্যেক পথেই ধুলো কিন্তু যে-পথে আপনি যেতে চাচ্ছেন সেটা আগাগোড়াই ধুলোর পথ।'

'সে-ধুলো যাতে চোখে না যায় সে-সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকলেই হল।'

সুবল এসে খবর দিল, ট্যাক্সি এসেছে।

'চলুন।' উঠে পড়ল চঞ্চল।

'দাঁড়ান, গাছে-লতায় একটু জল দিয়ে আসি।' যমুনা অনুপ-ঝুমকির খোঁজ নিতে গেল।

সন্ধে হয়ে গেছে, তাই কাঠের ঘরে পড়তে বসেছে দু-ভাইবোন। বেশ হাসি-খুশি মেজাজে আছে, কথায়-কথায় আর ঝগড়া করছে না। ভালো খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, মাছ-দুধ তো পাচ্ছেই, মাঝে-মাঝে সন্দেশ-রসগোল্লাও জুটছে, তাই চেহারায় চাকচিক্য এসেছে ক'দিনেই। পোশাক-আশাকেরও শ্রী ফিরেছে, এমনকি বাল্‌বের পাওয়ার বাড়িয়ে দেওয়ায় ঘরদোরও ওদের মতোই জ্বলজ্বল করছে। চারদিক থেকেই গড়ে উঠেছে একটা স্বাস্থ্য ও স্বস্তির আবহাওয়া। শুধু একটু সামান্য মনোযোগ, একটু বা সযত্ন আয়োজন। যমুনা যেমন উছলে উঠেছে তেমনি উপচে পড়ছে ছেলেমেয়ে।

'তোরা পড়, আমি একটু কাজে বেরুচ্ছি।'

মা-র সন্ধেবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াতে ছেলেমেয়েরা আর আশ্চর্য হয় না। তবু ঝুমকি জিগ্যেস করলে, 'কতক্ষণে ফিরবে মা?'

'কতক্ষণ!' চঞ্চলের মুখের দিকে তাকাল যমুনা: 'কী বলেন, ঘণ্টা-খানেক।'

'অতক্ষণ লাগবারও কথা নয়। শুধু তো ইনটারভিয়ু।'

সেই অল্পক্ষণ সময়টা যে কী, কতখানি, ঝুমকি যেন আন্দাজ করতে পারল না। দাদার দিকে তাকিয়ে হিসেবটা বুঝে নিতে চাইল। সেখানেও কিছু ভরসা না পেয়ে শেষে স্পষ্টই বললে, 'একা-একা ভয় করবে, মা।'

আগে মা বেরুলে বাবা থাকত, মা-বাবা দু-জনে বেরুলে কাকা-বাবু ছিল, আজ বাবা নেই, মা আর কাকাবাবু দু-জনেই বেরিয়ে যাচ্ছে, একটু ভয়-ভয় করতে পারে বৈকি।

কিন্তু যমুনার কিছু বলবার আগেই চঞ্চল বলে উঠল : 'ভয় কিসের? সুবলই তো রইল।' তারপর ঘরের ভিতরটা একটু পর্যবেক্ষণ করে বললে, 'আসল ভয়ের কারণ ওদের ঘরে একটা ঘড়ি নেই। আমি কালই ওদের একটা টাইম-পিস কিনে দেব।'

'অ্যালার্ম বাজবে তো? অ্যালার্ম বাজিয়েই ভয় তাড়াব।' ঘড়ির কথায় অনুপও উত্তেজিত হল।

'হ্যাঁ, ঘড়ির ভয় নেই, যা ঘটবার ঘটুক, সে ঠিক চলে যায়।' বলে চঞ্চল সুবলকে ডেকে সতর্ক করে দিল— ওদের কাছে-কাছে থাকবি, যেন ভয় না পায়, যেন ঘুমও না পায়, দেখিস।

'যদি আমাদের ফিরতে দেরি হয়, ওদের খাইয়ে দিয়ো।' অনুনয়ের স্বরে বললে যমুনা।

'এই তো আপনিই ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন— না, না, ফিরতে আমাদের মোটেই দেরি হবে না। যদি পারি ফেরার পথেই ঘড়ি নিয়ে আসব।' বলে ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল চঞ্চল।

যেন নিজের প্রয়োজনেই যাচ্ছে, সঙ্গে কেউ নেই, এমনি উদাসীন ভঙ্গি। যমুনা যে ধীর পায়ে আসছে পিছে-পিছে সেটা আকস্মিক।

ট্যাক্সিতে উঠে যমুনা বললে, 'মুখার্জি আমাকে একটা রিস্ট-ওয়াচ দিতে চেয়েছিল—'

'ভাগ্যিস দিতে পারেনি।'

'দিলে কী হত?'

'মুখার্জিকেই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তার ঘড়িকেও ছুঁড়ে ফেলে দিতেন।'

'ঘড়ি তো ইচ্ছাহীন নিষ্প্রাণ জিনিস, তার উপর রাগ করার কী মানে হয়?' যমুনা হাসবার চেষ্টা করল।

'নিশ্চয়ই মানে হয়। কেননা এ-দানের পিছনে ভালোবাসা ছিল না।'

যেন নতুন একটা শব্দ শুনল যমুনা, নতুন ধ্বনি, নতুন ঝংকার! এত নতুন যে উপযুক্ত উত্তর খুঁজে পেল না। ভালোবাসার আবার উত্তর কী।

চঞ্চল নিজেই আবার বললে, 'দানের মূল্য জিনিসে নয়, দানের মূল্য ভালোবাসায়। জিনিস দামে সস্তা হতে পারে কিন্তু প্রেমে মহামূল্য।'

'আমরা সংসারী মানুষ, আমরা জিনিসটাই বুঝি।'

'জিনিস? সবচেয়ে বড়ো জিনিসই তো আপনার আছে।'

'আছে?' কেমন যেন একটু সন্ত্রস্ত হল যমুনা। চলন্ত ট্যাক্সিতে চঞ্চলের সঙ্গে তার ব্যবধানটা মনে-মনে একবার পরিমাপ করতে চাইল। রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল : 'কী আছে?'

'আছে তো বটেই, থাকবেও। আছে-র চেয়েও বড়ো— আপনি পেয়েছেন।'

'কী সেটা?'

'সন্তান। আপনার অনুপ-ঝুমকি।' এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকল চঞ্চল। পরে বললে, 'সংসারী মানুষ সত্যিকার সুখী কিসে? সত্যিকার সুখী সন্তানে। আমরা সেই সন্তান সেই সম্পদকে অবহেলা করে নষ্ট করে দিচ্ছি।'

'সত্যিকার সুখ সন্তানে বলছেন?' যমুনা একটু বাঁকা করে হাসল : 'তাহলে যাদের বেশি সন্তান তাদের বেশি সুখ?'

'না, না, কথাটা আমি বোঝাতে পারিনি। আমি বলতে চাচ্ছি যে সন্তানে সুখী সে-ই সত্যিকার সুখী। আমি বলতে চাচ্ছি যে-সন্তান আমার সুখের আকর হতে পারে তাকেই আমি অযত্নে ও অবহেলায় নষ্ট করে দিচ্ছি। এ যেন প্রকাণ্ড মূলধন হাতে পেয়েও বাণিজ্যটাকে ফেল করিয়ে দেওয়া।'

'এর আসল কারণ দারিদ্র্য।'

'না, আসল কারণ অমনোযোগ। দারিদ্র্যের মতো প্রাচুর্যও মানুষকে নষ্ট করে। তাই অভাব বা সচ্ছলতা কিছুই এর জন্যে দায়ী নয়। আসল কারণ সন্তানকে আমরা একটা জৈব পরিণাম বলে মনে করি, সন্তান শিল্পসৃষ্টি বলে ভাবি না। সন্তানের প্রতি আমাদের কোনো শ্রদ্ধা নেই, দরদ নেই-- অন্তত সেই শ্রদ্ধা সেই দরদ নেই যা যে-কোনো স্রষ্টার তার সৃষ্ট বস্তুর উপর আছে।'

যমুনা হাসতে চেষ্টা করল, বললে, 'আপনার ঘর নেই সংসার নেই আপনি এসব কী বোঝেন?'

'আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি তো ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে, আমার জন্যে তো পথও নেই। তবু আমি যদি কখনো স্থির হতে পারি, আমার ভারি ইচ্ছে আমি দুটি শিশুকে পালন করি। বড়োটি ছেলে ছোটটি মেয়ে— ঠিক আপনার অনুপ-ঝুমকির মতো।'

'পাবেন কোথায়?'

'কোনো অনাথ আশ্রম বা রেসকিউ হোম থেকে জোগাড় করে নেব। ওরা আমারই চোখের সামনে দুটি ভাইবোনের মতো বড়ো হয়ে উঠবে, আমারই শিক্ষায়, আমারই পরিচালনায়।'

'কিন্তু ওরা তো কেউ আপনার নিজের নয়, আপনার ভাষায়, সন্তান শিল্পসৃষ্টি নয়। উত্তরাধিকারসূত্রে কোন্ সংস্কার বয়ে নিয়ে আসবে কেউ বলতে পারে না। তার চেয়ে একটি বিয়ে করুন।'

'কাকে বিয়ে করব? আপনার মতন মেয়ে পাব কোথায়?'

'রাখুন।' যমুনা ধমক দিয়ে উঠল। তার সঙ্গে চঞ্চলের ব্যবধানটা দেখল আবার জরিপ করে। একটু ভয়-ভয় করলেও আস্থা হারানোর মতো কিছু মনে হল না। তবু আরো একটু সরে বসল যমুনা। আঁচলটা কাঁধের উপর দিয়ে ফাঁপিয়ে তুলল। বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবল, ঘরে অনুপ-ঝুমকির ভয়, বাইরে তার নিজের ভয়। আবার কেন যেন আশ্বাস হল, এ-ভয়ের ভাবটা অবাস্তব। সুবল কখনই কোনো অনিষ্ট

করবে না আর চঞ্চলও হবে না নেকড়ে বাঘ।

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকাটাও ঠিক নয়। অন্য রকম মানে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। তাই সহজ পরিহাসের সুরে বললে, 'আমার মতো মেয়েকে বিয়ে করলে আপনাকে আর টিঁকতে হত না। ঝগড়া করে-করে আপনার বারোটা বাজিয়ে দিত।'

'বারোটার পর আবার একটা বাজত।' চঞ্চল রাস্তার আলো পড়া আধো অন্ধকারে দেখল যমুনাকে : 'এখন যেমন বাজছে।'

'মোটেই বাজছে না।' যমুনা আবার সংকুচিত হল।

'একটার ঘণ্টা তো, তাই শুনতে পাননি, অন্যমনস্ক ছিলেন। কিন্তু এমনি একটা ঘটনা ঘটবে ভাবতে পেরেছিলেন কোনোদিন ?'

'সেটা তো আকস্মিক।'

'আমি নবাঙ্কুর মুখার্জির ঘটনার কথা বলছি না। আমি বলছি এই যে আপনি আমাকে 'কিন্নরদল'-এ নিয়ে যাচ্ছেন।'

'আমি নিয়ে যাচ্ছি ?'

'নইলে আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি আমার এমন সামর্থ্য কোথায় ?'

'বা, আপনিই তো 'কিন্নরদল'-এর খোঁজ দিলেন, আপনার কাছেই তাদের ঠিকানা, আর ট্যাক্সিও আপনিই আনিয়েছেন, ভাড়াও আপনিই দেবেন— এ-যাত্রার পরিচালক তো আপনি।'

'কিন্তু সমস্ত যাত্রার যা প্রাণ— যে ইচ্ছা—সেই ইচ্ছাটুকু আপনার। আপনার ইচ্ছাটুকু এসে না মিশলে আমার কী সাধ্য আপনাকে একা এক ট্যাক্সিতে নিয়ে যাই।'

'তবেই দেখতে পাচ্ছেন আমার ইচ্ছেই সব সময়ে বলবৎ হবে।' দিব্যি হেসে উঠল যমুনা : 'তাই আমার ইচ্ছে ফেরবার সময় বাস-এ ফিরব।'

'তা ফিরুন। বাস-এ কেন, পায়ে হেঁটেই ফিরুন না। কিন্তু এ-

যাত্রায়, যেভাবেই ফিরুন, আমাকে তো আপনার সঙ্গেই যেতে হবে। এটাই তো আশ্চর্য। যা ঘটছে, ঘটে আসছে তার মধ্যে একদিন হঠাৎ আরেকরকম ঘটে যায়, বলুন, আকস্মিক বলে তার দাম কি কম?'

'আপনার 'কিন্নরদল'-এর আড্ডা আর কতদূর?'

তাই বলে চঞ্চল তার আগের কথার জের ছাড়ল না। বললে, 'দেখতে গেলে, সমস্ত সৃষ্টিটাই তো আকস্মিক। জন্ম আকস্মিক, মৃত্যু আকস্মিক, জীবনে ভালোবাসার আবিষ্কারও আকস্মিক।' তারপর লঘু হতে পারার সুযোগ পেয়ে তৃপ্ত কণ্ঠে বললে, ' 'কিন্নরদল'-এর আড্ডায় এসে এই পেঁছুনোও আকস্মিক।'

প্রথমত দেখে ও দ্বিতীয়ত শুনে যমুনাকে মনোনীত করল 'কিন্নর-দল'

বেশ শ্রীশালিনী মহিলা, ছিপছিপে গড়ন, সুহাসা, মধ্যনম্রা। গায়ের রঙটা তেজী ফর্সা নয়, চাপা বলেই মনোজ্ঞ। সমস্ত আবির্ভাবটাই বেশ উন্নত-উজ্জ্বল অথচ সুশীল-স্নিগ্ধ।

কিন্তু আসল পরীক্ষা বাচনে, উচ্চারণে, অঙ্গভঙ্গিতে।

সেক্ষেত্রেও যমুনা কুলীনকুশল।

নাটকের নাম 'যেখানে গভীর নীর'। নাটকের নায়িকার ভূমিকাতেই যমুনা নির্বাচিত হল। মন্দ কী, নতুনের নামজারি হোক। দেখা যাক না, নতুন কেমন আসন করে নিতে পারে, কেমন জ্বালতে পারে রঙিন মশাল।

টাকাটাও ঠিক করে নিল চঞ্চল। প্রতি শো পঁচিশ টাকা। এক মাসে যদি আটটা শো হয় তাহলে এক মাসে দুশো টাকা।

'আর যদি এক রাতেই নাটক শেষ হয়ে যায়?' চঞ্চল নিষ্ঠুরের মতো প্রশ্ন তুলল।

দলের কর্তা পুলকেশ বললে, 'তাহলে ঐ এক রাতের ফি— পঁচিশ

টাকাতেই ইতি।'

টাকার কথাটা অস্বস্তিকর লাগছিল যমুনার, তাই পীড়িত মুখে বললে, 'টাকাটা তো মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে অভিনয়।'

'ঠিক বলেছেন।' পুলকেশ প্রফুল্ল মুখে বললে, 'দি প্লে ইজ দি থিং।' তারপর চঞ্চলকে লক্ষ্য করে বললে, 'এক রাতেই ছেড়ে দেব না। নিশ্চয়ই কয়েক রাতের ট্রাই নেব। তারপর পাবলিসিটি।' শেষ পর্যন্ত যমুনাকে উদ্দেশ করলে: 'কাল থেকেই তবে রিহার্সেলে আসুন। আমরা মাসখানেকের মধ্যেই বই নামিয়ে ফেলতে চাই।'

'রিহার্সেলের পিরিয়ডে কী ব্যবস্থা?' চঞ্চল জিগ্যেস করল।

'তখন যাওয়া-আসার বাসভাড়া দিয়ে থাকি।' লজ্জিত মুখে হাসল পুলকেশ। পরে আরো একটু বললে, 'তবে আপনারা যদি নিজেদের যানবাহনে আসেন তবে অবিশ্যি কথা নেই।'

আড্ডার বাইরে রাস্তায় চলে এসে চঞ্চল জিগ্যেস করলে, 'টাকাটা মুখ্য নয়, তখন এ-কথাটা বলতে গেলেন কেন?'

'কী জানি কেন কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।' হাসিমাখা মুখে যমুনা বললে, 'মনে হল অভিনয় যে করতে পারব এ-আনন্দটাই বা কম কিসে। তারপর যদি দর্শকের কাছে প্রশংসা পাই সে-গৌরবও অনেকখানি। ও কী, ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?'

'ওদিকেই তো বাস-স্টপ।' যেতে-যেতে থামল চঞ্চল।

'না, বাস-এ যাব না। একটা ট্যাক্সি ডাকুন।'

'সে কী, ঐ যে বললেন বাস-এ ফিরবেন।'

'বাস-এ বড্ড ভিড়, বসবার জায়গা পাব না, তাছাড়া যেতে দেরি হবে। অনুপ-ঝুমকি একলা-একলা আছে— যত শিগগির ফেরা যায়।' এদিক-ওদিক তাকিয়ে যমুনা নিজেই একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে গলা খুলে ডাক দিল। আর ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াতেই দ্বিরুক্তি না করে উঠে বসল, দরজাটা চঞ্চলের জন্যে খোলা রাখল।

চঞ্চল উঠে বসতেই যমুনা জিগ্যেস করলে, 'কী, ট্যাক্সি ভাড়াটা দেবেন তো ?'

চঞ্চল বললে, 'আমি তো সমস্ত দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনি তো এখন নাম-যশ খ্যাতির দিকে ঝুঁকেছেন—'

যমুনা চুপ করে গেল।

অনেকক্ষণ পর চঞ্চল জিগ্যেস করলে, 'কী ভাবছেন ?'

'আপনার বন্ধুর কথা ভাবছি।'

যেন একটা ধাক্কা খেল চঞ্চল : 'কেন, কিছু লিখেছে ?'

'না, তা নয়। ভাবছি আমি এখন বাড়ি ফিরে অনুপ-ঝুমকিকে দেখব, সে দেখবার আশাটা আমার বাড়ি ফেরার কত বড়ো আকর্ষণ। আর উনি যে রোজ ওখানে আপিস থেকে বাড়ি ফেরেন, ওঁর কাউকে দেখবার কোনো আশা নেই। তাই বুঝি বাড়ি ফেরার কোনো আকর্ষণও নেই। আমি কেমন ভরা মনে বাড়ি ফিরছি, আর ভাবছি উনি না-জানি কোন্ শূন্য মনে বাড়ি ফেরেন!'

'আমিও তো তাই বলি,' চঞ্চল উৎসাহিত হল : 'যত দীনহীনই হোক বাড়ির মতো জায়গা নেই।'

খিলখিল করে হেসে উঠল যমুনা : 'আপনার আবার বাড়ি কোথায় ?'

চঞ্চল গম্ভীর স্বরে বললে. 'যেখানে আমার হৃদয় সেখানেই আমার বাড়ি।'

'যেখানে গভীর নীর'-এও নায়ক-নায়িকার একটা ঘনিষ্ঠতম ভঙ্গি আছে। শেষ দৃশ্যে অনেক মারামারি কাটাকাটির পর যখন নায়ক-নায়িকার মিলন হবে, তখন নাট্যকার নির্দেশ দিচ্ছেন নায়িকা নায়কের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ও-রকম উদ্বেলতা না থাকলে মিলনের তাৎপর্য পরিস্ফুট হবে না।

নির্দেশ শুনে যমুনা ঘাবড়ে গেল : ওরে বাবা!

যে নায়ক সাজবে, দীপংকর বোস, তারও আপত্তি দেখা দিল। সে বললে, 'ও-রকম একটা ক্লোজ-আপ সিনেমায় চললেও চলতে পারে কিন্তু স্টেজে অচল।'

'আমি বলি অসিদ্ধ।' চঞ্চল এক পাশে বসে ছিল, ফোড়ন কাটল। যমুনার পক্ষের লোক হিসেবে সে এ-মন্তব্য করছে না, সে করছে এ-মন্তব্য পুলকেশের বন্ধু হিসেবে। তাই কেন অসিদ্ধ তারও সে ব্যাখ্যা দিলে, বললে, 'যেখানে গভীর নীর সেখানে আর চঞ্চল নেই, সেখানে সে স্থির, প্রশান্ত।'

ভাগ্যের করুণা, সেই মুহূর্তে যমুনার প্রত্যাশিত দৃষ্টি চঞ্চলের চোখের উপর এসে পড়ল। পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নিল দু-জনে।

পুলকেশও মোটামুটি সমর্থন করল চঞ্চলকে। তবে কাঙাল দর্শকদের একেবারে অতৃপ্ত হয়ে ফিরতে হয় তারই জন্যে এই ব্যবস্থা করলে যে নায়ক-নায়িকা ঘনিষ্ঠতর হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াবে, আর পরস্পরের দিকে মুখটা একটু বাড়িয়ে দেবার ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হবে। পড়ে যাবে যবনিকা।

'হ্যাঁ, এটুকু পর্যন্ত রাজি আছি।' যমুনা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল।

চঞ্চল ভেবেছিল এটুকুতেও যমুনা রাজি হবে না। যা বোঝাবার তা শুধু পরস্পর হাত-ধরাধরি করেই বোঝানো যাবে, তার জন্যে আর

কোনো মুদ্রার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে খ্যাতির লোভে যমুনা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছে। শৈথিল্য কোথায় গিয়ে সমাপ্ত হয় তা কি যমুনার অজানা ?

'আপনি দেখছি বেজায় কনজারভেটিভ।' সহ-অভিনেত্রী স্নেত্রা দেবী নাক কুঁচকোলো।

দুর্বল রেখায় হাসল যমুনা। বললে, 'শারীরিক সংস্কারগুলো এখনো সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারছি না।'

'তাহলে আপনার এ-লাইনে আসা উচিত হয়নি।'

প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে যমুনা বললে, 'আস্তে-আস্তে আড় ভাঙবে।'

'এখানে যমুনা গুহ তো দীপংকর বোসকে আলিঙ্গন করছে না, নায়িকা নলিনী তার ফিরে-পাওয়া স্বামী নরেশের বুকে আত্মসমর্পণ করছে।' স্নেত্রার স্বরে ক্ষোভ ফুটে উঠল : 'আমাদের এই দোষ আমরা পার্ট করতে এসেও আমরাই থেকে যাই, চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পারিনে। আপনি নিজেকে আদ্যোপান্ত নলিনী ভাবুন, তাহলেই দেখবেন কোনো গোল নেই।'

'কিন্তু দীপংকরও তো পুরোপুরি নিজেকে নরেশ বলে ভাবতে পাচ্ছে না।'

'আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। শেষে শুনলাম কারণটা কী।'

'কী কারণ ?'

'শুনলাম ও সদ্য বিয়ে করেছে। স্টেজে অন্য কোনো মেয়েকে বুকে টেনে নেয় এ ওর বউ বরদাস্ত করবে না।' স্নেত্রা যমুনার সিঁথির সিঁদুরের দিকে চোখ রাখল : 'আপনার কর্তার বুঝি ঐ একই কারণে আপত্তি ?'

'আমার কর্তা ?' যমুনা ছটফট করে উঠল : 'না, না, এ-বিষয়ে তাঁর মতামত খুব উদার, প্রায় আপনারই মতো।'

'তবে তখন যে আপত্তি করছিলেন, অসিদ্ধ বলছিলেন—'

'আপনি চঞ্চলবাবুকে 'মিন' করছেন, যিনি আমার সঙ্গে আসেন এখানে ?' যমুনা চেষ্টা করে হাসল : 'উনি কেউ নন। উনি ফিল্ম লাইনের ক্যামেরাম্যান, ফিল্মে আমাকে একটা চান্স দিতে পারেন কিনা তারই চেষ্টা করছেন। আমার স্বামী ধানবাদে, শিগগিরই এখানে আসবেন বদলি হয়ে—'

বিজ্ঞের মতো সূক্ষ্ম রেখায় হাসল সুনেত্রা। বললে,'বুঝতে পেরেছি। না এলেই বা ক্ষতি কী। কিন্তু ভেবে অবাক হচ্ছি, অসামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন তবুও সংস্কারকে ছাড়তে পারছেন না।'

যমুনার আর আলাপ চালাতে প্রবৃত্তি হল না। তবু ক্ষুণ্ণ মুখে জিগ্যেস করলে, 'আপনি নলিনীর পার্টটা নেবেন ?'

'আমি ?' যেন শিউরে উঠল সুনেত্রা।

'বিবাহিত বলে আমি না-হয় সংস্কারে ভুগছি কিন্তু আপনি তো কুমারী,' যমুনা সুনেত্রার চওড়া শাদা কপালের দিকে তাকাল : 'আপনার তো সংস্কারের লেশমাত্র নেই, আপনি পার্টটা নিলে বেশ আবেগের সঙ্গে করতে পারতেন—'

'আমি তো সেই ভেবেই এসেছিলাম। কিন্তু ওরা যে কুমারীর চেয়ে বিবাহিতাকে প্রেফারেন্স দেবে বুঝতে পারিনি। তা জানলে,' ষড়যন্ত্রীর মতো গলা নামাল সুনেত্রা : 'কে কুমারী সাজত ?'

'আপনি—'

প্রায় মুখে চাপা দেবার মতো করে সুনেত্রা বললে, 'আমিও বিবাহিত। অনেকদিন কুমারী সেজে প্লে করে বেড়াচ্ছি। কোনোদিন বিবাহিতার কাছে হারিনি। আজ প্রথম হারলাম। অবশ্য বিবাহিতা হয়ে এলেও হেরে যেতাম। নলিনীর পার্ট কিছুতেই পেতাম না।'

'তার কারণ কি এই নয় যে আমি আপনার চেয়ে—'

'তার কারণ একটাই। তার কারণ হচ্ছে চঞ্চলবাবু তাঁর বন্ধু

পুলকেশকে ইনফ্লুয়েন্স করেছেন যাতে হিরোয়িনের পার্টটা আপনি পান। আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করাই ওঁর একমাত্র কাজ। জানেন, আপনার এখানকার মাইনের টাকাও নাকি উনিই জোগাবেন।' রাগ করে উঠে চলে গেল সুনেত্রা।

সরমার বিপরীত। সরমা বিবাহিতা সেজেছে দূরে থাকতে, আর সুনেত্রা কুমারী সেজেছে সন্নিহিত হতে।

কিন্তু চঞ্চলের সম্পর্কে এ কী কটাক্ষ! নিশ্চয়ই এ মেয়েলি ঈর্ষা ছাড়া কিছু নয়। যমুনার চুক্তি 'কিন্নরদল'-এর সঙ্গে, তারা কোত্থেকে তাকে টাকা দিচ্ছে এ তার দেখবার কথা নয়। আর চঞ্চল যদি তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট থাকে সে তো সুখেন্দুর সঙ্গে তার বন্ধুতার খাতিরে। সংসারে মুরুব্বি ছাড়া কে কবে উন্নতির সিঁড়ি ধরতে পেরেছে? চঞ্চল যদি তার মুরুব্বি হয় তাতে কিছুই বিসদৃশ হয় না।

রিহার্সেলের শেষে চঞ্চল এসে বললে, 'চলুন, গাড়ি আছে।'

'না। বাস-এ এসেছি বাস-এই যাব।' যমুনা রাগ-রাগ মুখে বললে, 'ট্যাক্সিতে যাব না।'

'ট্যাক্সিতে আপনার আপত্তি, ট্যাক্সি আনিনি। এ প্রাইভেট গাড়ি।'

'কার গাড়ি?'

'আমাদের কোম্পানির— ফিল্ম কোম্পানির। যে ফিল্মেই এখন আপনার লক্ষ্য।'

'আমার কোনো লক্ষ্য নেই। আপনার বন্ধুকে ডাকুন। সমস্তই তো তার উস্কানি আর আপনার হাওয়া-দেওয়া। লক্ষ্য ক্রমশই উঁচু হলে এখন আর আমার দোষ কী।'

'না, কিছু দোষ নেই। তাই গাড়িতে চড়লেও দোষ নেই।' হাতে ধরতে পারে না তবু হাত টানার একটা ভঙ্গি করে চঞ্চল বললে, 'নিন, উঠে পড়ুন।'

'না, আমরা সাধারণ মানুষ, বাস-এ এসেছি বাস-এই ফিরে যাব।'

'আমরা বললেন কোন্ অর্থে? তা যে-অর্থেই বলুন বাস-এর চেয়ে জঘন্য যানবাহনেও যাওয়া যায় যদি গন্তব্যস্থানের আকর্ষণ থাকে। কিন্তু এখানে শুধু যানবাহনের আকৃতিরই প্রশ্ন নেই, প্রকৃতিরও প্রশ্ন আছে— অর্থাৎ দ্রুততার প্রশ্ন। আজ আপনাকে বাড়িতে একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে না?'

'তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে? কেন?'

'ঝুমকির জ্বর না?'

'ও, হ্যাঁ,' যমুনা ব্যস্ত হয়ে উঠল : 'জ্বর যদিও বেশি নয়, অনুপ একলা আছে— হ্যাঁ, চলুন, গাড়িতে আর কেউ নেই তো?'

গাড়িতে আর কেউ থাকলে কি স্বস্তিকর হত, না, অস্বস্তিকর হত? অস্বস্তিকর হত। এই ভালো। প্রকাণ্ড গাড়িতে সে আর চঞ্চল। বদনাম রটবেই, সে আর ঠেকানো যাবে না— এরই মধ্যে রটতে শুরু করে দিয়েছে। বদনাম সম্পর্কে সুখেন্দুর কী মনোভাব তা এখনো যমুনার মনে আছে। কী খাচ্ছ তুমি সুনাম ধুয়ে? বরং বদনামের বদলে যদি কিছু পার্থিব সুখ-শান্তি বাড়ে তো মন্দ কী। শুধু নামটাই বদ, আর তো কিছু নয়—

সত্যিই আর কিছু নয়। ভদ্রলোক এতক্ষণ ধরে এত কাছেপিঠে থাকে, একটুও উৎপাত করে না, করবার দিকে পথও তৈরি করে না। স্থূলতা বা অশালীনতা যেন তার চৌহদ্দির বাইরে। কত সময় ভাবে এই বুঝি হাতটা টেনে নিল হাতের মধ্যে, কিন্তু ছোঁয়ার জন্যে এতটুকু কাঙালপনা করে না। একেক সময় এই নিশ্চল ঔদাসীন্যে যমুনারই যেন কেমন বিরক্ত লাগে। মুখের উপর কিছু রূঢ় কথা বলে প্রতিরোধ করার সুযোগ পায় না বলেই এই বিরক্তি। মনে হয় স্পর্শটা যেন ইন্দ্রিয়ের এলেকা ডিঙিয়ে মনের কোন-এক গোপন অন্ধকার কক্ষে গিয়ে বাজনা বাজায়। বিরক্তি এইখানে। বিরক্তি নিজের উপর।

সকালবেলা আসে, এসে সংসারের খবরদারি করে। সুবলকে

নিয়ে বাজার করতে যায়, কোনো-কোনো দিন সুবলকেই একলা পাঠায়— সে সেদিন আবার অনুপ-ঝুমকির পড়াটা দেখতে বসে। বাজার এলে যমুনার হাতে করা এক কাপ চা খায়, সঙ্গে যদি আর কিছু হাতে করা খাবার পৌঁছে দিতে পারে, তাও। তারপর একটু গড়িমসি করে ছুটি নেয়, সারা দুপুর আর আসে না। যমুনার নির্জনতাকে অব্যাহত রাখে। যমুনা কতদিন ভেবেছে কোনো ছুতো করে এই বুঝি এসে গেল দুপুরে, এই বুঝি কড়া নড়ে উঠল। কিন্তু, আশ্চর্য, বাতাসেও একটু আওয়াজ তোলে না। পাছে কোনো দুর্মতিতে দুপুর বেলা চলে আসে তারই জন্যে সুবলকে মোতায়েন রেখেছে— তার কাঠের ঘরে সে ঘুমিয়ে থাকলেও সুবল একটা বল, একটা বাধা। হ্যাঁ, সুবল এখন দিন-রাত্রিরই কাজের লোক এ-বাড়ির, হ্যাঁ, এই চঞ্চলের নির্দেশ।

'তাহলে আপনার কী হবে?' একটু উচাটন হয়ে প্রশ্ন করেছিল যমুনা।

'আমি হোটেলে খাব। আমার জন্যে ভাবতে হবে না।'

'কিন্তু এটা কী-রকম ব্যবস্থা—' যমুনা গলার স্বর বুঝি একটু থম-থমে করেছিল।

'যতদিন আপনার বা সুখেন্দুর অবস্থা ভালো না হয় এমনি চলবে।'

'আমি বলি কী,' ক্ষীণ একটু আপত্তি তুলেছিল যমুনা: 'দুপুরে সুবলের থাকবার প্রয়োজন নেই, দুপুরে তো আমি একা থাকতেই অভ্যস্ত, শুধু বিকেল থেকে যেমন লাগছিল—'

'দেখুন, সুখেন্দুর আমলে যা চলছিল আমার আমলে তাই চলবে না।' প্রায় শাসনের সুরে বলেছিল চঞ্চল: 'তখন তো রাতে সুখেন্দুর প্রটেকশান ছিল, এখন সুবল ছাড়া কে আর রাতের প্রটেকশান হবে? আর যদি বাজারের জন্যে সকালে থাকল, আর

রান্না ও শোয়ার জন্যে বিকেল থেকে রাতভোর পর্যন্ত থাকল, তা হলে দুপুরটুকু থেকে যেতে দোষ কী? দুপুরটুকু ও তাহলে কোথায় কাটাবে, কার কাজে লাগবে? তাছাড়া, এখন থিয়েটারে এসেছেন, কত লোক কত ভাবে আকৃষ্ট হতে পারে বলা যায় না— তাই দুপুরেও একটা প্রটেকশান দরকার। দুপুরে একা থাকাটা মোটেই ঠিক নয়— অন্তত আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না। সুবল একটা মস্ত বীর-টির কিছু নয়, তাহলেও ভদ্র বাধ্য বুদ্ধিমান ছেলে, আপনার সহায় হয়ে থাকবে। অন্তত আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব।'

'কিন্তু আপনার যে ভীষণ অসুবিধে হবে।'

'আমার কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, আমার আনন্দ হবে।' প্রায় একটা গানের মতো করে বলে উঠেছিল চঞ্চল।

তারপর দরজার কড়া নড়ে সেই অনুপ-ঝুমকি ফিরে এলে। তারও অনেক পরে প্রায় সন্ধে ঘেঁসে চঞ্চল আসে। চঞ্চল এলে পর গা-মুখ ধুয়ে যমুনা পরিপাটি করে সাজে— বেশেবাসে সে এখন হ্রস্ব ও শ্লথ হতে শিখেছে— মেজাজ ভালো থাকলে চঞ্চলকে সঙ্গী করে মহলায় যায়, আর ভালো না থাকলে একাই যায় বাস-এ করে। কিন্তু শত ঝগড়া করেও চঞ্চলকে তার কুশলকরণ থেকে স্খলিত করতে পারে না। ফেরবার সময় ঠিক মহলার ক্লাবরুমে এসে হাজির হয়। বলে, আসবার সময় একা এলেও যাবার সময় একা যেতে দিতে পারিনে। ভরাভর্তি ক্লাবরুম থেকে বেরিয়ে কে শেষমুহূর্তে সঙ্গ নেয় বলা যায় না। আমার দায়িত্ব সুখেন্দুর চেয়েও বেশি। হ্যাঁ, বেশ তো, বাস-এ যেতে চান আমিও যেতে পারব দাঁড়িয়ে। নয়তো বলুন ট্যাক্সি নিয়ে আসি। ট্যাক্সির খরচ আমার হলেও, যদি আপনার চচ্চড় করে, নিন, আজ কোম্পানির গাড়ি নিয়ে এসেছি।

গাড়িতে উঠে চঞ্চল জিগ্যেস করলে, 'অরণ্যে ঢুকে গাছ-লতার কথা ভুলে গিয়েছিলেন বুঝি?'

'অনেক কথাই ভুলে যেতে হয়।' সাহস করে সুন্দর হাসল যমুনা: 'এমনকি অরণ্যের সাপ-বাঘের কথাও।'

'সুখেন্দুকে মনে আছে? তাকে চিঠি-টিঠি লেখেন?'

'লিখি বৈকি।'

'সে আপনার প্রথম অভিনয়-রাত্রে উপস্থিত থাকবে না? তাকে নিমন্ত্রণ করেননি?'

'লিখেছি তো কিন্তু ছুটি পাবেন কিনা বলতে পারছেন না। কী বিশ্রী অবস্থার মধ্যে যে পড়েছেন—'

'তার এখানে চলে আসার রিপ্রেজেন্টেশানের কী হল?'

'যতদিন নবাঙ্কুর মুখার্জি এ-সার্কেলের কর্তা আছে ততদিন কিছু হবে না। জানেন,' চোখে-মুখে জ্বালা নিয়ে বললে যমুনা, 'হেডঅফিস ওঁর প্রমোশান রেকমেণ্ড করেছে কিন্তু নবাঙ্কুর তা মঞ্জুর করছে না, চেপে রেখেছে। ও-লোকটাকে এখান থেকে সরাতে না পারলে কিচ্ছু হবার নয়।'

'কাউকে সরিয়ে-টরিয়ে কাজ নেই,' চঞ্চলের কণ্ঠে কোথা থেকে কে অনেক মধু ঢেলে দিল: 'আপনি নিজেই সরে যান।'

'কোথায় সরে যাব?'

'ধানবাদে। সুখেন্দুর কাছে।'

প্রথমেই যমুনার থিয়েটারের কথা মনে হল, ছেলেমেয়ের কথা নয়। শুনেই একবাক্যে ঝলসে উঠল: 'এই থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে?'

'হ্যাঁ, তাই। অনুপ-ঝুমকিকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। অসুবিধে কিছু হয়তো হবে— সেখানেও তো বাঙালি ছেলেমেয়ে আছে। নয়তো বলুন, ওদের আমি এখানে হস্টেলে রেখে দেবার ব্যবস্থা করি।'

'কিন্তু কেন, থিয়েটার ছেড়ে দেব কেন?'

'ছেড়ে দেবেন কারণ লজ্জা আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছে।'

'তার মানে?'

'তার মানে আপনি ঐ যে শোকের সিনটা করলেন, আমার ভালো লাগল না।'

'ভালো লাগল না? আমি তো মনে করি এখানটায় ভীষণ জমিয়ে তুলতে পারব।' যমুনার চোখে-মুখে দাহ আর দীপ্তি একসঙ্গে ফুটে উঠল: 'ওটাকে আপনি শোকের সিন কী বলছেন? ওটা এক সর্বস্বান্তের হাহাকারের দৃশ্য। আমি বুঝতে পারছি আপনি কেন লজ্জাহীন বলছেন। কিন্তু আপনি ভেবে দেখুন, নলিনী তখন দাওয়ায় বসে ভাত খাচ্ছে, তার স্বামী নরেশকে পুলিশ গুলি করে জখম করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে, নরেশ আর্তস্বরে নলিনীকে ডেকে উঠেছে নাম ধরে আর নলিনী ডাক শুনেই এঁটো হাতে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, সেই এঁটো হাতের ভাত ছুঁড়ে মেরেছে পুলিশের দিকে— সেই অবস্থায় তার সেই কান্না আর কথা— তখন তার জামার উপর থেকে গায়ের আঁচলটা বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে পড়বে নিশ্চয়ই, এঁটো হাতে সে নিশ্চয়ই তা সামলাতে যাবে না। অমনি একটা উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খল মুহূর্তে আপনি নিশ্চয়ই সলজ্জতা আশা করতে পারেন না।'

চঞ্চল অন্য দিকে মুখ করে বললে, 'কিন্তু আমি ভাবছিলাম একেবারে শূন্যের চেয়ে যৎসামান্যও কি ভালো ছিল না?'

'না, তা কী করে হয়?' যমুনা দ্বিধাহীন সিদ্ধান্তে পরিষ্কার বলে যেতে লাগল: 'কাঁধে ব্রোচ সেফটিপিন এঁটে মেয়েরা ভাত খেতে বসে না, বিশেষত যারা দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসে খায়। নাটক থেকে বাস্তবতা আপনি বাদ দেবেন কী করে? তাছাড়া আঁচলটা সম্পূর্ণ খসে যাবার মধ্যে একটা প্রতীকের ইঙ্গিত আছে। সেটা হচ্ছে এখন থেকে নলিনী বিদ্রোহে অবারিত হল, তার আর কোনো গ্রন্থি বা বন্ধন রইল না। আশ্চর্য, আপনি সিনেমা লাইনের লোক হয়ে যে এত কনজারভেটিভ হবেন ভাবতে পারিনি।'

'আমার কেবলই ভয় হয়,' চঞ্চল একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাইল:

'আপনি না আস্তে-আস্তে সুনেত্রা হয়ে যান।'

'সেটা আর বিচিত্র কী।' দিব্যি দাঁতের জ্যোৎস্না ফুটিয়ে যমুনা বললে, 'সুনেত্রাদি কী ভীষণ প্রোগ্রেসিভ। শুধু কপাল থেকেই সিঁদুর মুছে ফেলেননি, সতীত্বের থেকেও সিঁদুর মুছে ফেলেছেন।'

'মানে?' চেঁচিয়ে উঠল চঞ্চল।

'তাঁর মতে সতীত্ব হচ্ছে পার্সন্যাল হাইজিন। সতীত্বরক্ষা হচ্ছে স্বাস্থ্যরক্ষা।' কথাটা বলতে রাগ হল না যমুনার, বরং উলটে সে খিলখিল করে হেসে উঠল।

'সহ্য করতে পারব না, কিছুতেই না।'

'ওটা তো ব্যক্তিগত নির্লজ্জতা। আর আমাদের কথা হচ্ছে নাটকের নির্লজ্জতা নিয়ে।' যমুনা ছুটোকে আলাদা করতে চাইল, তার পরে গুণগ্রাহী দর্শকদের মধ্যেও টানল ভেদরেখা। বললে, 'আপনি সহ্য করতে না পারলে কী হবে, আমার স্বামী আপনার বন্ধু সহ্য করা তো অল্প কথা, আমাকে অভিনন্দন করবেন।'

'মনে হয় না। মুখে বলা এক, চোখে দেখা আরেক।'

এবার যমুনা বিরক্ত হল। বললে, 'আপনারা সহ্য করতে না পারলে কিছু এসে যাবে না। যদি নাটক সহ্য করে, সাধারণ দর্শক সহ্য করে, তাহলেই সার্থক।'

'আমার কী ভয় হয় জানেন?' যমুনার হাত ধরার মৃদু ইচ্ছাটা দমন করলে চঞ্চল, বললে, 'অভিনীত চরিত্রের ছায়া না জীবনে এসে পড়ে। সমস্ত জিনিসই চলে গেলে আবার ফিরে আসে, কিন্তু লজ্জা একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না।'

বাড়িতে ফিরে এসেই যমুনা গেল সাজ বদল করতে আর চঞ্চল এগিয়ে গিয়ে বিছানায় শোয়া ঝুমকির কপালে হাত রাখল।

'কেমন আছ?'

ঝুমকি চোখ তুলে নীরবে হাসল।

'কাল জ্বর ছেড়ে যাবে। যদি না ছাড়ে ডাক্তার নিয়ে আসব।'

আশ্বাস দিয়ে চলে যাচ্ছিল চঞ্চল। দ্রুত বেরিয়ে এসে যমুনা বললে, 'এখুনি যাচ্ছেন ?'

রোজ তো এমনিই যায়, যমুনাকে পৌঁছে দিয়েই চলে যায়, আজই বরং ঝুমকির অসুখের জন্যে একটু দেরি করে যাচ্ছে। কিন্তু কোনোদিন তো যমুনা পিছু ডাকেনি।

চঞ্চল থামল, ফিরে দাঁড়াল, দেখল যমুনাকে। এখনকার এই সহজ পরিবেশে তার বেশবাসের এই সরল অপারিপাট্যটুকু কত সুন্দর !

চঞ্চলের মনে হল সৌন্দর্য বুঝি তখনই ফুল যখন তার বৃন্ত হৃদয়ে পোঁতা থাকে। যখন বৃন্ত অন্যত্র আশ্রয় নেয় তখন সৌন্দর্য আর ফুল নয়, সৌন্দর্য ভুল।

'আচ্ছা, আপনার ক্যামেরাটা কই ?'

চঞ্চল বিস্ময় মানল : 'কেন, ক্যামেরা দিয়ে কী হবে ?'

'এবার এই থিয়েটারে আপনি আমার ছবি তুলবেন। প্রথমবার তুলতে দিইনি বলে কত রাগ করেছিলেন। এবার বাধা দেব না। তুলবেন কিন্তু।'

'তুলে কী হবে ?' চঞ্চলের স্বরে কোনো উত্তাপ নেই, উৎসাহ নেই।

'কী হবে মানে ?' যমুনা আকাশ থেকে পড়বার মতো ভাব করল : 'পাবলিসিটি হবে। যা আপনার এতদিনের বাসনা। আপনার বন্ধু স্বয়ং লিখে পাঠিয়েছেন।'

'কে, সুখেন্দু ?' যেন বন্ধু সম্বন্ধেও চঞ্চলের দ্বিধা আছে।

'লিখে পাঠিয়েছেন যেন আমার পার্টটা চরম সাকসেসফুল করতে পারি আর আপনি যেন আমার ক'টা ভালো পোজ-এর ছবি নেন।'

'সেই এঁটো হাতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পোজটা ?' চঞ্চলের স্বরে যেন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

'সেটা তো নিশ্চয়ই। তাছাড়া শেষ দৃশ্যে নলিনী আর নরেশ যখন খুব ঘেঁসাঘেঁসি করে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে— সেই পোজটা।'

'ওটার মধ্যে তো কোনো চমক নেই—'

'না থাক, তবু ওটা একটা চাঞ্চল্যকর পোজ। তাছাড়া দীপংকর আবার মুখার্জির মতো সীমারেখা পেরিয়ে যায় কিনা ঠিক কী।' চোখে কী-রকম একটা তুরন্তপনার ছিটে নিয়ে যমুনা বললে।

'পেরিয়ে গেলেও মনে হয় আপনি আর থিয়েটার ভণ্ডুল করে দেবেন না।'

'থিয়েটার ভণ্ডুল করার আর জায়গা কোথায় ? ওটাই তো শেষ অঙ্কের শেষ সিন।'

'মুখ বন্ধ হয়ে গেলে গালাগাল দেবারও জায়গা থাকবে না নিশ্চয়।'

'কী যে বলেন তার ঠিক নেই।' যমুনার চোখের কোণে আবার সেই তুরন্ত হাসির ছোঁয়াচ লাগল : 'দীপংকর ভালো ছেলে, তাছাড়া সদ্য বিয়ে করেছে—'

'তাছাড়া আবেগের মাথায় অমন এক-আধটু স্খলন আপনি গ্রাহ্য করবেন না।'

'ঈস! করব না ?'

'না। কেননা দিন-দিন আপনার লজ্জা এক-আধটু করে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।'

'সে দেখা যাবে।' এ-কথার হুলটুকুও গ্রাহ্য করল না যমুনা। বললে, 'কিন্তু আমার ছবি তুলছেন তো ?'

'আমার ক্যামেরা খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

'আচ্ছা, এ আপনার কী হল বলুন তো ?'

'কী হল ?'

'আমার স্বামী যা সমর্থন করছেন আপনি তা করছেন না কেন ?'

'এর সোজা উত্তর, আমি আপনার স্বামী নই।'

'আপনি তবে কী?'

'এর উত্তর আরো সোজা। আমি ফিল্মের লাইনের লোক, আমি বাজে লোক, আমি বিশুদ্ধ ভাড়াটে—'

'আচ্ছা, আপনি তো আগে আমাকে নাটকে-ফিল্মে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন, এখন হঠাৎ বিগড়ে গেলেন কেন?'

'আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি?' চঞ্চল আবার উদাসীন হয়ে গেল : 'ভুল ভেবেছেন। আমি যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি তার অন্য নাম।'

'কী নাম?'

'চেঁচিয়ে বললে এক রকম, কানে-কানে বললে আরেক রকম।'

'চেঁচিয়েই বলুন।'

'চেঁচিয়ে বললে, যা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি তা কল্যাণ। আপনার ভালো, আপনার সংসারের ভালো, আপনার ছেলেমেয়ের ভালো—'

'আর কানে-কানে বললে?'

চঞ্চলের মুখের কাছে যমুনা তার মাথাটা স্বচ্ছন্দে বাড়িয়ে দিল। লজ্জার ভার অনেক লাঘব হয়ে গিয়েছে বলেই বোধহয় তার পক্ষে এ পোজটাও সম্ভব হল। কিন্তু চঞ্চল এতটুকুও চঞ্চল হল না। যমুনার মাথাটা ধরে সোজা টেনে নিল না বুকের উপর। না, সীমারেখা পেরোবার কথা ভাবতেই পারল না, না, এতটুকু না, একবিন্দু মধুর স্খলনও যেন অবান্তর। যমুনার কানের কাছে মুখটা এনে চঞ্চল একবার থামল, গলাটা কত মৃদু করলে সে-কথাটার যথার্থ উচ্চারণ হবে ঠিক করতে পারল না, তারপর মুখটা তুলে সরিয়ে নিয়ে হাসি-মুখে বললে, 'সেটা বুঝি কানে-কানে বলার মতোও নয়। সেটা বুঝি যেখানে গভীর নীর সেখানে বাজবার জন্যে। তাই কথা থাক। সেটা তুমি বুঝে নিয়ো।' বলেই নিচের সিঁড়ি ধরল চঞ্চল।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে যমুনা বললে, 'না বললে বুঝব কী করে?'

আজ ‘কিন্নরদল’-এর নাটক ‘যেখানে গভীর নীর’-এর প্রথম মঞ্চায়ন। পোস্টার পড়েছে— শ্রেষ্ঠাংশে যমুনা গুহ। অজানা নায়িকা, কিন্তু জোনাকি নয়, তারকা।

একটা পোস্টার হাতে নিয়ে যমুনা খুশিতে একেবারে টইটম্বুর।

‘দেখুন, দেখুন—’

‘দেখেছি।’ চঞ্চলের স্বরে স্পষ্ট বিতৃষ্ণা।

‘জোনাকি নয় তারকা।’ কথাটা পুনরাবৃত্তি করতে খুব আরাম পেল যমুনা। চঞ্চল খুশি না হলেও যমুনার আরেকজন আছে যে খুশি হবে। তার কথা মনে করেই যমুনা বললে, ‘পোস্টারটা ভাঁজ করে রেখে দিই। উনি বাড়ি এলে দেখবেন।’

‘সুখেন্দু আজ আসবে?’

‘লিখেছিলেন তো আসতে পারেন। কোন্ ট্রেনে কখন আসবেন তা কিছু লেখেননি।’ যমুনার স্বরে একটু বুঝি উদ্বেগের রেখা ফুটল: ‘দেখি যদি বিকেলের দিকে আসেন।’

‘কিন্তু দেখছেন দেয়াল থেকে ওর নাম মুছে গিয়েছে?’

‘মুছে গিয়েছে? কী বলছেন আপনি?’ আতঙ্কের ভাব ফুটিয়েই যমুনা আবার লাবণ্যের ক’টা চটুল রেখা আঁকল শরীরে: ‘আপনি সময়-সময় কী একেকটা কথা বলেন, মানে করতে পারি না। শেষে যখন বুঝি, দেখি, মানেটা কী সোজা, কী সুন্দর!’

‘কিন্তু দেয়ালের মানেটা সুন্দর নয়।’

‘কেন, কী হয়েছে? স্পষ্ট করে বলুন না তাড়াতাড়ি।’ অস্থির হয়ে পা ফেলার ক’টা শব্দ করল যমুনা।

‘দেয়ালের পোস্টারে যমুনা দেবী নয়, যমুনা গুহ। সুখেন্দুকে সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে।’

'ও, এই কথা ?' সু-উচ্চে হেসে উঠল যমুনা : 'আমি ভেবেছিলাম না-জানি কী।'

অনুপ-ঝুমকি হাসির শব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে এদিকে মুখ বাড়াল। কোনো দিন তারা তাদের মায়ের কণ্ঠে এমনি উচ্চনাদ হাসি শোনেনি। চঞ্চলের মনে হল এ যেন সেই সোনালি রোদ নয় যা জানলা খুললেই ঘরদোর ভরে দেয়, এ যেন বাঁধভাঙা ঘোলা জলের ঢেউ যা ফসল তছরুপ করতে মাঠে ঢোকে।

'আমাকেই ওরা জিগ্যেস করেছিল নামটা কী ভাবে দেবে। আমিই বলে দিলাম দেবী নয়, শুধু পদবী।' খুব একটা কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে এমনি ভাব করল যমুনা : 'দেবী শুনলেই মনে হয় প্রৌঢ়া, বিবাহিতা, যার কিনা কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আর শুধু গুহ শুনলে মনে হয় কী-জানি-কী, কল্পনাটা খেলা করতে ছোটে।'

চঞ্চল এখনো কোনো কথা কইল না। দেখতে লাগল যমুনা কেমন ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, কেমন ভেঙে-ভেঙে আরেক আকারে-প্রকারে উপনীত হচ্ছে, কেমন যেন তাকে আর সেই প্রবাহিনী বলে চেনা যাচ্ছে না। শুধু দিনে-দিনে নয়, ক্ষণে-ক্ষণেই নষ্ট হবার দিকে চলেছে। ওকে বাঁচানো দরকার। কিন্তু কে বাঁচাবে, কী ওষুধে বাঁচাবে ?

আবার হাসির পিচকিরি ছুঁড়ল যমুনা। বললে, 'বা, গুহ-র মধ্যেই তো আমার স্বামী বেঁচে আছেন। গুহ তো তাঁরই পদবী। আবার গুহ মানে গোপন— তাই না ? তার মানে তার মধ্যে আরো একজন গোপন হয়ে আছেন।' যমুনা একটি মধুময় কটাক্ষ করল।

কালো কটাক্ষের ছোট্ট একটি কণা এক নিমেষে কত কথা যে বলতে পারে, কত দান যে দিতে পারে এ যেন চঞ্চল প্রথম জানল। কিন্তু কুটিল কটাক্ষ না দিয়ে একটি আত্মভোলা সরল দৃষ্টি উপহার দিলে কি আরো বেশি তৃপ্তিকর হত না ?

চঞ্চল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বললে, 'এবার যাই। বিকেলে আজ

একটু আগেই গাড়ি নিয়ে আসব। দুপুরে ভালো করে ঘুমিয়ে নিন।'

'এখুনি যাবেন না। প্লিজ! আমার ইচ্ছে করছে আপনি আজ আমার এখানে খান। সুবল নয়, আমিই নিজের হাতে রান্না করব আপনার জন্যে।'

'আপনি রান্না করলে বেশি করে ফেলবেন। গুরুভোজন হবে। গুরুভোজন হলেই আমার ঘুম পাবে।' হাসল চঞ্চল: 'তখন আর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে না। ইচ্ছে করবে এখানেই ঘুমিয়ে পড়ি।'

'বেশ তো, ঘুমুবেন।' আতিথেয়তায় আবেগময় হয়ে উঠল যমুনা: 'আপনার ঘরে আমি নিজের হাতে সুন্দর করে বিছানা পেতে দেব। তারপর, বলবেন কখন, ঠিক সময়ে আবার আপনাকে তুলে দেব, আপনি গাড়ি নিয়ে আসবেন।'

'আমি একা বাড়িতে শুয়ে ঘুমুচ্ছি ভাবলে আপনার আর শান্তিতে বিশ্রাম করা হবে না।' চঞ্চলের দৃষ্টি সহানুভূতিতে কোমল হয়ে এল: 'অথচ আজ আপনার বিশ্রামের খুব দরকার।'

'না, না, আপনি থাকলে আমার বিশ্রামের কোনো ব্যাঘাত হবে না। আপনাকে আর আমার কোনো ভয় নেই।'

'ভয় নেই?'

'না। আপনাকে আমি জেনে ফেলেছি।'

'কী জেনে ফেলেছেন?' ভয় পাবার মতো ভাব করল চঞ্চল।

'জেনে ফেলেছি আপনি নবাঙ্কুর মুখার্জির মতো লোলুপ দস্যু নন। আপনি দুঃস্থের অসহায়তার সুযোগ নেন না। তার কারণ—' নত চোখ ধীরে-ধীরে তুলল যমুনা, লজ্জার একটি পেলব লেখা কোথা থেকে সেখানে আঁকা হয়ে গেল: 'কারণ আপনি আমাকে ভালোবাসেন—

'ওটা একটা দীক্ষামন্ত্র, ওটা উচ্চারণ করতে নেই।'

আর যেন অভিনেত্রী নয়, একটি সুস্থিত গৃহস্থবধূর মতোই কথা বলছে যমুনা : 'আমার আর ভয় নেই বলে ও-কথাটা মুখ ফুটে বলতেও ভয় নেই। আপনি তো শুধু আমাকে ভালোবাসেন না, আমার সমস্ত কিছুকে ভালোবাসেন। আমার ছেলে মেয়ে স্বামী সংসার সমস্ত কিছুকে নিয়ে যে-আমি সেই আমাকে আপনি ভালোবাসেন। তাই আপনার চোখের সামনে আমার একা-একা ঘুমিয়ে থাকতেও ভয় করবে না।'

'কিন্তু আজ থাক।' উপচে-ওঠা হৃদয়কে চেপে রাখল চঞ্চল : 'আরেক দিন এসে খাব। আর ঘুমুব।' অল্প হাসিতে আরো অনেক কথা বলে বিদায় নিল চঞ্চল।

বিকেলের দিকে গাড়ি নিয়ে এল। সঙ্গে একটা ক্যারমবোর্ড।

এসে শুনল সুখেন্দু আসেনি।

'তাই বলে ঘাবড়াবেন না যেন।' চঞ্চল যমুনাকে উৎসাহিত করতে চাইল।

'বা, ঘাবড়াব কেন ? আপনিই তো আছেন।'

পাছে অনুপ-ঝুমকিও যেতে চায় তারই জন্যে ওদের জন্যে চঞ্চল ক্যারমবোর্ড নিয়ে এসেছে। সকাল থেকেই খুব বায়না ধরেছিল দু-জন, যমুনা বলে দিয়েছিল কাকাবাবু যদি মত দেন তাহলেই যাওয়া হবে, নচেৎ নয়। মায়ের থিয়েটার, মায়ের নামে দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার অথচ সেখানে মায়ের কথা খাটবে না, মায়ের উপরে বসে আর কেউ হুকুম চালাবে এ তাদের কাছে অসহ্য লাগছিল। এখন ক্যারমবোর্ড দেখে যদিও বুঝল থিয়েটার দেখা তাদের হবে না, তবু তারা যা হোক অন্য খেলায় কিছু সান্ত্বনা খুঁজে পাবে।

চঞ্চল সুবলকে ডেকে বললে, 'সখা, ওদের সঙ্গে খেল। ওদের খেলা শিখিয়ে দে।'

ক্ষুব্ধ মুখে অনুপ বললে, 'আমাকে শেখাতে হবে না।'

ঝুমকি বললে, 'আমি নীপাদের ফ্ল্যাটে খেলতে গিয়েছিলাম, শুধু টোকা মারা—'

'বেশি জোরে মারতে গেলে দেখবে তুমি গর্তে গিয়ে পড়েছ। তোমার তখন ফাইন হবে।'

যমুনার কানে কথাটা কী-রকম যেন লাগল। কিন্তু গায়ে না মেখে অনুপকে বললে, 'তোর বাবার জন্যে এই টিকিটটা— ছাখ, এইখানে চাপা দিয়ে রেখে গেলাম। যদি এর মধ্যে আসে আর দেখতে যেতে চায়, টিকিটটা দিস। কেমন ?'

'আচ্ছা।'

গাড়িতে উঠে চঞ্চল বললে, 'প্লে করতে-করতে অডিটোরিয়ামের দিকে তাকাবেন না যেন, সুখেন্দু এল কিনা বা আমি কোথায় বসেছি।'

'না, না, তখন মঞ্চের বাইরে আমার কোনো জগৎ নেই। আমি আর তখন যমুনা নই, আমি তখন নলিনী, নরেশের স্ত্রী।'

নিদারুণ ভালো পার্ট করল যমুনা। ভয় দুঃখ বিপদ ভালোবাসা সমস্ত কিছুকে সুতীব্র ভাবে বাস্তব করে তুলল। তারপর বিদ্রোহের বেলায়ও এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি ঘটতে দিল না। আর্তনাদের সঙ্গে অনাবৃতিটুকু মিশিয়ে দিয়ে একটা অপরূপ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে মুহূর্তে দর্শকের মন ও নয়ন একসঙ্গে কেড়ে নিল।

আর সে কী হাততালি ! সে কী তুমুল কলরব !

মঞ্চের শোকই প্রেক্ষাগৃহের আনন্দ। আর আনন্দ যখন উচ্ছ্বসিত তখনই অভিনয়ের জয়জয়কার।

অভিনয়ের শেষে যমুনাকে কুড়িয়ে নেবার আগে গ্রীনরুমে উঁকি মারল চঞ্চল। দেখল হাতে-চায়ের-কাপ যমুনা আর সব কুশীলবদের সঙ্গে গুলতানি করছে। অর্ধেক নলিনী তুমি অর্ধেক যমুনা। সাজসজ্জা পালটেছে বটে, হাত ও মুখের রঙ পুরোপুরি রয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে

সবাই তাকে মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দন করছে আর হাতে-ধরা পেয়ালায় যমুনা ঠিক চা খাচ্ছে না, প্রশংসার মদ খাচ্ছে। এখানে-ওখানে তার ছুটোছুটির চাপল্য দেখে মনে হচ্ছে সে যেন তৃপ্তির ঢেউয়ে হাত-পা মেলে সাঁতার কাটছে।

'এবার যাবেন চলুন।' ধীরকণ্ঠে চঞ্চল মনে করিয়ে দিল।

'হ্যাঁ, চলুন।' আনন্দে যমুনা আরেকটা অতিশয়োক্তি করলে, 'বাড়ি-ঘরের কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।'

পুলকেশও খুব খুশি। চঞ্চলকে দেখে আরো খুশি হয়ে জিগ্যেস করলে, 'কেমন লাগল ?'

'অপূর্ব।'

'নলিনী মার্ভেলাস্। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনার আবিষ্কারের জন্যে।'

চঞ্চল ভাবল আমার আবিষ্কার নলিনী নয়, আমার আবিষ্কার যমুনা। কিংবা, কে জানে, যমুনা তো আগের থেকেই আবিষ্কৃত, এ শুধু যমুনাকে ঘিরে তার নিজেকে আবিষ্কার।

পুলকেশ ঘোষণা করল দ্বিতীয় অভিনয় তিন দিন পরেই হবে। আপনারা রাজি ?

'নিশ্চয়ই রাজি।' সকলের আগে যমুনা লাফিয়ে উঠল।

'সেই সঙ্গে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ, আরো-আরো রাত্রির এনাউন্স-মেণ্টও দিয়ে রাখুন।' সুনেত্রা যেন একটু বেশি বকছে। তাই সে আরো একটু বললে, 'আমার যা হিসেব এ-বই অনন্তকাল চলবে, গভীর নীর কখনো অবসন্ন হবে না।'

পুলকেশ বললে, 'দেখি পাবলিসিটিটা কী-রকম অ্যারেঞ্জ করতে পারি।'

'যাই, নেত্রাদি।' একটি ফুল্ল-বল্লী কিশোরীর মতো সারা দেহে ছন্দিত হল যমুনা।

'আমি যেটা বললাম সেটা ভেবে দেখো,' বললে সুনেত্রা, 'তাতে গলা আরো খুলবে আর অত ক্লান্তও লাগবে না।'

গাড়িতে ফিরে চলল দু-জন— চঞ্চল আর যমুনা।

'আপনার কেমন লাগল ?' যমুনা জিগ্যেস না করে পারল না।

'কদর্য।'

'সে কী ?' হতাশের মতো মুখ করল যমুনা : 'আর এত লোক যে প্রশংসা করল ?'

'সে তো নলিনীকে করল! কিন্তু আমি যমুনাকে রোগাক্রান্ত দেখলাম, আমার কষ্ট হল, ভয় হল, মনে হল তুমি ক্ষয় হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, তুমি আর যমুনা থাকবে না। আমি বলছি, তুমি এই নাটক-করা ছেড়ে দাও।'

'বা, ছেড়ে দেব কেন ? নাটক-করায় অনেক রকম মজা।'

'তাই দেখছিলাম গ্রীনরুমে তুমি কী-রকম হেলছিলে-দুলছিলে—'

'বা, হেলব-দুলব না ? ওটা তো আমার চেনা পুরোনো জায়গা।'

'পুরোনো জায়গা কী করে ?'

'বা, আমি আগে প্রথম বয়সে প্লে করিনি ? তখন তো নাচতামও আমি। কেন, দেখেননি আপনি ?'

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তাই বহুদিন পরে দেশের বাড়িতে ফিরে এলে প্রবাসী যেমন উত্তাল হয় তেমনি হয়ে পড়েছে যমুনা। এই তো তার সেই পরিচিত জলবায়ু, তার প্রিয়তর পরিবেশ। তাই এখানে তার হিল্লোল-কল্লোল বাড়বে তা আর বিচিত্র কী।

'আর সেখান থেকেই তো আপনার বন্ধু আমাকে ধরে নিয়ে এলেন। তারপর—'

তার পরের কথা আর চঞ্চল শুনতে চায় না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে,'তারপর— তারও পরের কথা না-ই বললে। তুমি এখুনি

এখান থেকে পালাও। এ-জগৎ ছেড়ে দাও।'

'ছেড়ে দিলে কী নিয়ে থাকব?' কেমন করুণ শোনাল যমুনাকে।

কী যেন এক সম্পদের কথা বলতে যাচ্ছিল চঞ্চল, উচ্চারণ করতে পারল না। বললে, 'তোমার নিজেকে নিয়ে থাকবে। তোমার পবিত্রতাকে নিয়ে।'

'দেখুন, যুদ্ধে নামবার আগে বিচার করা উচিত নামব কিনা।' সেই করুণ সুরটা যমুনার কথায় এখনো জেগে রইল: 'কিন্তু যুদ্ধে একবার নামবার পর আর সেই বিচারের স্থান নেই। তখন যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত দেখে যাওয়াই একমাত্র কাজ।'

'কিন্তু যুদ্ধে জানো তো কেউই জেতে না, দু-পক্ষই হেরে ভূত হয়।' চঞ্চল উচ্চারিত হল: 'সফল অভিনেত্রী যা অর্থে আর নামে আহরণ করে তাই আবার হারায় শান্তিতে, সংসারে—'

'আমার যদি তেমন ভাগ্য হয়, আমিও না-হয় ভূত হব।' হাসির লহর তুলল যমুনা। সরে বসে চোখের উপর চোখ রেখে বললে, 'ভূত হলে আর তো আমাকে ভালোবাসবেন না?'

'বাসব না?'

'তাই তো দেখছি। ক্যারম-বোর্ডে স্ট্রাইক করতে গিয়ে স্ট্রাইকার গর্তে পড়লে আপনার মতে তো তার সব গেল।'

'তোমাকে কোনোদিন স্পর্শ করব না এই প্রতিজ্ঞা করেছি।' চঞ্চল দৃঢ় হল: 'নইলে এখন আমি তোমার হাত ধরতাম, বলতাম, যেমন এখন না ধরেই বলছি, আমার ভালোবাসাই তোমাকে ঐ গর্তে পড়তে দেবে না।'

এবার নীরবে মৃদুরেখায় হাসল যমুনা। বললে, 'ভালোবাসা। জীবনে কত বচ্ছর পর প্রথম এই কথাটা শুনলাম। কিন্তু আপনারও তো ভালোবাসার আগে বিচার করা উচিত ছিল এ-ভালোবাসা সংগত কি না।'

'বিচার ? ভালোবাসায় বিচার ?'

'কেন নয় ? আমি— আমাকে ভালোবেসে আপনার লাভ ?'

'লাভ ? ভালোবাসাই ভালোবাসার লাভ।'

'এটা কোনো যুক্তিই নয়। আমাকে ভালোবেসে আপনি কী পেতে পারেন ?'

'শুধু তোমার অন্তরের স্বীকৃতিটুকু পেতে পারি। এর বেশি কিছুই নয়। তুমি যখন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকবে, তুমি জানবে, বিশ্বাস করবে যে আমার ভালোবাসা জেগে আছে, তা ম্লান হয়নি, ক্ষুণ্ণ হয়নি— কোনোদিন না। এই বিশ্বাস, এই স্বীকৃতিটুকুই আমার অনেক।'

'তাই যদি হয় তবে আমি নষ্ট হয়ে গেলেও তো আপনার ভালো-বাসা নষ্ট হবে না। তবে আমার জন্যে আপনার আর ভয় কিসের ?'

'না, না, আমি তোমাকে অমনি বয়ে যেতে দেব না, আমি তোমাকে বাঁচাব।'

'আমাকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে সে আপনার ভালোবাসা নয়, সে আমার নিজের ভালোবাসা।' যমুনাও দৃঢ় হল : 'আপনি কি মনে করেন যে আমি আপনাকে কখনো ভালোবাসতে পারি ?'

'আমি তা মনে করি না, আমার তা মনে করবার কোনো দরকারও নেই।' চঞ্চল তৃপ্ত কণ্ঠে বললে, 'আমিও তো তাই চাই তোমার নিজের ভালোবাসাই তোমাকে স্থির রাখুক।'

'আমার ভালোবাসার খবরও আপনি রাখেন দেখি।'

'নিশ্চয়ই রাখি। সে তোমার সন্তান, তোমার স্বামী, তোমার সংসার। তোমার সেই ভালোবাসাকে মনে করিয়ে রাখবার জন্যেই তো আমার ভালোবাসা।' চঞ্চল আত্মনিমগ্নের মতো বললে, 'তারই জন্যে টবের গাছে-লতায় জল দেওয়া, ফুল ফোটানোর সাধন করা।'

যমুনাতেও বুঝি সেই আত্মনিমগ্নতার ছোঁয়াচ লাগল। বললে, 'সব সময়ে জানা-শোনার গণ্ডির মধ্যেই ভালোবাসাকে ধরে রাখা যায় না,

কখনো-কখনো এমন দিকে সে যেতে চায় যা বুদ্ধির বাইরে। যা বুদ্ধির বাইরে, যা ঠিক বোঝা যায় না, তাই আবার অপরূপ।'

যমুনা কেমন সুন্দর টান দিল কথাটায়। নাটকীয় নয়, যেন কবিতার মতো। চঞ্চল তা সংশোধন করে বললে, 'না, জানা-শোনার গণ্ডির মধ্যেই ভালোবাসাকে ধরে রাখা ভালো। হালভাঙা নৌকোয় পাড়ি জমানো নির্বুদ্ধিতা।'

যমুনার স্বর রুক্ষ হয়ে এল : 'তেমনি এই অভিনয়ও তো আমার জানা-শোনার মধ্যে। এই অভিনয়কেও তো আমি শিল্প হিসেবে ভালো-বাসি। আমি তা ছাড়ব কেন?'

রাস্তার এখানটায় কেমন অন্ধকার ঠেকল। যমুনার বলার সঙ্গে মুখের ভাবের সামঞ্জস্য কতদূর কী আছে চঞ্চল চেষ্টা করেও ধরতে পারল না।

দ্বিতীয় রাত্রেও অভিনয় নিদারুণ জমল।

পুলকেশ প্রচারের নির্বিচার ব্যবস্থা করেছিল। প্রেসকেও পেয়েছিল অনুকূলে। থিয়েটার-হল ছোট হলেও কোনোদিন ফুল-হাউস হয়নি, দ্বিতীয় রাত্রিই হাউস ফুল। যে-রকম অ্যাডভান্স বুকিং-এর বহর দেখা যাচ্ছে, পরের রাত্রিগুলিও পরিপূর্ণ হবার দিকে।

বলা বাহুল্য সাফল্যের একমাত্র কারণ যমুনা।

আর যতই সুসংবাদ আসে ততই যমুনা আনন্দিত হয়। চেষ্টাকৃত অস্পৃহা দিয়েও তা ঢাকতে পারে না। সুখেন্দু কেন যে এখনো এসে পৌঁছুচ্ছে না তা নিয়েও বিশেষ মাথা ঘামায় না। শিল্পের কাছে ওসব সংকীর্ণ বিবেচনার স্থান নেই।

চঞ্চল বললে, 'যাবার সময় তুমি একাই গাড়িতে যেয়ো, গিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়ো, থিয়েটার-শেষে আমি গিয়ে ফের নিয়ে আসব।'

'যেমন বলবেন।'

'যদি যেতে একটু দেরি হয় অপেক্ষা কোরো।'

'যতক্ষণ বলবেন।'

'তারপর যদি গঙ্গার ধারে-টারে কোথাও বেড়াতে চাও—'

'যেখানে বলবেন।'

যমুনা কৃতীর মতো কথা বলতে পারার গর্বে প্রগলভ হয়ে উঠল।

তৃতীয় রাত্রেই অভিনয়ের শেষে এক ঘোষণা এল, এক বিশিষ্ট নাগরিক যমুনা গুহের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একটা সোনার মেডেল উপহার দিচ্ছেন। মেডেলটা চতুর্থ রাত্রির অভিনয়ের আরম্ভেই রঙ্গমঞ্চে পৌঁছে দেওয়া হবে।

যমুনা পুলকেশকে জিগ্যেস করলে, 'নাগরিকটি কে?'

'ঘোষণায় নাম বলতে নিষেধ করে দিয়েছে।'

'কিন্তু আমাকে তো বলবেন। নাম না জানলে আমি মেডেল নেব কেন?'

'তোমাকে বলব বৈকি। নাম নবাঙ্কুর মুখার্জি। বিরাট অর্গানাইজেশনের উঁচু দাঁড়ের অফিসর।'

যমুনা হাসল। যেন বোঝাতে চাইল চিনেছে দাতাকে। পরিহাস করে বললে, 'পরের দিন পৌঁছে দিলে হয়।'

ফেরবার পথে চঞ্চলকে ভাঙল না কথাটা। কে জানে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে কিনা। শেষে উপহাসের বিষয় হই।

চতুর্থ অভিনয়ের শুরুতেই মেডেল এসে পৌঁচেছে। না, কোনো অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। শুধু একটা কৃতিত্বের স্বীকৃতি।

'সোনাটা খাঁটি?' সন্দিগ্ধ চোখে দেখল যমুনা। ওজন নিল।

পুলকেশ বললে, 'খাঁটি। দু-ভরিটাক হবে।'

'মিস্টার মুখার্জি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'না, তিনি আজ আসেননি। যাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন সে দিয়েই চলে গেছে।'

'মেডেলে আমার নামটাই লেখা হয়েছে, দাতার নাম লেখা নেই।'

'তাতে কী এসে যায়!'

সত্যিই তো, তাতে কী এসে যায়! এ তো তার অভিনয়নৈপুণ্যের স্বীকৃতি। একে অমর্যাদা করা মানে কলালক্ষ্মীকেই প্রত্যাখ্যান করা। সযত্নে ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখল যমুনা। সবচেয়ে স্বস্তিকর মেডেলে নবাঙ্কুরের নাম নেই।

সব সময়েই মেডেলের আবার একটা উলটো দিক আছে। সে উলটো দিকের মসৃণতাটা কিসের ইঙ্গিত করছে? এ কিসের হাতছানি?

ওখানে এখন মাথা লাগাবার সময় নেই। প্লে করতে এসেছি, চুটিয়ে প্লে করে যাই।

চতুর্থ অভিনয়ের সন্ধ্যায় সুখেন্দু কলকাতায় পৌঁছুল।

বন্ধ দরজায় কড়া নেড়ে ডেকে উঠল : 'অনুপ! ঝুমকি!'

বাবা এসেছে! বাবা এসেছে! দু-ভাইবোন আনন্দে উথলে উঠল। অনুপ বড়ো, অনুপই খুলে দিল দরজা। সুখেন্দু ঘরে ঢুকতেই দু জনে হুড়মুড় করে নুয়ে পড়ে প্রণাম করলে।

দু-জনে সুন্দর হয়ে উঠেছে দেখতে। গায়ের চামড়ায় কেমন একটা চাকচিক্য এসেছে, চোখে-মুখে স্বাস্থ্যের ঝলমলানি।

'কী করছিলি?'

'ক্যারম খেলছিলাম।'

ঘরের মেঝেতে ক্যারম-বোর্ড পাতা, এখানে-ওখানে ঘুঁটিগুলো আনন্দের টুকরোর মতো ছিটকিয়ে পড়েছে।

ঘরদোর কেমন ছিমছাম, সাজানো-গোছানো। কেমন যেন অন্য-রকম হাতের লাবণ্য দিয়ে আগেকার দারিদ্র্যকে শোধন করা হয়েছে। হঠাৎ সুখেন্দুর নিজেকে বেমানান বলে মনে হল— মনে হল এ যেন আর কারু বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

'তোদের মা কোথায়?'

'মা তো প্লে করতে গেছে।'

'তোমার জন্যে টিকিট আছে বাবা,' ঝুমকি টিকিট এনে দেখাল : 'তুমি যাবে?'

'না, এখন যাব কী! বাড়িতে তোরা তবে একা?'

'না, সখা আছে।'

প্রথমেই কাঠের ঘরে ঢুকল সুখেন্দু। আর ঢুকেই একটা ধাক্কা খেল। দেখল তক্তপোশের উপর পরিপাটি করে বিছানা পাতা।

'এখানে কে শোয়?'

'কাকাবাবু।'

'এ-বিছানা কে পেতেছে? সুবল?'

'না। মা।'

শুধু বিছানাই পাতেনি, বিছানার পাশে একটা টুল রেখেছে। তার উপরে একটা ছাইদান। কী এমন বিরাট সম্ভার, তবু সুখেন্দুর মনের আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠল। বসন্ত দিনের রোদালো আভাটা নিবে গেল এক ফুঁয়ে।

'মশারি খাটায় না? রাতে মশা নেই আজকাল?'

ততক্ষণে উনুন থেকে রান্না নামিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে সুবল-সখা এসে সামিল হয়েছে। সে বললে, 'রাতে এ-বিছানা চলে যাবে। তখন তক্তপোশ ন্যাড়া হয়ে যাবে। তখন তাতে একটা শতরঞ্চি বিছিয়ে আমি শোব। দুপুরেও আমিই শুই, তবে যেদিন মা নিজের হাতে রান্না করেন, বাবু খান—'

যত জরুরি খবর সুবলই সরবরাহ করতে পারবে। ছেলেমেয়েকে ছুটি দিল সুখেন্দু। তারা বাইরের ঘরে ক্যারম নিয়ে বসল। ভিতরের ঘরে চা নিয়ে বসে সুখেন্দু সুবলকে জেরা করতে লাগল। দুষ্টু-দুষ্টু চোখে মিষ্টি-মিষ্টি হাসিতে চালাক-চালাক ছেলেটা ঠিক জানে, কী বলতে হয়, কতটুকু বলতে হয় আর কেমন করে বলতে হয়।

চা-টা ভালো, তাই না? হ্যাঁ, চঞ্চল সকালে এক কাপ খায়, বিকেলে এক কাপ আর কখনো রাতে ফিরে এসে আরেক কাপ। না, চা-টা যমুনা করে না, সুবলই করে। কখনো-সখনো শখ করে দিনের রান্নাটা যমুনা রাঁধে, কিংবা যেদিন বিশেষ কোনো মাছ-মাংস শখ করে চঞ্চল কিনে আনে। হ্যাঁ, সে-সেদিন চঞ্চল এখানে খায়, ইদানি যমুনাও একসঙ্গে মুখোমুখি খেতে বসছে। না, কী গল্প করে তা সুবল শোনেনি, ওরকম কান পাতা তার স্বভাব নয়। তবে খেতে বসে হাসাহাসি— এ তো সবাই করে। যেদিন চঞ্চল এখানে খায় সেদিন

তুপুরটা এখানেই গড়িয়ে নেয়। যমুনা সেদিন তার জন্যে কাঠের ঘরে নিজের হাতে বিছানা করে দেয়। সুবল বিছানা করার জানে কী! কোথায় কোন্ বিছানার চাদর না সুজনি, কোথায় কোন্ বালিশ-পাশবালিশের ফর্সা অড়, তা যমুনার কর্তৃত্বে। বিশ্রামের পর উঠে চা খেয়ে চঞ্চল স্টুডিয়োতে চলে যায়, সেখান থেকে শেষ-বিকেলে গাড়ি পাঠিয়ে দেয় এখানে, গাড়িতে করে যমুনা একাই থিয়েটারে যায়, গাড়ি ছেড়ে দেয়, আবার সেই গাড়িতেই চঞ্চল যমুনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেয়। না, রাতে চঞ্চল এখানে খায় না, শোয় না— কোনোদিন না, তার নিজের ফ্ল্যাটেই ফিরে যায়। দিনের বেলায়ও সাধারণত সে বাইরেই খায়, তবে এক-আধদিন ভালো-মন্দ খাবার শখ হলেই যমুনার কাছে আবদার করে। যমুনাই বা কোন্ না তু-একদিন খেয়ে যাবার জন্যে অনুনয় করে, আর যাতে সে খায় তারই জন্যে নিজের হাতে রাঁধবে বলে লোভ দেখায়। সে তু-একদিনই যা খাওয়া-শোয়ার একটু ব্যতিক্রম হয়। আর যে-যেদিন থিয়েটার থাকে না সে-সেদিন গাড়ি-ট্যাক্সির বালাই নেই। চঞ্চল সন্ধের দিকে এসে কিছু গল্প-সল্প করেই চলে যায়। না, সুবল তাদের কোনোদিন পায়ে হেঁটে-হেঁটে দেখেনি বেড়াতে।

'বাবুর তো এখন অনেক অসুবিধে।' চঞ্চলের জন্যে সুবল স্বভাবতই মমতা অনুভব করল : 'আমার সেবা আর পান না। আমাকে উনি এখানকার দিনরাতের লোক হিসেবে রেখে দিয়ে গিয়েছেন, নইলে এ বাড়ির তদারক করে কে। ছেলেমেয়ে তুটোকে কে আগলে রাখে! ওদিকে বাবু হোটেলে কী খায় তা কে জানে, ঘরে-বারান্দায় ঝাঁটপাট পড়ে কিনা তার ঠিক কী, চেহারা দেখলে তো মনে হয় রাতে ঘুমুতেও পান না। এ নিয়ে বাবুর জন্যে মা-র আবার ভাবনা। বাবু যে কেন এত কষ্ট সহ্য করছেন তা জানি না।'

সুখেন্দু জানে— এতক্ষণে জানতে পেরেছে। শুধু জানা নয়, দেখছে

চারদিকে। ঘ্রাণে পাচ্ছে তার গন্ধ। হাওয়াও বুঝি তার ছোঁয়া দিয়ে মাখানো।

তার নাম ভালোবাসা। তার নাম বিশ্বাসঘাতকতা।

থিয়েটারে-সিনেমায় নামাবার জন্যে যমুনাকে এক-আধটুকু নষ্ট হতে হয় তাতে হয়তো সুখেন্দুর প্রশ্রয় ছিল, কিন্তু যমুনা ও চঞ্চলের মধ্যে ভালোবাসা জন্মাবে এ সে সহ্য করতে পারবে না। একটা ফিল্মের লাইনের লোক একটি পুরস্ত্রীকে ভালোবাসবে কী! সে বরং তাকে ভ্রষ্ট ও নষ্ট করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে স্তব করবে কেন, কেন তার জন্যে স্বার্থ ত্যাগ করবে, কেন বা করবে ক্লেশভোগ? এমন কোনোই কথা ছিল না যে প্রসাধনের বাইরে একটা দুই সন্তানের মাকে সে সুন্দরী বলে দেখবে, দেবে তাকে দেবীর মূল্য। আর যে-হাতের যত্নে ঐ বিছানাটা রচনা করেছে তাতে কি শুধু আতিথেয়তাই আছে, না কি আছে একটি সুদূর মৈথুনমমতা? একটা বিচ্যুতিকে ক্ষমা করা সহজ, কিন্তু একটা ভালোবাসাকে নয়। একটা বিচ্যুতির নাটক একাঙ্ক কিন্তু ভালোবাসার নাটক যে জীবনভোর। কলঙ্ক আর কতক্ষণ লেগে থাকে, সময়ের হাতের ঘষায় তা মুছে যায়, কিন্তু ভালোবাসা যে কিছুতেই উঠে যেতে চায় না। সময়ের হাতের ঘষায় তার রঙ যে আরো পাকা হয়।

অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে ছিল সুখেন্দু, পরে হঠাৎ উঠে পড়ে বললে, 'যাই একটু ঘুরে আসি।'

ঝুমকি হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললে, 'মাকে আনতে যাচ্ছ বাবা?'

'না, এমনি একটু রাস্তায় ঘুরতে যাচ্ছি—'

কী-রকম উদাসীনের মতো রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল সুখেন্দু।

পুলকেশের কাছেই চঞ্চল সোনার মেডেলের কথা শুনেছে, এতক্ষণ ফেরবার পথে গাড়িতে অপেক্ষা করছিল সে-কথাটা যমুনা বলে কিনা।

যমুনা অনেক আজেবাজে বকছে, বিশেষ করে সুনেত্রার বিচিত্র বিকৃতির বর্ণনা দিচ্ছে অথচ নিজের কথাটুকু বলছে না। বুকের লকেটের মতো ঢেকে রাখছে গোপনে।

আর থাকতে পারল না চঞ্চল। জিগ্যেস করল, 'মেডেলের সঙ্গে ফিতে দেয়নি— লম্বা ফিতে?'

'ফিতে?' যমুনা চমকে উঠল : 'ফিতে দিয়ে কী হবে?'

'গলায় একেবারে একটা মালা করে ঝুলিয়ে দেবে! বিজ্ঞাপনে ছবি ছাপাবে! নামের পাশে ব্র্যাকেটে লিখবে, সোনার মেডেল-প্রাপ্ত!'

বাঁকা সুরটা প্রহারের মতো লাগল যমুনাকে। মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'কেন, আপনার সহ্য হচ্ছে না বুঝি?'

'সত্যিই সহ্য হচ্ছে না। তুমি ঐ মেডেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে না কেন?'

'কেন ফেলে দেব? ও তো আমার অভিনয়ের পুরস্কার।'

'না-হয় আরেকবার ছুঁড়ে ফেলারই অভিনয় করতে। তোমার অত তেজ গেল কোথায়?'

'আপনাদের মতন লোকের সংসর্গে থাকতে-থাকতে তেজ ক্রমশ লোপ পাচ্ছে।'

'তাই দেখছি। শুধু তেজ লোপ পাচ্ছে না, দৃষ্টিশক্তিও লোপ পাচ্ছে।' চঞ্চল যমুনার চোখের দৃষ্টি ধরতে চেষ্টা করল : 'নইলে ঐ মেডেল দেবার কী মানে তুমি বুঝতে পারলে না?'

'আপনার রোজ এই গাড়ি দেবার কী মানে তাই কি আমি বুঝতে পারছি?'

'যমুনা!' নাম ধরে হঠাৎ ডেকে উঠল চঞ্চল। ডেকে উঠেই আবার নরম হয়ে গেল : 'আমাকে ক্ষমা করো, তোমার নামটা উচ্চারণ করে ফেলেছি।' পরে আবার আগের স্বরে উঠে গেল : 'তোমাকে যে অপমান করল, তোমার স্বামীকে যে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়ে বদলি

করাল, তুমি তার হাত থেকে মেডেল নিতে পারলে ?'

'না নিয়ে একটা কিছু 'সিন' করলে আমার গৌরব বাড়ত না, 'কিন্নরদল'-এরও অমর্যাদা হত।' যমুনাও দৃঢ়তর হল: 'লোকে কৌতূহলী হত এ-প্রত্যাখ্যানের কারণ কী। পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ হত না কিছু।'

'না, তুমি থামো, তুমি এ পথ থেকে ফেরো।' এমন প্রবল অনুরোধের অধিকার চঞ্চল কোত্থেকে অর্জন করল ভেবে দেখবারও যেন সময় পেল না। বললে, 'তুমি ক্রমশই বিকৃতির পথে এগিয়ে চলেছ।'

'বিকৃতির পথে! তার মানে ?'

'তার মানে তোমাকে সুনেত্রা ড্রিঙ্ক অফার করেছিল।'

'করেছিল, কিন্তু আমি খাইনি।'

'কিন্তু একদিন খাবে।'

'খাবার জিনিস একদিন খাব তা আর আশ্চর্য কী। আপনি খান না ?'

চঞ্চল ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। পরে গলা নামিয়ে বললে, 'তোমার এ-ধরনের কথাবার্তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে তোমাকে বিকৃতিতে ধরেছে। আমি তোমার সামনে কোনোদিন মদ খেয়েছি? আমাকে তুমি কোনোদিন মাতাল দেখেছ ?'

'কিন্তু বাইরে তো খান।'

'যদি বলি খেতাম এখন খাই না, তোমাকে ভালোবেসে তোমার সান্নিধ্যে আসতে পারার পর থেকে খাই না— বিশ্বাস করবে ?'

'না। বিশ্বাস করি না।'

'কিছুই বিশ্বাস করো না ?'

'আপনি যেমন বিশ্বাস করেন আমার নাটকের অভিনয় বিকৃতিতে গিয়ে পৌঁছুবে তেমনি আমিও বিশ্বাস করি আপনার ভালোবাসার

অভিনয়ও একদিন বিকৃতিতে গিয়ে পৌঁছুবে। যা শুরুতেই বিকৃত তার পরিণতি বিকৃতি ছাড়া আর কী। সুতরাং চুপ করুন।'

'নিশ্চয়ই চুপ করব। আমার সম্পর্কে তুমি যা খুশি সিদ্ধান্ত করো কিছু যায় আসে না, চুপ করেই থাকব। কিন্তু তুমিও দয়া করে চুপ করো, কথায় নয়, নাটকে চুপ করো। তুমি ও-পথ ছেড়ে দাও।'

'আপনি বলবার কে?' যমুনা বিশদ হল : 'আমি আমার স্বামীর অনুমতি নিয়ে নাটক করছি। আপনি কি আমার অভিভাবক?'

এসব কথা গ্রাহ্যের মধ্যে নিল না চঞ্চল। বললে, 'নাটকে তোমার ক'টা টাকা হবে, কতটুকু নাম, খবরের কাগজে ক'টা ছবি, ক'টা পোজ? কিন্তু তার বিনিময়ে তোমাকে কী মূল্য দিতে হবে তা জানো?'

'সে আমার স্বামী বুঝবেন।' নির্মম হতেই বুঝি তখন যমুনার আনন্দ : 'আপনার এ-ব্যাপারে কোনো এক্তিয়ার নেই।'

তবুও সমস্ত তিরস্কার অতিক্রম করল চঞ্চল। বললে, 'আমি বাড়ি-ভাড়াটা বাড়িয়ে দিই, একবেলা, দিনের বেলা, পেয়িং গেস্ট হয়ে খাই তোমার কাছে— আর তার মোট টাকাটা তোমার আয়ের বেশি করে দিই— কত ভদ্র সমাধান হয়ে যেতে পারে।'

'ভদ্র সমাধান!' যমুনা আবার ঝংকার দিয়ে উঠল : 'তার মানে আপনি বলতে চান আমি আমার স্বাধীন শক্তিতে রোজগার করব না, আপনার ভরণপোষণের সামগ্রী হয়ে থাকব? কেন, আমার স্বামী নেই? আমার স্বামী কি অযোগ্য?'

আর কথা বলল না চঞ্চল।

যমুনা আবার আঘাত দিতে চাইল। তার নাটকের সাফল্যই তাকে বুঝি বেপরোয়া করেছে। তাই সে বললে, 'বাড়িভাড়া বাড়াতে চান, পেয়িং গেস্ট হতে চান, সেসব প্রস্তাব গোপনে আমার কাছে না করে আমার স্বামীর কাছে করবেন। তিনিই আপনাকে ভাড়াটে

বসিয়েছিলেন, সুতরাং তিনিই কর্তা, তিনিই সর্বেসর্বা। এ-বাড়ির সমস্ত কিছু তাঁর ইচ্ছায়। আমি তাঁরই তাঁবেদার।'

তবুও চঞ্চল মুখ খুলল না।

নাটকের খেলায় মেতে তাই শেষ আঘাত হানল যমুনা : 'তবেই তো বোঝা যাচ্ছে আপনার আসল কী অভিসন্ধি! পেয়িং গেস্ট হয়ে লেগে থাকতে চান যাতে আপনার বিকৃতির পথটা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়।'

ড্রাইভারের উদ্দেশে চঞ্চল হঠাৎ হাঁক দিল : 'গিরীনবাবু, এখানে একটু থামান, আমি নেমে যাব।'

মোড় পেরিয়ে গাড়িটা স্লো করতেই যমুনা আকুল হয়ে চঞ্চলের হাত ধরল। বললে, 'সে কী, না না, আমাকে একা ফেলে চলে যাবেন না।'

না, যমুনাকে একা ফেলে চলে যাবে না চঞ্চল। তার দায়িত্বজ্ঞান আছে। সে তাকে তার সর্বেসর্বার হাতে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবে।

আর কত দূর এগোতেই যমুনার বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে এক দুর্ঘটনা।

লোকটা চাপা পড়তে-পড়তে বেঁচে গিয়েছে।

'কী মশাই, চোখ নেই?' গিরীন হুমকে উঠল।

'চোখ নেই তো দেখছি কী করে?'

'দেখছেন তো এটা যে ফুটপাথ নয়, রাস্তা, সে নজর নেই?'

'ফুটপাথ থেকে নজরটা ভালো হচ্ছিল না বলেই তো রাস্তায় নেমে এসেছি।'

'লোকটা কি পাগল, না, আর কিছু?'

'যান, চলে যান, ভিড় বাড়াবেন না, আমার দেখা হয়ে গিয়েছে।'

গাড়িটা কয়েক চাকা এগোতেই চঞ্চল চেঁচিয়ে উঠল : সুখেন্দু!

সুখেন্দু!

গাড়ি থামল। চঞ্চল দ্রুত নেমে গিয়ে সুখেন্দুকে পাকড়াও করলে। একেবারে টেনে এনে হুড়মুড় করে তুলে দিল গাড়িতে। সুখেন্দু যেন আপত্তি করবারও সময় পেল না।

'কখন এলি? অমন বিমনা হয়ে পথ চলছিস কেন? মিসেস গুহ দুর্দান্ত প্লে করছেন। বই হিট করেছে। কী রে, নিজের স্ত্রীকে চিনতে পাচ্ছিস না? মুখটা এখনো পেন্টেড আছে— বাড়িতে গিয়ে ধুয়ে ফেললেই ঠিক আদল আসবে। হ্যাঁ, একটু হাসুন— খোদ কর্তাকেই তো পাইয়ে দিলাম— এখন আর তবে ভাবনা কী। আজ তবে আসি। পৃথিবীটা খুব ছোট, আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে।' বলে চলে গেল চঞ্চল।

'কখন পৌঁচেছ বাড়ি?' যমুনা জিগ্যেস করল।

সুখেন্দু শুনেও শুনল না। চুপ করে রইল।

'তোমার জন্যে টিকিট রেখেছিলাম। অনুপ দেয়নি? প্লে-টা দেখলেই পারতে।'

'প্লে তো দেখলাম।'

'দেখলে? কোথায়?'

'এই গাড়িতে।'

যমুনার মনে হল কে যেন সবল মুঠিতে তার হৃৎপিণ্ডটা চেপে ধরেছে। বুঝল কথা বলবার কিছু নেই— শত কথা বলেও সুখেন্দুর দেখার ভুলকে সংশোধন করতে পারবে না। সুখেন্দু কী দেখেছে, কোত্থেকে দেখেছে, কতটুকু দেখেছে, যেটুকু দেখেছে তার থেকে বোঝবারই বা তার আছে কী? কিন্তু যখন একবার সিদ্ধান্ত করে বসেছে তখন কথা বলতে গিয়ে শুধু কলহ হবে আর আগুন দিয়ে আগুন কখনোই নেবানো যাবে না।

তাই চুপ করে থাকাই শ্রেয়। ঘা না শুকোক, ঘায়ে অন্তত লঙ্কার

গুঁড়ো পড়বে না। কথা না বলে চুপ করে থাকাটাও তো নাটক।

সুখেন্দুর সেই মাস্টারমশাইয়ের কথা মনে পড়ল। একবার তাঁর গাড়িতে চাপা পড়তে-পড়তে সে শেষে সেই গাড়িতেই উঠে বসেছিল। মাস্টারমশাই বলেছিলেন, জীবনে বড়ো হওয়া মানেই বেড়ে ওঠা, ফুলে ওঠা, জ্বলজ্বল করা— আর মানুষ বাড়ে ফোলে জ্বলজ্বল করে একমাত্র টাকায়। আর টাকায় পৌঁছুবার সব পথই ঠিক পথ। যত বক্র তত দ্রুত।

কিন্তু যমুনার আজ এ কিসের ঔজ্জ্বল্য? টাকার, না, ভালোবাসার?

বাড়িতে পৌঁছে রঙ-টঙ সব ধুয়েমুছে স্বাভাবিক হল যমুনা। স্বাভাবিক হয়ে শান্তিতে টবের গাছে জল ঢালতে লাগল। গাছে জল দেবার সময় মনে বাৎসল্য জাগে, যেন কী প্রসাদ ঝরে পড়ে জলের সঙ্গে, যেন সেই জলে সমস্ত কলুষ পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।

কিন্তু সুখেন্দুর শান্তি নেই। সমুদ্রে গিয়ে ডুবলেও তার জ্বালা যাবার নয়। তাই সে যমুনার চেষ্টাকৃত স্তব্ধতাটাকে চরম আঘাত দিয়ে টুকরো-টুকরো করে দিতে চাইল।

বললে, 'সেই পুরুষের বুকেই যদি ঝাঁপিয়ে পড়বে তবে নবাঙ্কুর মুখার্জি কী দোষ করেছিল? সেটা তো ছিল নাটক আর এটা তো জলজ্যান্ত বাস্তব। ছি ছি! কার সঙ্গে কার তুলনা! একজন জাঁদরেল অফিসার আর একটা লোফার! তোমার রুচিকেও বলিহারি!'

যদি নাটকে থাকত তবে যমুনা এইখানে একটা স্বগতোক্তি করত। বলত, 'আশ্চর্য পুরুষ!' কিন্তু বাস্তবে আছে বলে স্পষ্ট অথচ স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'সমস্ত তোমার দেখবার ভুল।'

'দেখবার ভুল!' সুখেন্দু এমন একটা ভঙ্গি করল যেন দেখবার ভুলটাই একটা ভুল কথা: 'তোমরা দু-জনে গায়ে-গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি করে বসোনি?'

'তাতে তো তোমার আপত্তি হবার কথা নয়। তার তো আমাকে নষ্ট করবারই পার্ট। তোমার কাছ থেকে ছাড় পাওয়া।'

'সে তো সিনেমা-থিয়েটারের জন্যে। কিন্তু এ তো নষ্টের চেয়েও বেশি। এ যে প্রেম।'

যমুনা হাসতে চেষ্টা করল, বললে, 'তুমি যদি তাই বুঝে থাকো তবে তা শুধু ওদিকের, একতরফা। আমার দিকে কিছু বিকার নেই।'

'তবে তোমার দিকে কী?'

'আমার শুধু তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য করে থিয়েটার করে টাকা রোজগার করা। তোমার বন্ধু বলছিল থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে আবার ঘরের কোণের বউ হয়ে যাই, ছেলে-মেয়ে-স্বামী নিয়ে সংসার করি। মানে নষ্টকে আবার নষ্ট করার চেষ্টা। আমি তাকে বলছিলাম আমি আমার স্বামীর আদেশে থিয়েটার করছি, আপনার আদেশে তা ছাড়ব কেন? আপনার কী স্পর্ধা আমাকে আদেশ করেন? বলে তাকে নামিয়ে দিলাম গাড়ি থেকে।'

'বেশ করেছ।' স্বচ্ছন্দে বললে সুখেন্দু। হঠাৎ যমুনার কাছে এসে হাত নেড়ে একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গি করে উঠল: 'কিন্তু আমার কী হল? আমার চাকরি, আমার বদলি, আমার প্রমোশন?'

'তোমার চাকরির ব্যাপার আমি কী জানি?'

'কিন্তু নষ্ট তো আর কেউ হল না, নষ্ট আমি হলাম।' সুখেন্দু প্রায় হাহাকার করে উঠল: 'হেড-আপিস আমার প্রমোশন স্যাংশন করলেও মুখার্জি তা চেপে রাখছে। তার উপায় কী হবে?'

'তার উপায় কী হবে তার আমি কী জানি? তুমি চাকুরে, তুমি তার উপায় দেখবে।'

'কিন্তু তোমার দোষেই তো আমার এই দশা।'

'জানি তুমি তাই বলবে। কিন্তু সে যদি আমার দোষ হয় আমি তো তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। তোমার প্রমোশনের টাকার চেয়ে বেশি

রোজগার করে দিচ্ছি। হয়তো ভবিষ্যতে আরো দেব। 'কিন্নরদল' আমার রেট বাড়িয়ে দেবে বলেছে। নতুন সংস্থা 'অলকাপুরী'ও বেশি দামে চাইছে আমাকে। আমি আমার পথ পেয়ে গেছি— সে-পথে আর যেই থাক, তোমার নবাঙ্কুর নেই।'

'সে-পথে আমিও নেই।'

'তুমিও নেই মানে?'

'আমি ধানবাদে, তুমি কলকাতায়। তুমি তো আর আমার সঙ্গে থাকতে চাও না, আমার সঙ্গে সংসার করতে চাও না। তুমি এখন—'

'হ্যাঁ, আমি এখন, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে ধানবাদ চলে যেতে চাই। অনুপ-ঝুমকির পড়াশোনার ক্ষতি হয় হোক, ওদেরও নিয়ে যাব, চলো। তোমার ক'দিনের ছুটি? বলো— আমি এখুনি তৈরি।'

'তুমি তোমার কলকাতা, তোমার রঙ্গমঞ্চ ছাড়বে কী করে? তোমার সেই হাহাকারের দৃশ্য? যা দেখবার জন্যে ছেলেবুড়ো পাগল, যা দেখাবার জন্যে তুমি পাগল—'

'তুমি বলো নিয়ে যাবে, তারপর দেখ না যেতে পারি কিনা।'

'কিন্তু আমি ঐ সামান্য রোজগারে চালাব কী করে? সেখানে বাড়িতে তো আর ভাড়াটে পাব না।'

'অনেকে তোমার চেয়েও কম রোজগারে চালায়।'

'তাকে চালানো বলে না। তোমার মতো অভিনেত্রীর পক্ষে তা লজ্জাকর হবে। তোমাকে সেই লজ্জা সেই কষ্ট আর দেব না— আমি একাই যাব। তবে ভবিষ্যতে নতুন নাটক যদি করো একটি সত্যিকার সতীর পার্ট কোরো।'

'তেমনি যদি পার্ট থাকে নিশ্চয়ই করব।'

'শুধু স্বামীর বস্-এর কাছেই সতী নয়, স্বামীর বন্ধুর কাছেও সতী।'

'হ্যাঁ, স্বয়ং স্বামীর কাছেও সতী। নাট্যকারকে বলব যেন স্বামীটিকে সৎ করে। নিজের উন্নতির জন্যে না স্ত্রীকে নাটকে নামায়।'

'সেইটেই ভুল হয়েছিল। মাস্টারমশাই বলে দিয়েছিলেন যেমন দেবতা তেমনি নৈবেদ্য হওয়া উচিত। যার সন্দেশ প্রাপ্য তাকে শুধু এলাচদানা দিলে বিপদ অনিবার্য। কিন্তু এমনি গ্রহের ফের, যার এলাচ-দানাও প্রাপ্য নয় তাকে তুমি রাজভোগ দিয়ে দিলে। তুমি আবার ধানবাদ যাবে!'

'বেশ, তাহলে তুমিই এখানে চলে এস। সমস্ত কিছু তোমার চোখের উপর রাখো। যাতে দূরে থেকে তোমার দৃষ্টিকোণ না ভুল হয়।'

'এখানে আসবার আমার পথ কোথায়? সে-পথে যে নবাঙ্কুর!'

'হ্যাঁ, এখানে এলেই আবার সেই নাটক। নাটক দেখা অর্থই নরক দেখা। সুতরাং দু-দিন অপেক্ষা করো, আমিই যাব।'

ঠিক দু-দিনই অপেক্ষা করল সুখেন্দু, তারপর একাই ফিরে গেল। তৃতীয় দিন যমুনার অভিনয়, দেখে গেল না। অথচ এ দেখতেই আসা। বললে কিনা ছুটি নেই। যমুনা দুঃখিত হলেও শাপে বর বলে মানল। কে জানে অভিনয়ে আবার কী দেখবে! মঞ্চের বাইরে তো প্রেম দেখল, মঞ্চের উপরে দেখবে হয়তো ব্যভিচার!

নাচাবে অথচ ঘোমটাও টানতে বলবে, এ কেমন কথা? চোরকে চুরি করতে পাঠিয়ে গৃহস্থকে জাগিয়ে রাখা কোন্ দেশী সাধুতা?

কিন্তু এ নাটকীয় জটিলতা থেকে বেরিয়ে পড়ার রন্ধ্র কোথায়?

কাল প্লে, আজ এক্ষুনি যায় কী করে? অ্যাডভান্স বুকিং হয়ে আছে। তার পরে ঐ অসচ্ছলতার খোঁটা। সব দিক না গুছিয়ে বেরিয়ে পড়া কি সহজ ব্যাপার? ক'দিন পরেই আবার 'অলকাপুরী'র সঙ্গে চুক্তির কথা। সমস্ত কিছু তো একটা ভদ্রস্থ উপায়ে সমাধা করা দরকার। সুখেন্দুই বা জোর করে টেনে নিয়ে গেল না কেন? তার স্বামিত্ব শুধু ঠেলে দেওয়ায়, টেনে নেওয়ায় নয়?

তাই বলে সে তো নাটকেই আটক থাকতে পারে না। তার স্বামী-পুত্র-কন্যা তো আর নাটক নয়। স্বামী স্থূল শক্ত গদ্য আর অনুপ-ঝুমকি

ছুটি অনবদ্য কবিতা!

কার কাছে যায়, কে পরামর্শ দেয়?

সেই থেকে চঞ্চলও আর আসে না। যদিও সুখেন্দু বলেছিল তার যাবার পর আসবে, তাও এল না।

সুবলকে জিগ্যেস করে জানল কলকাতার বাইরে শুটিংএ চলে গেছে। কবে ফিরবে কিছু বলে যায়নি। না, চিঠি-টিঠি লেখে না কোনোদিন। ও-সব অভ্যেস নেই।

'যদি তোর বাবু আর কোনোদিন না ফেরে?'

'আপনাদের এখানে আমাকে থাকতে বলেছেন, এখানেই থেকে যাব।'

'আমি যদি তোকে ছাড়িয়ে দিই?'

'যেদিকে ছু-চোখ যায় চলে যাব।'

গাড়িও আর আসে না, পৌঁছিয়েও দেয় না। সব ভাবেই সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছে। নেওয়াই তো পৌরুষ। ওরকম অপমান করলেও যে না বিচ্ছিন্ন হয় তার ভালোবাসায় সুখ কই, গর্ব কই?

'কিন্নরদল'ই গাড়ির বন্দোবস্ত করেছে। কিন্তু যখনই গাড়ি এসে হর্ন দেয় যমুনার বুকটা ছুলে ওঠে, এই চঞ্চল এল বোধহয়। প্লে-র শেষে সাজঘরে অনেকক্ষণ বসে থাকে যদি দেরি করে হলেও চঞ্চল এসে দেখা দেয়। মাঝে-মাঝে অকারণেই ছুপুরের বিছানাটা করে রাখে, পাশের টুলে ছাইদানের পাশে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল রাখতে ভোলে না। ছুপুরের রোদে বাড়িতে ঢুকেই এক গ্লাস জল চাওয়া বিচিত্র নয়।

কিন্তু যমুনার সুখেন্দুও নেই, চঞ্চলও নেই।

॥ উ নি শ ॥

তখন নিরুপায় হয়ে যমুনা নবাঙ্কুরকে তার অফিসে টেলিফোন করলে।

'আমাকে আপনি গলা শুনে চিনতে পারবেন না—'

'দাঁড়ান, গলার স্বর যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।'

'আমি নলিনী।'

'নলিনী? নলিনী— নলিনী— পদবীটা কী বলতে পারেন?'

'আমার পদবী নেই।' খুকখুক করে হাসল যমুনা : 'আমি সেই 'যেখানে গভীর নীর'-এর শ্রমিক নায়িকা, যাকে আপনি সোনার—' বাকিটুকু ইচ্ছে করেই উহ্য রাখল।

'ও, আপনি মিসেস গুহ?'

'আপনি তো শুধু পদবী বললেন না, আপনি একেবারে জাত-গুষ্টি ধরে টান মারলেন।' বলে যমুনা আবার খুকখুক করে হাসল।

'না, হ্যাঁ, আপনি নলিনী।' একটু গদ্‌গদ হয়েই গম্ভীর হল নবাঙ্কুর : 'কী খবর?'

'আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কবে, কখন?'

'আপনিই ঠিক করে দিন। এবং কোথায়?'

কেন— এমনতরো প্রশ্নও একটা আছে কিন্তু তা নিয়ে নবাঙ্কুর ব্যস্ত হল না। সূচনাতে যথাস্থিত থাকাই বিধেয়, তাই স্বরে একটু গাম্ভীর্য মিশিয়ে বললে, 'আমার অফিসেই চলে আসুন না। অসুবিধে আছে?'

'না। কবে যাব বলুন?'

একটু থামল, বিবেচনা করল নবাঙ্কুর, দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাল। বললে, 'শুক্রবার, বিকেল চারটে।'

'তাই যাব।'

'সেদিন আপনার প্লে নেই তো?'

'না। শনিবার প্লে।'

'আচ্ছা, আসবেন।'

গাড়ি পাঠিয়ে দেব এ-কথা আর ওঠে না। তার জন্যে ভয়ও করে না যমুনা। যদি পায়ে হেঁটেও যেতে হয় সে তাতেও রাজি। যে করে হোক তাকে কার্যসিদ্ধি করতেই হবে।

আর নবাঙ্কুর বসে সোনার মেডেলটার কথা ভাবতে লাগল। সোনার মেডেলটা শুধু সোনার মেডেলই নয়, সে বুঝি কার সোনা-মুখের প্রসন্নতা।

শুক্রবার আড়াইটে থেকেই তৈরি হতে শুরু করল যমুনা।

ঘুমন্ত সুবলকে ডেকে তুলে বললে, 'আমি একটু কাজে বেরুচ্ছি, সন্ধের আগেই ফিরে আসব। এর মধ্যে অনুপ-ঝুমকি এলে বলবি মিট-সেফে ওদের খাবার ঢাকা আছে। এলে দিবি।'

'সে আর বলতে হবে না।'

'দেখিস, বেশি ঘুমিয়ে পড়িসনি। ওরা কড়া নাড়লে যেন শুনতে পাস।'

'সে আর বলতে হবে না।' ঘুমভরা চোখে কোনোরকমে বললে সুবল।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গিয়ে যমুনা অস্ফুটে বললে, 'তোর বাবুর আর আমার কথা মনে নেই।'

এসব কথা সুবল কী জানে, সুবল কী বোঝে, এমনি ঘুমে জড়ানো হাসি হেসে চুপ করে রইল।

টাইমপিস ঘড়িতে দেখল, তিনটে বাজে। বেরিয়ে পড়ল যমুনা। পিছনে দরজায় খিল দেবার আগে বললে, 'কান খাড়া রেখে ঘুমোস, কখন ওরা এসে পড়ে।'

সাজেগোজে বেশ আঁটসাঁট পিনদ্ধপ্রখর হয়ে চলেছে। যমুনা এখন

আর লজ্জার লতিকা নয়, লীলার লতিকা। লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়— সমস্ত মহৎ অভিনয়েরই এই মূল কথা। সে তার স্বামীর জন্যে ব্রতোদ্ধারে চলেছে— স্বামীর জন্যে এ মহৎ অভিনয় ছাড়া আর কী। তাই তার বেশে-বাসে যে উগ্রতা সে তার অন্তরের তৃপ্তিরই প্রতিচ্ছায়া। সে তার স্বামীরই মনোরথ-মনোহরা! সর্বাংশে রয়েছে তার স্বামীর অনুমোদন— যা নির্লজ্জের দরজায় দাঁড়িয়ে নির্ভয়ের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে।

পাপ পাপ নয় যতক্ষণ লোকে না জানতে পায়, অন্তত স্বামী না জানতে পায়।

এমন মজা, জানাজানি হলে তখন এই স্বামীই আবার খড়্গহস্ত হবে হয়তো। মাছ ধরে এনে দাও, কিন্তু জলস্পর্শ যেন না হয়। কার্যোদ্ধার করতে কতদূর যাবে তুমি ঠিক করো কিন্তু স্বাস্থ্যহানি শান্তিহানি মানহানি যেন না ঘটে!

ক্ষতির কথা না জানতে পারা তো স্পষ্ট লাভ।

অফিসঘরে যমুনাকে ঢুকতে দেখে নবাঙ্কুর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে চাইল কিন্তু মর্যাদার খাতিরে কণ্ঠস্বর সংযত রেখে বললে, 'বসুন! কী সুপার্ব অ্যাকটিং করেছেন আপনি! তুলনা হয় না। ওয়াণ্ডারফুল!'

সপ্রতিভ মুখে যমুনা বললে, 'সব তো আপনার কাছে হাতে-খড়ি।'

অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে তাকাল নবাঙ্কুর: 'সীতায় তো আপনি ভীতু ছিলেন, কিন্তু নলিনীতে আপনি গ্লোরিয়াস! তারপর সেই সিন-টা কী ওয়াইল্ড, কী চার্মিং!'

শুনে যমুনার বুক উথলে উঠল। চোখে মদিরার অঞ্জন বুলিয়ে বললে, 'আপনার ভালো লেগেছে?'

'ভালো না লাগলে মেডেল পাঠাই? সত্যি, মেডেলটা নিয়ে আপনি আমাকে ধন্য করেছেন। আমি ভাবছিলুম কী জানি কী—'

'আপনার দেওয়া জিনিস আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি ? আপনি আমার গুরু। আবার গুরুর চেয়েও বেশি। মেডেলটা তাই শুধু আশীর্বাদ নয়, নিমন্ত্রণ। কী, ঠিক বলিনি?'

'ঠিক বলেছেন। নিমন্ত্রণের চেয়েও বেশি। জানেন, আপনার সেই সিন-টা আবার দেখতে ইচ্ছে করে।'

'বেশ তো, যাবেন, দেখবেন।' যমুনা চোখ নম্র, স্বর গাঢ় ও উচ্চারণ মন্থর করল। পর মুহূর্তেই হাসির চমকে দিশপাশ আলো করে বললে, 'কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা আবেদন আছে।'

'হ্যাঁ বলুন—' সামনের দিকে ঝুঁকে এল নবাঙ্কুর।

'রাখবেন কথা দিন।'

'কী আশ্চর্য, নিশ্চয় রাখব, এ আবার একটা কথা কী।'

'ফিরিয়ে দেবেন না তো?'

'আমি ফিরিয়ে দিই ? না আপনি?' নবাঙ্কুরের কণ্ঠে অভিমান।

অপরাধীর মতো মুখ ম্লান করল যমুনা। সত্যিই তো, সে-ই তো ফিরিয়ে দিয়েছিল। নিশ্বাস রোধ করে আরেকটু সহ্য করলেই তো সুদিনের মুখ দেখা যেত। সুদিন এলে গত দিনের দৈন্যের আঁচড়ের স্মৃতিটুকুও থাকত না।

'আমিও আর ফিরিয়ে দেব না।'

'কী, সুখেন্দুর প্রমোশন তো?' নবাঙ্কুর উদারতার বিস্তীর্ণ পাখা মেলল: 'সে তো স্যাংকশনড হয়ে আছে। শুধু আপনার সঙ্গে এই আপোসটুকুর অপেক্ষা।'

'তা তো হয়েই গেল।' চোখের কোণ থেকে আবার ছোট্ট একটু হাসল যমুনা: 'কিন্তু আমার তার চেয়েও একটু বেশি চাইবার আছে।'

'কী?'

'ওঁকে এখানে বদলি করে নিয়ে আসুন। ওঁরও আয় বাড়ল আর আমিও রোজগার করলুম, তাহলেই তো সংসারের সুরাহা হল। সুখের

উপরে যদি সুখ না আসে তাহলে সুখ কই ?'

'বেশ, কথা দিচ্ছি, তাও করে দেব। কিন্তু,' অদ্ভুত গলা নামাল নবাঙ্কুর : 'আগে আমার পাওনাটা—'

যদিও অগ্রিমেই প্রস্তুত যমুনা, তবু একটু ছলনা করে বললে, 'আগেই ?'

'আগে দিলে ঘুষ, পরে দিলে বকশিস। পাপী হলেও ঘুষই জ্যান্ত, বকশিসটা মরা, চরিত্রহীন।'

সুন্দর হেসে যমুনা বললে, 'বেশ আগেই দেব। কিন্তু আপনি যেন পরে কথার থেকে সরে যাবেন না।'

'আমি কখনো সরেছি বলতে পারেন ? আপনি মাঝপথে জোর করে ঠেলে না দিলে—'

আবার অপরাধীর মতো মুখ করল যমুনা। বললে,'আগের ঔদ্ধত্যের জন্যে তো মার্জনা মিলে গেছে। এখন এই নতুন চুক্তি।'

'হ্যাঁ, অনার-বাউণ্ড।'

'আপনার তো শুধু সেই নাটকের দৃশ্যটা দেখা।'

'তাছাড়া আবার কী। আমার দেখা আর আপনার দেখানো। আর জানেন তো, সৌন্দর্য সুন্দরীতে নেই, সৌন্দর্য দর্শকের চোখে।'

যমুনা নিশ্চয়ই জানে। দুই সন্তানের মা, তার মতো আর জানে কে ? তবে তৃষ্ণা জলকেও সুরা করে,পাপ বিষকেও মধুময় করে তোলে। সবচেয়ে বেশি জানে সে নাটকের নায়িকা। এও বুঝি তার একরকম পার্ট করা।

হঠাৎ নবাঙ্কুর জিগ্যেস করল, 'চা খাবেন ?'

বাড়ির কথা মনে করে যমুনা উতলা হল। পালটা প্রশ্ন করল : 'ক'টা বেজেছে ?'

যমুনার রিক্ত মণিবন্ধ নবাঙ্কুরের নজরে পড়ল। বলে উঠল : 'এ কী, আপনার এখনো ঘড়ি হয়নি ? চলুন, আপনাকে একটা ঘড়ি

কিনে দিই। এটাও আমার নলিনীকেই পুরস্কার, যদিও সেটা আমার সীতার প্রাপ্য ছিল। চলুন, পথে কোনো রেস্তরাঁয় খেয়ে নেব।'

যমুনার আর কোনো আপত্তি করা সাজে না, সে যখন নিয়েছে নিচ্ছে নেবে তখন তো সে সম্পূর্ণ পরাধীন। যে মাটিতে শুয়ে আছে তার আবার অধঃপতন কী।

নবাঙ্কুর যমুনাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

কেউ-কেউ ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল, কেউ চিনল, কেউ ফিচেল মন্তব্য করল। রঙ্গমঞ্চের ঝগড়া আদালতে উকিলের ঝগড়ার মতো। একেবারে অবাস্তব। আসলে লোহাও জানে, কামারও জানে।

ধীরেশ বললে, 'গাই-গয়লায় ভাব থাকলে একহাঁটু জলেও আধ-সের দুধ।'

নবাঙ্কুর বেশ ভালো একটা রিস্ট-ওয়াচ কিনে দিল, নিজেই পরিয়ে দিল হাতে ধরে। তারপর দামি রেস্তরাঁয় গিয়ে খেল দু-জনে। তারপর ফেরার পথে যখন গাড়িটা বাড়ির দিকে চলেছে তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

এখন যদি সুখেন্দু দেখত, নবাঙ্কুরের গাড়িতে নবাঙ্কুর আর যমুনা চলেছে, ভিতরের সিটে বসে, তাহলে সে বোধহয় সুখী হত। যমুনাকে তাহলে সে নষ্ট ভাবত না, নিপুণ ভাবত।

বাড়ির কাছাকাছি এসে যমুনা জিগ্যেস করলে, 'নাটকটা কোথায় হবে?'

'তুমিই বলো।'

'আপনার বাড়িতে?'

'ওরে বাবাঃ।' নবাঙ্কুর শিউরে উঠল।

'তবে আমার বাড়িতে?'

'সেখানে সুবিধে হবে?'

'হবে। দুপুরবেলা।'

'তখন কেউ থাকে না?'

'না। ছেলেমেয়ে তো স্কুলে।'

'আর সেই ভাড়াটেটা?'

'তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'দুপুরে আপনি একেবারে একা?'

'শুধু একটা ছোকরা-চাকর আছে। সে তার ঘরে ঘুমোয়।'

'তবে তো আপনার বাড়িই ভালো। নিশ্চিন্ত।'

সুখেন্দুর মাস্টারমশায়ের শিক্ষা সুখেন্দুর মধ্য দিয়ে কি তার স্ত্রীতে এসে পৌঁছয়নি? আঙুল বাঁকা করে ঘি তোলো। ঘি থাকতেও যে ঘি না তোলে সে মূর্খ, সে ঘিলুহীন। যার যত বক্রতা তারই তত যোগ্যতা। এ-শিক্ষা তো এখন সুখেন্দুই কাজে লাগাচ্ছে। যমুনা তো নিমিত্তমাত্র।

'কবে আসবেন?' যমুনাই আবার কথা চালাল।

'তুমিই বলো।'

'শনি-রবি বাদ দিয়ে সোমবারই আসুন না।'

'তাই ভালো। তাই যাব।'

'যত শিগগির হয়।'

'তার আগে রবিবার স্টেজে তোমার সেই সিন-টা একবার লুকিয়ে দেখে আসব।'

আবার চুপচাপ। শুধু বেঁচে থাকা নয়, সুখে বেঁচে থাকা। এই তো মাস্টারমশায়ের মন্ত্র। কিন্তু সুখের তো একটাই মাত্র বাঁধানো রাজপথ নয়। কত অলিতে-গলিতে সুখ, কত বা জ্বালায়-যন্ত্রণায়। তার পর এই পাপেও সুখ।

'ক'টার সময় আসবেন?'

'তুমিই বলো।'

'দুপুর দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে।'

'বেশ, তাই।'

'কী করে আসবেন?'

‘গাড়ি করে আসব না। গাড়ি অন্য কাজে যাবে। আমি ট্যাক্সি করে যাব।’

‘তাই ভালো। ট্যাক্সি ছেড়ে দেবেন।’

‘হ্যাঁ, ফেরবার সময় আরেকটা ডেকে নিলেই হবে।’

‘কড়া নাড়বেন না। আমি দরজা খোলা রাখব।’

‘খুব ভালো হবে।’

‘আমি দরজার কাছেই অপেক্ষা করব। আবার যখন চলে যাবেন আমিই দরজা বন্ধ করে দেব।’

‘ঠিক আছে।’

‘তারপর মঙ্গলবারই আপনি অর্ডার ইস্যু করবেন। মনে রাখবেন ইনক্রিমেন্ট ও বদলি।’

‘এখান থেকে ফিরে গিয়ে সোমবারই অর্ডার ইস্যু করব। সমস্ত পেপার তো রেডি হয়েই আছে, শুধু একটা সিগনেচার।’

মাস্টারমশাই কী বলেছিলেন? বাজনা বুঝে খাজনা, না, খাজনা বুঝে বাজনা? যমুনা তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। ‘আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করুন।’

শুধু হাতই কি গা? নবাঙ্কুর প্রতিজ্ঞা করল।

সোমবার দুপুর একটা বেজে চল্লিশ মিনিটের সময় সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। লোকটার পায়ে যে জুতো আছে তা বোঝাই যাচ্ছে না, এত চোরের মতো টিপে-টিপে আসছে। গোড়ালিটা ঠেকতেই দিচ্ছে না। চোরের চেয়েও যেন বেশি, খুন করতে আসছে। হয়তো খুনের চেয়েও বেশি।

দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে যমুনা ডাকল : ‘আসুন।’

ভিতরে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে

নবাঙ্কুর বললে, 'বাড়িতে কেউ নেই ?'

'থাকলে কি আপনাকে আসতে বলতে সাহস পেতাম ?'

বাড়িতে কেউ নেই, তবুও দু-জনের কণ্ঠস্বর আপনা থেকেই কেমন মৃদু ও অস্ফুট হয়ে গেছে। লোক কেউ না থাক, যেন ঘরের দেয়াল আছে, দরজা-জানলা আছে, আলো আছে, হাওয়া আছে— তারা দেখছে, তারা শুনছে। তাই ভয়ের কারণ না থাকলেও ভয় এসে জোটে, লজ্জার কারণ না থাকলেও লজ্জা।

অন্যায়বোধের একটা কালো কুয়াশা যুক্তিহীনের মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'এ-ঘরটা হল কবে ?' নবাঙ্কুর কাঠের ঘরটার দিকে ইঙ্গিত করল : 'আগে একবার যখন এসেছিলাম তখন তো এটা দেখিনি। এটাতে কে থাকে ?'

'কেউ থাকে না। ছেলেরা পড়ে। আর চাকরটা ঘুমোয়।'

'চাকর ?'

'আমার এক ছোকরা-চাকর। খুদে কুম্ভকর্ণ। ঘুমে কাদা হয়ে আছে। আপনি আসুন।' নবাঙ্কুরকে শোবার ঘরে নিয়ে এল যমুনা। এনে দরজা বন্ধ করে দিল।

অব্যাহত নিভৃতির মধ্যে চলে এসে নবাঙ্কুর উল্লাস করে উঠল : 'এখন শুধু আমি আর তুমি।'

কতক্ষণের বা ব্যাপার, তবু দক্ষিণের জানলাটাও বন্ধ করল যমুনা।

'সব যে অন্ধকার হয়ে গেল।' নবাঙ্কুর ছটফট করে উঠল।

'না, আলো জ্বালছি।' কিছুক্ষণ পরে যমুনা সুইচ-অন করে আলো জ্বালাল। আর-সমস্তের মধ্যে এটাও নবাঙ্কুর দেখে নিল আলোর সুইচটা কোথায়।

নবাঙ্কুর বুঝি অল্পে তুষ্ট হতে জানে না। তাই সে নিজেই উদ্যোগ করে সুইচটা অফ করে ঘর অন্ধকার করে দিল।

অন্ধকারের মধ্যে যমুনার চাপা গলায় উঠল ক'টা আর্ত শব্দ : 'না, না, না।'

দক্ষিণের জানলাটা অল্প একটু খুলে গেল। আর সেই মুহূর্তেই অন্ধকার ঘরে জ্বলে উঠল ফ্ল্যাশ।

এ কী! ভয় পেয়ে নবাঙ্কুর লাফিয়ে উঠল।

কে ? কে ? চেঁচিয়ে উঠল যমুনা।

আর কে! ফ্ল্যাশে ছবি তুলে ক্যামেরা নিয়ে পলকে পালিয়ে গেছে সুবল।

যমুনা অস্থির পায়ে ঘর থেকে বেরিয়েই কাঠের ঘরে ঢুকল। কোথায় কুম্ভকর্ণ ? দেয়াল ধরে নিজেকে চাইল স্থির রাখতে। পায়ের নিচে মাটি কাঁপতে শুরু করেছে। দু-হাতে মাথা চেপে মেঝেতে বসে পড়ল। কী হবে ? কোথায় এর পরিণাম ?

মুখের থেকে শিকার কেড়ে নেওয়া আহত বাঘের মতো গরজাতে লাগল নবাঙ্কুর। বললে, 'বুঝেছি। এ-সমস্তই আপনার কারসাজি। কিন্তু আমিও দেখে নেব। দেখব আপনার স্বামীর চাকরি কতদিন থাকে।'

বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না— শত তর্ক করেও নিজের নির্দোষিতা স্থাপন করতে পারত না যমুনা— যে ব্যাহত ও বঞ্চিত তার ক্রোধের কাছে সমস্ত যুক্তিই পঙ্গু হয়ে যেত, তাই একটি কথাও বললে না যমুনা। নবাঙ্কুর বেরিয়ে গেলে দরজায় খিল দিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। শয়তানটা কী করে খুলল জানলা ? বুঝল তাড়াতাড়িতে যমুনাই জানলার ছিটকিনিটা লাগাতে ভুলে গিয়েছে। উত্তেজনায় মনোযোগ শিথিল হয়েছিল বোধহয়। ওদিক থেকে অমন কোনো আক্রমণ আসতে পারে শত দুঃস্বপ্নেও ভাবা যেত না। শান্ত ভদ্র বাধ্য ছেলেটার মধ্যে তলে-তলে এত শয়তানি কে আন্দাজ করবে ? জানলায় ছিটকিনি লাগানো থাকলেও ও পাখি তুলে ফাঁক করে ফ্ল্যাশ নিত।

আর এসব ও নিজের বুদ্ধিতে করছে না, নিশ্চয়ই আর কারু হাতের পুতুল হয়ে করছে। কী শত্রু! কী শত্রু!

ছেলেটা একবার ফিরুক। কিন্তু আর কি সে ফিরবে!

অনুপ-ঝুমকি ফিরল কিন্তু সুবলের আর দেখা নেই। সন্ধে হয়ে গেল, তবু না। খেতেও এল না, ঘুমুতেও না।

কাজ ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ পালিয়ে গেছে এ বুঝি বলা যায় না। চুরি করেছিল, তাড়িয়ে দিয়েছি, এ বিশ্বাস করা কঠিন হলেও গলা বড়ো করে বলা যায়।

কিন্তু ঐ ছবিটা দিয়ে চঞ্চল কী করবে? সুখেন্দুকে দেখাবে? সেদিন চঞ্চলের কাছে পাতিব্রত্যের গর্ব করেছিল, সেই গর্ব ভেঙে দেবার জন্যে এই চক্রান্ত? চঞ্চল জানে, সুখেন্দু মুখে যতই স্বাধীনতা দিক, বিচারের বেলায় ঠিক বেত হাতে করবে। আদায় করে দাও অথচ তার মাঝে যে দায় আছে তা নেবে না। ছবি দেখিয়ে বলবে, মাছ ধরতে গিয়ে দেখ কেমন জলে ডুবেছে, কেমন পাঁকে ডুবেছে।

তারপর সুখেন্দু যমুনাকে তাড়িয়ে দেবে। যমুনা সত্যি-সত্যিই নটী হয়ে যাবে। চঞ্চল বুঝি তাই চায়। প্রবাহিনীকে পুষ্করিণী করে দেবে।

কিন্তু অনুপ-ঝুমকির কী হবে? তার সেই টবের গাছ-লতা?

চঞ্চল না একদিন ভালোবাসার কথা বলেছিল? ভালোবাসায় এত বিষ? এত সর্বনাশ?

ছবিটার একটা এনলার্জড প্রিন্ট নিয়ে চঞ্চল অঞ্জলি মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ছবি দেখে প্রথমে অঞ্জলি বিশীর্ণ হয়ে গেল, এমন কথাও বলল যে, ছবির পুরুষ নবাঙ্কুর নয়, কিন্তু সে-অস্বীকৃতিতে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারল না বলে চেঁচিয়ে উঠল: 'এ ব্ল্যাকমেইল।'

'ভয় দেখিয়ে কিছু আদায় করবার জন্যে এ-ছবি আপনাকে দেখাচ্ছি না। এর পিছনে কোনো ষড়যন্ত্র নেই। যা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছিল এ তারই প্রতিচ্ছায়া।'

'কিন্তু আমাকে তা দেখাচ্ছেন কেন?'

'শুধু আপনার স্বামীকে চেনবার জন্যে।'

'এই ছবি তবে মিস্টার গুহকে দেখান।'

'দেখাব বৈকি। সে-ও তার স্ত্রীকে চিনবে।'

'তবে তাই যান। তাকে গিয়ে চেনান ঘরে তার স্ত্রী কিসের দোকান দিয়ে বসেছে!'

'কিন্তু বিচার করে দেখতে গেলে মনে হয়, মাপ করবেন, আপনার স্বামীই দোষী।'

'না।' অঞ্জলি গর্জে উঠল: 'আমার স্বামী পুরুষ, তাঁর দোষ নেই। তাঁকে ঐ মহিলা তার ঘরে ডাকে কেন?'

'আমি বিচারে যাব না, তবু বলছি, আপনার স্বামীই ঐ মহিলাকে ওভাবে ডাকাতে বাধ্য করেছেন।'

'কিন্তু ঐ মহিলা বাধ্য হয় কেন? তাকে তো কেউ বন্দুক বা ছোরা উঁচিয়ে খুন করবার ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেনি?'

'অন্যভাবে বাধ্য করেছিল।'

'সে বাধ্য হয় কেন? শুধু দারিদ্র্যের জন্যে বাধ্য হবে? শুধু প্রাণের ভয়ে? দেখুন, ঘুষ যে নেয় সে দোষী বটে কিন্তু ঘুষ যে দেয় সে আরো দোষী।' রাগে লাল হয়ে উঠল অঞ্জলি: 'যদি এই ব্যাপারে যমুনা গুহকে কেউ বাধ্য করে থাকে সে আমার স্বামী নয়, সে যমুনা গুহ-র স্বামী। যান, তার ঘর ভাঙুন গে, আমার ঘর ভাঙতে পারবেন না।'

'আপনি ভুল করছেন— আমার তেমন কোনো উদ্দেশ্য নেই।'

'নইলে আমাকে ও-ছবি দেখাবার কারণ কী? আমার স্বামীর বাইরে কে প্রণয়িনী আছে তাতে আমার কী ইন্টারেস্ট?'

'আমাকে মাপ করবেন, আপনাকে অকারণে বিরক্ত করলাম। দিন, ওটা দিন,' ছবিটার জন্য হাত বাড়াল চঞ্চল : 'আপনার কাছে রেখে কাজ নেই।'

'কারুর কাছে রেখে কাজ নেই।' অঞ্জলি ছবিটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ঝুড়িতে ফেলে দিল।

চঞ্চল মৃদু হাসল। বললে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত নেগেটিভটা নষ্ট না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রিন্টের ভয় থাকবেই। তবু ছবি আপনার কাছে থাকে কেন? আপনার ঘর আপনার মন পরিচ্ছন্ন থাক। আচ্ছা, নমস্কার।'

চঞ্চল ভেবেছিল এর পর সুখেন্দুর ব্যাপারে নবাঙ্কুরই কিছু করবে। অন্তত ইনক্রিমেণ্টটা দেবে ও কলকাতায় ফিরিয়ে আনবে। অঞ্জলি ছবিটা নিয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ করলেই তা হয়ে যেত। হয়ে যেত, কেননা ভয় পেয়ে তখন সুখেন্দুর শর্তেই সুখেন্দুর সঙ্গে মিটিয়ে ফেলত, যাতে সে তার বিরুদ্ধে আদালত না করে। কিন্তু চ্যালেঞ্জ করা দূরস্থান, অঞ্জলি ছবির বিষয় একটা ক্ষুদ্রতম কথাও নবাঙ্কুরকে জিগ্যেস করল না। যতক্ষণ সে তার নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত আছে ততক্ষণ সে স্বামীর ছোটোখাটো অন্য-অন্বেষণে বিচলিত নয়।

তখন চঞ্চল দিল্লি গেল। নবাঙ্কুরের উপরে কর্তা আছে— সেই হেড-অফিসে।

কিছু কাঠখড় পুড়িয়ে কর্তাব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলে।

'আপনি কে?'

'ধরুন এ-ছবিটা আপনাদের কাছে বেনামিতে এসেছে। সঙ্গে একটা চিঠি। আমি মৌখিক সে-চিঠির কাজ করছি। বেনামি বলে কি মনোযোগ দেবেন না?'

'না, বলুন।'

যতটুকু বলবার, বললে চঞ্চল। পরে আরো একটু বিশদ হল : 'মুখার্জির অনুমোদন ছাড়া প্রমোশন বা বদলি যখন হবার নয় তখন মুখার্জি ঘুষ চাইল। ঘুষ চাইল সুখেন্দুর কাছে নয়, সুখেন্দুর স্ত্রীর কাছে। কী ঘুষ ? না, সুখেন্দুর স্ত্রীর একটি অবাধ সান্নিধ্য। এই ছবি তার প্রমাণ।'

সেক্রেটারি বললে, 'ছবিতে মুখার্জিকে চিনতে পাচ্ছি, কিন্তু ভদ্রমহিলা যে—'

'অধীনস্থ কর্মচারী সুখেন্দুর স্ত্রী— তার প্রমাণ কী ? এ প্রমাণ দিতে পারে একমাত্র সুখেন্দু। তাকে যদি ডাকান তবে সে এ-ছবি দেখে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে ত্যাগ করবে। তার সংসার ভেঙে দেবার কারণ হয়ে কি কোনো সুখ আছে ?'

সেক্রেটারি অভিজ্ঞ লোক, তাই গভীরে যেতে চাইল। বললে, 'যদি এ-ঘুষের নাটকে স্বয়ং সুখেন্দুর সায় থাকে ?'

'তাহলে মুখার্জির অপরাধ কমলেও অন্যায় কমবে না। একজন হর্তাকর্তাবিধাতার মতো লোক হয়ে একজন নিঃসহায় কেরানির অন্তঃপুরে এ অত্যাচার কি শোভন না সংগত ? তবে, ঐ কথা— সবার আগে প্রমাণ হওয়া দরকার ঐ মহিলা সুখেন্দুর স্ত্রী। সুখেন্দু ছাড়া আর-এক জন এর প্রমাণ দিতে পারে। সে মুখার্জি নিজে। তাকেই বরং জিগ্যেস করে দেখুন না !'

'পাগল !' সেক্রেটারি প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিতে চাইল : 'সে কখনো তা স্বীকার করে ?'

'শুধু এইটুকু স্বীকার, নির্দিষ্ট তারিখে দুপুরবেলা সুখেন্দু গুহর বাড়িতে তার স্ত্রীর কাছে সে গিয়েছিল কিনা। অন্ধকারে ফ্ল্যাশে কেউ সে-ঘরের ছবি তুলেছিল কিনা—'

'যদি স্বীকার না যায় ?'

'তাহলে বলবেন সুখেন্দু নবাঙ্কুরের বিরুদ্ধে অ্যাডালটারির মামলা

করবে, নয়তো তাকে সরিক-বিবাদী করে স্ত্রীর থেকে বিবাহবিচ্ছেদ চাইবে। মোটকথা, ফৌজদারি হোক কি দেওয়ানি হোক, ছবিটা আদালতে একবার একজিবিট করাতে হবে। মামলার হার-জিতের কিছু ঠিক নেই। যদি কোনো কারণে সুখেন্দু জেতে তাহলে মুখার্জির কী দশা হবে তাও যেন চিন্তা করে।'

'মামলার কী দরকার!'

'সে তো আমারও কথা। তাই তো ডিপার্টমেন্টাল স্টেপের জন্যে এসেছি। আপনি একবার টেলিফোন করে দেখুন না। যদি ছবিটা দেখতে চায় তাকে পাঠিয়েও দিতে পারেন।'

চাপা গলায় এদিক-ওদিক আরো একটু পরামর্শ করে নিয়ে সেক্রেটারি ট্রাঙ্ক-কল বুক করল। এমনি বেনামিতে যদি কোনো নালিশ আসত, ফটোগ্রাফ-সহ, তাহলেও তো সরকারি ভাবে— যদিও গোপনে— নবাঙ্কুরের বক্তব্য শুনতে হত। সুতরাং যেভাবেই হোক নবাঙ্কুরকে একটা বক্তব্যের সুযোগ দেওয়া দরকার।

পরদিন চঞ্চল সেক্রেটারির ঘরে যেতেই সেক্রেটারি একমুখ হাসি নিয়ে বললে, 'আপনার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, নবাঙ্কুর মুখার্জি স্বীকার করেছে। বলেছে মহিলার সঙ্গে তার অনেকদিনের পরিচয়, হ্যাঁ, ভালোবাসা। ভালোবাসা কোনো অপরাধ নয়, পেনাল কোডে পড়ে না। নির্দিষ্ট তারিখে দুপুরে সে গিয়েছিল মহিলার কাছে। অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে ফ্ল্যাশে ছবি কেউ তুলতে পারে ব্ল্যাকমেইলিঙের জন্যে। কে জানে, সব হয়তো সেই মহিলারই কারসাজি। বেশ তো, দেখুন না ছবিটা— ফটোগ্রাফস ডু নট লাই। তার মধ্যে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু আছে কিনা।'

'আপনারাই দেখুন। প্রেম কী শুভ্র! আর সেটা যদি মহিলারই কারসাজি হয়, দেখুন নবাঙ্কুরের আচরণটা নিষ্পাপ হয় কিনা। আর

দেখা শেষ হলে ছবিটা আমাকে ফেরত দিন।'

ছবিটা রাখবার মতো ফাইল নেই। ফাইল তৈরি হবার মতো উপাদানও নেই। অগত্যা সেটা চঞ্চলের হাতেই ফিরিয়ে দিতে হল।

দেবার আগে আরেকবার দেখে নিল সকলে।

ফলশ্রুতি কী হল ?

হেডঅফিস ঠিক বুঝে নিল কত ধানে কত চাল, বাইরে তাই কোনো হৈচৈ না করে নবাঙ্কুরকে আলগোছে দিল্লিতে বদলি করে আনল। আনল অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি করে। তার মাইনে ঠিক থাকল, শুধু বাংলা বিহার ওড়িশার যে কর্তৃত্বভার ছিল তা গেল। এটা কোনো অবনমন নয়, শুধু প্রতিপত্তির খেলাপ। নবাঙ্কুরের পক্ষে সেটাই দুস্তর শাস্তি।

আর সুখেন্দু ?

তাকে বহুদিন থেকেই বিশীর্ণ ও বঞ্চিত রেখেছে মুখার্জি। যাতে তাকে কোণঠাসা করে নিতে পারে তার বাঞ্ছিত ঘুষ। সুখেন্দুর বুদ্ধিকে তারিফ করতে হয় সে যে মুখার্জিকে ফ্ল্যাশে ধরে ফেলতে পেরেছে। না কি এ তার স্ত্রীর বাহাদুরি ! একজন উৎপীড়ক বস্‌-এর দৌরাত্ম্যকে শাসন করার মতো যে তার তেজ আছে তার জন্যে তার একটি নমস্কার প্রাপ্য। শুধু নমস্কার নয়, পুরস্কার প্রাপ্য।

সুখেন্দুকে অফিসার্স গ্রেডে প্রমোশন দিল হেডঅফিস। হাজারি-বাগে বদলি করে দিল। সেখানে কোয়ার্টার আছে, ছেলেমেয়ের ভালো স্কুল-কলেজ আছে, কিছু অসুবিধে হবে না।

শুধু যমুনার পাদপ্রদীপের আলোগুলো ঝড়ের এক ঝাপটায় নিবে গেল। যেন বাঁচল নিবে গিয়ে। এখন সেগুলি সুদূর পল্লীর দীপের মতো জ্বলুক তারা হয়ে।

কী করে যে কী হল কিছু বুঝতে পারছে না যমুনা। এত আনন্দ

এত সাফল্য কী করে সম্ভব হল ? সুখেন্দু যে-চিঠিটা যমুনাকে লিখেছে তা তো এক সিদ্ধকাম কৃতী ব্যক্তির নিঃসন্দেহ আনন্দ আর অহংকার দিয়ে ভরা। কিন্তু এত সাফল্য সত্ত্বেও একটা আতঙ্ক অহোরাত্র যমুনাকে আচ্ছন্ন করে আছে। মনে হচ্ছে এত সৌভাগ্যে তার বুঝি কোনো ভাগ নেই। এবারের এ-নাটকে তার বুঝি বঞ্চিত ও বিতাড়িতের ভূমিকা।

ভয়— ভয়, শুধু ভয়ই তাকে আর কিছু দেখতে দিচ্ছে না। দেখতে দিচ্ছে না আর কোথাও তার কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি না। না, কোনো ক্ষতি নয়, শুধু ভয়ের থেকে ত্রাণই তার এখন একমাত্র উপার্জন। কোথায় গেলে তার এই ত্রাণ মিলবে ? সুখেন্দু ছাড়া তার আর কে আছে ? তার সুখদাতা বলতেও সে, ভয়ত্রাতা বলতেও সে।

লজ্জা গেলে আর ফিরে আসে না কিন্তু আশা বারে-বারে যায়, বারে-বারে ফিরে আসে।

কাকাবাবু এসেছে, কাকাবাবু এসেছে! দুই ভাইবোন, অনুপ আর ঝুমকি, চঞ্চলের দু-হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল।

যমুনা রান্না করছিল, স্তব্ধ হয়ে রইল। পরে হাত মুছে ধীরে উঠে এল। যখন যা আসে তার সম্মুখীন হওয়াই সমীচীন। কিন্তু এ তার কী চেহারা! এত আনন্দের মধ্যেও যেন একটা অন্ধকূপে বাস করছে। কেমন ম্লান ও কৃশ হয়ে গিয়েছে। সেই মুখরতা, মদিরতা, বিহ্বলতা, সেই নয়ননৈপুণ্য সমস্ত অনুপস্থিত।

'কী, কবে যাচ্ছেন হাজারিবাগ ?' যমুনাকে দেখে হেঁকে উঠল চঞ্চল।

'উনি লিখেছেন যত শিগগির সম্ভব।'

'ও নিজে আসতে পারল না ?'

'না, লিখেছেন নতুন অফিস অর্গানাইজ করতে হচ্ছে, কাছাকাছি

সময় পাবেন না। আমি যেন একাই ওদের নিয়ে চলে যাই। কিন্তু এত সব জিনিসপত্র কী করে যে প্যাক করব—'

তার জন্যে ভাবনা নেই। সে-সমস্ত চঞ্চল ব্যবস্থা করবে। ভাঙা মাসের বাকি ক'দিন সে নিজেই থাকবে এ-বাড়িতে। যা পাঠাবার মতো তাই সে পাঠিয়ে দেবে আস্তে-আস্তে। বলা যায় না, এ-বাড়িটা সে নিজের নামেই ভাড়া নিয়ে নেবে হয়তো। বাড়িওলার সঙ্গে সে দেখা করেছে। ভাড়া কিছু বেশি দিলেই হয়ে যাবে মনে হয়।

'কিন্তু আপনার সুবল কোথায়?' জিগ্যেস করতে সাহস খুঁজে পেল যমুনা।

'সখা কোথায়? সখা কোথায়?' অনুপ-ঝুমকিও কলধ্বনিত হল।

'তার সন্ধান নেই। শুনেছি সে নাকি এখান থেকে চুরি করে পালিয়েছে? কী চুরি করেছে?'

অনুপ-ঝুমকি চোখ বড়ো করে তাকিয়ে রইল। আর যমুনা রইল চোখ নিচু করে। তার চোখের পাতা নেমে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই সারা মুখ বিষাদে ভরে উঠল।

তারপর চোখ তুলেও তাকাল অন্য দিকে। বললে, 'সুবলের বিরুদ্ধে আপনার কাছে আমার নালিশ আছে।'

'না, না, আজকের এই আনন্দের দিনে কারু বিরুদ্ধে কোনো নালিশ নয়। যার যত অপরাধ সব ক্ষমা করে যান। ভগবান আমাদের কত অপরাধ ক্ষমা করেছেন, এখনো করছেন, তার কে হিসেব করে?' চঞ্চল যমুনার সমস্ত মুখটাকে নিজের চোখের উপর পেতে চেয়েও পেল না, তবু চারদিকে জিনিস গোছানোর বিশৃঙ্খলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না সুখেন্দুর হঠাৎ এই উন্নতি হল কী করে, আপনার এত সব উৎসব?'

'আমিও ভেবে পাচ্ছি না।'

'সে যার জন্যেই হোক, আপনি এত শুকনো ম্রিয়মাণ কেন?

থিয়েটারটা ছেড়ে যাচ্ছেন বলে ?'

'না, সেইটেই তো আমার শান্তি। কলকাতা যে ছেড়ে যাচ্ছি, এই বাড়িটা যে ছেড়ে যাচ্ছি, এও আরো শান্তি।'

'আর আমাকে যে ছেড়ে যাচ্ছেন এও আরেক শাস্তি। সেটা বলছেন না কেন ?'

এবার সম্পূর্ণ মুখটা প্রস্ফুটিত করল যমুনা। বললে, 'আর আমি যে চলে যাচ্ছি—'

'আমার নাটকে তো শুধু প্রবেশ, কোনো প্রস্থান নেই। তোমার নাটক সাময়িক, তাই বন্ধ হয়ে গেল। আমারটা চিরকালের, তাতে কোনো যবনিকা পড়ে না।'

'হয়তো আমার এই শান্তিটাও সাময়িক।' যমুনার মুখে আবার আতঙ্কের ছায়া পড়ল : 'সব সময়ে ভয়, সব সময়ে দুশ্চিন্তা।'

'না, ভয় কী। সত্যের কাছে ভয় নেই। পবিত্রতার কাছে কোথায় দুশ্চিন্তা ?' বলেই আবার প্রাত্যহিকতায় ফিরে এল চঞ্চল। বললে, 'আজ যাই, আবার যাবার দিন আসব।'

'আসবেন। স্টেশনে যাবেন।'

'একা যেতে পারবেন তো ?'

'একা এত পারছি, চলে যেতে পারব না ?' আবার সেই উদ্বিগ্ন বিষাদে ভরে উঠল যমুনা।

'বেশ, তার আগেও আসব।' চঞ্চল হাসল : 'এখন এ-বাড়ির টেনান্সির আমিই তো মালিক।'

রাত্রে ট্রেন, কিন্তু সকাল হতেই কান্নায় পেল যমুনাকে।

মাঝখানে ক'টা দিন নিরুপদ্রবে চলে যেতে তার মনে হল ভয়টা বুঝি অবাস্তব, অন্ধকারে সেই ফটো-ফ্ল্যাশটা বুঝি অশরীরী। সুবল

বুঝি সত্যিই নিরুদ্দেশ আর চঞ্চল বুঝি সত্যিই মঙ্গল-আলয়।

আর ভয় মিলিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই শোক এসে দেখা দিল।

এ সে কোথায় যাচ্ছে, কোন হিমঘরে, কোন স্তিমিত পরিমিত কোটরীকৃত জীবনের মধ্যে ? সেখানে তার কিসের কৃতার্থতা, কিসের পরিপূর্তি ? রঙ্গমঞ্চ তাকে ডাকছে,ডাকছে পাদপ্রদীপের আলো। ডাকছে প্রশংসার করতালি। উজ্জ্বলতার উন্মাদনা। নিজেকে নবনবায়মান রূপে আবিষ্কার করার রোমাঞ্চ। ডাকছে শিল্পের ব্রত, শিলা থেকে শিল্পকে উদ্ধার করার তপস্যা।

থেকে-থেকে অনুপ-ঝুমকি এসে পড়ছে, প্রাণ ভরে কাঁদতে পারছে না।

ভয়ের থেকে বাঁচতে গিয়ে ক্ষয়ের মধ্যে এ কোথায় মরতে চলেছে সে ? কোন্ মঞ্চে ?

'কী হয়েছে মা ?' ঝুমকি একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

প্রাণপণ শক্তিতে চোখের জল লুকিয়ে যমুনা বললে, 'না, কিছু না।' অনুপের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওগুলো কী বাঁধছিস ?'

'সেই ক'টা পোস্টার আর হ্যাণ্ডবিল, মা।' অনুপ বললে, 'সেই তোমার নাটকের সময় দিয়েছিল।'

'দূর বোকা ছেলে! ওগুলো বুঝি কেউ রাখে জমিয়ে! দে, পুড়িয়ে দি ওগুলো।'

কাঁদতে দিচ্ছে না ঝুমকি-অনুপ।

দিনমান সংসারের গোছগাছেই বেলা যাচ্ছে, কাঁদতে পারছে না। কাঁদতে না-পারাটাও যে কত বড়ো কান্না আগে কোনোদিন বোঝেনি যমুনা।

'কই, আমার গাছ-লতা কই ?' অনুপ-ঝুমকির জন্যে কিছু খুচরো জিনিস উপহার এনেছে চঞ্চল— বই কলম চকোলেটের বাক্স। ঘুরে-ফিরে ঘরের শূন্যতাকে ছুঁতে লাগল চঞ্চল। আনন্দিতস্বরে বললে, 'হ্যাঁ,

ঠিক করেছেন, গাছ-লতার টব ছুটো যে রেখে গেছেন আমার জন্যে। আমি রোজ জল দেব আর সেই জল লাবণ্যের মতো আমারই জীবনে ঝরে পড়বে।'

তারপর যমুনাকে একটু নিরিবিলিতে ডেকে নিল চঞ্চল। বললে, 'আপনার জন্যেও একটা উপহার এনেছি।'

'কী?' চোখেমুখে আতঙ্ক জাগিয়ে জিগ্যেস করল যমুনা। মনে হল, এবার বুঝি সেই ভূতের ঠাণ্ডা হাতে তার হৃৎপিণ্ডটা খাবলে ধরবে। তবু দেরি হচ্ছে দেখে রুদ্ধ স্বরে আবার প্রশ্ন করলে : 'কী?'

'সেই ছবিটার নেগেটিভ। নেগেটিভটা নষ্ট করে দিলেই তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারবে। শাশ্বত বলে যদি কিছু থাকে তার নামে বিশ্বাস করো, সংসারে এর কোনো প্রিণ্টের আর অস্তিত্ব নেই। ছুটো প্রিণ্ট ছিল, ছুটোই ছিঁড়ে ফেলেছি। ভয় নেই, প্রিণ্ট সুখেন্দু দেখেনি—' বলে নেগেটিভটা হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে কুঁচকিয়ে দলা পাকিয়ে দিল। যমুনার হাতে দিয়ে বললে, 'এখন এটাকে জ্বলন্ত উনুনের মধ্যে ফেলে দিন।'

একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ফেলে যমুনা কৃতার্থ-কৃতজ্ঞের মতো বললে, 'বুকের থেকে জগদ্দল পাথরের ভারটা নামিয়ে দিলেন।'

'এবার তবে আপনার সেই নীল শাড়িটা পরুন।'

'নীল শাড়ি?'

'হ্যাঁ, আজই তো আপনার সত্যিকার অভিসার। তুমি তোমার স্বামীর কাছে সংসারের কাছে ফিরে চলেছ। প্রত্যেক যাত্রাই বুঝি শেষ পর্যন্ত তার সেই প্রথম বিন্দুতেই ফিরে যায়।'

যমুনা সেই নীল শাড়িটা পরল। যেন মুক্তির আনন্দে ঝলমল করতে লাগল।

স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে চঞ্চল শেষ কথাটা বললে। বললে, 'আমি বাঁশি বাজাতে জানতাম। তুমি কোনোদিন শুনতে চাওনি,

বাজাইওনি। মনে হচ্ছে তুমি সেই বাঁশি আজ নিয়ে গেলে, আর আমাকেই বাঁশি করে রেখে গেলে এখানে।'

অনেক অর্থ দিয়ে ভরা একটি সম্পূর্ণ হাসি হাসল যমুনা। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'আমি একদিন কাউকে কিছু না বলে চুপি-চুপি চলে আসব।'

'কোথায় চলে আসবে?'

'আমাদের বাড়িতে।'

'আমাদের বাড়ি!'

'বাড়িটা যখন তুমিই রাখলে সেটা তো তবে আমাদেরই বাড়ি হল।' ট্রেনটা ছেড়ে দিতে যমুনা মুখটা আরো একটু বাড়াল: 'তুমি আমার জন্যে নাটকে একটা পার্ট ঠিক করে আমাকে ডাকবে, আমি ঠিক গিয়ে হাজির হব।'

চঞ্চল তাকিয়ে রইল। জানলার বাইরে নীল শাড়ির উড়ন্ত আঁচল ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।